বঙ্গবাসী কায়স্থের গোত্র ও প্রবর।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পদবী।	গোত্র।	প্রবর।
দত্ত—	অগ্নিবাৎস্য।	অগ্নিবাৎস্য, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
	বশিষ্ঠ	(বশিষ্ঠ গোত্রের প্রবর দেখ।)
দাস—	শালঙ্কায়ন।	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবং।
	গার্গ্য।	গর্গ, অসিত, দেবল।
সেন—	মৌদ্গল্য।	(মৌদ্গল্য গোত্রের প্রবর দেখ।)
বল—	গৌতম।	(গৌতম গোত্রের প্রবর দেখ।)
আইচ—	কাশ্যপ।	(কাশ্যপ গোত্রের প্রবর দেখ।)
কুল—	ঐ	ঐ
রাহুত—	শক্তি।	শক্তি, বশিষ্ঠ, পরাশর।
দীপ—	আত্রেয়।	(আত্রেয় গোত্রের প্রবর দেখ।)
ব্রহ্ম—	ভরদ্বাজ।	(ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর দেখ।)
রক্ষিত—	ঐ	ঐ
বর্দ্ধন—	কাশ্যপ।	(কাশ্যপ গোত্রের প্রবর দেখ।)
	ঘৃতকৌশিক।	(ঘৃতকৌশিক গোত্রের প্রবর দেখ।)
ঘোষ—	সৌকালীন।	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।
সুর—	বাৎস্য।	(বাৎস্য গোত্রের প্রবর দেখ।)
বর্দ্ধন—	কাশ্যপ।	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
দাস—	আত্রেয়।	(আত্রেয় গোত্রের প্রবর দেখ।)

নাহা, আঁইচ, ধারা, ধনুত্রোণ প্রভৃতি কএকটী উপাধি শুনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের গোত্র ও প্রবর জানা যায় নাই।

* চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত ও মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলা হইতে ডাক্তার কৈলাস ঘোষ মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

কায়স্থ-পত্রিকা।

দ্বিতীয় বর্ষ।

অবতরণিকা।

দেব-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে, কায়স্থ-পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। যে মহত্তর মহাব্রত লইয়া কায়স্থ-পত্রিকার সৃষ্টি, সে মহাব্রত আরব্ধ হইয়াছে মাত্র, এখনও সে ব্রত উদ্‌যাপনের বহু বিলম্ব;—সঙ্কল্প হইয়াছে মাত্র, এখন পূজার আয়োজন করিতে হইবে। এ ব্রত পালন করিতে হইলে স্বার্থত্যাগ চাই, স্বাতন্ত্র্যিতা বিসর্জ্জন দেওয়া চাই, সকলকে আপনার করিয়া লইতে হইবে,—সকল সম্প্রদায়কে আপনার ভাবিতে হইবে। তাই বলিতেছি, আভিজাত্য-বিদ্বেষ, বিজাতীয় অভিমান, বৃথা অহঙ্কার এবং একদেশদর্শিতা যথাসাধ্য পরিবর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে! "আমি বড়", "অমুক ছোট",—এ বিসদৃশ ভাবকে হৃদয়ে স্থান দান করিলে চলিবে না;—যে বিশাল সার্ব্বজনিক প্রীতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথিত ও সমাজ-সম্মানিত হইয়াছেন, আমাদের সেই আদর্শসমূহ সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় মঙ্গলবিধানে অগ্রসর হইতে হইবে।

হিন্দুসমাজ একটী বিরাট্ মহাযন্ত্র। এই মহাযন্ত্র-পরিচালনার্থ বঙ্গদেশে দুইটী মহাশক্তি বিদ্যমান। তন্মধ্যে মূল-পরিচালক হইতেছেন ব্রাহ্মণসমাজ আর তাঁহার অনুগত স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল কায়স্থসমাজ। অপরাপর সমাজসমূহই অন্যতর মহাশক্তির নিয়ামক। কি শক্তি-সামর্থ্যে, কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে, কি আচার-নিষ্ঠায় ও স্বধর্ম্মপালনে, কি সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায়, সর্ব্ববিষয়ে প্রথমে ব্রাহ্মণ ও তৎপরে কায়স্থসমাজকেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের জীবনশক্তি বলিয়া কেনা স্বীকার করিবেন? যদি বঙ্গের হিন্দুসমাজরক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই দুই শ্রেষ্ঠ সমাজরক্ষার সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহা সমাজহিতৈষী বিজ্ঞমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এই দুই সমাজের আদর্শে যে বঙ্গের বিভিন্ন হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইতেছে, তাহা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ মাত্রেই চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। যে সমুদায় সামাজিক ব্যাধিতে সাধারণ কায়স্থসমাজ জর্জ্জরিত ও উৎসন্নপ্রায়, বিবাহব্যয়নিবন্ধন সেই অনর্থকর ব্যাধি সমুচ্চ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি সমাজে কি সংক্রামিত হইতেছে না? এক দিন হিন্দুশাস্ত্রকার কন্যাপণ রহিত করিবার জন্য নিয়ম করিয়াছিলেন, "তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী",— কিন্তু এখন আবার 'বরপণ' রহিত করিবার কি সময় আসে নাই? এক সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, অপর সমাজেও ক্রমে সংক্রামিত হইতেছে। অতএব অবিলম্বে এই রোগের প্রতীকারের কি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে? এইরূপ নানা বিষয়ে এক সমাজ অপর সমাজের দৃষ্টান্তে পরিচালিত! এই রূপে এক সমাজ অপর সমাজের নিকট ঋণী, নানা গুণ-সম্পদে ধনী অথবা নানা দোষে দূষিত! তাই বলিতেছি যে, একটী উচ্চসমাজ রক্ষা করিতে পারিলে তদ্দৃষ্টান্তে বহু সমাজের মঙ্গল বিহিত হইতে পারে। এই সমাজরক্ষার জন্যই কায়স্থসভাসমূহের সৃষ্টি। বঙ্গের অপরাপর হিন্দুসমাজও নিশ্চেষ্ট নহেন। বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক, শাকদ্বীপী-ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বণিক্ প্রভৃতি নানা জাতির সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সকলেরই উদ্দেশ্য সমাজরক্ষা। যদি সকলেই এক মহদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হন, যদি নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য ও স্বধর্ম্মের জন্য একপ্রাণ একমন হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আজ না হউক, দুই দিন পরে না হউক, দশ দিন পরেও যে আমাদের হীন বঙ্গদেশে স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে, জাতীয়-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সহসা আমরা কিছু করিতে পারিলাম না বলিয়া নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই! এখন পদে পদে পদস্খলন, পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ, পদে পদে মর্য্যাদাহানির সম্ভাবনা হইলেও হৃদয়ে দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও ধীরতা আশ্রয় করিতে হইবে। মান, অপমান, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, লোকলজ্জা ও পরমুখা-পেক্ষিতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। প্রকৃতই যাহা সমাজহিতকর বলিয়া ধারণা হইবে, শত বাধা বা শত প্রত্যবায় থাকিলেও ঐকান্তিক হৃদয়ে তাহার সাধনকল্পে যথাসাধ্য উদ্যম অবলম্বন করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগ ও পরহিতৈষণাই জাতীয় মহাপূজার পরম উপকরণ। এই দুইটী লইয়া সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিলে তবে আবার বায়ুপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে, নচেৎ অপর শত চেষ্টাতেও কখনই সমাজের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে না। বিরাট্ কায়স্থসমাজ এক দিনে বা এক মাসে বা এক বর্ষে উদ্বুদ্ধ হইবার নহে। জ্ঞানী, অল্পবুদ্ধি ও নির্ব্বোধ এই তিনশ্রেণির লোক লইয়া সমাজ, এই তিনশ্রেণির লোককে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। সমাজের প্রকৃত অভাব, অভিযোগ, আবশ্যকতা ও কর্ত্তব্যতা অধিকারি-অনুসারে শুনাইতে ও বুঝাইতে হইবে। কায়স্থপত্রিকা এই গুরুভার স্কন্ধে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই কেবল শাস্ত্রীয় তর্কজাল বিস্তার না করিয়া,— কেবল নীরস যুক্তির সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, এবার সাধারণের উপযোগী মনোরম, সহজ উপদেশজনক ললিত সাহিত্যরও উপযুক্ত অবতারণা থাকিবে। সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিতে হইলে যে সকল উপাদান আবশ্যক, এবার তাহার কোন অভাব থাকিবে না। গল্পচ্ছলে সমাজচিত্র, সমাজতত্ত্ব ও সমাজসংস্কারের উপযোগী প্রবন্ধমালাও সন্নিবেশ করিবার আয়োজন হইতেছে। বলিতে কি, সকল সমাজ হইতেই কুলপরিচয়রক্ষক কুলাচার্য্য-বংশ এক প্রকার লোপ হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য কুলপরিচয়সংগ্রহে অনেকেই অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। কুলপরিচয়-রক্ষা সমাজবন্ধনের একটী প্রধান উপায়, তাই আমরা বিভিন্ন সমাজের বংশাবলী ও কুলপরিচয় সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইব, এই সঙ্গে এখন হইতে প্রত্যেক সমাজের জন্ম ও বিবাহতালিকাও প্রকাশ করা হইবে।

যাহাতে, কায়স্থপত্রিকা সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়া নিজ উদ্দেশ্য সংসাধনে সমর্থ হয়,—অনুষ্ঠিত মহাব্রত উদ্যাপিত হয়, তৎপক্ষে কখনই যত্নের ত্রুটি হইবে না।

বঙ্গীয় সমাজে দিন দিন ধর্ম্মবল ও নৈতিক বলের অভাব ঘটিতেছে, এই দুই

পরম শক্তি হ্রাসের সহিত সমাজ নির্জ্জীব, বিশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়িতেছে। এখন যদি সমাজ ধর্ম্মরক্ষায় ও নীতিপালনে উদ্যোগী না হন, তাহা হইলে অচিরে যে বঙ্গসমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্য পত্রিকাদ্বারা ও নানা স্থানে উপযুক্ত লোকপ্রেরণ দ্বারা আমাদের মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে যথোচিত চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু এ মহদুদ্দেশ্যসাধন দুই এক ব্যক্তির যত্নে বা আয়াসে সম্পন্ন হইবার নহে। সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। তাই সমগ্র হিন্দু সমাজের নিকট সানুনয় প্রার্থনা,—তাঁহারা জাতীয় কার্য্য ভাবিয়া আমাদের সহিত যোগদান করুন;—তাঁহাদের মঙ্গলময় আনুকূল্যে হিন্দুসমাজ পুনরুজ্জীবিত হউক,—ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ঢাকুর

বা

(বারেন্দ্র-কায়স্থতত্ত্ব)

[ভূমিকা]

বারেন্দ্র-কায়স্থের কুলপরিচায়ক গ্রন্থ সম্পূর্ণ ও বিশদভাবে অদ্যাপি কেহ প্রকাশ করিতে যত্ন ও প্রয়াস করেন নাই, সুতরাং তদ্রূপ গ্রন্থের অভাব বারেন্দ্র-সমাজে বহুকাল হইতেই রহিয়া গিয়াছে; তবে যদুনন্দনকৃত হস্তলিপিত পদ্য ঢাকুর স্থানে স্থানে অনেকেরই গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। উক্ত ঢাকুরে কাশীদাসকৃত আর একখানি বিস্তৃত ঢাকুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুযত্নেও আমরা উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বোধ হয়, সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি ঐ হস্তলিখিত কএক খানি পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক পরস্পরের সহিত মিল করিয়া এই বারেন্দ্র-কায়স্থতত্ত্ব সঙ্কলিত করিলাম। যদুনন্দনের কৃত ঢাকুরের পদ্যগুলির প্রায় সম্পূর্ণ অবলম্বনেই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। তবে বংশাবলী অনুসারে স্থানে স্থানে নামসংযোগ ও অপরাপর কুলপঞ্জিকার বিরোধী, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও বিদ্বেষমূলক রচনাগুলি পরিবর্জ্জিত

করিয়াছি মাত্র। শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয় কএকবর্ষপূর্ব্বে একখানি পদ্য ঢাকুর প্রণয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও স্বজনের কৃত একখানি পদ্য ঢাকুর প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উভয় গ্রন্থই দোষ-বর্জ্জিত নহে। প্রাগুক্ত দোষ-পরিহারপূর্ব্বক বারেন্দ্র-কায়স্থের সংক্ষিপ্ত কুলবিবরণ প্রদান করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে যে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণই বিচার করিবেন। তবে আমরা প্রাগুক্ত বিষয়ের অনুশীলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যত্ন, আয়াস ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

যদুনন্দনের ঢাকুর পুস্তক কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আভ্যন্তরিক ইতিহাসের সাহায্যে তদ্বিষয়ের একটী আনুমানিক সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ঐ গ্রন্থে আরবী ও পারসী ভাষাশিক্ষার প্রশংসাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরাজী ভাষা, কি ইংরাজ সম্বন্ধে কোন উল্লেখমাত্র নাই, এই কারণে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ পুস্তক ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে কোন সময়ে লিখিত হইয়া থাকিবে। ঐ গ্রন্থে মহারাজ মানসিংহের নামোল্লেখ ও গোপীকান্ত রায় কানুন্-গোর দপ্তরাদির উল্লেখদৃষ্টে ঐ গ্রন্থ যে মানসিংহের বঙ্গাগমনের পর অর্থাৎ ১৫৮৯ খৃঃ অব্দের পরে লিখিত হয়, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঐ গ্রন্থে নন্দিবংশের বৃত্তান্ত মধ্যে রূপরায়ের সগোত্রবিবাহ ও তজ্জন্য ভূতিয়াগ্রামে বাসের কথা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেওয়ানী চাকুরিপ্রাপ্তি, কি সন্তানাদি হওয়ার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ পুস্তক রূপ-রায়ের দেওয়ানী-প্রাপ্তির অল্পকাল পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিবে। নবাব সায়েস্তা খাঁর অধীনে রূপরায়ের দেওয়ান হওয়ার বিবরণ বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে জানা যায় ও উক্ত সায়েস্তা খাঁ ১৬৬২ খৃঃ অব্দে বঙ্গের নবাব হন। তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ যে ঐরূপ সময়ের ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তকে রূপরায়ের দেওয়ান আখ্যায়িকা ও তাঁহার পরেরও ২।১টী প্রধান ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

উপসংহারকালে আর কএকটী কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না। ইহা সকলেই জানেন যে, বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজ দাস, নন্দী, চাকী, দেব, দত্ত, নাগ,

সিংহ এই ৭ঘর লইয়া গঠিত হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয়কার ও "গৌড়ে-ব্রাহ্মণ" গ্রন্থকার উভয়েই কেবল মকরন্দবংশীয় কায়স্থকেই উপনিবেশী কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাগুক্ত সাত ঘর কায়স্থই যে উপনিবেশী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। নারায়ণ দত্তের পূর্ব্বপুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত যে আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন দেখি না। আদিশূরের সমাগত পঞ্চ কায়স্থ যজ্ঞের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তাঁহারা পুনরায় বঙ্গে প্রত্যাগমন করেন এবং তৎসহ যে তিনজন সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেব, দত্ত ও নাগ ছিলেন। ঐ দেবদত্তনাগের সন্তান জটাধর ও কর্কট নাগ বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

শিখিধ্বজ দেব ও অনাদিবর সিংহ যে আদিশূরের সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছেন, তাহাও জানা যায়। ঐ শিখিধ্বজ দেবের বংশজাত মুকুন্দ ও কুমুদদেব এবং অনাদিবর সিংহের বংশীয় ব্যাসসিংহের তনয় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (ইনি ব্যাসসিংহের ভ্রাতা, কেহ কেহ ইঁহার নাম গদাধর সিংহ বলিয়া থাকেন) বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইয়াছেন। নন্দী, দাস, চাকী এই তিন ঘর বল্লালের রাজত্বকালে এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। ঢাকুরে প্রকাশ যে, ভৃগুনন্দী বল্লাল সেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি কান্যকুব্জ প্রদেশস্থ নন্দিগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। মুরহর দেব চাকী ও বল্লালের একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং কান্যকুব্জের চক্রবর্ত্ত গ্রাম হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন। আর মদনদাস উক্ত প্রদেশীয় কোলঞ্চ নগর হইতে এ দেশে আগমন করেন।

এই সাতঘর কায়স্থ (দাস, নন্দী, চাকী, নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত) আদিশূর নৃপতি ও বল্লাল সেন নৃপতির রাজত্বকাল মধ্যে এ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সাতঘরের পরিচয় লইয়া ঢাকুরের সৃষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

ঢাকুর

বা

(বারেন্দ্র-কায়স্থতত্ত্ব)

শুন সবে কহি এবে কর অবধান।
কায়স্থ ঢাকুর মধ্যে যেমন প্রমাণ ॥ ১
উত্তম সমাজ মধ্যে কোলঞ্চেতে বাস।
কায়স্থপ্রধান সেই নাম কাশীদাস ॥ ২
সৎকুলে উদ্ভব তার জানে সর্ব্বজনে।
আজন্ম ব্রাহ্মণসেবা কৈল সযতনে ॥ ৩
যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈল।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইল ॥ ৪
তাহাতে কুলজী সৃষ্টি কৈল দাসবর।
বল্লাল-মর্য্যাদা পরে হৈল বহুতর ॥ ৫
সেই আদর্শের মত চলিনু লিখিয়া।
ইথে অপবাদ শত লইবা ক্ষমিয়া ॥ ৬
যে মতে করেন ব্রহ্মা বর্ণের সৃজন।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন দিয়া মন ॥ ৭
"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥" ৮
যখন জন্মিলা শূদ্র চরণে ব্রহ্মার।
বৈশ্যের জনম হৈল ঊরু হৈতে তার ॥ ৯
বাহু হ'তে ক্ষত্র, আর বিপ্র মুখ হইতে।
জনমিলা সকলের মূলে এ জগতে ॥ ১০
কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি নহে কদাচন।
জাতিতে ক্ষত্রিয় সেই, বেদের বচন ॥ ১১

যথা—

'বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥"

(আপস্তম্বশাখা)

বাহুতে ক্ষত্রিয় ইহা সকলেই বলে।
সে কত্র কায়স্থ নামে খ্যাত এ ভূতলে॥ ১২
স্বর্গের লেখকরূপে চিত্রগুপ্ত গেলা।
বিচিত্র তাঁহার ভ্রাতা ধরায় রহিলা॥ ১৩
ভবিষ্যপুরাণে ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তে কয়।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তুমি পালিহ নিশ্চয়॥ ১৪
মতান্তরে আর কিছু আছয়ে প্রচার।
নাস্তিকেও সদা ইহা করয়ে স্বীকার॥ ১৫
ভারতে শান্তির স্রোতঃ বহিল যখন।
শুধু শুধু সংগ্রামের নাহি প্রয়োজন॥ ১৬
কেহ কেহ এই কথা মনেতে ভাবিয়া।
যুদ্ধবিগ্রহের কার্য্য দিলেক ছাড়িয়া॥ ১৭
ছাড়ি অসি, ধরি মসী লেখনী সহিতে।
ক্ষত্রিয়, কায়স্থ আখ্যা পাইলা মহীতে॥ ১৮
"ক" শব্দার্থে ব্রহ্মা, আর বাহু অর্থে "আয়।
উভয়ে মিলিয়া "ব্রহ্মার বাহু" অর্থে "কায়"॥ ১৯
অতএব ছিল যেবা ব্রহ্মার বাহুতে।
বাহুতে জনম বলি প্রখ্যাত জগতে॥ ২০
কায়স্থসংখ্যার মধ্যে তাদের গণন।
"বাহু হ'তে ক্ষত্র" কিন্তু শাস্ত্রের বচন॥ ২১
অতএব মহাশয় শুন অতঃপর।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় এক শুধু নামান্তর॥ ২২
ষোড়শ লক্ষণে কৈল কায়স্থপ্রধান।
সযতনে দেবসেবা কৈল মতিমান্॥ ২৩

অথ শ্লোকঃ।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

তথাহি শ্লোকঃ।

"বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজসেবী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থ সপ্তলক্ষণঃ॥"

এতদ্‌বিস্তার শাস্ত্রে আছয়ে লিখিত।
চিরায় কায়স্থজাতি ভুবনবিদিত॥ ২৪
ধন, মান, শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞানবুদ্ধিবলে।
সর্ব্বত্র প্রভুত্ব কৈলা অদ্ভুত কৌশলে॥ ২৫
রাজ্যের সচিব আদি উচ্চ পদ যত।
হইত কায়স্থজাতি তাহে মনোনীত॥ ২৬
ফলত কায়স্থজাতি গুণের আধার।
পশ্চাৎ লিখিনু কিছু প্রমাণ তাহার॥ ২৭

তথাহি শ্লোকং।

"গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়াসমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥"

অস্যার্থঃ।

সাধারণ নদী নদ জানিহ নিশ্চয়।
পবিত্র গঙ্গার সাথে তুলনা না হয়॥ ২৮
কনক উত্তম যারে ধাতু মধ্যে গণি।
তৃণ মধ্যে দূর্ব্বা যেন পবিত্র বাখানি॥ ২৯
পশু মধ্যে গাভী মাত্র বর্ণনা যেমন।
অক্ষরের মধ্যে মাত্রা বর্ণনা তেমন॥ ৩০
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান না করে পণ্ডিত॥
কায়স্থ শূদ্রের সংখ্যা নহে কদাচিৎ॥ ৩১
এ সব প্রস্তাব হেথা নাহি প্রয়োজন॥
উদ্দেশ্য জানিতে কিছু লিখিনু লক্ষণ॥ ৩২

মতান্তরে কহি পদ্মপুরাণের মত।
তাহার আভাস কিছু লিখি সংস্কৃত ॥ ৩৩

"সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধেঃ।
ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্তাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়ো জ্ঞানী দেবাগ্র্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ ॥
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে ॥
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ।"

(ইতি সৃষ্টিখণ্ড)

ধ্যানমগ্ন প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে।
প্রাণীদের সদসৎ কর্ম্ম নিরূপিতে ॥ ৩৪
সর্ব্বকায় হইতে তাঁর দিল দরশন।
লেখনী ও মসীহস্ত পুরুষরতন ॥ ৩৫
চিত্রগুপ্ত নাম তাঁর যমের দুয়ারে।
নিযুক্ত জীবের ন্যায় অন্যায় বিচারে ॥ ৩৬
অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী সেই ব্রহ্মের সমান।
যাঁর তরে করে বিপ্র আহুতি প্রদান ॥ ৩৭
দেবগণ সঙ্গে তাঁর আহুতি ভোজন।
ব্রহ্মকায়-জন্মহেতু কায়স্থ বর্ণন ॥ ৩৮
বিভক্ত কএক গোত্রে বংশাবলী তাঁর।
কায়স্থ-আখ্যায় ভূমে করেন বিহার ॥ ৩৯
ফলত কায়স্থ আখ্যা উত্তম আচারে।
বর্ণনা ইহার আছে শাস্ত্রশাস্ত্রান্তরে ॥ ৪০
পূর্ব্বেতে আছিল এক মিছিলে করণ।
অধম উত্তমে হইল কার্য্য প্রয়োজন। ৪১

তদন্তরে বল্লাল-মর্য্যাদা যার হইল।
ছোট বড় ভেদাভেদ কিছু না রহিল ॥ ৪২
কলিতে বল্লালসেন রাজা মহাশয়।
মহাবল পরাক্রান্ত গৌড়ভূমে হয় ॥ ৪৩
পুণ্যকর্ম্মে হোম কত হইল তাহা হ'তে।
আরম্ভিল শেষে পটী বিভিন্ন করিতে ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
ইহাঁদের ভেদাভেদ করি মহামতি ॥ ৪৫
কাহাকে কুলীন করি পদ বাড়াইল।
কাহার কুলীনপদ কাড়িয়া লইল ॥ ৪৬
পুত্রান্তে কন্যাতে কুল বাঁধিতে লাগিল।
এই ত অধর্ম্ম-বীজ সঞ্চার হইল ॥ ৪৭
কেহ কেহ রাজ-আজ্ঞা করিল গ্রহণ।
কেহ নবকৃত পদ করিল নিন্দন ॥ ৪৮
বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
উত্তর-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ যত জন ॥ ৪৯
কায়স্থ উত্তররাঢ়ী শুন কহি সার।
বল্লাল-মর্য্যাদা এরা না কৈল স্বীকার ॥ ৫০
উৎপাত করিয়া রাজা না থুইল দেশে।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষে ॥ ৫১
বল্লাল কায়স্থপুত্র যা করে তা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায় ॥ ৫২
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আত্মপ্রভুত্ব করি করে অনুচিত ॥ ৫৩
এক দিন বসি রাজা রাজ-সিংহাসনে।
অনাচার আচরিব ভাবে মনে মনে ॥ ৫৪

(ক্রমশঃ)

দেবসমাজ ও সংস্কার।

কথা উঠিয়াছে যে, দেবগণের সংস্কার নাই, তাই দেববিশেষ হইতে মানব-জাতিবিশেষের উৎপত্তি হইলেও সেই দেববংশধর মানবসন্তানের সংস্কার গ্রহণ সকল স্থলে আবশ্যক হয় নাই। এ কথা কি প্রকৃত? প্রকৃতই কি দেবগণ সংস্কারবর্জ্জিত? এই কথা লইয়া অধুনাতন সমাজে যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। সুতরাং এ সময়ে নীরব না থাকিয়া প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

বেদ অখিল ধর্ম্মের মূল; বেদ কি বলিয়াছেন, তাহাই অগ্রে আলোচনা করিয়া দেখা হউক

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে) আছে,—

"অগ্নে মহাং অসীত্যাহ মহান্ হ্যেষ যদগ্নির্ব্রাহ্মণেত্যাহ"

(২।৫।৯।১)

"ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবৈনমভিচরতি" (২।২।৯।১)

উদ্ধৃত যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র দ্বারা জানা যাইতেছে যে, দেবগণের মধ্যে অগ্নি ও বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১৪।৪।২।২৩-২৭) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।১১-১৫) লিখিত আছে,—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি। সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্-ব্রহ্ম। তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্ত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিম্। য উ এনং হিনস্তি স্বাং স যোনি-

মৃচ্ছতি। স পাপীয়ান্ ভবতি। যথা শ্রেয়াংসং হিংসিত্বা॥ স নৈব ব্যভবৎ। স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি। স নৈব ব্যভবৎ। স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্। ইয়ং বৈ পূষা। ইয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ॥ স নৈব ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মম্। তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্ম স্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। অথো অবলীয়ান্ বলীয়াং সমাশংশতে ধর্ম্মেণ। যথা রাজ্ঞা। এবং যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ। তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্ম্মং বদতীতি ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীতি। এতদ্ধ্যেবৈ তদুভয়ং ভবতি। তদেতদ্ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্-ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষে-তাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ॥"

'প্রথমে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি একাকী ক্ষত্রিয়াদি পরিপালয়িতার অভাবে আপন বিভূতিযুক্ত কর্ম্মকরণে অসমর্থ হইলেন। সুতরাং তিনি নিজ ব্রাহ্মণজাতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপন কর্ম্মকর্তৃত্ব বিভূতি-বিস্তারার্থ শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রিয়জাতি অতিশয়ে সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয় দেবক্ষত্রিয়—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান ইত্যাদি। অতএব ক্ষত্রিয়-জাতি হইতে আর শ্রেষ্ঠ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ কারণস্বরূপ হইলেও ক্ষত্রিয়ের অধোভাগে থাকিয়া তাহাকে উপাসনা করেন। রাজসূয়ে ক্ষত্রিয়ই সেই ব্রহ্মখ্যাতি-রূপ যশস্থাপন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মই ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতযোনি (?)। অতএব রাজসূয়কালে যদিও রাজা পরমত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তথাপি যজ্ঞাবসানে আবার ব্রাহ্মণজাতিকেই তিনি আশ্রয় করেন। কিন্তু যিনি পুনরায় বলাভিমানে আপন উৎপত্তিক্ষেত্র ব্রাহ্মণজাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, তিনি স্বীয় প্রসবক্ষেত্রই

বিনষ্ট করিয়া থাকেন। যেমন কোন প্রশস্ততর বস্তুর প্রতি হিংসা করিয়া লোক অত্যন্ত পাপী হয়, সেইরূপ যিনি ঐরূপ আচরণ করেন, তিনি পাপীয়ান্ হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইলে তাহারা কার্য্যে সমর্থ হয় নাই, অতএব কর্ম্মসাধন-বিত্তোপার্জ্জনের জন্য তিনি বৈশ্যকে সৃষ্টি করিলেন, এই দেবজাত বৈশ্য সকল সম্মিলিত গণরূপে পরিগণিত হইলেন। ইহারা সম্মিলিত হইয়া কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া গণনামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহারা একক বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থ হন নাই। এই গণ অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বেদেব ও উনপঞ্চাশৎ মরুৎ।

এই বৈশ্য সৃষ্ট হইলে ইহারা পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হয় নাই, অতএব পরিচারকের অভাব হেতু তিনি শূদ্রকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। ক্ষত্রিয়জাতি অতিশয় উগ্র এবং বলবান্, কে ইহাদের নিয়ামক হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া তাহাদের শ্রেয়োরূপ সত্যধর্ম্ম সৃষ্টি করিলেন। এই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের নিয়ন্তা এবং ইহা উগ্র হইতেও উগ্র। অতএব ধর্ম্ম অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। ধর্ম্ম-বলেই অবলবান্ কর্ত্তৃক আপনাকে বলবান্ বলিয়া মনে করে।

উক্ত রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃষ্ট হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম অগ্নিরূপেই দেবগণ মধ্যে ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ জাতি হইলেন। সেই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণস্বরূপে মনুষ্য মধ্যে ব্রহ্ম হইলেন। ক্রমে ইতরবর্ণ মধ্যে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাধিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদ্বারা বসুপ্রভৃতিঅধিষ্ঠিত বৈশ্য, শূদ্রদ্বারা পূষাধিষ্ঠিত শূদ্র হইল। অগ্নিরূপে ব্রাহ্মণ হয়, এই জন্য লোকে মধ্যে অগ্নিতেই কর্ম্মফল ইচ্ছা করেন।'

উক্ত বৈদিক প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে, সেই ব্রহ্ম হইতেই বিভিন্ন বর্ণের দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে;—

"দেববিশঃ কল্পয়িতব্যা ইত্যাকল্পমানা মনুষ্যবিশঃ কল্পন্তে ইতি সর্ব্বাবিশঃ কল্পন্তে কল্পতে যদ্যপি তস্যৈ জনতায়ৈ কল্পতে, যত্রৈব বিদ্বান্ হোতা ভবতি।"

দেববৈশ্যগণ [এই যজ্ঞে] কল্পনীয়, ইহা [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন। দেবলোককে অনুসরণ করিয়া মনুষ্য-বৈশ্যেরা সম্পন্ন অর্থাৎ সম্পত্তিযুক্ত হয়। এইরূপ সকল বৈশ্য (দেববৈশ্য ও মনুষ্যবৈশ্য) যজমানের [যজ্ঞসম্বন্ধে] সম্পন্ন হয়। যজ্ঞ স্বপ্রয়োজনসমর্থ হয়।

সায়ণাচার্য্য ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"তা দেববিশঃ অনুসৃত্য মনুষ্যবিশঃ অপি তদনুগ্রহাৎ সমপদ্যন্তে ইতি এবং সৈব্যা মানুষস্য সর্ব্বা বিশঃ যজমানস্য সম্পদ্যন্তে।"

অর্থাৎ—যজ্ঞে দেব-বৈশ্যের পূজা হইলে তদনুগ্রহে মনুষ্য-বৈশ্য সমৃদ্ধ হয়, তাঁহাদের নিকট ধনলাভ করিয়া যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ইহার পর ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—

"এতাভির্বা ইষ্ট্বা দেবাঃ স্বর্গং লোকমজয়ংস্তথৈবৈতদ্যজমান এতাভিরিষ্ট্বা স্বর্গং লোকং জয়তি"

অর্থাৎ—এই সকল ঋক্ দ্বারা যজ্ঞ করিয়া দেবগণ স্বর্গলোক অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজমানও ইহাঁদের দ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক জয় করেন।

উপরোক্ত বৈদিক প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এখানে যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ, দেবলোকেও এইরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠিত। মর্ত্তালোকে মানব যেমন যজ্ঞ করিয়া সমৃদ্ধ হয়, দেবগণও এইরূপ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবজাতির অনুসরণ করিয়া যে বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্য-সমাজ গঠিত হইয়াছে, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের প্রমাণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। দেবগণ সকল যজ্ঞই করিতেন, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থ হইতে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কার ভিন্ন সকল যজ্ঞ করিবার অধিকার জন্মে না। দেবগণ যখন সকল যজ্ঞ করিতেন, তখন তাঁহাদের সংস্কারেরও আবশ্যক হইয়াছিল। যজ্ঞ করিতে হইলেই যজ্ঞোপবীত প্রয়োজন। এই কারণে আমরা অধিকাংশ দেবতার ধ্যানেই তাঁহাদের "যজ্ঞোপবীতের" পরিচয় পাই। দেবগুরু বৃহস্পতি কেবল দেবগণের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন না, তিনি ও তাঁহার বংশধরগণই দেবগণের সংস্কারাদি সম্পন্ন করিতেন, নানা পুরাণে তাহার কথা আছে। বামন অবতারের কথা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। অধিকাংশ পুরাণেই দেবমাতার গর্ভজাত এই বামনদেব উপেন্দ্র, ইন্দ্রাবরজ অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া

বর্ণিত হইয়াছেন, সুতরাং বামনের দেবত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। বামনপুরাণে (৪৯অধ্যায়ে) বামনের উপনয়ন বা যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"প্রোবাচ ভগবান্ মহ্যং কুরূপনয়নং বিভো।
ততশ্চকার দেবস্ত জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥
ভরদ্বাজো মহাতেজা বার্হস্পত্যস্তপোধনঃ।
ব্রতবন্ধং তথেশস্ত কৃতবান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
ততো দদুঃ প্রীতিযুতা সর্ব্ব এব চ তে ক্রমাৎ।
যজ্ঞোপবীতং পুলহঃ পুলস্ত্যঃ সিতবাসসী॥
মৃগাজিনং কুম্ভযোনির্ভরদ্বাজস্ত মেখলাং।
পালাশমদদৎ দণ্ডং মরীচির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
অক্ষসূত্রং বারুণিস্ত কৌৎস্তদেবোঽপ্যথাঙ্গিরাঃ।
কমণ্ডলুং বৃহত্তেজাঃ প্রাদাদ্বিপ্রো বৃহস্পতিঃ।
এবং কৃতোপনয়নো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সংস্তূয়মানো ঋষিভির্বেদং সাঙ্গমধীয়ত।"

ভগবান্ (বামন) ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে বিভো! আমার উপনয়নাদি বিধান করুন। ব্রহ্মা ভগবানের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহাতেজা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ ভগবানের ব্রতবন্ধ (উপবীত সংস্কার) আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ক্রমান্বয়ে নিম্নোক্ত সমস্ত বস্তু দান করিলেন। পুলহ যজ্ঞসূত্র, পুলস্ত্য শুক্লবস্ত্রযুগল, অগস্ত্য মৃগচর্ম্ম, ভরদ্বাজ মেখলা, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি পলাশদণ্ড, আরুণি অক্ষসূত্র, অঙ্গিরা ছত্র ও বৃহত্তেজা (দেবগুরু) বৃহস্পতি কমণ্ডলু দান করিয়াছিলেন। এইরূপে ভগবান্ ভূতভাবন উপনীত হইয়া ঋষিগণের নিকট সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আর অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক। এখন বুঝিতেছি যে, দেবগণও সংস্কৃত হইতেন, দেবগণের দ্বিজগণ কেহই অসংস্কৃত ছিলেন না।

বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তসন্তান, চিত্রগুপ্ত দেবক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। যখন তিনি দেবক্ষত্রিয় তখন যে উপনীত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? চিত্রগুপ্তদেব চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একজন, তাহা ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে*। যমের যে যজ্ঞোপবীত ছিল, পদ্মপুরাণে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে,

"স্বর্ণযজ্ঞোপবীতী চ স্মেরচারুতরাননঃ।
কিরীটী কুণ্ডলী চৈব বনমালাবিভূষিতঃ॥" (পাদ্মে ক্রিয়াযোগ ২২ অঃ)

যমের যখন যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে, চিত্রগুপ্তদেবও যখন যমের মধ্যে এক জন, তখন চিত্রগুপ্তদেবেরই বা কেননা উপবীত থাকিবে?

কায়স্থ কবি গুণরাজ খান।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষা লোকশিক্ষার উপযোগিনী হইয়া একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইল। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষা বিদ্যমান ছিল না এমন নহে, দুই একটি রাজন্য-বন্দনা, দুই একটি অপ্রস্ফুট কোরক সদৃশ অর্দ্ধব্যক্ত জটিল ভাষায় রচিত সংগীত, দুই একটি গৃহদেবতার ব্রত-কথা বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষায় গীতি, বন্দনা ও বচন রচিত হইত, তাহার কিছু সামান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে অপূর্ব্ব কাকলী দ্বারা বঙ্গীয় ভাবার মুখে মধু বৃষ্টি করেন, সেই অতিমধুর সংগীতমন্ত্রে প্রবুদ্ধ ও আমন্ত্রিত হইয়া শত শত কবিকোকিল এই নবসৃষ্ট নীড়ে একত্র হন। তাহাদের সুধামধুর কলরবে বঙ্গীয় কবিতাকানন মুখরিত ও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

* "যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
একৈকস্ত তিলৈর্মিশ্রাংস্ত্রীংস্ত্রীন্ দদ্যাৎ জলাঞ্জলীন্।
সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥"
(স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বধৃত ভবিষ্যপুরাণবচন)

কিন্তু চণ্ডীদাসও সুসাহিত্যের সৃষ্টির জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই, তিনি প্রফুল্লকণ্ঠে প্রেমের গান গাইতে ধরাধামে আসিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এই জন্য বাঙ্গালা ভাষায় গান রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের যে অনন্ত-সাধারণ শ্রীবৃদ্ধি তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে, তিনি হৃদয়ের বিপুল উচ্ছ্বাসে, মর্ম্মের নিভৃত প্রদেশ হইতে যে গীতি গাইয়াছিলেন, তাহা দৈবক্রমে বঙ্গভাষার উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিয়াছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য সময়েই বঙ্গভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষার প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া সংস্কৃত হইতে ইহার সত্তা পৃথক্ করিয়া লইতে চেষ্টা পাইল।

এই সময় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত এই তিন বিরাট্ ধর্ম্ম-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইল। সংস্কৃত শিক্ষাভিমানী পণ্ডিত মহাশয়দিগকে অবসর দেওয়ার চেষ্টার এই সূচনা। অনুবাদগ্রন্থ পাইলে আপামর সাধারণ তাহা বুঝিতে পারিবে, এবং ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয়দিগের সাহায্য ভিক্ষা না করিলেও চলিবে, সুতরাং এই উদয়োন্মুখ বঙ্গভাষার স্পর্দ্ধা লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত মহাশয়গণ স্বভাবতঃ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই দুইটি প্রচলিত ছত্র—"কৃত্তিবাসী, কাশী দাসী আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বনেশে।"

এই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রণেতা ও প্রবর্ত্তকগণই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা।

মুসলমান নৃপতিগণই বোধ হয় ইহার প্রবর্ত্তক ছিলেন। শ্রীরামপুরের মিসনারীগণ যখন ইদানীং কালেও রামায়ণ-মহাভারতাদির প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, সাহেবগণই যখন বঙ্গাক্ষর প্রথম সীসকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ও বাঙ্গালাভাষার প্রথম ব্যাকরণ-রচনা করিয়াছিলেন, তখন বঙ্গভাষার যবন-সংস্পর্শ-দোষ দেখিয়া আমাদের বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার বিষয় নাই। বঙ্গীয় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কে ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই; তিনি যিনিই হউন, সম্রাট্ হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের আদেশে যে তিনি মহাভারতের অনুবাদ-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।* দ্বিতীয় অনুবাদ হোসেনশাহের সেনাপতি

* সুলতান হোসেন শাহের সময় যে ভারতের অনুবাদ হয়, সেই অনুবাদকের নাম বিজয় পণ্ডিত। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে লইয়াই দেবীবর "বিজয়পণ্ডিতী" মেল প্রচলিত করেন। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।—পত্রিকা-সম্পাদক।

গৌড়েশ্বর যাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক অনেক কবি প্রণয়ন করেন, মহাভারতের তৃতীয় অংশানুবাদ পরাগল খাঁর পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে সম্পন্ন হয়। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে রামায়ণের অনুবাদকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এই গৌড়েশ্বর কে, তৎসম্বন্ধে একবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায় নাই, কিন্তু তিনি হিন্দু হইলেও তাঁহার সভা যে মুসলমান-প্রভাবান্বিত ছিল, তাহা কেদার খাঁ প্রভৃতি নামের উপাধিতেই প্রকাশিত।

মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ রচিত হইল এবং তৎসঙ্গে ভাগবতের অনুবাদ করিতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল মালাধর বসু লেখনী ধারণ করেন।

ইনি কনোজাগত দশরথ বসু হইতে অধস্তন ২৪ স্থানীয়*, ইহার পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুমতী, নিবাস কুলীন গ্রাম; এই গ্রামে বসু মহাশয়গণের দুর্গও প্রস্তুত ছিল, গ্রামে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল; জগন্নাথতীর্থের যাত্রীগণের এই পথে যাইতে হইত। মালাধর বসু হোসেনশাহের সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার নিকট গুণরাজ খাঁ এই উপাধি লাভ করেন। গুণরাজ খাঁ স্বীয় সমাজের উন্নতিকল্পে একটি কার্য্য করেন, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সকলেই অবগত আছেন, কনোজাগত পুরুষোত্তম দত্তের বংশীয়গণ কোন কারণে কৌলীন্য বিচ্যুত হন, কিন্তু গুণরাজ খাঁ বল্লালী প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া দত্তবংশীয় শ্রীপতির কন্যার সঙ্গে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহা তাঁহার একটী সামাজিক নির্ভীক কার্য্য, তিনি কনোজাগত বংশের শোণিতের বিশুদ্ধিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং বল্লালী কৌলীন্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দবসু মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর ছিলেন, কথিত আছে, মহাপ্রভু তাঁহাকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মালাধর বসু সমস্ত ভাগবতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন নাই, তিনি দশম ও একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ রচনা করেন। এই কার্য্য সমাধা করিতে তাঁহার ৭ বৎসর ব্যয়িত হয়,

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হল সমাপন।"

* প্রবন্ধলেখক ২৪ পুরুষ কিরূপে পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকার মতে গুণরাজ খাঁ ১৩শ পর্য্যায়ের লোক।—পত্রিকাসম্পাদক।

সুতরাং ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের রচনা আরম্ভ ও ১৪৮০ খৃঃ অব্দে উহা শেষ হয়, অর্থাৎ যে বৎসর রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাসের ভ্রাতষ্পুত্র-মালাধর খাঁকে লইয়া মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়, সেই বৎসর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থের রচনা শেষ হয়। কৃত্তিবাস কনোজাগত শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২০শ ও মালাধর বসু কনোজাগত দশরথ বসু হইতে ২৪ পুরুষে* প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং মালাধর বসু কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী।

মালাধর বসুর পরে বহু সংখ্যক ভাগবতানুবাদ বিরচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এই কয়েক খানি প্রসিদ্ধ,—

১। মাধবাচার্য্য কৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

২। লাউরিয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত "বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" অনুবাদ,
(বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী ভাগবতের সারসংগ্রহ)

৩। ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথের "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"।

৪। কবিচন্দ্রপ্রণীত "গোবিন্দমঙ্গল"।

৫। অভিরাম-কৃত গোবিন্দবিজয়।†

এতগুলি পরবর্ত্তী অনুবাদ, বিশেষ ভাগবতাচার্য্যের "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" রূপ প্রসিদ্ধ গ্রন্থও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে স্থানচ্যুত কিংবা আঁধারে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়; তাঁহার ভাষার সারল্য ও মিষ্টতাই বোধ হয় এই সফলতার মূল কারণ। পোপ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণের ইলিয়াডের অনুবাদ যেরূপ আদি অনুবাদক চ্যাপমানকে আসনচ্যুত করিতে পারে নাই, রঘুনন্দনের সুপ্রসিদ্ধ রামরসায়ন প্রভৃতি পুস্তকও যেরূপ কৃত্তিবাসের অনুবাদকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই, মালাধর বসুর অনুবাদও সেইরূপ স্পর্দ্ধা সহকারে ভাগবতের অনুবাদগুলির শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছে। ইহার আর একটী কারণ আছে;—

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের গীতি যেরূপ শুনিতে ভাল বাসিতেন, মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদখানিও তাঁহার সেইরূপ আদরণীয় ছিল। স্পর্শমণির সংযোগে লৌহও কাঞ্চন হয়, এই মূল্যবান্ গ্রন্থ যে মহাপ্রভুর

* ১৯ পৃষ্ঠের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

† এই ৪ খানি অনুবাদ হইতেও প্রাচীন হোসেনশাহের ভোগিক পুরন্দর খাঁর রচিত আর এক খানি কৃষ্ণমঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায়।—পত্রিকা-সম্পাদক।

আদর লাভ করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের পরম আদরণীয় ও রক্ষণীয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

"শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কোন কোন স্থলে "গোবিন্দ-বিজয়" নামেও পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রাচীন পুথির সঙ্গে কলিকাতায় মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনেক পাঠান্তর লক্ষিত হয়, একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব :—

"কথাতে মর্কট শিশু লাফ দেহি রঙ্গে।
সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে॥
কথাতে ময়ুর পক্ষী মধু নাদ করে।
সেই মত নৃত্য করে দেব দামোদরে॥"(পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুথি।)

"কোথায় মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে।
তেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥
চিত্র বিচিত্র গতি ময়ুরে নৃত্য করে।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে॥" (মুদ্রিত পুস্তক)

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সর্ব্বত্রই ভাগবতের অনুসৃত হয় নাই। রাধার নাম ভাগবতে নাই। কিন্তু রাসলীলা, নৌবিহার ও দানলীলা হইতে বঙ্গীয় কবি কি শ্রীরাধাকে বর্জ্জন করিতে পারেন? তাহা হইলে স্বর্গ হইতে যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ ব্যাকুলভাবে তাহার প্রতি অভিশাপবৃষ্টি করিতেন। যদিও ব্যাসের দোহাই দিয়া মালাধর বসু ওরফে গুণরাজ খান ভাগবতের অনুবাদ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,* কিন্তু রাসলীলার সন্নিহিত হইয়া তিনি জয়দেবের দোহাই অধিকতর মান্য করিলেন; সেই বিহারকালে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া রাধিকার যৌবন ভিক্ষা করাইলেন। তাঁহার ভাগবতানুবাদ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের লীলা-প্রকাশে পর্য্যবসিত হইল না, রাধাকৃষ্ণ নাম জগতে অঙ্কিত হইল, মূলের সঙ্গে-অনুবাদের এই স্থানে প্রধান প্রভেদ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

* "কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥"

বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয়।

আমাদের দেশে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে যে দিন দিন ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে, এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না এবং এ কথা কেহ অস্বীকারও করিবেন না। কন্যাদায় ত দূরের কথা, গৃহে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই গৃহস্থের মুখ মলিন হইয়া যায়। একাদশ অথবা দ্বাদশ বৎসর পরে যে সদ্যোজাত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, সে ব্যয় কিরূপে সঙ্কুলান হইবে, সেই চিন্তায় অস্থির হইতে হয়।

কন্যার বিবাহে ব্যয়বাহুল্য যে দোষের, সে কথা হইতেছে না। ব্যয় স্বেচ্ছাধীন হইলে বাহুল্য ভয় থাকে না, যাহার যেমন ক্ষমতা সে তেমন ব্যয় করে। ধনীর এক-মাত্র কন্যার বিবাহে যদি সমারোহ হয়, তাহাতে নিন্দনীয় কিছু নাই। দোষ এই, যে কন্যাকর্ত্তা নিজের ইচ্ছামত অথবা ক্ষমতা মত ব্যয় করিতে পারেন না, বরকর্ত্তার উৎপীড়ন অনুসারে তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে, বিবাহের যে মূল নিয়ম ছিল, তাহারই ব্যভিচার ঘটিয়াছে। বিবাহে কুটুম্বিতায় আনন্দ আর নাই, আছে কেবল ব্যবসায়ের নির্ম্মমতা। ইংরাজিতে বলে, বাণিজ্য-ব্যবহারে দয়া মায়া নাই, নিজের দিকে না দেখিলে ব্যবসা চলে না। আমাদের সমাজে বিবাহ ঠিক সেই রূপ পণ্যবীথিকার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের বিবাহ দিবার সময় তাহার একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করি, যে সেই মূল্য দিতে পারিবে, তাহারই কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিব। কন্যার পিতা যে আমার অতিনিকট কুটুম্ব, তাঁহার নিকট পুত্রের যে মূল্য চাহিতেছি, তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত কি না, সে কথা একবারও বিবেচনা করি না। বিবাহের পণ যোগাইতে আবী রেহান ঠাকুরাণীর গহনা বিক্রয় হইল, কিংবা তাবীবেহাই মহাশয়ের পৈতৃক গৃহ বাঁধা পড়িল, সে খবর রাখি না, শুনিলেও বড় বিচলিত হই না; আমাদের জাত্যভিমান যথেষ্ট আছে, কিন্তু কোন জাতিতেই আর ধনুর্ভঙ্গ অথবা লক্ষ্যভেদ পণ দেখিতে পাওয়া যায় না; সে সমস্ত গিয়া এখন কেবল রজতমুদ্রা পণে ঠেকিয়াছে—তাহাও বরপক্ষে, কন্যাপক্ষে নহে।

সমাজে যে সকল অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতিকার সকল সময় সমাজের আয়ত্তাধীন নহে। আমরা পরাধীন জাতি; পরাধীনতার জন্য যে

সকল অসুবিধা অথবা বিপদ্ হয়, তাহার প্রতিবিধানের জন্য আমাদিগকে রাজদ্বারে উপনীত হইতে হয়, কারণ রাজপুরুষগণ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, আমাদের সে ক্ষমতা নাই। অপর পক্ষে, জাতিগত কিংবা সমাজগত এমন অনেক কুসংস্কার আছে, যাহার বিহিত সমাজকেই করিতে হয়, রাজপুরুষগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে অনধিকারচর্চ্চা হয়। সম্মতি-আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ। বিবাহে ব্যয়াধিক্যে যে সমাজে ঘোর অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু যদি গবর্মেণ্ট আইন করিয়া বিবাহের ব্যয় লাঘব করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে আমরা সহস্রকণ্ঠে তাহাতে আপত্তি করিব। সে কর্ত্তব্য আমাদের নিজের, তথাপি আমরা সেই কর্ত্তব্যপালনে এমন উদাসীন কেন? পাঠক অবগত আছেন—রাজপুতানায় ওয়াল্টর-কৃত-হিতকারিণী সভা দ্বারা বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং রাজা প্রজা সকলেই সেই নিয়মের অধীন। ফল দাঁড়াইয়াছে এই, যে কন্যার বিবাহ দিবার সময় রাজপুতানায় কাহারও মস্তকে বজ্রপাত হয় না। কারণ কাহাকেও নিজের ক্ষমতার অধিক ব্যয় করিতে হয় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও কন্যাদায় বঙ্গদেশের মত গুরুতর ব্যাপার নহে। দাক্ষিণাত্যে অথবা মান্দ্রাজে সাধারণতঃ কন্যার বিবাহ বহুব্যয়সাধ্য, কিংবা বিপত্তিজনক নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের সমাজের তুল্য দুর্ব্বল সমাজ ভারতে কুত্রাপি নাই। স্বীকার করি, কুসংস্কার যত শীঘ্র বদ্ধমূল হয়, তত শীঘ্র উন্মূলিত হয় না, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজে সে চেষ্টা পর্য্যন্ত নাই।

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে বহুকন্যার পিতাও এই বঙ্গদেশে কন্যাদিগের বিবাহের জন্য কিছু মাত্র চিন্তিত হইতেন না। অতি অল্পব্যয়ে বিবাহ সমাধা হইত, কন্যার বিবাহ দিয়া ঋণগ্রস্ত হইতে হইত না। কায়স্থজাতি কলিকাতা-সমাজের নেতা, কিন্তু কায়স্থজাতিতেও কিছু দিন পূর্ব্বে বিবাহাদিতে ব্যয়বাহুল্য ছিল না। সুবর্ণ-বণিকেরা প্রথম এই কুপ্রথা প্রচলন করেন। কায়স্থেরা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন; এখন সকল জাতিতেই বিবাহব্যয় ভয়ানক বাড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে হাজার টাকা হইলে যে বিবাহ সুসম্পাদিত হইত, এখন তাহা তিন হাজার টাকার কমে হয় না, অথচ গৃহস্থের অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ ব্যতীত ভাল নয়। কন্যার বিবাহকালে গৃহস্থকে যে ঋণ অথবা বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়, শুধু তাহাই দোষের নহে।

বৈবাহিক সম্বন্ধ যে একেবারে মমতাশূন্য হইয়া যাইতেছে, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহাই অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক মনে হয়।

জাতি অথবা সমাজের সমবেত চেষ্টায় এই কুসংস্কার দূর হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা করে কে? এ দিকে লোকসংখ্যার রিপোর্টে রিজলী সাহেব কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে কি লিখিয়াছিলেন, সেই কথা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আমাদের সমাজ কি এতই তরুণ যে, রিজলী কিংবা অন্য কোন সাহেবের কথায় বিপর্য্যয় ঘটিবে? মেকলে সাহেব ত যাহা মুখে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়া আমাদের গালি দিয়াছেন, সেই জন্য কি প্রকাশ্য-সভা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে? আমাদের সমাজে প্রত্যেক জাতির স্থান স্থিরনির্দ্দিষ্ট আছে, কোন সাহেবের কথায় কোন জাতি স্বস্থানভ্রষ্ট হইবে না। অতএব এ সকল কথায় আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি। যে কুসংস্কার ও কুপ্রথায় আমাদের দারিদ্র্য কেবল বাড়িতেছে, যাহাতে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, তাহার উপায় আমাদের নিজের হাতে, কিন্তু আমরা কোন উপায় অবলম্বন করি না। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া মনে যখন অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তখন স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যে এমন দুর্ব্বল জাতির কি কখনও উন্নতি হইতে পারে?

রাজপুতেরা একমত হইয়া যদি বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তবে আমরা পারিব না কেন? হয় ত ভিন্ন-ভিন্ন জাতির পৃথক্ নির্দ্দেশ সীমা দিয়া করিতে হয়, কারণ এক জাতি অপর জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত ধনবান্ হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জাতি একমত হইয়া সহজেই এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। জাতি কিংবা সমাজ কি এতই দুর্ব্বল যে, লুব্ধ ও পীড়নকারীকে শাসন করিতে পারেন না? যদি বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ণীত হয়,তাহা হইলে সেই নিয়মভঙ্গকারীকে সমাজ সহজে দণ্ড দিতে পারেন। প্রত্যেক জাতিতে এই বিষয়ে আন্দোলন করিয়া যাহাতে বর্ত্তমান অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারিত হয়, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা প্রার্থনীয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ।

করতোয়া নদীর পূর্ব্ব, মহানন্দা নদীর পশ্চিম, পদ্মাবতী নদীর উত্তর ও কোচ-রাজ্যের দক্ষিণসীমান্তর্গত ভূখণ্ড বরেন্দ্র নামে পরিচিত। করতোয়া নদী অতি প্রাচীন ও পবিত্র, তদ্বিষয়ে পুরাণাদিপাঠে বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয়। পদ্ম-পুরাণান্তর্গত পৌণ্ড্রখণ্ডে * করতোয়ামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। (১) বরেন্দ্রভূমির মধ্যগত আত্রেয়ী নামক নদীও অতিপ্রাচীন। উক্ত উভয় নদী একদা সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত ছিল। (২) দেবীর মহাস্নানমন্ত্রে উভয় নদীর নাম পঠিত হইয়া থাকে। কালচক্রে উভয় নদীর নামমাত্রের অস্তিত্ব আছে। পদ্মানদীর পূর্ব্বের ন্যায় খরপ্রবাহ ও পরিসর নাই। বিগত চল্লিশ বর্ষ মধ্যে এই নদী স্থানে স্থানে উত্তর-দিকে ৫।৬ ক্রোশ পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গের শেষ হিন্দু-রাজগণের সময় বরেন্দ্রভূমির যে প্রকার আয়তন ছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে

* পৌণ্ড্রখণ্ড পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও মূল পদ্মপুরাণের অনুক্রমণিকায় পৌণ্ড্রখণ্ডের নামোল্লেখও দৃষ্ট হয় না।— পত্রিকা-সম্পাদক।

(১) "করজাপশ্চিমে ভাগে লোহিনী যত্র মৃত্তিকা।
মুক্তিক্ষেত্রং সমাখ্যাতং মহাপাতকনাশনম্॥" ইত্যাদি।

হরপার্ব্বতীর বিবাহকালে মহাদেবের করতলস্থ তোয় (জল) হইতে উৎপত্তির জন্য করতোয়া নাম হইয়াছে।

বগুরাজেলাস্থ সেরপুর নামক স্থান সম্রাটের মুরচা বা সেনানিবাস থাকায় 'মরচা সেরপুরা' নাম হইয়াছিল। এই স্থান হইতে পূর্ব্বতন সময়ে পূর্ব্বদিকে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর নামক স্থানে যাইতে হইলে দশকাহণ কড়ি খেয়াপারের জন্য প্রয়োজন হইত। তজ্জন্যই শেষোক্ত সেরপুর 'দশ কাহণিয়া সেরপুর' নামে কথিত হয়।

(২) আত্রেয়ী নদী বর্ত্তমান পাবনা জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলা মধ্যেও আত্রেয়ীর খাড়ী নামক স্থান বিদ্যমান। দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলার মধ্যে আত্রেয়ী নদীর যে অংশ বর্ত্তমান আছে, তাহা স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক বড়গঙ্গা অর্থাৎ বড় গাঙ্গ নামে এখনও কথিত হইয়া আসিতেছে। একদা করতোয়া আত্রেয়ী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উভয় নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সকল অতি উর্ব্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। এমন কি, একটী ধান্যবৃক্ষে তিন সের চাল উৎপন্ন হইত।

অবধারণ করা কঠিন। পদ্মানদীর প্রবাহ দ্বারা প্রাচীন বরেন্দ্রের (৩) সীমার যে কতকাংশ সংকীর্ণ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিগত দেড়শত বর্ষের ঘটনা সকল আলোচনা করিলেই প্রমাণিত হইবে।

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস-গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধ-শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তিসময়ে ও বৌদ্ধশাসন সময়ে এখানে যে সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতি হইয়াছিল, তাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নিকট সদাচার-পরিভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এ সময়কার ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সামাজিক ইতিহাস নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। এ সময় সামাজিকত্ব সম্বন্ধে বিশেষ রূপ বাঁধা বাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গে বাস করিলেই যে পতিত হইতে হইবে ও ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই, এরূপ শাসনবাক্যের স্বীকার করিতে হইবে, সে সময় তাহার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। বৌদ্ধশাসনের পরবর্ত্তী বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজত্বের অভ্যুদয় হইতেই এদেশে হিন্দুসমাজ পুনর্ব্বার গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তজ্জন্যই বৌদ্ধ-শাসনকালের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি-সময়ের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি জাতি সমাজে সম্মানিত হইতে পারেন নাই। প্রত্যুত বৌদ্ধাচার-প্রভাবে হিন্দুসমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছিল। তৎকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধাচার-প্রভাবে অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আত্মবিস্মৃতি-নিবন্ধন উপনিবেশী ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ দেশের সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করেন। উপনিবেশী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জাতির প্রাধান্য-হেতু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুগণ অতিশয় মলিন হইলেন। রাজসম্মান অবশ্যই তাহার মূল কারণ। বঙ্গের শেষ হিন্দুশাসন কালে উপনিবেশী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ সমাদৃত হইয়াছেন, এবং কায়স্থগণও দেশের শাসনসংরক্ষণ জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে গবেষণা করিলেই প্রমাণিত হইবে। রাজপ্রসাদবলে জাতি, সম্প্রদায়

(৩) গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনদেশ যে স্থান লইয়া অবস্থিত, বরেন্দ্রখণ্ড যে সেই স্থানের অধিকাংশ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জেলা বগুড়া সহরের নিকটস্থ করতোয়া-তটবর্ত্তী "মহাস্থান" পৌণ্ড্রখণ্ড শিলাদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছে। শিলাদ্বীপ ও পৌণ্ড খণ্ড এক। শিলাদ্বীপেই পৌষ নারায়ণী মহাযোগে স্নানব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এইখানেই কতকগুলি প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ছিল। কাল তাহা বিলুপ্ত হইলে পৌষনারায়ণী স্নানার্থ সমাগত যাত্রীগণ পদ্মপুরাণের বচন অনুসারে তদ্বিষয়ে স্মরণ করেন। শিলাদ্বীপ একদা নিম্ন-গ্রামের মধ্যস্থ ছিল, করতোয়া নদীর গতি আলোচনা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

ও ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। রাজপ্রসাদের অভাবে আবার তাঁহাদিগের অধঃপতন হওয়াও স্বাভাবিক নিয়ম।

সুপ্রসিদ্ধ গৌড়রাজধানীর সন্নিকটে একদিকে রাঢ় ও অপরদিকে বরেন্দ্রভূমি বিদ্যমান আছে। পঞ্চ বিপ্রের বিভাগ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামেই পরিচিত। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানেই পঞ্চ বিপ্রের বসতি করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কেন না, রাজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান একবার হইলেই শেষ হইত না, ভবিষ্যতে যাহাতে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়েও সাধারণের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহাদের এরূপ স্থানেই প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। (৪)

মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক বঙ্গের জাতীয় সমাজগঠনের অভিনব নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আলোচনা দ্বারা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হইতেছে। তিনি যে সমস্ত বিধান করিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সমাজতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা অনেকাংশে নির্ণীত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির কুলাচার্য্যগণ ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, সে সকল পূর্ব্বতনজনশ্রুতির ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। কুলাচার্য্যগণ ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শাখার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থগণ সম্বন্ধে চারি শাখা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শাখা এবং কায়স্থদিগের উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শাখা এখনও বর্ত্তমান আছে।

আদিশূরের মহাযজ্ঞে কতিপয় কায়স্থ কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে যে বাঙ্গালা-দেশে আগমন করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-সমাজও এইরূপ উপনিবেশী কায়স্থ দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। বল্লালের অসদাচরণ বারেন্দ্রসমাজ-সংগঠনের কারণ। বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের গঠন কিন্তু বল্লালসেনের সমসময়েই হইয়াছিল, সুতরাং তৎপরবর্ত্তী লিখিত কারিকার (৫) উক্তি কখনই অসামঞ্জস্য নহে; বরং তৎকালে চারি সমাজের অস্তিত্বই প্রমাণ করিতেছে। দক্ষিণরাঢ়ে ও বঙ্গে আদিশূর-আনীত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরেরা বসতি

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ), ১০৮ পৃষ্ঠা।

(৫) কারিকার "কুলচতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণীশ্রেণী বিশেষতঃ" ([illegible]) দ্বারা চারি শ্রেণীর পার্থক্য করা হইয়াছে।

বিস্তার করিয়াছেন। নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরে বঙ্গের শেষ রাজধানী সংস্থাপিত থাকায় উক্ত দুই প্রদেশেই ব্রাহ্মণ-কায়স্থসংখ্যা বিস্তার হইয়াছে। গৌড়ে প্রথমেই মুসলমান-রাজধানী নির্ম্মিত হওয়ায় বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থসংখ্যা ন্যূন হইবার অন্যতম বিশিষ্ট কারণ আছে, সন্দেহ নাই। প্রথম উপনিবেশী কায়স্থবংশ বঙ্গ ও রাঢ়-দেশে বসতিবিস্তর ও তৎপরে উপনিবেশী কায়স্থগণের কতিপয় ব্যক্তি, উত্তররাঢ় ও বরেন্দ্র বসতি বিস্তার করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান বঙ্গদেশ মধ্যে বরেন্দ্রখণ্ড অধিকতর প্রাচীন। গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরী তাহার প্রমাণ। বরেন্দ্রখণ্ডে অতি প্রাচীন ম সময়ে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করিয়াছেন, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল ক্ষত্রিয়বংশ গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজাসনে আসীন ছিলেন, তাহা উল্লেখ না করিয়া শূর ও কাম্বোজ ক্ষত্রিয়গণের পর পালবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ও তৎপর সেন-বংশীয়গণের রাজত্ব উল্লেখ করা যাইতে পারে। পালবংশীয়গণের সময়েই হিন্দুর হৃদয়ে বৌদ্ধমার্গ প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধাচার এ সময়ে বরেন্দ্রে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বরেন্দ্র-বাসী হিন্দুগণ রাজপ্রসাদ-লালসায় বৌদ্ধাচারের কুহকে জড়িত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধপ্রাধান্য-সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এদেশে বসতি করিতেন, তাঁহারা স্ব স্ব কুলাচার বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী সেনবংশীয়গণের রাজত্ব-সময়ে ঐ সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ নিতান্ত অপরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রতীয়মান হয়।

করতোয়ানদীর পূর্ব্বভাগ "পাণ্ডববর্জ্জিত" স্থান বলিয়া জনসাধারণ মধ্যে প্রবাদ আছে। এদেশে পাণ্ডবগণ আগমন করুন বা নাই করুন, ঘোড়াঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থান উত্তরগোগৃহ ও নিমগাছি নামক স্থান দক্ষিণগোগৃহ নামে অদ্যাপি পরিচিত। যাহাই হউক, করতোয়া যে সময় প্রবল তরঙ্গে বঙ্গোপসাগরের সহিত সম্মিলিত ছিল, তৎকালে করতোয়ার সুবিস্তৃতির জন্য পূর্ব্বভাগ অতি দুর্গম ছিল। সেই জন্য করতোয়ার পূর্ব্বভাগে আর্য্যগণ বসতি করা শাস্ত্রসঙ্গত মনে করেন নাই। যাহা হউক, করতোয়া নদীর পূর্ব্বতীরস্থ স্থান সকল প্রাগ্-জ্যোতিষ বা আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকায় বরেন্দ্রবাসী হিন্দুগণের তৎপ্রতি অশ্রদ্ধার কারণ হওয়াই অনুমান করা যায়। প্রকৃত পক্ষে পাণ্ডবগণ উক্ত স্থানে আগমন না করিয়া থাকিলেও তন্মূলে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও পৌণ্ড্রখণ্ড অতি প্রাচীন কাল হইতেই ক্ষত্রিয়-শাসন-রূপ শ্রীসম্পন্ন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। লিপিব্যবসা এতদ্দেশে কত দিন হইল প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অবিসম্বাদিতরূপে স্থিরীকৃত না হউক, কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ দেশে মসি-ব্যবসা ও মসিজীবি-জাতির বসতি হইতে আরম্ভ হয়।

বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজত্বকালে উপনিবেশী কায়স্থগণ যাঁহারা কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রাধান্য কায়স্থজাতির চারি সমাজেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। তৎপূর্ব্বে যে সকল কায়স্থ এ দেশে বসতি করিয়াছিলেন, তাহা-দিগকে গৌড়ীয়-কায়স্থ নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। কারণ এ সময়ে কায়স্থ-জাতির শ্রেণীগত বিভাগের কোনরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র যেখানেই ঐ সকল কায়স্থবংশীয় লোক বসতি করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগকে এক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। তৎকালে শ্রেণীবিভাগ না থাকায় কায়স্থজাতির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন সহজেই সম্পন্ন হইত। প্রাগুক্ত উপ-নিবেশী কায়স্থগণের মধ্যে কোন কোন বংশ সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করিতে না পারিয়া গৌড়ীয় কায়স্থ সমাজের সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বরেন্দ্রভূমি সম্বন্ধে সামান্যরূপ যে সকল বিষয় লিখিত হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইবে, যেসময় বিক্রমপুরে রাজধানী সংস্থাপিত হইয়া তৎপ্রদেশ শ্রীসম্পন্ন হইতে আরম্ভ করে, তৎকালে গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা বরেন্দ্র অনেক পুরাতন হই-য়াছিল, বর্ত্তমান ঢাকাবিভাগের অধিকাংশ স্থান তৎকালে বালুকারাশি সঞ্চয় দ্বারা উন্নত, উর্ব্বরতাসম্পন্ন ও বাসের উপযুক্ত হইতেছিল। উক্ত ভূভাগ তৎকালে নবনব জনপদে শোভমান হইতেছিল। বিক্রমপুর নগরী রাজধানীতে পরিণত হওয়াই উক্তরূপ উন্নতির মূলকারণ বটে।

মুসলমানগণ বঙ্গ বিজয় করিয়া প্রাচীন স্থান গৌড়নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বঙ্গবিজয়ের পরেও কিয়ৎকাল বিক্রমপুর স্বাধীন ছিল। বরেন্দ্রের পূর্ব্ব-স্থিত নদীগুলিই বিক্রমপুর-প্রবেশের পথ দুর্গম করিয়া রাখিয়াছিল।

বঙ্গবিজেতা বিধর্ম্মী থাকায় হিন্দুগণের যে আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নবাগত আফগানগণের অত্যাচারভয়েও অনেকের স্বস্থান পরি-

ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমুখী হওয়া অসম্ভব নহে। উপরোক্ত কারণে বরেন্দ্র ভিন্ন বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতি বিস্তার হইয়াছে। কেবল আফগানগণের ভয়েই কতকগুলি ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গে বসতি বিস্তার করিয়াছেন, এমত নহে। সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, বরেন্দ্রভূমিতে কতিপয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির আধিপত্য হওয়ায়, তাহাদিগের জমিদারি হইতে অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বরেন্দ্র ত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়প্রদেশে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে অধিকতররূপে বসতি করিয়াছিলেন। স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এদেশে এখনও যেরূপ প্রবলমাত্রায় বিদ্যমান আছে, কএক শতাব্দী পূর্ব্বে যে তাহা আরও অধিকতর প্রবল ছিল, তাঁহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুরাজত্বের প্রথমাবস্থা হইতে সাম্রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণ যে উৎকৃষ্ট বিধান ছিল, মনুসংহিতাই তাহার প্রচুর প্রমাণ বটে। সান্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মণমন্ত্রীর মন্ত্রণা-গ্রহণ করাই তৎকালে প্রশস্ত নিয়ম ছিল। এতদ্ভিন্ন শুদ্ধ-প্রকৃতি, সদ্বংশ ও বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন অন্য জাতীয় ব্যক্তিকেও কার্য্যে নিয়োগ করা হইত। রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মহাবল পরাক্রান্ত, সদ্বংশসম্ভূত ও বিশুদ্ধপ্রকৃতি, তাহাদিগের প্রতি খনিজ দ্রব্যসংগ্রহের ভার অর্পিত ছিল। প্রত্যেক গ্রাম অথবা দশ বিশ শত বা সহস্র গ্রামের মধ্যে এক একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি অধিনায়ক নিযুক্ত হইতেন। এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক গ্রামের শান্তিরক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বস্তুতঃ অতিপুরাকাল হইতে এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রচারিত আছে। মুসলমানশাসনকালে এই প্রথা কতকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া জমিদারগণের হস্তেই শাসনসংক্রান্ত কার্য্য প্রধানতঃ অর্পিত ছিল। মসি-জীবিকা বলে কায়স্থজাতি দেশের মন্ত্রিত্বপদ অধিকার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান মালদহ জেলা ও দিনাজপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে পাবনা জেলা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতির কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রত্নতত্ত্ব বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রমাণিত হয় যে, তাহার পর, সাঁতৈল প্রভৃতির ব্রাহ্মণ-জমিদারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বরেন্দ্রে কায়স্থ-জমিদারের সংখ্যা ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল। শেরপুরের বিজয় লস্কর সরকার বার্ব্বকাবাদ ও সরকার পিঁছিয়ার কায়স্থ জমিদারের উচ্ছেদ সাধন করেন। সেরপুরের নিকটবর্ত্তী রাজবাড়ী মুকুন্দ নামক স্থানে যে কায়স্থ জমিদার সরকার-বাজুহার মধ্যে প্রধান ছিলেন, তাঁহার জমিদারীর দ্বারা সাঁতৈলের জমিদারীর পুষ্টি হয়।

গৌড়-রাজধানীর একদিকে উত্তররাঢ় ভূমি, অপর দিকে বরেন্দ্রভূমি। উত্তর-রাঢ় ও বরেন্দ্রে যে সময় মুসলমান-শাসন বদ্ধমূল হইয়াছে, তৎসময়ে কিছুকাল বিষ্ণুপুরপ্রদেশ স্বাধীন ছিল। উত্তররাঢ় ও বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ এই দেশে মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভ হইতেই দেশের শাসনসংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবাদ আছে, "তিন শাণ্ডিল্যে বার্ব্বকাবাদ" অর্থাৎ শাণ্ডিল্যগোত্রের তিন জন ব্রাহ্মণ একদা সরকার বার্ব্বকাবাদের জমিদার হইয়াছিলেন। উক্ত সরকারের মধ্যে লস্করপুর পরগণা পুঠিয়ার বৎসাচার্য্য বংশের এবং কমলাপতি লাহিড়ী নামক পরগণা ও অবশিষ্ট সমস্ত পরগণা তাহেরপুরের রাজার জমিদারী ছিল। তাহেরপুরের কিছু পরেই সাঁতৈল-রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। নাটোরের রাজা রামজীবনের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবার অব্যবহিত-পূর্ব্বে রঙ্গপুরের চাঁদরায় বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, স্বরূপপুর, পাতিলাদহ প্রভৃতি পরগণার জমিদার ছিলেন। "রাণী সত্যবতী রঘুনাথপতি", এই রঘুনাথই চাঁদ রায়ের পুত্র। ইহা ভিন্ন চৌধুরি-উপাধি-ধারী কতিপয় ব্যক্তিও জায়গীর সম্পত্তি লাভ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শেষ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অধিকতর পরিমাণে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশে সর্ব্বাগ্রে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কায়স্থের জীবিকার অংশভাগী হইয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বঙ্গের হিন্দুরাজত্বের সময় পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণের রাজসভায় বিশেষ আধিপত্য ছিল। তৎকালে তাহাদিগকে অন্নবসনের জন্য চিন্তা করিতে হইত না। হিন্দু নরপতিগণ ব্রাহ্মণগণকে মুকুটস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। কাজেই "রাজ-ভক্ত" কায়স্থজাতির কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের প্রতি উপদ্রব হইবার ভয় ছিল না। লক্ষ্মণসেন সপ্তদশ অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্যের ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করেন। এ সময় রাজসভায় ব্রাহ্মণের অসাধারণ আধিপত্য ছিল। রাজা লক্ষ্মণসেন সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পরামর্শানুসারে সম্পন্ন করিতেন বলিয়াই তিনি পলায়নের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, বিজেতা মুসলমানগণ

যজাধিকার করিলে, ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বসম্মান লাঘব হইতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ গণ অশনবসনের চিন্তায় যত না হউক, কায়স্থজাতির প্রাধান্তবিস্তার ও মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের শিরোমুকুট সম্মান লোপ হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা অনন্তোপায় হইয়া ভট্টাচার্য্যবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, কায়স্থের বৃত্তি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তজ্জন্তই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দ হইতে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে, সৈন্তাধ্যক্ষপদে ও জমিদারপদে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিষ্ঠিত থাকা দৃষ্ট হইতেছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণজাতি হিন্দুসমাজের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহারা যখন যে ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই অগ্রগামী হইতে পারিয়াছেন।

বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণদিকে পদ্মা নদী প্রবাহিত। পদ্মার তীরবর্ত্তী স্থলে পূর্ব্বে সময় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস অধিক ছিল না। করতোয়া ও আত্রেয়ী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানেই এবং নিকটে যে সকল বৃহৎ বিল ছিল, তাহার মধ্যবর্ত্তী বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতি ছিল। বিলভূমির উর্ব্বরতানিবন্ধন এবং রাজা কর্ত্তৃক সহজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকায় বিলের মধ্যস্থলে বসতি বিস্তার হইয়াছিল। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে নাটোর হইতে পূর্ব্বদিকে যমুনা বা ফাক্কবা নদী পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত বিল থাকা দৃষ্ট হয়। এই বিলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মধ্যস্থলেও কতকগুলি প্রাচীন জনপদ আছে। ঠিক চলন-বিলের স্তায় প্রশস্ত বিল না হইলেও মালদহ, রাজসাহী, পাবনা ও দিনাজপুরের দক্ষিণাংশে এবং বগুড়া জেলাতেও কতকগুলি প্রসিদ্ধ বিল থাকা দৃষ্ট হয়।

আফগানগণ যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় জাতি বলিয়াই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গৌড়ের আফগান শাসনকর্ত্তা ও বাদশাহগণ যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠেই প্রমাণ হইতেছে। আফগানগণ সৈন্তসজ্জা ও রণচিন্তাতেই কাল ক্ষেপণ করিতেন। রণলালসার উদ্বেগে তাঁহারা দেশের রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে হিন্দুজাতি বিশেষতঃ কায়স্থগণকেই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা রাখিয়াছিলেন *। পূর্ব্ববর্ত্তী সেনরাজগণেরই পদাঙ্ক

* মেঃ মার্সমান সাহেব লিখিয়াছেন যে, কতকগুলি জমিদারী হিন্দুদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আফগানগণ তাঁহাদের কর্ম্মচারীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। এই সকল কর্ম্মচারিগণ জায়গীর দ্বারা সৈন্ত রক্ষা করিতেন। হিন্দুরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিদারীচ্যুত হইলেও আফগান জায়গীরদারগণই হিন্দুদিগের দ্বারা রাজস্বসংগ্রহ করিতেন। এই হিন্দুগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সহায়তাবলে সর্দ্দারগণ স্বাধীন হইবার প্রয়াস পাইতেন। মেঃ এলফিনিষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালার রাজকার্য্য মুসলমান ও কায়স্থ দ্বারাই মোগল সময়ে সম্পন্ন হইত।

DOUBLE COLOUR

[illegible]ও অনুসরণ করিয়াছিলেন। কায়স্থজাতি বঙ্গের রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় [illegible] নিযুক্ত হওয়ায় এক সময়ে বঙ্গের জমিদারই কায়স্থ-জাতি ছিলেন। আইন-ই আকবরী গ্রন্থেও বঙ্গের অধিকাংশ জমিদারকেই কায়স্থজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গৌড়ের আফগান শাসনসময়ে ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থজাতির সহিত রাজ্যশাসনকার্য্যে লিপ্ত থাকা গর্হিত কার্য্য মনে করিতেন। তাঁহাদের নিকট রাজ্যশাসনব্যাপার কেবল কায়স্থের কার্য্য বলিয়াই গণ্য ছিল। ব্রাহ্মণগণ হিন্দুরাজার বৃত্তিবলে সহজেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং তাঁহারা [illegible] কার্য্যে কেন না অবমাননা বোধ করিবেন?

ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বৈষ্ণবভক্তিপ্রবর্ত্তক শ্রীরূপ সনাতন দুই ভ্রাতা গৌড়েশ্বরের [illegible] ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মণ্যতেজ, সত্ত্বগুণের বিকাশ ও শ্রীচৈতন্তদেবের প্রেমালিঙ্গনে তাঁহারা ঐ উচ্চপদ তুচ্ছ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

"ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম॥"

শ্রীরূপ সনাতন গৌড়ের নিকট রামকেলি নামক স্থানে বসতি করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র বিপ্রকুলে ভাদুড়ীবংশে শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও জগদানন্দ রায়। ইহারা তিন জনেই গৌড়ের বাদশাহের কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহাদের বংশধরেরা এখনও বরেন্দ্রভূমিতে বিত্তবান্ আছেন। সুবুদ্ধি ও জগদানন্দ ঐ [illegible]ই পাতশাহের কর্ম্মচারী।

দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলার স্থানে স্থানে কামরূপী ব্রাহ্মণগণের বসতি বিস্তার [illegible]ছে। ইহারা কোন কালেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহে। দিনাজপুর জেলাবাসী [illegible]নৈক ব্রাহ্মণ আমার নিকট উত্তর-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। উত্তর-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লেখকের সামান্ত অভিজ্ঞতা থাকায় কএকটী প্রশ্নের পরে, ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা কামরূপী ব্রাহ্মণ। তবে উত্তর-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার আদান প্রদান হয় না, পরে এ কথা স্পষ্টতঃই তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল।

বরেন্দ্রখণ্ডের স্থানে স্থানে বৈদিক, মৈথিলী ও কামরূপী ব্রাহ্মণের বসতি আছে। বৈদিক, মৈথিলী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বরেন্দ্রস্থ ব্রাহ্মণ-কায়স্থজাতির পুরোহিত থাকা দৃষ্ট হয়। রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলায় যে সকল কামরূপী ব্রাহ্মণের বসতি

হইয়াছে, তাঁহাদিগের দ্বারা সামাজিক কায়স্থগণের পৌরোহিত্য কার্য্য অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। বিগ্রহসেবা ও পূজার জন্য বরেন্দ্রে কামরূপী ও উৎকলদেশী ব্রাহ্মণই নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল না। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহারের গবেষণা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এখন অনেকে কামরূপী ও উৎকল ব্রাহ্মণের পাচিতদ্রব্য ভক্ষণ করেন না। পূর্ব্বে কিন্তু কামরূপী ও উৎকল ব্রাহ্মণের দ্বারা বিগ্রহের সেবাপূজা করাও অতি দূষণীয় ছিল। ব্রাহ্মণগণ যখন যে আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই দেশে প্রচলিত নিয়ম। ভগবদ্‌বাক্য দ্বারা তাহাই যুগানুক্রমের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" (গীতা ৩য় অধ্যায়)

বরেন্দ্রখণ্ডের কায়স্থজাতিকে একমাত্র বারেন্দ্র নামে অভিহিত করিলে বরেন্দ্রের কায়স্থজাতির মূলগত কোনরূপ বিচার করা হয় না। কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তন্তুবায় প্রভৃতি অনেকগুলি জাতির মধ্যে বারেন্দ্র আখ্যা দৃষ্ট হয়। যে সকল জাতির সামাজিক ইতিহাস আছে, তাহারা সহজে "বারেন্দ্র" আখ্যায় জড়িত হইতে পারে না; যেমন বৈদিক, মৈথিল ও কামরূপী ব্রাহ্মণ। কিন্তু কোনরূপ ভট্ট ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রে বাস করিয়া বারেন্দ্র নামে পরিচয় দিলে তাহা সাধারণের বুঝিয়া লওয়া সুকঠিন। বরেন্দ্রখণ্ডে যে সকল কায়স্থ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের কায়স্থজাতির চারি শাখায় বিভক্ত বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে না। বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিলে প্রকৃত বিভাগ হয় না। পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর সহিত গৌড়ীয় ও হেঁজ (নীচ) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কায়স্থ নামে যে সকল ব্যক্তি পরিচয় দেয়, তাহাদিগের বিচার হওয়া আবশ্যক। বিশ্ব... দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ২।৪ জন লোক বসতি করিতে পারেন। অবশিষ্ট যে সকল কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় কায়স্থ সমবায় মাত্র। বঙ্গজ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য হইতে পারে। তবে বঙ্গজের সংখ্যা দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে দিনাজপুর ও গোপীনাথপুর প্রভৃতি স্থানে কুলীন কায়স্থের বসতি আছে। কিন্তু পর গৌড়ীয় কায়স্থও উত্তররাঢ়ী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

বরেন্দ্রখণ্ডে বারেন্দ্র-কায়স্থের বাস বিস্তৃত হইবার কথা। বারেন্দ্র মধ্যে

মিশ্রিত, সামাজিক বারেন্দ্র ও গৌড়ীয় বারেন্দ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। বরেন্দ্রের কায়স্থগণকে এই প্রকারে বিভাগ করিলে অন্য যে কোন জাতি ... নামে পরিচিত হইতে প্রয়াস পায়, তাহা সহজেই নির্ণীত হইতে পারিবে। এপ্রকার অনুসন্ধানে "কড়ি বান্ধা হুকার" ন্যায় সহজসাধ্য ফল ফলিবে। প্রকৃত ... ফলে তামা কখন কাঞ্চন হইবে না। আর্য্য বলিলে হিন্দুর সমস্ত জাতি ... বুঝায় না। ব্রাহ্মণ নামকরণে বঙ্গের সমস্ত জাতির ব্রাহ্মণ এক হইবে না। প্রত্যেক সমাজের গূঢ় রহস্য উন্মেষণ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

কোন স্থলে, কোন কোন কায়স্থ বিষয়কর্ম্ম করিয়া, সেই স্থানে বাসপূর্ব্বক এক সমাজ হইতে সমাজান্তরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রথা বরেন্দ্রভূমির স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। সমাজস্থান পরিত্যাগ ও সমাজান্তর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বসমাজের ন্যায় গৌরবরক্ষা করা, তৎকালে সম্ভবপর ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা দেবীদাস খাঁ যে উপায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে কায়স্থ সংগ্রহ ও মিলন করিয়াছেন, প্রাগুক্ত প্রণালী তদ্রূপ সর্ব্বজনীন নহে। প্রাগুক্ত রূপ কোন সমাজের প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বতন সময়ে স্বীকৃত না হওয়ায়, গৌড়ীয় মিশ্রিত ঘরেই ঐরূপ আদান প্রদান প্রচলিত হইয়াছে। বারেন্দ্রের কোন প্রধান সমাজস্থলে উত্তররাঢ়ীয় যজানের ঘোষবংশীয় কোন ব্যক্তি ১২।১৩ পুরুষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াও বারেন্দ্রের প্রধান কোন ঘরেই আদান প্রদান করিতে পারেন নাই। অতঃ চারি সমাজের নামে পরিচিত গৌড়ীয় মিশ্রিত সমাজভুক্ত কায়স্থগণ এক সম্প্রদায় হইতে সমাজান্তরে অনায়াসেই আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন।

"হেঁজ" সম্প্রদায় কিন্তু কস্মিন্ কালেও কোন সম্প্রদায়ের কোন সামাজিক ঘরের সহিত আহার ব্যবহার বা সম্বন্ধস্থাপন করিতে পারে নাই। ফলতঃ তাহাদিগের সহিত সামাজিক কায়স্থের কোনই সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান সেন্‌সাস রিপোর্টে পাত্যাজাতিকে পাত্যা-কায়স্থ নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহারা কস্মিন্ কালেও সামাজিক কায়স্থের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না। প্রকৃত কায়স্থগণের নিকট ইহারা চিরকাল পাত্যাই থাকিয়া যাইবেক। পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্রগণ হীনকার্য্য করে, ...পুরের কলিতাগণ কৃষিব্যবসা করে। এইরূপ সম্প্রদায়ের লোক সহস্র বৎসর ... গঠিত সমাজে কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে? ঐরূপ হীনসম্প্রদায় সামাজিক কায়স্থ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসাধ্য।

মিঃ বুকানন হ্যামিল্টন সাহেব রংপুর দিনাজপুর ভিন্ন অন্য কোন জেলাবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে কোন রূপ অনুসন্ধান করেন নাই। বুকাননের সময় বর্ত্তমান বগুড়া ও সমস্ত রাজসাহী ভাতৌরিয়া জেলা হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। এই রাজসাহী জেলায় বারেন্দ্র কায়স্থ অধিকতর পরিমাণে ছিল। মুরশিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহর জেলাতেও বারেন্দ্র কায়স্থ ছিলেন। বুকানন এই সকল কায়স্থ সম্বন্ধে কোন গবেষণাই করেন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, করতোয়ার পূর্ব্ব ভাগস্থ স্থান পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া হিন্দুগণ অপবিত্র মনে করিতেন। মোগলসম্রাট্ অকবর সাহের সময়েও রংপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশ কোচবিহার ও কামরূপের রাজার অধীন ছিল। এই প্রদেশে রাজবংশী, কোঁচ, কর্ণি ও কলিতা প্রভৃতি জাতির বসতি আছে। মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের শাসনকালে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে রংপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশ স্থায়িরূপে মোগল-অধিকৃত হয়। সরকার পুর্ণিয়া ও সরকার ঘোড়াঘাটে যে সকল বারেন্দ্র কায়স্থ বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে অতি অল্প লোকই ঐ প্রদেশে বাস করিয়া থাকিবেন। কাকিনা ও টেপার জমিদার বংশধরের পূর্ব্বপুরুষ ঐ সময় আসিয়া বসতি করিয়াছেন। এই উভয় জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ কাকিনার পূর্ব্ব বসতি গাজনা ও টেপার পূর্ব্ব বসতি কাউননড়ী গ্রাম বারেন্দ্রের সমাজভুক্ত। বর্দ্ধনকুঠীর রাজবংশ বারেন্দ্র কায়স্থ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যদেবের মণ্ডল উপাধি ছিল। মিঃ বুকাননের মণ্ডল উপাধির জন্য ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে। কৃষিজীবী সকল জাতি মধ্যেই এখন মণ্ডল উপাধির বহু প্রচলন দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া মণ্ডল (১) উপাধিধারিমাত্রই কৃষিজীবী জাতি নহে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলীন শাখার মধ্যেও মণ্ডল উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে কি কৃষিজীবী মনে করিতে হইবে? ঢোল উপাধিধারী বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ কলিকাতায় বসতি করিতেছেন। ঢোল উপাধির জন্য কি অন্য জাতি হইবে? বারেন্দ্রগণের মধ্যে ঘোষ, বসু প্রভৃতি উপাধি না পাইয়া বুকানন সাহেবের ভিন্নরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নাই।

(১) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কায়স্থজাতির মধ্যে যে মণ্ডল উপাধি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হিন্দু রাজত্বের সময়েও বর্ত্তমান ছিল। রাজা টোডরমল্ল এদেশে রাজস্ব নির্ণয় জন্য আগমন করায় কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জমিদার প্রজাদিগের মুখপাত্র থাকায় 'মণ্ডল' উপাধিতে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

যে সাত ঘর লইয়া বারেন্দ্রসমাজ গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা সদ্বংশজ ও সদাচারী কায়স্থ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সেনবংশীয়দিগের রাজত্বকালে রাজসরকারে বিবিধ কর্ম্ম করিয়াছেন। ঐ সকল ঘর হিন্দু রাজত্বের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সদাচারনিরত আছেন। বঙ্গের মুসলমান-শাসনকালে তদ্বংশীয়েরা রাজসরকারে উচ্চপদে অভিষিক্ত থাকিয়া স্ব স্ব সদ্বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সম্বন্ধস্থাপনাদি কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও প্রমাণিত হয় যে, সামাজিকগণ স্ব স্ব বংশে কুলোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; যাঁহারা কোন দৈব কারণে কুলোচিত গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সমাজে নিন্দিত ও কোন কোন স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সামাজিক বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত যথাযথরূপে সংগৃহীত হয় নাই। এবিষয়ে য়ুরোপীয় ব্যক্তিগণ নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এ দেশের হিতার্থ এই গুরুতর বিষয়ে নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অধিকাংশ স্থলেই একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট হইতেছে। ইহার নিমিত্ত জ্ঞানী স্বদেশীয় ব্যক্তিবৃন্দকেই নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণজাতি হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া কোনরূপ রহস্য উন্মেষণ করিলে সর্ব্বসাধারণের নিকট অবিসম্পাদিতরূপে গৃহীত হইতে পারে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তদ্রূপভাবে কার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং এই জাত্যভিমানী পতিতদেশের লোকের হৃদয়ে অনেক স্থলেই নিদারুণ আঘাত উৎপন্ন করা হয়। দেশীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভ্রান্ত হইয়া সাহেবগণ কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিলে, তাহা অকাট্য যুক্তিময় হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে এ সকল বিষয় যে ভ্রমাত্মক, তাঁহারা নিজেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই নিদারুণ অন্নচিন্তার দিনে জাত্যভিমানী জাতির মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হওয়া ক্লেশকর, সন্দেহ নাই। একজন সাহেব বলিয়াছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ পঞ্চবিপ্রের এদেশে পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত। এই মত যে নিতান্ত অসার, যাঁহারা সামাজিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বরেন্দ্র ও উত্তররাঢ় গৌড়-রাজধানীর নিকটবর্ত্তী থাকায় তদ্দেশবাসী কায়স্থগণ

রাজসরকারে বিষয়কর্ম্ম (স্বীয় মসিজীবিকার) দ্বারা অবস্থা উন্নত করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই মুসলমান-শাসনের আরম্ভকাল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফগানগণ দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ও ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়-রাজধানীতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। কতিপয় বৎসর বিখ্যাত সেরশাহের আধিপত্য হইবার পর মোগলসাম্রাজ্যের প্রাধান্য বিস্তীর্ণ হয়। শেষোক্ত মোগল-শাসনসময় গৌড়ের সিংহাসন স্থানান্তরিত হওয়ায় বরেন্দ্র ও উত্তররাঢ়বাসী কায়স্থগণের রাজকার্য্যে নিয়োগ হইবার পথ দুর্গম হয়।

বরেন্দ্রখণ্ডে গৌড়, পাণ্ডুয়া-রাজধানী ও ঘোড়াঘাট বারদুয়ারী (সেরপুর), পাবনাজেলার মরিচপুরান্ ও রাজসাহী জেলায় গোদাগারী প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের কাছারী থাকা হেতু বরেন্দ্রের কায়স্থগণ মসিজীবিকার দ্বারা বৈষয়িক অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সরকার ঘোড়াঘাট ও সরকার পূর্ণিয়ার কায়স্থ কর্ম্মচারিগণের আত্মীয় স্বজন কোচবিহারে বিষয়কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কতিপয় বারেন্দ্র কায়স্থ কোচবিহারে দেওয়ানী চাকলাদারী ও সেনাপতির কার্য্য করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মোগলরাজ্যে বাস করিয়াও তাঁহারা মোগলসেনার প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠান ও মোগনশাসনকালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সৈনিক বিভাগের উচ্চ কার্য্য করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহেরপুর রাজবংশের আদিপুরুষ বিজয় লস্কর সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্ম জন্যই "লস্কর" উপাধি লাভ করেন। কএকটী ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে "লস্কর" উপাধি পূর্ব্বে ছিল। কায়স্থজাতিই "মসিব্যবসায়" রূপ রাজকার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত রাজা টোডরমল্ল ও রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করায় বাঙ্গালার কায়স্থজাতি বিশেষরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ এতদ্দেশীয় যে সকল কায়স্থবংশ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত এবং সদাচার-সম্পন্ন থাকা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাদিগকে উচ্চতম রাজপদে নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বরেন্দ্রের কতিপয় কায়স্থ রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা ভৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র শ্রীকানুর বংশীয় গোপীকান্ত রায় সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে—

"যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা।
জানিয়া উত্তমবংশ সম্মান করিলা॥
কাননগো দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকর কৈলা গোপীকান্ত রায়॥
নেউগী খেতাব দিলা সন্তুষ্ট হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিলা মিলিক লিখিয়া॥"

গোপীকান্ত রায়ের বাস অষ্টমুণিশা গ্রামে ছিল। এস্থান হইতে সাতৈরের রাজবাটী আট মাইল দূরে। সাতৈরের রাজবংশের তৎকালে অভ্যুদয় হইয়াছে। গোপীকান্তের বসতিগ্রাম সাতৈরের অধিকারভুক্ত হওয়ায় গোপীকান্ত ঐ গ্রামখানি রাজা মানসিংহের সাহায্যে গ্রহণ করেন। তৎকালে নবাব সরকারে যে সকল ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা জমিদারগণকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জমিদারগণও যে সকল ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন নবাব-সরকারের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিপদে নিয়োজিত থাকিতেন, তাহাদিগকেই প্রায় স্ব স্ব জমিদারীর প্রধান কার্য্যকারকের পদে নিযুক্ত করিতেন।

একমাত্র রাজকীয় ভাষার অনুশীলন দ্বারা কায়স্থজাতি স্মরণাতীত কাল হইতে স্বীয় উন্নত অবস্থা পরিরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। যে সময় মুসলমানগণ দেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন, সেই সময়েই কায়স্থগণ আরব্য পারস্য প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া রাজকার্য্য—রাজ্যশাসনের শ্রেষ্ঠ অংশ লাভ করিয়াছেন। এজন্যই মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভ কাল হইতেই উচ্চতম রাজপদ হইতে ক্ষুদ্রতম সেরেস্তাদারী কার্য্যে কায়স্থজাতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বরেন্দ্রের কায়স্থগণ মধ্যে শেরশাহের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চতম রাজকার্য্যে অনেকে নিযুক্ত ছিলেন। বরেন্দ্রের কায়স্থ মধ্যে কেহ কেহ বৃহৎ জমিদারী ও কেহ কেহ ক্ষুদ্র জমিদারী লাভ করিয়া গো-ব্রাহ্মণ অতিথিসেবাদি কার্য্য দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

তদানীন্তন অবস্থানুসারে অর্থবৃত্তির জন্য পারস্যাদি বিজাতীয় বিধর্ম্মি-ভাষা শিক্ষার দ্বারা সমস্ত কায়স্থজাতি একমাত্র অসারভাবে পরিণত হইয়াছিলেন, এরূপ নহে। অর্থবৃত্তির জন্য পারস্যাদি বিধর্ম্মি-ভাষায় চর্চ্চা করা হইলেও সমস্ত কায়স্থের হৃদয় বিষয়মদে তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, এরূপ নহে। বস্তুতঃ কোন

কোন কায়স্থ সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা করিয়া কায়স্থজাতির গৌরবভাজন হইয়াছেন। অনেক কায়স্থ শাস্ত্রালোচনার দ্বারা ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে 'পণ্ডিত' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কায়স্থজাতি তৎকালে ভক্তি আলোচনায় এককালীন বিমুখ ছিলেন না। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই ভক্তিশাস্ত্রের বহুলপ্রচলন হয়। তৎকালে বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণগণ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারবিষয়ে বিরোধী থাকিলেও বরেন্দ্রবাসী কায়স্থগণ যে ভক্তিশাস্ত্রের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেশের প্রধানতম কর্ম্মচারিপদে যাহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা দেশের নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতেন। প্রভু শ্রীরূপসনাতন তাহার অন্যতম প্রমাণ। বরেন্দ্রবাসী ভৃগুর বংশীয় দেবীদাস খাঁ নবাবের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনিও নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

"পারস্য বাঙ্গালা শাস্ত্র ব্যাকরণ আদি।
আরবী পারসী হিন্দি বিদ্যা নানা বিধি॥" (ঢাকুর)

বরেন্দ্রবাসী কায়স্থগণ সকলেই বিষয়মদে মত্ত ছিলেন, এমত নহে। পাতশাহের দরবারে মন্ত্রিত্বে, চাকলার চৌধুরিপদে কিংবা পাটোয়ারী কার্য্য নিরত তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে গো-ব্রাহ্মণ-অতিথির হিতাকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইয়াছিল না। বরেন্দ্রকায়স্থ বলিলে প্রভুপাদ নরোত্তম-ঠাকুরের নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যে সময় শ্রীরূপ সনাতনকে পার্ষদ করিবার জন্য গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলিতে গমন করেন, সেই সময় এক দিবস তিনি রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ-সনাতনের প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন কালে মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া খেতরী গ্রামের পানে চাহিয়া "নরোত্তম" "নরোত্তম" বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন।

"নিরখিয়া শ্রীখেতরী গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দ ধারা বহে দুনয়নে॥
নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্ত বাৎসল্যেতে স্থির হৈতে না পারে॥
* * * *

প্রভুর অদ্ভুতভাব দেখি সর্ব্বজনে।
কেহ কার প্রতি কহে অতি সঙ্গোপনে॥
নরোত্তম নাম প্রভু লয় বার বার।
ইথে বুঝিলাম কিছু কারণ ইহার॥
প্রভু প্রেমপাত্র কেহ নরোত্তম নামে।
তিঁহার প্রকট এই দেশে কোন গ্রামে॥"

(নরোত্তমবিলাস—১ম বিলাস।)

খেতরীগ্রাম রাজসাহী জেলার পশ্চিমাংশে পদ্মানদীর উত্তরতীরে। তথায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশের পুরুষোত্তম দত্তের অগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্তের বাটী ছিল। কৃষ্ণানন্দ সঙ্গতিবান্ ব্যক্তি ও রাজা বলিয়াই কথিত হইতেন। নরোত্তম মাঘী পূর্ণিমার দিবস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুর সর্ব্ব শুভলক্ষণদৃষ্টে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ নরোত্তম নাম রাখিতে উপদেশ করেন,—

"পুত্রমুখে অন্ন দেন যতন করিয়া।
নাহি খায় অন্ন রহে মুখ ফিরাইয়া॥
* * * *
দৈবজ্ঞ কহে ইথে চিন্তা না করিবে।
বিনা বিষ্ণু-নৈবেদ্যে এ কভু না ভুঞ্জিবে॥
সেইক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন লৈয়া।
পুত্রমুখে দিতে তেঁহ খাইলা হর্ষ হৈয়া॥"

(নরোত্তমবিলাস—২য় বিলাস।)

রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের বিবাহার্থ কন্যা স্থির করার জন্য কায়স্থবর্গের নিকট নিবেদন করিলেন। নরোত্তম কিন্তু আশৈশব আসক্তিপরিশূন্য, হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদে দিবারাত্রি উদ্‌যাপন করিতেছিলেন এবং কি প্রকারে পিতা মাতার নিকট লইতে বিদায় হইবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন।

"এথা নরোত্তমের জনক অকস্মাৎ।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা বহুলোক সাত॥
নরোত্তম শুভক্ষণ জানি সেইক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হইল জননীর স্থানে॥

গোড়ে এই সর্ব্বত্র কহয়ে পরস্পরে।
রাজপুত্র নরোত্তম গেলা ব্রজপুরে ॥
রামকেলি গ্রামে প্রভু যারে আকর্ষিল।
এই সেই নরোত্তম নিশ্চয় জানিল ॥" (২য় বিলাস।)

নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে ঠাকুর পদবী প্রদান করেন। তিনি গোস্বামী ও ঠাকুর উপাধিতে বৈষ্ণবসমাজে পূজিত।

"শ্রীজীব গোস্বামী বুঝি সবার আশয়।
দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥" (২য় বিলাস)

নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং শ্রীচৈতন্যসেবায় জীবন অতিবাহিত করেন।

"পদ্মাবতী নদীপার হৈয়া মহাশয়।
শুভক্ষণে শ্রীখেতরীগ্রামে প্রবেশয় ॥
চতুর্দ্দিকে আসি লোক দেখে নেত্র ভরি।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইলা খেতরী ॥
শ্রীসন্তোষ আদি শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
যত্নে লইয়া গেলা সভে নির্জ্জন আলয়ে ॥

*　　*　　*　　*

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে ॥" (৬ষ্ঠ বিলাস।)

নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণবৈষ্ণব ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

"মহাহৃষ্ট পুরুষোত্তম দত্তের তনয়।
শ্রীসন্তোষ দত্ত নাম গুণের আলয় ॥
শ্রীনরোত্তমের তেঁহ পিতৃব্যকুমার।
কৃষ্ণানন্দ দত্ত যারে দিলা রাজ্যভার ॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ রাজা মঙ্গলবিধানে।
করেন অনেক দান ব্রাহ্মণ-সজ্জনে ॥" (৩য় বিলাস।)

কোন কোন ব্রাহ্মণ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন। নরোত্তম মহাশয় একদিবস শ্রীভাগবত আদি বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ অহঙ্কারবশতঃ তাঁহাকে ঘৃণা করায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়েন। ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করেন,—

"যে দিন তোমারে করিনু ক্ষুদ্রবুদ্ধি।
সেই দিন হইতে মোর হইল কুষ্ঠব্যাধি ॥

*　　*　　*　　*

স্বপ্নে মোরে বিমুখী হইয়া ভগবতী।
ক্রোধাবেশে কহে হইবে বিশেষ দুর্গতি ॥

*　　*　　*　　*

নরোত্তমে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি যার।
সে পাপীর কোন কালে নাহিক নিস্তার ॥

*　　*　　*　　*

বিপ্র কহে মোর মাথে ধরহ চরণ।
তবে সে প্রসন্ন হয় এ পাপীর মন ॥
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙরিয়া।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥

*　　*　　*　　*

কতক্ষণ পরে বিপ্র হইলেন স্থির।
দূরে গেল ব্যাধি হইল নির্ম্মল শরীর ॥

*　　*　　*　　*

ঐছে মনে করি বিপ্র ভক্তির প্রভাবে।
হইলা বৈষ্ণব নিজ গোষ্ঠীর সহিতে ॥" (৯ম বিলাস)

হরিরাম ও রামকৃষ্ণ নামক দুইজন বিপ্র মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।—

"শুনি বিপ্র কহে মোর নাম হরিরাম।
আমার কনিষ্ঠ এই রামকৃষ্ণ নাম ॥
শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সবা জানে।
বহু অর্থব্যয় তাঁর পূজ ভবানীজনে ॥

হরিরাম আচার্য্য শ্রীকবিরাজ স্থানে।
করিলেন মন্ত্রদীক্ষা অতি সাবধানে ॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
দিলা মন্ত্রদীক্ষা হইল উল্লাস হৃদয় ॥" (১০ম বিলাস।)

আরও কতিপয় উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-কায়স্থ ঐ সময়ে নরোত্তম ঠাকুরে সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিতাখ্যানে মত্ত ছিলেন। চাঁদরায় নামক একজন রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি দস্যুব্যবসা করিতেন। ইঁহার দলেও অনেক দস্যুব্রাহ্মণ ছিলেন। চাঁদরায় ও দস্যু ব্রাহ্মণগণ নরোত্তম ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছিলেন।

"বঙ্গদেশী দস্যু মোরা বিপ্র দুরাচার।
রায় চাঁদরায় কর্ত্তা হন মো সবার ॥
নৌকাপথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে।
আইনু রায়ের স্থানে পরামর্শ লইতে ॥ * * * *
মো সবার সমান অধম নাহি আর।
লইনু শরণ এবে করহ উদ্ধার ॥" (১০ম বিলাস।)

খেতরীগ্রাম বর্ত্তমান জেলা রাজসাহীর পশ্চিমাংশে। তথায় শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন, ইহাই নরোত্তম ঠাকুরের পাট। এখানে প্রতিবৎসর মেলা হয়।

বরেন্দ্রভূমির কায়স্থবংশীয় স্মরণীয় মহাত্মগণের জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ সম্বন্ধে সবিশেষ চেষ্টা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক এই মহাব্রত সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। প্রত্যেক সমাজের শীর্ষস্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিলে অনেকাংশেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আশা করি, এ বিষয়ে কৃতবিদ্য কায়স্থগণ যথোচিত যত্ন করিবেন।

বরেন্দ্রে মসিজীবিকার্য্যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের পর কায়স্থদিগের অনেক জমিদারী লোপ হইল। মুসলমান-শাসন সময়ে কায়স্থদিগের জমিদারীর মধ্যে বারেন্দ্র-সমাজে বর্দ্ধনকুঠী, কাকিনা, টেপা ও চৌধুরাই ভাড়াশ প্রভৃতি ও উত্তররাঢ়ীয়-সমাজে দিনাজপুর এখনও বর্ত্তমান আছে। উক্ত উভয় সমাজ মধ্যেই কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী মুসলমান-শাসন সময় হইতেই অধিকৃত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

———

বারেন্দ্র-কায়স্থের দ্বিজোচিত সংস্কার।

পূর্ব্বে বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজের আচার-ব্যবহারের কথা বলিয়াছি। আজি বারেন্দ্র-কায়স্থের সংস্কারের কথা বলিব। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, একমাত্র উপনয়ন ব্যতীত তাহার সকলগুলিই বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। এক উপনয়ন সংস্কার ছাড়িয়া দিলে, প্রত্যেক বারেন্দ্র-কায়স্থকেই একটা একটা করিয়া সকল দ্বিজোচিত সংস্কারেই সংস্কৃত হইতে হয়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কেবল উল্লেখ করিব। বারেন্দ্র-কায়স্থগণের সংস্কারাদি যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতির অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অন্যান্য বেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত যজুর্ব্বেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডের পার্থক্য প্রকরণের অগ্রপশ্চাৎ লইয়া; নতুবা প্রকরণগত কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আমরা যজুর্ব্বেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড যেমন ভাবে বারেন্দ্রসমাজে দেখিতে পাই, তাহারই উল্লেখ করিব।

অন্নপ্রাশন।

প্রথমতঃ অধিবাস হয়। তৎপরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা ও ক্রমে ক্রমে ষষ্ঠীপূজা, মার্কণ্ডেয়পূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, দৈবপক্ষ, মাতৃপক্ষ, পিতৃপক্ষ, মাতামহপক্ষ, ভোজ্যদান, অন্নোৎসর্গ, পিণ্ডদান, দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পরে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক প্রাশনার্থ অন্নসাদন করিয়া চরুপাক ও স্রুবাজ্যসংস্কারপূর্ব্বক, "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে আঘারাজ্যভাগ হোম হয়। তাহার পর মহাব্যাহৃতিহোম, সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম ও প্রাজাপত্যহোম হয়, তৎপরে নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণ হওয়ার পূর্ব্বে রাশ্যনুসারে দুইটী নাম স্থির করিয়া একখানি প্রস্তরপাত্রে বালুকাবিস্তৃত করিয়া তাহার প্রত্যেকটীর উপরে এক একটী করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে যে নামের উপরিস্থিত প্রদীপ অধিকক্ষণ জ্বলে, সেইটীই রাশি নাম, ও ইচ্ছানুসারে অন্য একটী ডাক নাম রাখা হয়। রাশি-নামের আদ্যক্ষরের জন্য প্রত্যেক রাশির দুইটী করিয়া অক্ষর নির্দিষ্ট আছে। যথা—

অ ল	মেষ.	ম ঠ	সিংহ,	ধ ভ	ধনু।
উ ব	বৃষ,	প খ	কন্যা,	থ ঘ	মকর।
ক ছ	মিথুন,	র ত	তুলা,	প শ	কুম্ভ।
ড হ	কর্কট,	ন য	বিছা,	দ চ	মীন।

প্রত্যেক রাশির বামদিকের দুইটী আদ্যক্ষর লইয়া দুইটী নাম লিখিতে হয়।*

তৎপরে দক্ষিণাসমাপনান্তে কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়নপূর্ব্বক গণ্ডূষ করাইয়া অন্নপ্রাশন করান হয়। অনন্তর ঐ কুমারকে বিস্তৃত আসনের উপর বসাইয়া তৎসম্মুখে মৃত্তিকা, সুবর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্পভাণ্ড, লেখনী ও মস্তাধার উপস্থিত করাইয়া কুমারকে দেখাইলে, কুমার স্বেচ্ছায় যে দ্রব্য গ্রহণ করিবে, তাহা তাহার ভবিষ্যৎ-জীবিকা বলিয়া অবধারিত হয়। পরে শান্তি, তিলক, দক্ষিণা, আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক গৃহে গমন ও ব্রাহ্মণভোজন করান হয়।

চূড়াকরণ।

শুভদিনে শুভলগ্নে প্রথমে অধিবাস হয়। তদনন্তর গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও ভোজ্যত্রয় উৎসর্গ করিয়া বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক, উষ্ণজল, শীতল জল, নবনীত পিণ্ড, ত্রিশ্বেত-শল্লকীকণ্টক, কুশগুচ্ছ-নির্ম্মিত কুশগুচ্ছ-নবক, তাম্রক্ষুর, নূতন শরাবস্থিত বলীবর্দ্দগোময়পিণ্ড, অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রকে প্রণীতাপাত্র জল দ্বারা পূরণ ও স্রুব আজ্য সংস্কার করিতে হয়,পরে কুমারকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রযুগল পরিধান করান হয়। মাতা অভাবে তত্তুল্য মহিলা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে উপবেশন করেন। বৃত ব্রাহ্মণ সত্যনামাগ্নির নামকরণ করিয়া আঘারাজ্যভাগ হোম করিয়া, তদনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম, প্রায়শ্চিত্তহোম ও সিষ্টিকৃদ্ধোম সমাপনপূর্ব্বক শীতল জল ও উষ্ণজল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বাচ্ছাদিত নবনীত দ্বারা কুমারের মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের কেশ অভিষিক্ত করিয়া শল্লকীকণ্টক দ্বারা ঐ কেশকে জড়াইয়া তাহাতে কুশপত্রত্রয়যুক্ত করিয়া লৌহক্ষুরের দ্বারা উহা ছেদনপূর্ব্বক গোময়পিণ্ডের উপর রাখা হয়। পরে অমন্ত্রক দুইবার ঐ দক্ষিণপার্শ্বের কেশ ছেদন করিয়া গোময়

* নাম স্থির হইলে, পিতা বালকের বামকর্ণে ও মাতা বালকের দক্ষিণকর্ণে ঐ নাম বলিয়া দেন।

পিণ্ডে রাখিতে হয়। এইরূপে মস্তকের পশ্চিমপার্শ্বের কেশ তিনবার ছেদন করিয়া গোময়পিণ্ডে রাখা হয়। তাহার পর ঐ রূপে মস্তকের উত্তরপার্শ্বের কেশ তিনবার, মস্তকের উপরের কেশ তিনবার এবং সম্মুখের কেশ তিনবার ছেদন করিলে, নাপিত লৌহক্ষুর দ্বারা সকল কেশ বপন করিয়া গোষ্ঠে অথবা সরোবরে ঐ সমস্ত ছিন্নকেশ নিক্ষেপ করে, তার পর কর্ণবেধ ও শান্তি-আশীর্ব্বাদাদি কার্য্য করিতে হয়। চূড়াকরণের পর ১২দিন ক্ষৌর নিষেধ। উপনয়নের পর ব্রাহ্মণগণের নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া, তাঁহারা ১২ দিবস নাপিতাদি স্পর্শ করেন না। বারেন্দ্র-কায়স্থগণের উপনয়ন ভিন্ন দ্বিজোচিত সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে বলিয়া, তাঁহারাও ব্রাহ্মণগণের নিয়মানুযায়ী দ্বাদশ দিন ক্ষৌর হয়েন না।

বিবাহ।

বিবাহের পূর্ব্বদিবস অথবা বিবাহের দিবস অগ্রে অধিবাস হয়; তৎপরে গৌর্য্যাদি পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ) সমাধা করিয়া বিবাহের দিবস সন্ধ্যার পর পাত্র সমারোহে পাত্রীর আলয়ে উপস্থিত হয়। রাত্রিকালে শুভলগ্নে পূর্ব্বমুখে পাত্রকে আসনে বসাইয়া, কন্যাদাতা উত্তরমুখে বসিয়া বরণ করেন। বার, রাশি ও তিথির উল্লেখ করিয়া বরের গোত্র প্রবর সহিত তাঁহার প্রপিতামহ হইতে বর পর্য্যন্ত বরের পূর্ব্ব তিন পুরুষের এবং বরের নাম ও কন্যার পিতার গোত্র প্রবর সহ তাঁহার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা এবং তাঁহার কন্যার নাম উচ্চারণ করিয়া বরণ করিতে হয়। অনন্তর পাত্রকে বিষ্টর (আসন) দান ও পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, এবং মধুপর্ক প্রতিগ্রহ করান হইয়া থাকে। তৎপরে বরকৃতা পাত্রী আনাইয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ ও শুভদৃষ্টি করান হয়। অনন্তর পশু-মোক্ষণের মন্ত্র পাঠ হয় ও নাপিত "গৌর্গৌ" এইটী তিনবার উচ্চারণ করিয়া থাকে। নাপিতের "গৌর্গৌ" এই কথা উচ্চারণ করিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পুরাকালে অতিথি উপস্থিত হইলেই গো-বধ দ্বারা তাঁহাদের সৎকার করা হইত, এজন্য অতিথির এক নাম গোঘ্ন। বরযাত্রিগণও একরূপ অতিথিবিশেষ, তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও সম্মান জন্য একটী গাভী বিবাহমণ্ডপে বাঁধিয়া রাখা হইত। কিন্তু বিবাহাদি শুভকার্য্যে অহিংসা শাস্ত্রে একবারে নিষিদ্ধ বলিয়া বরযাত্রিগণের অনুরোধে গাভীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এক্ষণে আর গাভী বাঁধিয়া রাখা প্রায়ই হয় না, তৎপরিবর্ত্তে

নাপিতই "গৌর্গৌ" অর্থাৎ গাভী আছে, এই কথা কেবল উচ্চারণ করে এবং হরগৌরীর একটী ছড়া (শ্লোক) শুনাইয়া দেয়। তবে কচিৎ কোন স্থলে গাত্র বাধিয়া রাখা এবং ছাড়িয়া দেওয়া প্রথা এখনও দৃষ্ট হয়। পুরোহিতের দ্বারা এ কথা না বলাইয়া নাপিত দ্বারা বলান হয়; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বকালে নাপিতই পাচকের কর্ম্ম করিত এবং নাপিতের অন্ন ভক্ষণ করিলে যে ব্রাহ্মণের জাতি যাইত না, তাহার প্রমাণ ও ব্যাসসংহিতায় পাওয়া যায়।

যথা—

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধশীরিণো দাসগোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতিঃ॥"

পরে কন্যাদাতা কন্যাকে পশ্চিমমুখে আপন সমীপে বসাইয়া তাম্রাদিপাত্রে ফল, কুশ, তিল ও জল দিয়া কন্যাকে উৎসর্গ করেন। অনন্তর দান এবং দানের দক্ষিণাস্বরূপ ১টী সুবর্ণখণ্ড কিংবা অঙ্গুরীয়ক পাত্রকে দেওয়া হয়। তৎপরে অগ্নি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা গ্রন্থিবন্ধন ও আশীর্ব্বাদ করান হয়। পরদিবস বিবাহ হোম অর্থাৎ বাসি বিবাহ (কুশণ্ডিকা প্রভৃতি) করিতে হয়। বিবাহাঙ্গ হোম যার জন্য পুরোহিতকে বরণ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমতঃ অগ্নিস্থাপন হয়। হোমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অগ্নিবেষ্টন জন্য অচ্ছিন্ন কুশ, পবিত্র কুশ সম্মার্জ্জন কুশ ছয়টী, উপযমন কুশ তেরটি, প্রাদেশ প্রমাণ কুশ তিনটি, স্রুব ও তদাধার, তণ্ডুল, আম্রশাখাযুক্ত পূর্ণকুম্ভ একটি, শূর্পস্থিত সমীপত্রমিশ্রিত শীলনোড়া। স্রুব-আজ্যাদির সংস্কার করিয়া ঘৃত দ্বারা আঘারাজ্যভাগ হোম হয়। অনন্তর দ্বাদশ মন্ত্র দ্বারা অষ্টাদশ আহুতি দিয়া পরে লাজহোম হয়। দণ্ডায়মান বর, উত্তানহস্ত দ্বারা দণ্ডায়মানা কন্যার উত্তান হস্তদ্বয় করেন। কন্যার ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কেহ সেই সমীপত্রমিশ্রিত লাজ চারিভাগ করিয়া একভাগ কন্যার অঞ্জলীতে দিয়া কিছু ঘৃত তাহার উপর দেন, তখন সেই লাজ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। অনন্তর বর দক্ষিণহস্তে কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ-দক্ষিণহস্ত ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করেন—

"নমো গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সৎ। ভগোর্য়মা দেবঃ সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি সা ত্বং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবহাবহৈ সহরেতো

দধাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণুসুমনস্যমানৌ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।" এগুলি সমস্তই বেদমন্ত্র, ইহার তাৎপর্য্যার্থ—

"হে কন্যে! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি, তুমি আমার সহ কুশলিনী হও। ভগ, অর্য্যমা ও সবিতা দেবতাগণ গৃহস্থধর্ম্মের জন্য আমাকে তোমায় দান করিলেন। আমাদের উভয়ের যেন কখনও মোহ না জন্মে। আমি সাম, তুমি পৃথিবী; আইস আমরা বিবাহিত হই; আমরা যেন নির্ব্বিঘ্নে বহু পুত্রলাভ করি, আমরা পরস্পরের প্রিয় ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া আইস ধর্ম্মাচরণ করি। আমরা যেন সুস্থদেহে শতবর্ষ জীবিত থাকি।

তদনন্তর বর অগ্নির উত্তর দিকে শিলার উপর দক্ষিণপদ দ্বারা কন্যার দক্ষিণপদ চাপিয়া আরোহণ করেন। শিলার উপর আরোহণ করাইবার সময় পাত্র যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে, সে মন্ত্রের ভাব এইরূপ। যথা—'এই প্রস্তরে আরোহণ কর, এই প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হও, আমার শত্রুর পীড়ন কর, এবং আমার শত্রুর হস্তে ক্রীড়ক হইও না।' অনন্তর বধূকে অগ্রে করিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণ করেন। তৎপরে পূর্ব্ববৎ বরের উত্তানহস্তোপরি বধূর উত্তানহস্ত ন্যস্ত হয়, পুনর্ব্বার বধূর ভ্রাতা সেই উত্তানহস্তের উপর লাজা ও ঘৃত প্রদান করে, এবং উহা পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। তার পর পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ ও অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিতে হয়। এইরূপ চারিবার অনুষ্ঠিত হয়। পরে শিলার উত্তরদিকে সপ্তমণ্ডলের উপর এক একটী পাণ ও সুপারি রাখিয়া বর তাহার প্রথম মণ্ডলে কন্যার দক্ষিণচরণ দেওয়াইয়া ক্রমশঃ বামপদ ও দক্ষিণপদ এইরূপ মন্ত্রপূর্ব্বক সপ্তমণ্ডলিকার উপর দিয়া সপ্তপদ চালাইয়া থাকেন। মন্ত্র যথা—

"একমিষে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ১। দ্বে ঊর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ২। ত্রীণি রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৩। চত্বারি মায়ো ভবায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৪। পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৫। ষড়্ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৬। সখে সপ্তপদী ভব মমমামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৭।

অর্থাৎ অয়ে কন্যে! বিষ্ণু তোমাকে একপদ আনয়ন করুন। ১। বিষ্ণু তোমাকে দুইপদ আনয়ন করুন। ২। বিষ্ণু তোমাকে ধনপ্রাপ্তিহেতু তিন পদ আনয়ন করুন। ৩। বিষ্ণু তোমাকে সখ্যার্থ চারিপদ আনয়ন করুন। ৪। বিষ্ণু

তোমাকে আমার গোমহিষাদি পশুগণের কুশলের নিমিত্ত পঞ্চপদ অগ্রসর কর ।৫। বিষ্ণু তোমাকে ষড়্ঋতুর কর্ম্মসম্পাদনার্থ ছয়পদ অগ্রসর করুন।৬। বিষ্ণু তোমাকে আমার সখী ও অনুগতা করিবার নিমিত্ত সপ্তপদ অগ্রসর করুন।৭।

এই পদবিক্ষেপ মনের ইচ্ছাপ্রকাশক এবং শেষপদ বিক্ষেপ গ্রহণ করি কন্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, ইহাই অনুমেয়। তারপর হস্তস্থিত কলসের জলে বর বধূকে অভিষিঞ্চিত করেন। অনন্তর বর বধূর স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করেন। যথা—

"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু, মম বাচমেকমনা প্রজাপতিস্ত্বা নিযুনক্তুমহ্যং।"

উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্মে তুমি মন দাও, তোমার আমার অনুগত কর, আমার বাক্যে একমত হও, প্রজাপতি আমার তোমাকে একত্র করুন।

পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করাইয়া কন্যাকে ধ্রুবদর্শন করান হয়, অর্থাৎ ধ্রুবনক্ষ ন্যায় স্থিরতার চিহ্ন প্রদর্শন করা হয়। এবং স্বামিগৃহে অচঞ্চল হইতে উ দেওয়া হয়। তদনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম ও প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাপন করি কন্যার ললাটোপরি সিন্দুর দান করেন। শেষে পূর্ণাহুতি, দক্ষিণাবাক্য, জলগ্রহণ, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কার্য্য শেষ করা হয়।

আমরা বাহুল্যভয়ে অধিক মন্ত্র প্রদান করিলাম না। উল্লিখিত মন্ত্র আরও অনেক মন্ত্র আছে।

গর্ভাধান।

স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুদর্শনের ষোল রাত্রি মধ্যে প্রথম তিন বা চারি একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি এবং গর্ভাধানসম্বন্ধীয় শাস্ত্রোচিত অন্যান্য পরিত্যাজ্য দি পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী, তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী তিথিতে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে গর্ভাধান সংস্কার হইয়া থাকে। গর্ভাধানোপকরণ পূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয়পূজার জোড় ১, আস্‌নাঙ্গুরী ২প্রস্থ, মধুপর্কের বাটী গব্যঘৃত, মধু, দধি, চিনি, বড় নৈবেদ্য ২খানা, কুচা নৈবেদ্য ১খানা, বটের ডাল ১টা, জামাতার বস্ত্র ১জোড়া, কন্যার শাড়ী ১খান, বটপত্র ২১টা, পিটুলী

কড়ি, পুষ্প ও সূর্য্যার্ঘ্য-দ্রব্যাদি প্রয়োজনীয়। গর্ভাধানের দিন ঘটস্থাপন করিতে হয়। স্থাপিত ঘটের নিকট পতি, পত্নীকে বামে লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন-পূর্ব্বক ঘটে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়পূজা সমাপনান্তে 'মহাবামদেব্য-বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। কয়ানশ্চিত্র দূতীঃ সদাবৃধঃ সখাকয়া সচীষ্ঠয়া বৃতা। কস্তাসত্যো মদানা মংহিষ্ঠো মৎসদ দৃঢ়া চিদারুজেবসুঃ। অভীষুণঃ সখিনামবিতা ধরিত্রীণাং সতস্তব স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্বেদেবাঃ স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো রিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু প্রণশ্যত্বশুভঞ্চ যৎ। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু॥" শান্তিরেব শান্তিঃ শান্তিঃ ইত্যাদি—মন্ত্রে পত্নীকে শান্তি দান করা হইয়া থাকে। বিধানবিহিত কার্য্যাদির জন্য ঐ স্থলে অগ্রে একখানি শিলা ও পশ্চাতে একখানি কাষ্ঠাসন স্থাপন করা হয়। সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়ার জন্য ঐ স্থলে একটী কল্পিত পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা জল দ্বারা পূর্ণ করার প্রথা বারেন্দ্র-কায়স্থগণ মধ্যে প্রচলিত। এরূপ স্থলে পুষ্করিণী খনন করিতে হয়, যেন উক্ত জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব অনায়াসে পড়িতে পারে। প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে প্রকৃত সূর্য্য-জ্ঞানে অর্ঘ্য দেওয়াই বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য। শান্তিদান শেষ হইলে পত্নী শিলার উপর ও পতি পশ্চাৎস্থাপিত কাষ্ঠাসনে দণ্ডায়মান হইয়া অর্থাৎ পত্নীকে অগ্রে করিয়া দাঁড়াইয়া উভয়ে উভয় হস্ত দ্বারা অর্ঘ্য গ্রহণকরতঃ "বিশ্বাত্মা বিশ্বতঃ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর। নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম-দায়িনে। ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কল্পিত পুষ্করিণীতে অর্ঘ্য দিতে হয়। তৎপরে পত্নীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া "পুষাং ভগং সবিতা মে দদাতু রুদ্রস্তুষ্টা মে কল্পয়তাং লালানামুগ্রং ত্বষ্টা রূপাণি তেজো বৈশ্বানরো দধাতু। গর্ভন্ধেহি সিনীবালী গর্ভন্ধেহি সরস্বতী। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ"—মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। পরে একখণ্ড স্বর্ণ দক্ষিণহস্তে লইয়া পত্নীর নাভিদেশ স্পর্শকরতঃ "জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে। ভবাহং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী। দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে" এই মন্ত্র বলিতে হয়। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা পুরোহিত কর্ত্তৃক পঞ্চ গব্য

শোধিত হইলে কোন সধবা স্ত্রীলোক দ্বারা ঐ পঞ্চগব্য ঐ বধূকে খাওয়ান হইয়া থাকে। পঞ্চগব্যশোধনের মন্ত্র। যথা—

গায়ত্র্যা গোমূত্রং। গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ং। ইতি গোময়ং।

পয়ঃ পৃথিব্যা পয়োষধি পয়ো দিব্যান্তরিক্ষে পয়োধা পয়োবন্তিঃ পয়ো প্রদি-শুস্ত মহ্যং। ইতি দুগ্ধং।

দধিক্রাব্ণোহকার্য্যং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ, সুরভিনা মুখাকরোৎ প্রণতায়ূংষি তার্ষৎ। ইতি দধি।

আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টং ভবাবাজস্য সংগতে ইতি ঘৃতং।

দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে। ইতি কুশোদকং।

গর্ভাধান কর্ম্ম সমাধা হওয়ার জন্য পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হয়। এই উপলক্ষে স্ত্রী-আচারও হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে লিখিতে বিরত থাকিলাম।

উপসংহার।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিলেন যে, বারেন্দ্র-কায়স্থের প্রায় মাঙ্গলিক কার্য্য বিরচিত হইয়া থাকে; তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা ঐ সকল কার্য্যের নামের পর পদ্ধতি অর্থাৎ উপাধির উল্লেখ করিয়া দাস শব্দ যোগ করিয়া থাকেন, যথা—দেব-দাস, নন্দী-দাস ইত্যাদি। ইহা যে কেবল বারেন্দ্রশ্রেণী কায়স্থগণ বলিয়া থাকেন তাহা নহে; দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থগণও ঐ রূপ করিয়া থাকেন। কেবল উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ দাস শব্দের উল্লেখ করেন না। তাঁহারা কেবল উপাধি মাত্র যোগ করেন। এক্ষণে বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থগণের ইহা উল্লেখ যে কতদূর শাস্ত্র-সঙ্গত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এবারেও নবদ্বীপ ও কাশী প্রভৃতির মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ একবাক্যে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বর্ণে স্বীকার করিয়াছেন ও তদ্রূপ ব্যবস্থাও দিয়াছেন। বহুদিন হইল আন্দুলের রাজা অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যে সকল ব্যবস্থা লইয়াছিলেন, তাহাতেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও যে যে বিদ্যমান আছেন, সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে উক্ত ব্যবস্থা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"এতদ্দেশীয়-মনূক্তব্রহ্ম-কায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়তয়া বৈধকর্ম্মাভিলাষে ত্রাতৃবর্ম্মান্তং নাম প্রযোজ্যং। যথা—'শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ' ক্ষত্রিয় ইতি যমবচনাৎ। অপি চ "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।" ইতি শাতাতপবচনাচ্চ (রায়বর্ম্মান্তং বা) ব্রাহ্মণে দেবশর্ম্মাণৌ রায়বর্ম্মা চ ক্ষত্রিয়ে। ধনো বৈশ্যে তথা শূদ্রে দাসশব্দঃ প্রযুজ্যতে॥" ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণবচনাচ্চ।

ততঃ স্ত্রীভিস্তু দেব্যন্তং নাম প্রযোজ্যং। 'দেব্যন্তং হি স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ। ইত্যুদ্বাহতত্ত্বধৃতবচনাৎ। 'স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে। দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ।' ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণবচনাচ্চ। অর্থাৎ এতদ্দেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়া বৈধকর্ম্মে স্বীয় নামান্তে ত্রাতৃ বা বর্ম্মা শব্দ প্রয়োগ করিবেন। যেমন ব্রাহ্মণ দেবশর্ম্মা কহেন, তেমনি ক্ষত্রিয় রায় বা দেববর্ম্মা বা ত্রাতা কহিবেন। যম মহাশয়ের আজ্ঞা যমস্মৃতিতে অর্থাৎ মহাকাল-সংহিতাতে লিখিয়াছেন, পরন্তু ব্রাহ্মণদিগের শর্ম্মা এবং ক্ষত্রিয়দিগের বর্ম্মা শব্দ নামান্তে প্রয়োগ করিতে শাতাতপ মুনিও কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ নামান্তে দেবশর্ম্মণঃ ক্ষত্রিয় নামান্তে রায় বা দেববর্ম্মণঃ, বৈশ্য নামান্তে ধনশব্দ ও শূদ্র নামান্তে দাসশব্দ প্রয়োগ করিবে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীদিগের নামান্তে দেবী শব্দ প্রয়োগ করিতে এবং বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্ত্রী সকলের নামান্তে দাসী শব্দ প্রয়োগ করিতে উদ্বাহতত্ত্বের বচন আছে। এতদ্ভিন্ন রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বেও দেখা যায়—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

অর্থাৎ বিবাহ এবং যাগাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে কর্ম্মকর্ত্তার পরিচয়ার্থ ব্রাহ্মণের নামের পর শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত এবং শূদ্রের নামের পর দাস শব্দের প্রয়োগ হইবে।

উপরের লিখিত ব্যবস্থা সকল সত্ত্বেও যদি কাহারও মনে এই রূপ ধারণা থাকে যে, কায়স্থগণ শূদ্র এবং সেই কারণেই দাস-শব্দ নামান্তে প্রয়োগ করেন। তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, কায়স্থগণ যে শূদ্র নহেন বরং তাঁহারা যে ক্ষত্রিয়, তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

তবে কেহ কেহ ১০ম ভলিউম্ ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্টে রাজেন্দ্রলালের মোকদ্দমা দোহাই দিয়া কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত মোকদ্দমাতেই কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় থাকা সাব্যস্ত হইয়াছে, তবে সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট হওয়ায় ও নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করায়, ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় শূদ্রবৎ হওয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্টেও আর একটি মোকদ্দমায় ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। শূদ্রত্ব হওয়া মতটি সমীচীন নহে।

কায়স্থগণ সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট হওয়ায় মনুর মতে ব্রাত্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হন নাই। কারণ মনু ১০ম অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

অর্থাৎ দ্বিজাতিরা পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কারবিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানদিগকে ব্রাত্য বলে। আবার মনুর ১০ম অধ্যায়ের (৪৩) শ্লোকে দেখা যায়।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।"

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণাদির দর্শনাভাবে অর্থাৎ (যজনাদিহীন হইলে) শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলে উত্তমরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাত্যত্ব ও বৃষলত্ব এক নহে। বারেন্দ্রকায়স্থগণ কেবল এক উপনয়ন ভিন্ন সমস্ত দ্বিজোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। শূদ্রের ন্যায় সগোত্রবিবাহও ইহাঁদের আদৌ নাই। পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের উপাধি এবং ক্ষত্রিয়োচিত আচার—যাহা লইয়া ইহাঁরা গৌড়ে আসিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত সে সমস্ত ইহাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; অধিকন্তু ইহাঁরা আগমোক্ত মতে সপ্রণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং কামবীজ ও কামগায়ত্রী ব্যবহার করেন, অপি চ পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণহেতু নিয়ত শুচি থাকেন। অতএব ইহাঁদিগের ব্রাত্যত্ব তাদৃশ সংঘটিত হয় নাই। বৃষলত্ব ত অতি দূরের কথা। সুতরাং ইহাঁদিগের নামের সহিত দাস ও দাস্য শব্দের ব্যবহার যৎপরোনাস্তি অশাস্ত্রীয়; আর রঘুনন্দনও কায়স্থগণকে একবারে শূদ্র মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। শূদ্র অপেক্ষায় কায়স্থগণ যে শ্রেষ্ঠ, সে ধারণা তাঁহার মনে যে বিলক্ষণ ছিল; তাহা তাঁহার এই বচনের দ্বারা উপলব্ধি হয়।

"সংস্কারমাত্রে কুলধর্ম্মানুরোধেন কালান্তরমঙ্গলবিশেষাচরণঞ্চ সচ্ছূদ্রাণাং নামসমং বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তং নাম বোধ্যং।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় রঘুনন্দন শূদ্রের নামান্তে কেবল দাস শব্দের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু এই শ্লোকে তিনি সচ্ছূদ্রদিগের কেবল উপাধিযোগ করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে সচ্ছূদ্র যে কাহারা, তাহাই দেখা আবশ্যক।

সচ্ছূদ্র শব্দে এদেশীয় "ধরণীকোষ" অভিধানে ক্ষত্রিয়জাতির কায়স্থ-সম্প্রদায়কে বুঝাইয়াছে—

"সচ্ছূদ্রো মসীশো দেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।
অম্বষ্ঠো মাথুরঃ ভট্টঃ সূর্য্যধ্বজশ্চ গৌড়কঃ ॥"

এ স্থলে সচ্ছূদ্র এবং ঘোষ বসু আদি অর্থাৎ সমস্ত কায়স্থগণকে বুঝাইতেছে। বসুঘোষ বসু ইত্যাদি অর্থে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ, অনুকরণ, ও ইহাদেরের বংশধরগণ অর্থাৎ সমস্ত কায়স্থকেই বুঝাইতেছে। এই প্রমাণে দেখা যায় যে, রঘুনন্দন কায়স্থগণকে কেবল উপাধি ব্যবহার করিতেই বলিয়াছেন, দাস শব্দ প্রয়োগ করিতে কোনখানেই বলেন নাই। অতএব কায়স্থগণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন,—যেন তাঁহারা উপরের লিখিত ব্যবস্থা সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বৈধকার্য্যকালে নামান্তে রায় অথবা বর্ম্মা কিংবা কেবল উপাধি প্রয়োগ করেন। আর স্ত্রীলোকদিগের নামান্তে যেন দেবী শব্দ প্রয়োগ করা হয়। নচেৎ কার্য্য সকল যথাশাস্ত্র না হওয়ায় পণ্ড হইবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

কায়স্থের বর্ণ।

কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম লইয়া কায়স্থ-পত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। কায়স্থ-সভা দেশীয় বিদেশীয় বহুতর শাস্ত্রবিদ্‌গণের ও বহু শাস্ত্রসাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ-সন্তানগণ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় যে, এখনও অল্পবুদ্ধি শাস্ত্রানভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি কায়স্থের ভিন্নবর্ণত্ব ঘোষণা করিতেছেন। কাহারও মনে ধারণা হইয়াছে যে কায়স্থেরা দেববংশোদ্ভব, অর্থাৎ এক এক জন এক একটী অবতার। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, কায়স্থ ব্রাহ্মণও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন, বৈশ্যও নহেন, শূদ্রও নহেন, অথবা কোন রূপ সঙ্করবর্ণও নহেন, এ এক অদ্ভুত জিনিষ, বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! আবার কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ কায়স্থ জাতিকে স্বতন্ত্র পঞ্চম বর্ণের মধ্যে টানিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর!

কায়স্থসভা এত করিয়াও যে সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিলেন না, কূটার্থকারী মূঢ়মতিদিগের বিদ্বেষ ও গূঢ় অভিসন্ধিনিবন্ধন অতর্কিত ভাবে লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হইতেছেন, তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই জন্য আবার আমাদিগকে সেই বর্ণতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য লেখনী ধারণ করিতে হইল।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণগণ-ব্যতীত কখনই পঞ্চম বর্ণ নাই, এমন কি সঙ্করও কোন রূপ স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। কোন শাস্ত্রে পঞ্চম বর্ণের কথাই নাই। যাঁহার সামান্য শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তিনি কখনই পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না। ভগবান্ মনু স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
> চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" মনু ১০।৪।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্র এক জাতি, ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।

উক্ত শ্লোকের টীকায় পরম স্মার্ত্ত সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ লিখিয়াছেন,

"এতে ত্রিজাতয়ো দ্বিজাতিশব্দবাচ্যাঃ সাবিত্রীতো দ্বিজাতিজন্মসম্ভবাৎ। তথা চতুর্থো বর্ণ একজাতিরেকমেবাস্য জন্ম মাতুঃ সকাশাৎ পঞ্চমো বর্ণো নাস্তি সঙ্করজানামবর্ণত্বাৎ। এতচ্চ তেষাং বর্ণপ্রাপ্তি-নিবৃত্ত্যে তদর্থমুক্তম্।'

অর্থাৎ সাবিত্রীগ্রহণরূপ দ্বিজন্মলাভপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ দ্বিজাতি শব্দবাচ্য, আর চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি তাহাদের মাতা কর্ত্তৃক জন্ম লাভ ভিন্ন অপর নাই; এ ছাড়া পঞ্চম বর্ণ নাই। কারণ সঙ্করজাতি বর্ণ মধ্যে গণ্য নহে, তাহাদের বর্ণপ্রাপ্তি হইবে না, ইহা শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য।

মহামতি কুল্লূকভট্টও টীকা করিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদয়স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাস্তেষামুপনয়নবিধানাৎ শূদ্রঃ পুনশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিরুপনয়নাভাবাৎ পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি, সংকীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বতরবন্ মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বান্ন বর্ণত্বং।"

উপনয়নহেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় দ্বিজাতি এবং চতুর্থ শূদ্রবর্ণ উপনয়নাভাবহেতু একজাতি, এ ছাড়া আর পঞ্চম বর্ণ নাই। সঙ্করজাতি অশ্বতরবৎ মাতা পিতা ভিন্ন জাতি হওয়ায় বর্ণত্ব নাই।

টীকাকার নন্দনও বলিয়াছেন—

"পঞ্চমো নাস্তি চত্বার এব বর্ণা ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণ নাই, চারিটী মাত্র বর্ণ, ইহাই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মন্বর্থতত্ত্বকার রামচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

"চতুর্থ একজাতিঃ শূদ্রস্তু পুনঃ পঞ্চমো নাস্তি।'

অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি, এ ছাড়া আর পঞ্চম বর্ণ নাই।

সুতরাং পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্বই যখন নাই, তখন কায়স্থকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা সঙ্করজাতি ভিন্ন স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া মনে করাও নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। ভগবান্ বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

> "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর বিপরীত অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা প্রামাণ্য ... গণ্য হইবে না। সুতরাং ভগবান্ মনু যখন পঞ্চম বর্ণ স্বীকার করেন নাই, ... তদনুবর্ত্তী অপরাপর স্মৃতি ও নিবন্ধকারগণও যখন পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব ... করিয়া গিয়াছেন, তখন আমরা কায়স্থকে সঙ্করজাতি অথবা ব্রাহ্মণাদি চারি ... অতিরিক্ত বলিয়া কখনই মনে করিতে পারি না।

শাস্ত্রে যে বর্ণধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাহা চারি বর্ণের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে। ... তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তবে সঙ্করজাতির কিরূপ বর্ণধর্ম্ম ... হইয়াছে? তাঁহারা কি রূপেই বা স্ব স্ব বর্ণধর্ম্ম পালন করিবেন? এ ... বিষ্ণুসংহিতায় বিহিত হইয়াছে—

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু মাতৃসবর্ণাঃ।
প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" (বিষ্ণুসং ১৬অঃ)

পিতা ও মাতা উভয়ে সমান বর্ণ হইলে তাহাতে যে পুত্র হয়, তাহারা ... হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ বর্ণের পিতা ও তদপেক্ষা অপকৃষ্ট বর্ণের মাতা হইতে ... পুত্র জন্মে, সে অনুলোম বলিয়া গণ্য। অনুলোমেরা মাতার সমান বর্ণ ... হইবে অর্থাৎ মাতার যে বর্ণ হইবে, সেই বর্ণ অনুসারে তাহার সংস্কারাদি ... হইবে। উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রী ও অপকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ হইতে যে সঙ্করজাতি উৎপন্ন ... তাহারা প্রতিলোম বলিয়া গণ্য। প্রতিলোমেরা আর্য্যসমাজে নিন্দিত ... তাহাদের সংস্কারাদির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, তাহারা প্রায় যথেচ্ছাচারী।

কায়স্থপত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, কায়স্থেরা ... লোম বা প্রতিলোম জাতি মধ্যেও গণ্য নহেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে মাতৃজাত ... বা অনার্য্য বলিয়া কখনই মনে করা যায় না। শুক্রাচার্য্য স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥" ২ অঃ।

গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ লেখক, বৈশ্য শুল্কগ্রাহী ও শূদ্র প্রতিহার নি... হইবে। শুক্রনীতির এই শ্লোক অনুসারে কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ... সঙ্করজাতি নহেন এবং শাস্ত্রে যখন পঞ্চম বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন কায়স্থ ...

...ণ ও শূদ্র ভিন্ন বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কাহারও ... আপত্তি থাকিবে না।

...পত্রিকায় বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থজাতির আদি- ... চিত্রগুপ্ত দেব ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিলেন। গরুড়পুরাণ অনুসারে যম ও চিত্র- ... উৎপত্তি একত্র। এমন কি, যমতর্পণকালে চিত্রগুপ্তদেব ১৪শ যমের মধ্যে ... । শাস্ত্রকারেরা সহজন্ম ও সাহচর্য্য এক জাতীয়ত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ ... ছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যম দেবক্ষত্রিয় বলিয়াই স্তুত হইয়াছেন। ... দের মধ্যেও চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ এবং সংস্কারনিয়ম প্রচলিত ছিল এবং ...গুপ্তদেবের সহজন্মা ও সহচর যমরাজেরও যজ্ঞোপবীত ছিল,* তাহাও প্রমাণিত ... ছে। এরূপ স্থলে দেবক্ষত্রিয়-শ্রেণীভুক্ত উপবীতধারী চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ ...ও যে উপবীতী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ...গুপ্ত-সন্তানগণ সকলেই উপবীতধারী।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থে সম্বন্ধ।

ব্রাহ্মণগণ কায়স্থজাতির গুরু ও পুরোহিত। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থজাতির উপায়ান্তর ...। ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ একই জাতি, যথা—"ক = ব্রহ্মা, আয় = বাহু, = অতএব ... হইতে থাকিয়া উদ্ভূত কায়স্থ" আখ্যা, আবার ক্ষত্র = কায়, ইয় = স্থিতিবাচক; ... এব ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থও কায়স্থ, আবার 'কায়েন তিষ্ঠতি যঃ স কায়স্থঃ' ইহাই ... শব্দের ব্যুৎপত্তি, কায় শব্দে অঙ্গুলির মূলদেশ অর্থাৎ নিম্নভাগকে বুঝায়। অতএব কায়েতে অর্থাৎ অঙ্গুলির নিম্নভাগে স্থিত যে, সেই কায়স্থ।

এক্ষণে বাহু শব্দের অর্থ কি, তাহাই দেখা আবশ্যক। বাহু-অর্থে কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত। আর বাহু হইতে জাত অর্থাৎ বাহুজঃ = ক্ষত্রিয়ঃ। ... বাহুর একটী অংশ, অতএব কায়স্থও ক্ষত্রিয়, ইহার তাৎপর্য্য অর্থ এই যে, ... রের কতক অংশকেও কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কায়-অর্থে "ব্রাহ্ম-

* গত বৈশাখ মাসের পত্রিকায় "দেবসমাজ ও সংস্কার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তীর্থং” এবং “মনুষ্যতীর্থং ইতি মেদিনী” ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পিতা-মহ ব্রহ্মা কায়স্থদিগকে শরীরের মধ্যে তীর্থস্থানে, অর্থাৎ অঙ্গুলির নিম্নদেশে স্থান দিয়াছেন। এই জন্যই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মতে—

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা পুরী কায়স্থস্থানমষ্টকং ॥”

(সম্বন্ধনির্ণয়োদ্ধৃত কায়স্থপ্রদীপ)

অর্থাৎ এই কয়েকটী স্থানই কায়স্থদিগের জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত, আর এই চারিটী তীর্থ মধ্যে ৭টী মোক্ষপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা ॥”

এক্ষণে এই প্রবন্ধে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়কে এক জাতি ধরিয়া ব্রাহ্মণের স... তাঁহাদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাই দেখাইব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণেশখ... আছে, যথা—

“বিপ্রস্য কিঙ্করো ভূপো বৈশ্যো ভূপস্য ভূমিপঃ”

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-গণের সহিত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বর্ণেরই নিকট-সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি হইলেও তাঁহাদের নিকট-সম্বন্ধের কারণ ঋগ্বেদের ... রূপ পুরুষের রূপ-কল্পনায় দৃষ্ট হয়, যথা—“ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঅজায়ত ॥” অর্থাৎ পিতামহ ব্রহ্মার মুখ ব্রাহ্মণ রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু ও শূদ্র পদ। রাজন্য শব্দ যে কায়স্থবাচক তাহারও প্রমাণ আছে, যথা—

“একোনবিংশতির্গৌড়াঃ নাগনাথোঽর্থ দাসকঃ।
সপ্ত গুণৈস্তু সংযুক্তা রাজন্যা সৎকুলোদ্ভবাঃ ॥” (গৌড়বংশাবলী)

যখন ব্রহ্মার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয় (কায়স্থ), তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) অর্থাৎ মুখে ও হস্তে কিরূপ নৈকট্য, তাহা বিশেষরূপে দেখা প্রয়োজন। হস্ত ও মুখে যে নিকট-সম্বন্ধ, সে বিষয় অন্য প্রমাণাদি দ্বারা স্থিরীকরণ করা বাহুল্য। সামান্যভাবে দেখিতে গেলে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, হস্ত আহারীয় দ্রব্য মুখে না যোগাইলে হস্ত, উরু ও পদের বলবীর্য্য থাকিতে পারে না। হস্তদ্বারা যেমন শরীরের রক্ষণকার্য্য সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ অসিচালনা ও লিপিকার্য্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, ক্ষত্রিয়কে হস্তরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শরীরস্থ কোন স্থানে আঘাত লাগিবার উপক্রম হইলেই, হস্ত যেমন সেই আঘাতপ্রতিরোধনার্থ বিদ্যুদ্বেগে তৎস্থানে সমুপস্থিত হয়, জনসমাজে কোন স্থানে আপৎ উপস্থিত হইবামাত্রই হস্তরূপ ক্ষত্রিয়ও তদ্রূপ সেই বিঘ্নবারণে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ করে না। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়-সাহায্য ব্যতিরেকে রাক্ষসদিগের উৎপীড়নে সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। উরু যেমন উদরকে ধারণ করিয়া রক্ষা করে, বৈশ্যও তদ্রূপ ধন ধান্য উৎপাদন-পূর্ব্বক সকলের জীবন রক্ষা করে বলিয়াই বৈশ্যকে উরুদেশে এবং পদ যেমন সর্ব্ব-শরীর বহন করে, শূদ্রও সেই রূপ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত বলিয়া শূদ্রকে পাদদেশে স্থান দেওয়া হইয়াছে। হস্ত মুখকে আহার করায় বলিয়া মুখ তাহাতে তৃপ্তি লাভ করে, এবং তদ্দ্বারা হস্ত, উরু ও পদের বলবীর্য্য ও পুষ্টি সাধিত হয়। মুখ হাতকে ভাল বাসে বলিয়া হাতও অতি ভক্তিভাবে মুখকে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করে। ...ক্ষণে যদি সেই হস্ত পদে পরিণত হয়, তবে পদের দ্বারা কি মুখের আহার্য্য সঙ্কুলান হইবে? আহার যোগাইতে না পারিলে মুখ, হস্ত, উরু ও পদের বলবীর্য্য যে একে-বারে নষ্ট হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-গণ (কান্যকুব্জ) হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছেন, অন্য কেহ আসেন নাই বলিয়া এই উভয়ের মধ্যে আরও নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, স্বদেশ ও স্বগ্রামবাসী হইলে তাঁহাদের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ থাকিবেই থাকিবে। বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একের কথা বলিতে হইলে অপরের কথা অপরিহার্য্য। খ্যাতনামা ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁহার কৃত মিশ্রকারিকায় কায়স্থ-পঞ্চকের নাম করিতে গিয়া ব্রাহ্মণ-পঞ্চকেরও উল্লেখে বিরত হইতে পারেন নাই, তাঁহার মতে মকরন্দ ঘোষ সূর্য্যধ্বজশাখাভুক্ত ও ভট্ট নারায়ণের শিষ্য, দশরথ বসু চন্দ্রবংশীয় চেদিরাজের বংশগত ও মহাত্মা শ্রীদক্ষের শিষ্য বিরাট গুহ অগ্নিকুলোদ্ভব ও শ্রীহর্ষের শিষ্য, কালিদাস মিত্র চন্দ্র-বংশসম্ভূত ও ছান্দড়ের শিষ্য, এবং পুরুষোত্তম দত্ত সৈকসেনশাখাভুক্ত, কিন্তু কাহারও শিষ্য নহেন; সেই জন্যই সভাস্থানে বলিয়াছেন “দত্ত কারো ভৃত্য (শিষ্য) নয়, শুন মহাশয়, সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়”। উপরে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-গণের কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগমনের কথা বলা হইল, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের

পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা দেখা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (কায়স্থে) যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রমাণ মনুতেও পাওয়া যায়। যথা,—

"ন ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" ৩২২

(মনুসংহিতা, ৯ম, অধ্যায়।)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণবিহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ একত্র মিলিত হইলে ইহলোকে ও পরলোকে পরস্পরে বৃদ্ধিযুক্ত হয়।

ব্রাহ্মণ-রহিত ক্ষত্রিয় বৃদ্ধিযুক্ত হয় না, কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের শান্তিক ও পৌষ্টিক সমস্ত বৈধকার্য্য সম্পন্ন হয় না এবং ক্ষত্রিয়রহিত ব্রাহ্মণও ঐরূপ বৃদ্ধিযুক্ত হয় না; কারণ আত্মরক্ষা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণের যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। ঐ উভয় পরস্পর মিলিত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ লাভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কোন কোন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থকার বলেন যে, ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঁচ জন শূদ্র দাসরূপে আসিয়াছিল। আবার রিজলি সাহেবের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ কেহ এমনও বলেন যে, রাজকার্য্যহেতু আগত পাঁচজন কায়স্থের সহিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ পাচকরূপে আসিয়াছিল। এই শেষোক্ত মত নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া বোধ হয়। কোন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী লোকের দ্বারা এরূপ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বেদপারদর্শী ও তেজস্বী ছিলেন বলিয়া জানা যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকে পাচকরূপে কল্পনা করা নিতান্তই অসম্ভব।

পক্ষান্তরে কায়স্থগণকে শূদ্র ও ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যরূপে আগত বলিয়া উল্লেখ করাও যুক্তিযুক্ত নহে। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, যখন পাঁচজন কায়স্থ সেই সঙ্গে আগমন করেন। সেই পাঁচজন কায়স্থ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত কি না, তাহা জানিতে হইলে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, মনুর অব্যবহিত পরেই যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণুসংহিতার কাল হইতে লেখকব্যবসায়িগণ কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; শূদ্রগণ পূর্ব্বাপরই দাসত্বকার্য্যে নিযুক্ত আছে। সুতরাং ঐ পাঁচজন কায়স্থের ভৃত্যরূপে আসা অসম্ভব।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, যে পাঁচ ব্যক্তি পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শূদ্র কি অন্য কোন নামে অভিহিত ছিলেন। গৌড়ে-ব্রাহ্মণ

কুলাচার্য্যগ্রন্থে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চ শূদ্র আসিয়াছিল, ইহাই উল্লেখ আছে, তাহাতে কায়স্থের নাম উল্লেখ নাই। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ পঞ্চ শূদ্র, কি তাহাদের বংশধরগণ কোন সময়ে কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কি গ্রন্থকার-গণ দেখাইতে পারেন? গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-প্রণেতা ঐ পঞ্চ ব্যক্তির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য এত যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অন্য গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থের কুলগ্রন্থে কান্যকুব্জাগত দশ জন মধ্যে পঞ্চজন শূদ্রজাতি বলিয়া লিখিত আছে। তাঁহার ঐ কথার পোষকতায় তিনি বারেন্দ্র কায়স্থের কুলগ্রন্থ ঢাকুরের নামোল্লেখে নিম্ন দুই চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ শূদ্র আইলা॥"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি যতগুলি মুদ্রিত ও হস্তলিখিত ঢাকুর দেখিয়াছি, তাহাতে কোনখানেই ঐ রূপ পাঠ দেখিতে পাই নাই। বারেন্দ্রকুল-ঢাকুরে যাহা আছে, তাহা এই—

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥"

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিলেন, গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-প্রণেতা মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কার্য্য কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ইহাও বলিয়াছেন, "সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে রাজকুমারলাল আপিলন্টের মোকদ্দমাতে কায়স্থগণের জাতি বর্ণ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল; তাহাতে কায়স্থগণ শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া স্থির হইয়াছে।" (ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্ট কলিকাতা সিরিজ ১০ম ভলিউম ৮৮ পৃঃ।) এ কথা তিনি উকিল হইয়া যে কিরূপে বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না! কারণ ঐ মোকদ্দমায় ঐ রূপ নিষ্পত্তি হয় নাই। যেরূপ হইয়াছিল, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"There is therefore, a preponderance of authority to evince that the Kayasthas, whether of Bengal or of any other country, are Kshatrias. But since several centuriyes passed, the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated and

degraded to Sudras not only by using after their people names the surname, "Dasa" peculiar to the Sudras and giving up their own which is Barman, but principally by omitting to perform the regenerating ceremony *upanayana* hallowed by the Gayatri."

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঐ মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক কায়স্থ মূলে ক্ষত্রিয় থাকা সাব্যস্ত হইয়াছে, তবে সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট হওয়ায় ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া শূদ্রবৎ হইয়াছে। একেবারে শূদ্র থাকা সাব্যস্ত হওয়া "গৌড়ে-ব্রাহ্মণ প্রণেতা" যে কোথায় খুঁজিয়া পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা বলেন যে, আদিশূরের যজ্ঞে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তৎসঙ্গে পাঁচজন শূদ্র আসিয়াছিল, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য ঐ পাঁচজন শূদ্র আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে এতদ্দেশে আনীত হইয়াছিল? যদি বলেন,—উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যার জন্যই ভৃত্যরূপে পঞ্চশূদ্র আনীত হইয়াছিল, তবে আদিশূর তাহাদিগকে সে অত্যন্ত সম্মানের সহিত রাজসভায় গ্রহণ করিয়াছিলেন? যেরূপ যানাদিতে তাঁহাদের আসার বিষয় গৌড়বংশাবলীতে লিখিত আছে, তাহাতে তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া কখনই অনুমিত হয় না, ঐ যানাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা—

"গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ॥" (গৌড়বংশাবলী)

অর্থাৎ গজ, অশ্ব ও নরযানে কায়স্থেরা এবং ব্রাহ্মণেরা পদাতিকের বেশে গোযানে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ায় ঘটককারিকায়ও ঐ রূপ লিখিত আছে, যথা—

"গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ গোযানে, ঘোষ, বসু ও মিত্র অশ্বে, কুলশ্রেষ্ঠ দত্ত গজে ও সুধী গুহ নরযানে আগমন করেন। তাঁহারা যদি শূদ্র ও ভৃত্য হইতেন, তাহা হইলে রাজা আদিশূর কদাচ তাঁহাদিগকে এরূপ সম্মানের সহিত আনয়ন করিতেন না। যজ্ঞ সমাপনান্তে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে কান্যকুব্জসমাজ তাঁহাদিগকে পুনঃ সম্মানদানে কৃপণতা দেখাইলে তাঁহারা পুনরায় বঙ্গে আগমন করেন, আসিবার

কালে তাঁহাদিগের আত্মীয় আর তিন জনকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর ঐ আটজনকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বাসের জন্য আটখানি গ্রাম দান করেন। সে আটখানি গ্রামের নাম যথা—অষ্টকোণা, বট, দ্রোণ, [illegible]ন, মধু, কর্ণ, কক্ষ, রাণুয়া। প্রকৃতপক্ষে যদি তাঁহারা শূদ্রভৃত্য হইবেন, তবে আদিশূর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গ্রাম দান করিবেন কেন? এই সকল কারণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ পাঁচজন ব্যক্তি শূদ্রও ছিলেন না এবং ভৃতরূপেও আসেন নাই। তবে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাঁহারা কোন্ বর্ণ ছিলেন এবং কিজন্যই বা আসিয়াছিলেন? পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য পঞ্চজন যে ক্ষত্রিয়, তাহার প্রমাণ গৌড়বংশাবলীতেও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। যজ্ঞের জন্য মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জরাজের নিকট যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়।

"যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদীংশ্চ নরাধিপঃ।
নোচেৎ দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥"

(গৌড়বংশাবলী)

হে নরাধিপ! আদিশূর রাজা যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে চাহিতেছেন। আপনি তাঁহাদিগকে প্রদান করুন, নতুবা যুদ্ধ দিন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। বীরসিংহ আদিশূরের প্রার্থনা উপেক্ষা করায় উভয়ে যুদ্ধ সংগঠিত হইল। যুদ্ধে কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহ পরাস্ত হইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আদিশূরের নিকট পাঠাইয়া দেন। এক্ষণে আদিশূরের প্রার্থিত ক্ষত্রিয় যে পাঁচজন কায়স্থ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কুলাচার্য্যগণের মতেও,—

"বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থং প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥" (গৌড়বংশাবলী)

মহারাজ বঙ্গেশ্বরের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্যই উপযুক্ত দশজন দ্বিজকে পাঠান হইল, এই উপযুক্ত দশজন দ্বিজের মধ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ হইলে অবশিষ্ট পাঁচ জন দ্বিজ যে কায়স্থ, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত পাঁচ জন কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) বর্ণের অন্তর্ভুক্ত না হইলে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহ মহারাজ পাঠাইতেন না এবং আদিশূর রাজাও তাঁহাদিগকে আগ্রহে গ্রহণ করিতেন না। অতএব উক্ত পাঁচজন কায়স্থ

যে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তাঁহারা কি কারণে আসিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, উক্ত পঞ্চ কায়স্থ যজ্ঞের রক্ষাকার্য্যে আসিয়াছিলেন ও উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যদিও বল্লালচরিতপ্রণেতা আনন্দভট্ট কায়স্থবিদ্বেষী ছিলেন ও ঐ পঞ্চ কায়স্থকে পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের দাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপিও পঞ্চ কায়স্থ ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সে সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—

"কাশ্যপে গোত্রে সংজাতো দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
তস্য সৌকালিনো দাসো ঘোষজো মকরন্দকঃ ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ ॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টে বেদগর্ভস্তপোধনঃ।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রস্য গোত্রকঃ ॥
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড় ইতি সংজ্ঞকঃ ॥
এতেষাং রক্ষণার্থায় স্বাগতং গৌড়মণ্ডলং ॥" (বল্লাল চরিত্র)

পাঠকবর্গ এই বচনেই দেখিবেন যে, উক্ত ভট্ট মহাশয় দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ ও পুরুষোত্তম দত্তকে শূদ্র বলিতে সাহসী হন নাই, কেবল মাত্র কালিদাস মিত্রকে শূদ্রবংশসম্ভূত বলিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার বিদ্বেষলেখনী-প্রসূত, তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না। কারণ কালিদাস মিত্র যখন বিশ্বামিত্রগোত্রীয় ছিলেন ও বিশ্বামিত্রগোত্রীয় কোন শূদ্র বা ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় না, কেবল ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের মধ্যে বিশ্বামিত্র গোত্র দেখা যায়, তখন বিশ্বামিত্রগোত্রীয়গণ যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন শূদ্র হইতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, উক্ত বচনে পাওয়া যায় যে, উক্ত পঞ্চ কায়স্থ উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন। রক্ষণকার্য্য যে ক্ষত্রিয়েরই ছিল, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও তাহার উল্লেখ আছে।

যথা—"যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামসন্ বিবিধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্ ॥"

এতদ্ভিন্ন প্রজারক্ষা যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তাহার প্রমাণ অত্রি-সংহিতাতেও পাওয়া যায়। যথা—

"ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শাস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ ॥"

ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কার্য্য, তাহার মধ্যে যজন, দান, ও অধ্যয়ন, এই তিনটি ধর্ম্ম; আর অস্ত্র-ব্যবহার ও প্রাণিরক্ষা এই দুইটি জীবিকা ॥ ১৪ ॥

পরে ঐ ব্রহ্মর্ষিতুল্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূরের সমীপে ঐ পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় যে রূপ গৌরবসহকারে দিয়াছিলেন, তাহা কায়স্থসংহিতা হইতে সংগৃহীত করিলাম, পাঠকবর্গ শ্রবণ করুন—

ঘোষস্য পরিচয়ঃ।

সুকৃতালি কৃতাম্বর এব কৃতী।
ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ ॥
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ।
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং।
প্রথিমেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ ॥
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ।
শরদিন্দুপয়োম্বধিকুন্দযশাঃ ॥

পয়ার।

সুকৃতির পুণ্যফল বস্ত্রবৎ হয়ে।
আছয়ে ইহার দেহ বেষ্টন করিয়ে ॥
বিপ্রপদে অবিবাদে আছে তাঁর মন।
মকরন্দ নাম সদা তপপরায়ণ ॥
বন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্ট তপকল্পতরু।
মনোজ্ঞ হইয়ে তাঁরে বরেছেন গুরু ॥

ঘোষকুলাম্বুজ প্রকাশক বিকর্ত্তন!
যশেতে পূরিত ক্ষিতি শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
সদা সুখী শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ পুণ্যবান্।
তপে করেছেন দেবলোক বশমান ॥
পয়োসিন্ধু পুষ্পকুন্দ আর পূর্ণশশী।
সদা তায় শোভা পায় শুভ্র যশোরাশি ॥

বসোর্পরিচয়ঃ।

বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈর্নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে।

লঘু ত্রিপদী।

এই ক্ষিতিপতি অতি মহামতি
অষ্টবসু তুল্য জানি।
সেই বসুবংশ, ভূমে অবতংশ,
মহাতেজা মহামানী ॥
শৌর্য্য বীর্য্য অতি, যুদ্ধে মহারথি,
দশদিক্ করে জয়।
রাজা প্রজা মেলি, দশরথ বলি,
সেই হেতু নাম কয় ॥

মিত্রস্য পরিচয়ঃ।

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ
প্রমত্তসত্যবানয়ং শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপদ্দ্বিষালি যোষিদালিকো।
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিকাদাসচন্দ্রকঃ।
দ্বিজালিপালনার্থকোঽপ্যশোকহর্ষসেবকঃ ॥
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ॥

(দীর্ঘ-ত্রিপদী)

যশস্বীর যশোধর, সর্ব্বস্থানে সমাদর,
অস্ত্রে শাস্ত্রে সুনিপুণ ধীর।
ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু মারি, কাঁদান শত্রুর নারী,
প্রতাপে তপন মহাবীর।
সত্ত্বগুণে হৃষ্ট চিত, মিত্রবংশার্ণবোত্থিত,
চন্দ্র সনে হইলা প্রকাশ।
শরচ্চন্দ্র জিনি জ্যোতিঃ, পিতৃদেবার্চ্চনে মতি,
কালীভক্ত নাম কালিদাস ॥
পালন সেবন দানে, তোষেন ব্রাহ্মণগণে,
অহঙ্কার না করেন তায়।
মিত্রকুলপদ্মশ্রেণী, মধ্যে যেন দিনমণি,
সুপ্রকাশ হইল তাহায় ॥

গুহস্য পরিচয়ঃ।

অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতোবিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতো।
নিমগ্ন গুহভাষিতং সকলসভ্যহাস্যং ব্যভূৎ
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ।

তোটকচ্ছন্দ

মহাবংশোদ্ভূত নানা পুণ্যচারী।
রাজসূয়শাখা মধুযজ্ঞকারী ॥
ইহ শুভ্রমতি পুণ্যপুঞ্জান্বিত।
গুহবংশোদ্ভব নাম দশরথ ॥
সভামধ্যে বসে যত সভ্য ছিলা।
গুহ শব্দ শুনে হাসিতে লাগিলা ॥
হাস্যে আস্য ম্লান হইয়া বিমন।
মানভঙ্গে বঙ্গে করিলা গমন ॥

দত্তস্য পরিচয়ঃ।

অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ ক্বচি
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিত্তোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো।
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলং॥

(পয়ার)

আমি মহামান্য দত্ত কুলের প্রধান।
শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ পুরুষোত্তম আখ্যান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সদা শুভ কার্য্য।
বিপ্রসঙ্গে এসেছি দেখিতে এই রাজ্য॥
রাজা কন নবগুণ কুলীনের মূল।
বিনয়হীনেতে দত্ত হইলা নিষ্কুল॥

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিলেন যে, উক্ত পঞ্চ কায়স্থ শূদ্র দাস বা সামান্য ভৃত্য রূপে যদি গৌড়ে আগমন করিতেন, তাহা হইলে দেবতুল্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগে কথন ঐ রূপ ভাবে পরিচয় দিতেন না এবং তাঁহারা বেতনভোগী বা কৃতদাস ছিলেন না, তাহা হইলে মহারাজ আদিশূর "আপনারাই ধন্য" বলিয়া কায়স্থগণে স্তুতি করিতেন না, যথা—

"ধন্যা য়ূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ক্রত ভো বিপ্রভক্তাঃ"

ঐ সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত গ্রন্থকারদ্বয় কেবল মাত্র কায়স্থ পঞ্চককে ভৃত্য বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই; ভৃত্য কাহাকে কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাদের জানা উচিত ছিল। তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণের পূর্ব্বখণ্ডে আছে, যথা—

সূত উবাচ।

ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিযোক্তব্যা যথার্হেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু॥
ভৃত্যপরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যো গুণঃ।
তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্যেদা কথিতানি চ॥
যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপনেন।
তথা চতুর্ভির্ভৃত্যকং পরীক্ষ্যতে শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা।

কুলশীলগুণোপেতঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
রূপেণ সুপ্রসন্নশ্চ রাজ্যাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥
মূল্যরূপপরীক্ষাজ্ঞো ভবেদ্রত্নপরীক্ষকঃ।
বলবান্ সম্পরিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥
ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী প্রমাথী চ প্রতিহারং স উচ্যতে॥
মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥
বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ক্রূরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে॥
সমস্তস্মৃতশাস্ত্রজ্ঞঃ পণ্ডিতোঽথ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শৌর্য্যবীর্য্যগুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥
পিতৃপৈতামহো দক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্যবাচকঃ।
শৌচযুক্তঃ সদাচারী সূপকারঃ স উচ্যতে॥
আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ।
আর্য্যশীলো গুণোপেতো বৈদ্য এষ বিধীয়তে॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদপরো নিত্যমেষ রাজপুরোহিতঃ॥" ইত্যাদি।

গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১১২ অঃ॥

এই প্রমাণে রাজাধ্যক্ষ অবধি পুরোহিত পর্য্যন্ত সকলেই ভৃত্যশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূরের যজ্ঞার্থে পৌরোহিত্য করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ভৃত্য না বলিয়া কেবল পঞ্চ কায়স্থকে ভৃত্য বলা কি বিদ্বেষের কার্য্য হয় নাই? সহৃদয় পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের ভৃত্য বা দাস বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, মহারাজ আদিশূরের সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ, পঞ্চ করণ (কায়স্থ) পঞ্চ ভৃত্য সহ এতদ্দেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কুলগ্রন্থে লেখা আছে, যথাঃ—বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পঞ্চ ভৃত্য স্বতন্ত্র ছিল। উক্ত কায়স্থ ভৃত্য বা দাস ছিলেন না।

বারেন্দ্র কায়স্থগণও ব্রাহ্মণের দাস বা ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে কতক আদিশূরের সময়ে এবং কতক বল্লালসেনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা সময়ে এতদ্দেশে আসিয়াছেন, কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসেন নাই। তাঁহাদিগের সমাজগঠনকারী ভৃগুনন্দী ৯৯৪ শকে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কর্ম্মোপলক্ষে এতদ্দেশে আসিয়াছেন এবং তিনি যে মহারাজ বল্লালসেনের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাহা বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ মূল ঢাকুর-দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায়। তবে গোবিন্দমোহনবিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয় একটি অসম্পূর্ণ বংশাবলী দৃষ্টে অনুমান করিয়াছিলেন, যে ভৃগুনন্দী, মুরহরচাকী, ও নরদাস ঠাকুর বল্লালসেনের সমসাময়িক নহেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার রচিত "বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য"-নামক গ্রন্থে ভৃগুনন্দী প্রভৃতিকে বল্লালসেনের সমসাময়িক থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু মূল ঢাকুরের বর্ণনা দৃষ্টে ভৃগুনন্দী প্রভৃতিকে বল্লালসেনের সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

ঢাকুরে লিখিত আছে যথা,—

"ইহা দেখি ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান।
নিষেধ করিলা নৃপে বুঝাইবে প্রমাণ॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রাজাকে কহিলা।
মহা কোপে নৃপবর নন্দীকে রুষিলা॥"

রাজা বল্লালসেন অনাচরণীয় জাতিকে আচরণীয় করার সময় ভৃগুনন্দী ঐরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন লিখিত আছে।

আরও লিখিত আছে যে,—

"এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে শিবনাগ রায়।
তাহার সন্তান হইল দুই মহাশয়॥
শলকূপা, শরগ্রামে, দুই ধামে স্থিতি।
ধনবান মহাবল কীর্ত্তিবন্ত অতি॥
তাহাতে যাইয়া যদি হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই॥"

ঐ পুস্তকে ভৃগুনন্দীর উক্তি মধ্যে লিখিত আছে,—

"এখন কলিতে রাজা বল্লাল প্রধান।
তাঁর মত যেই লয় সে অতি অজ্ঞান।"

ঐই কথা অনুসারে বারেন্দ্র-পটীবন্ধন-কালে বল্লালসেন যে রাজা ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বারেন্দ্র-সমাজের কুলগ্রন্থ ঢাকুরের সর্ব্বাংশে বিশ্বাস করিয়া ভৃগুনন্দী প্রভৃতিকে বল্লালসেনের সমসাময়িক ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না

বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয় যে বংশাবলী দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, উক্ত বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয়ের জীবদ্দশায় ও তাঁহার পুস্তক-প্রচারের অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার মূল ঢাকুর ও সমালোচনা প্রচার" করিয়া তাহাতে বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় যেরূপে ভ্রমে নিপতিত হন, তাহা সম্যক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "মূল ঢাকুর ও সমালোচনা" ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে —

"গ্রন্থকারের বংশাবলী সম্বন্ধে এইক্ষণ আলোচনা করা যাউক। আমার স্মরণ হয় যে, ন্যূনাধিক ৮ বর্ষ পূর্ব্বে আমি কিছু দিন উধুনিয়া ছিলাম। গ্রন্থকারও সেই সময় বাড়িতে ছিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর রায় মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের বংশাবলী চাহিলে তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর আমাকে কীটদষ্ট কয়েকখানি পুরাতন কাগজ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নামের পরেই ঐ কাগজের প্রথম পংক্তির প্রথমেই লিখা ছিল, "ভৃগুর বংশ মাধবের ধারা।" তাহার কিছুপরে লিখিত ছিল যে, "আদি কাশীশ্বর রায় তস্য পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় ও লোকবিন্দরায়, আনন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র জগদানন্দ রায় তস্য পুত্র রূপরায় ও মাধব রায় ইত্যাদি। আমি ঐ সকল কাগজে ঐরূপ ভাবে যাহা লিখিত ছিল, তাহাকে আধুনিক কুর্শী-নামাকারে লিখিয়া লই এবং আমার লিখিত সেই কাগজের এক খণ্ড নকল গ্রন্থকার জানিতে পারিয়া আমার নিকট হইতে গ্রহণ করেন। অন্যূন ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে ঐ তালিকাখানি লিখিত হওয়া সম্ভব। কারণ এইক্ষণ যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের ৩।৪ পর্য্যায় পূর্ব্বের নাম উহাতে সন্নিবেশিত ছিল। ইহার দ্বারা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, কাশীশ্বর রায় যদি মাধবের পুত্র হইত, তবে ঐ কাগজে নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত। "মাধবের ধারা" লিখা আছে বলিয়া

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যদি কাশীশ্বরকে তাহার পুত্র সাব্যস্ত করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত।"

ইহাতে বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, যে সময়ে নন্দী উপাধি প্রচলিত ছিল, সে সময়ের নাম গুলি বাদ পড়িয়া গিয়াছে, কেবল রায় উপাধি হইবার পর হইতেই নাম গুলি সন্নিবেশিত করা ছিল।

ভৃগুনন্দী-বংশের যে ১৬।১৭ পর্য্যায়ের অনেক বেশী পুরুষ চলিয়া গিয়াছে তাহা ঢাকুরোক্ত বচন হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, যথা—

"চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া॥"

যদি ঢাকুর প্রণয়ন কালেই ভৃগুবংশে ২৪ পর্য্যায় চলিয়া গিয়া থাকে তবে এক্ষণে ২৪ পর্য্যায়ের বেশীই হইয়াছে, ১৬।১৭ পর্য্যায় কখনই হইতে পারে না।

উপরোক্ত প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টই জানা যায় যে, বারেন্দ্র-কায়স্থের বীজপুরুষগণ কোনও ব্রাহ্মণের সঙ্গে এতদ্দেশে আসেন নাই, স্বাধীন ভাবেই আসিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের বংশধরগণ ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব বা দাসত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া যে ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করেন না, এমন নহে। তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণকে গুরুতুল্য মান্য করিয়া থাকেন।

বল্লালসেনের সময়ে সৎব্রাহ্মণগণই কায়স্থগণের ঘটক নিযুক্ত হয়েন, ব্রাহ্মণকায়স্থ ভিন্ন অপর কোন জাতিরই সৎব্রাহ্মণ ঘটক নাই। ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মণমহাশয়গণের কায়স্থদিগের প্রতি অনুগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণকুলতিলক নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ও তাঁহার প্রসিদ্ধ বাজপেয়ী যজ্ঞে কায়স্থকে ঘৃণা করিয়া সসম্মানে ক্ষত্রিয়ের আসন-দানে পরিতুষ্ট করিয়া ছিলেন, যথা—"অথ হোত্রে মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে। ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতিঃ সুধীঃ॥" ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মধ্যে নিকট সম্বন্ধ এক্ষণেও অক্ষুণ্ণ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাধারণ জ্ঞানে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কায়স্থগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বিদ্বেষ-বশতঃ কেহ কেহ কায়স্থগণকে মহাপাপী (যাহাদের মুখ দেখিলে স্নান করিতে হয়) সাব্যস্ত করিতে অযথা প্রয়াসী হইয়াছেন। কায়স্থগণকে অন্ত্যজ সাব্যস্ত করিতে যাওয়া যে তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয় নহে, তাহা

মনে রাখা উচিত। কায়স্থগণকে অন্ত্যজ সাব্যস্ত করিতে গেলে তাঁহাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষগণের গ্লানি প্রদর্শন করা হয় মাত্র। কারণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ গৌড়বঙ্গাঞ্চল হইতে বাঙ্গালায় আগমনকালে কি অন্ত্যজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন? ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থমধ্যে মকরন্দ ঘোষ শ্রীভট্টনারায়ণের, দশরথ বসু শ্রীহর্ষের এবং কালিদাস ছান্দড়ের শিষ্য ছিলেন। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, তবে কি ব্রাহ্মণগণ অন্ত্যজকে শিষ্য করিয়াছেন? পূর্ব্বপুরুষগণকে নিন্দনীয় করা কি ইহাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য? শ্লাঘার বিষয়, কায়স্থগণ অন্ত্যজ হইলে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে কখনই শিষ্য করিতেন না, অধিকন্তু যে অন্ত্যজের মুখদর্শনে স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হওয়ার বিধান আছে, এমন লোকের পৌরোহিত্য ও গুরুত্ব স্বীকারেও ব্রাহ্মণগণ, কেমন করিয়া সমাজে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন? অন্ত্যজ-যাজক ব্রাহ্মণগণ সমাজে চলিত আছেন কেন? যে কায়স্থকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ সম্মানের সহিত রাজসভায় আনয়ন করিয়াছিলেন ও পরিচয় দিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কায়স্থগণের নিন্দা করিতে অগ্রসর হওয়া যে তাঁহাদের নিজেরই নিন্দার বিষয়, তাহা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত। যাহাই হউক, এই বিদ্বেষসূচক কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কায়স্থগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি পূর্ব্ববৎ ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রদর্শনে ক্ষান্ত থাকা কখন উচিত নহে। কারণ যাহারা কায়স্থগণের প্রতি অযথা ঐরূপ দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা বেদপারগ নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে পরাশর-সংহিতায় অষ্টম অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে আছে যথা—

"চত্বারো বা ত্রয়োরপি যৎ-ব্রুয়ুর্বেদপারগাঃ।
স্বধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয় নেতরৈস্তু সহস্রশঃ॥"

অর্থাৎ চারিজন বা তিন জন বেদপারগ ব্রাহ্মণ যাহা ব্যবস্থাপিত করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম, অপর সহস্র ব্যক্তি যাহা বলিবেন, তাহা ধর্ম্ম হইতে পারে না। একথা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে কায়স্থগণ "বিপ্রমানদাঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের চিরভক্ত, সুতরাং দুই একজন ব্রাহ্মণের বিদ্বেষসূচক বাক্যে সে কথার বিপরীতাচরণ করা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে কখনই উচিত নহে।

উপসংহার।

হে ব্রাহ্মণ!

তুমি গুরু পুরোহিত ভারতপূজিত!
কায়স্থও এ ভারতে হীন কভু নয়॥
একের প্রভায় অন্যে চির উজলিত,
অন্যথায় ভারতের গৌরব বিলয়॥

(২)

অতীতের আত্মীয়তা হয় কি স্মরণ?
একত্র আইনু যবে এই বঙ্গদেশে॥
একত্র করিনু হেথা সমাজ গঠন,
বর্দ্ধিত একই ভাবে দেশে ও বিদেশে॥

(৩)

ব্রাহ্মণ কায়স্থ চির অন্তরে অন্তরে,
জাননাকি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিহিত?
একের সাহায্য বিনা সুধু কি অপরে,
তিলেক সাধিতে পারে সমাজের হিত?

(৪)

তোমরা আশ্রয় স্থান আমা সবাকার,
আমরাও তোমাদের সাহস সহায়।
ভবের কুচক্রে বল কত রবে আর,
পাশরিয়া জগতের হিতকামনায়॥

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

ঢাকুর বা বারেন্দ্র-কায়স্থতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নীচ অন্ত্যজজাতির জল নাহি খায়।
তাহাকে আচরে রাজা হইয়া নির্ভয়॥ ৫৫
কুক্রিয়া করিতে রাজা নাহি করে ভয়।
যে কেহ নিন্দয়ে তাকে দূর করি দেয়॥ ৫৬
আপনি যেমতে কন্যা আনিল হরিয়া।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন মন দিয়া॥ ৫৭
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥ ৫৮
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেল লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥ ৫৯
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক প্রাতঃকালে ডোমকন্যা আসি॥ ৬০
অতি শুভ্রদধি বাঁশের ঝাঁপিতে লইলা।
করিয়া পরম যত্ন রাজভোগে দিলা॥ ৬১
তাহাতে সন্তুষ্ট রাজা হইল বহুতর।
ধন রত্ন দিল রাজা বস্ত্র অলঙ্কার॥ ৬২
তাহাকে দেখিলা রাজা অতি রূপবতী।
পদ্মিনী লক্ষণ রাজা দেখিল যুবতী॥ ৬৩
বিবাহ করিব বলি আনিলেক ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥ ৬৪
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাধ্বনি।
সর্ব্বস্ব কাড়িয়া তাকে খেদায় তখনি॥ ৬৫
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করয়ে বিচার।
শাস্ত্রমতে কার্য্য করি কি দোষ আমার। ৬৬

শ্লোকঃ।

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥"

তদন্তরে একদিন রাজার তনয়।
শাস্ত্র-অধ্যয়নে চলে ব্রাহ্মণ-আলয়॥ ৬৭
তথায় পড়ুয়া সবে কৌতুক করিয়া।
কহে বাক্য ছলে মাত্র বিস্তর নিন্দিয়া॥ ৬৮
তব পিতা বল্লাল কামে মত্ত হয়ে।
আনিয়েছে ডোমকন্যা করিবেক বিয়ে॥ ৬৯
এত শুনি রাজসুত মনে দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হয়ে॥ ৭০
সম্ভ্রমে পিতাকে কিছু না কহি বচন।
সম্মুখে আছিল ঝারি বারি সংপূরণ॥ ৭১
ক্রোধে সেই জল ফেলাইল মৃত্তিকায়।
নিম্নগামী জল মাত্র নীচ পথে যায়॥ ৭২
জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হ'য়ে নীচেতে গমন॥ ৭৩

যথা—

"শৈত্যং নাম গুণস্তবেহ সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবনং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নোচ্চপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

ইঙ্গিত বুঝিয়া রাজা করে প্রত্যুত্তর।
হস্তীকে ভ্রমর হয়ে দিলেক ঝঙ্কার॥ ৭৪

যথা—

"তাপো নাপ গতাস্তৃষা নচ কৃষা ধৌতা ন ধূলীস্তনো
ন স্বচ্ছন্দকারশ্চ কন্দকবলঃ কা নাম কেলী কথা।

দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥"

অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল॥ ৭৫
তদন্তরে আর এক শুন বিবরণ।
ধনার্থে বিদেশগত রাজার নন্দন॥ ৭৬
তাহার বনিতা সাধ্বী থাকে নিজ ধামে।
বিরহিণী হয়ে আছে পদ্ম নিরীক্ষণে॥ ৭৭
দারুণ বসন্ত ঋতু হইল প্রধান।
বিরহিণী যুবতীর শমন সমান॥ ৭৮
দয়িত বিলম্ব আসা মনেতে ভাবিয়া।
লিখিলা সংস্কৃত শ্লোক নিজ নখ দিয়া॥ ৭৯
যেখানে ধনার্থে গত পতি দূরদেশ।
বিলম্ব কি মতে হেন না জানি বিশেষ॥ ৮০
ইদানীং ষড় রিপু যেন দণ্ডধারী।
বসন্ত দুরন্ত অতি সদা মন্দকারী॥ ৮১

যথা—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করোতু মে॥"

এই শ্লোক নিজ ঘরে লিখিতে লিখিতে।
আইল বল্লালসেন ভোজন করিতে॥ ৮২
ব্যস্ত হয়ে গেলা কন্যা লজ্জিত হইয়া।
বুঝিলেন মহারাজ শ্লোকটী পড়িয়া॥ ৮৩
সেইক্ষণে শত দাঁড় নৌকা আনাইল।
ধীবরগণকে যুক্তি করি পাঠাইল॥ ৮৪
দিবারাত্রি মধ্যে যদি না আন লক্ষ্মণে।
তবেত নিশ্চয় বন্দী হবে সেইক্ষণে॥ ৮৫

পশ্চাৎ ধীবরগণে উপদেশ দিয়া।
দিলেন লক্ষ্মণে এই লিখন লিখিয়া ॥ ৮৬

যথা—

"সন্তপ্তা দশমধ্বজাস্তগতিনা সন্তাপিতা নির্জ্জলে।
তুর্য্যং দ্বাদশবৎ দ্বিতীয়মতিমন্নেকাদশে ভস্তনী।
সা ষষ্ঠী নৃপ পঞ্চমস্ত ভবিতা ভ্র সপ্তম বর্জ্জিতা
প্রাপ্রোত্যষ্টমবেদনাং প্রথম হে তূর্ণং তৃতীয়ো ভব ॥"

তাহারা আনিল গিয়া লক্ষ্মণসেনেরে।
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তা সবে আচরে ॥ ৮৭
ব্রাহ্মণ দিলেক যাহা কহা নাহি যায়।
শুনি রাজ সভাসদ্ হইল বিস্ময় ॥ ৮৮
ইহা দেখি ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান।
নিষেধ করিল নৃপে বুঝায়ে প্রমাণ ॥ ৮৯
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রাজাকে কহিল।
মহাকোপে নৃপবর নন্দীকে রুষিল ॥ ৯০
নন্দী বন্দী করি হর্ষ হইল মহারাজ।
ভাবিতে লাগিল নন্দী করি কোন কাজ ॥ ৯১
মনেতে ভাবিল পটী আলাদা করিব।
বল্লাল-মর্য্যাদা কিছুমাত্র না লইব ॥ ৯২
এত ভাবি লিখন লেখেন নরদাসে।
তেঁই আসি মিলিলেন নন্দীর সম্পাশে ॥ ৯৩
আছিল মুরারি চাকী কুটুম্ব-প্রধান।
তাহাকে আনান নন্দী করিয়া সম্মান ॥ ৯৪
তিন জন একস্থানে বসিয়া নির্জ্জনে।
রাজার চরিত্র দোষ ভাবে মনে মনে ॥ ৯৫
বল দেখি পরামর্শ উপায় কি করি।
এ স্থানে থাকিলে রাজা হইবেন অরি ॥ ৯৬

এ সব মিছিল মধ্যে না থাকিব আর।
হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার ॥ ৯৭
পরমার্থ ক্রিয়াহীন হইতে লাগিল।
পরস্পর ভাবি দেখ জাতি না রহিল ॥ ৯৮
হইবেক ম্লেচ্ছ রাজা কলিতে প্রধান।
বুঝিলাম তার সব হইল সোপান ॥ ৯৯
এ স্থান ছাড়িয়া চল যাই অন্য দেশে।
তথাতে থাকিব গিয়া মনের হরিষে ॥ ১০০
এথায় থাকিলে রাজা করিবে অন্যায়।
এত ভাবি স্থান ত্যাগ করিয়া পলায় ॥ ১০১
দুরন্ত রাজার চর নিরন্তর ফেরে।
ধরিয়া দিবেক অরা মহারাজ করে ॥ ১০২
সহায়-রহিত স্থলে শত্রু শঙ্কা হয়।
সেই চেষ্টা করি যাতে ধরিতে না পায় ॥ ১০৩
তবে ত ভাবিল নন্দী হিত উপদেশ।
এক পরামর্শ এই আছয়ে বিশেষ ॥ ১০৪
এ স্থানে আছিল পূর্ব্বে শিবরায় নাগ।
সন্তান হইল তার দুই মহাভাগ ॥ ১০৫
জটাধর ও কর্কট দুই সহোদর।
শিবের সন্তান দোঁহে স্বভাব সুন্দর ॥ ১০৬
শোলকুপ স্বরগ্রাম দুই ধামে স্থিতি।
ধনবান্ মহাবল কীর্ত্তিবন্ত অতি ॥ ১০৭
বারেন্দ্রের জমিদার সে কর্কট নাগ।
শুনেছি বল্লাল প্রতি আছে তাঁর রাগ ॥ ১০৮
নাগের নিকটে যেয়ে হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই ॥ ১০৯
এই ভাবি ভৃগুনন্দী আর নরদাস।
মুরারি চাকীরে লয়ে গেলা নাগ পাশ ॥ ১১০

পরম আদরে নাগ সম্মান করিয়া।
তিন জনে তিন বাসা দিল নিরূপিয়া ॥ ১১১
নন্দীগাঁতি চাকীগাঁতি দাসগাঁতি গ্রামে।
প্রথমে করিলা বাস এই তিন ধামে ॥ ১১২
তথা হ'তে সমাজ করিল যে যে স্থানে।
পরেতে লিখিব সব নাম নিদর্শনে ॥ ১১৩
জটাধর কর্কট নাগ দুইকে লইয়া।
কহিল রাজার কথা সব বিবরিয়া ॥ ১১৪
নাগ কহে শুনিয়াছি বল্লাল-চরিত।
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত ॥ ১১৫
অতএব নিবেদন করি সন্নিধানে।
করিয়া স্বতন্ত্রশ্রেণী থাক শুদ্ধমনে ॥ ১১৬
দাস নন্দী চাকী এবে এই ত শুনিয়া।
করিলা বারেন্দ্রশ্রেণী হর্ষযুক্ত হইয়া ॥ ১১৭
সিংহ, দেব, দত্তে তাঁরা আনিয়া যতনে।
রাখিল আপন মতে স্থান নিরূপণে ॥ ১১৮
পটীর বন্ধন সব কহিতে লাগিল।
সর্ব্ব সমাধান এই ভাব নিরূপিল ॥ ১১৯
তিন ঘর সিদ্ধভাব নন্দী চাকী দাস।
নাগ সিংহ দেব দত্ত সাধ্যেতে প্রকাশ ॥ ১২০

যথা—

"যদা কৌল্যে পরিচয়ে দাসনন্দিবিধানতঃ।
চাকীত্যেতে সিদ্ধভাবাস্তত্রাপি চ বিশেষতঃ ॥
নাগসিংহদেবদত্তাশ্চত্বারঃ সাধ্যসংজ্ঞকাঃ।
তেষাং মধ্যে সিদ্ধতুল্যো নাগোঽপি বলবত্তমঃ ॥
সিংহোপাধির্ম্মধ্যবর্ত্তী সিংহসংহননো মুদা।
ততঃ কনিষ্ঠতাং প্রাপ্তৌ দেবদত্তৌ সমপ্রভৌ ॥

সাধ্যে চতুর্থ্যহে তত্র ভাবোঽপি তারতম্যতঃ।
সিদ্ধতুল্যো নাগরাজো জানীহি বুদ্ধিসত্তমঃ ॥
ততঃ পরং মধ্যবর্ত্তীসিংহোপাধিক এব চ।
তদপেক্ষা ন্যূনমানী দেবো বিধিবিধানতঃ ॥
দত্তস্তু দেবতুল্যোঽসৌ চত্বার্য্যেতানি সন্তি হি।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধসাধ্যে সমন্বিতং ॥
সাধ্যসিদ্ধে মিলিত্বাপি সপ্তাবাসা বিনির্ম্মিতাঃ।
সিদ্ধভাবে উত্তমেঽপি যদি কার্য্যং ভবেত্তদা।
স্বর্ণাচ্ছন্নবিধানেঽপি নয়নানন্দদায়কঃ ॥
সিদ্ধৌ সিদ্ধৌ যদা কার্য্যং আর্য্যধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে।
তুল্যভাবপ্রদো জাতু শুদ্ধজাম্বুনদোজ্জ্বলঃ।
সিদ্ধির্যদি সাধ্যনাগে কার্য্যঞ্চ ব্যবহারতঃ।
বিষাণে রত্নহারস্তু করোতি হৃদয়ঙ্গমঃ।
বিনির্দ্ধূতপ্রধানে চ সিংহে যদি কৃতির্ভবেৎ।
সোঽপি উত্তমতো জ্ঞেয়ো কুলধর্ম্মবিচারণাৎ।
হিমাংশোর্ম্মলিনত্বঞ্চ কুৎসায়াং পর্য্যবসতি।
যদি কার্য্যং দেবদত্তে করোতি ক্রমশো জনঃ।
চন্দ্রো যথা প্রভাহীনো মেঘাচ্ছন্নো ভবত্যুত।
দৈবাদ্ যদি সিদ্ধগেহে ত্রুটির্হ্যেকো ভবত্যপি।
দোষো কদাপি ন গ্রাহ্যো শুদ্ধবুদ্ধিবিদা তদা।
সাধ্যাবাসে মানহানির্যদি বা জায়তে কদা।
তদা সাধ্যস্য দোষোঽয়ং বলীয়ানেষ সন্ততঃ।
ইদং জ্ঞাতঞ্চ করণং মূলজং ভাববিত্তমঃ।
অমূলজে সর্ব্বনাশো ভবত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥"

পয়ার।

পটীর বন্ধন কৈল ভাবি চারি জন!
কুলবাঁধা অকর্ত্তব্য শুনহ কারণ ॥ ১২১

কন্যা কিংবা পুত্রে যদি কুল বাঁধা হয়।
উভয়ের হবে দোষ শুনহ নিশ্চয় ॥ ১২২
কন্যাতে কুল বাঁধা বড় অনুচিত।
দৈবে ধনহীন হ'লে হবে বিপরীত ॥ ১২৩
কুলের গরিমা করে যশের লাগিয়া।
বর্দ্ধমানা হয় কন্যা নাহি দিলে বিয়া ॥ ১২৪
কন্যা-কালাতীতা যদি কোনক্রমে হয়।
হইবে পাতকগ্রস্ত জানিহ নিশ্চয় ॥ ১২৫
পরকাল নষ্ট হয় জানে সর্ব্বজনে।
অতএব কুলবাঁধা নিষেধ এ কারণে ॥ ১২৬
নবকৃত কুলবাঁধা কোন প্রয়োজন।
সকলের মূল কুল দান ও গ্রহণ ॥ ১২৭
সর্ব্বশাস্ত্রে এই রীতি লিখে বর্ণাচারে।
চারিযুগ ক্রমে চলে সেই ব্যবহারে ॥ ১২৮
এখন কলিতে রাজা বল্লাল প্রধান।
তার মত যেই লয় সে অতি অজ্ঞান ॥ ১২৯
কন্যার লইলে কড়ি মহাপাপ হয়।
ঘোর নরকানলে সে পাপী দগ্ধ হয় ॥ ১৩০
সে পাপ নিবৃত্তি নাহি করে বিত্তবলে।
ফেলে যমদূত ঘোর নরক অনলে ॥ ১৩১
বল্লাল মর্য্যাদা হলে অবশ্য ঘটায়।
কুলের কারণ মহা পাপগ্রস্ত হয় ॥ ১৩২
ব্রতাদি নিয়মে ধর্ম্ম যত লোকে কয়।
কুলক্ষয় জন্য হয় পাতক নিশ্চয় ॥ ১৩৩
অতএব কুল বাঁধা অকর্ত্তব্য হইল।
সিদ্ধ সাধ্য ভাব দুই প্রধান গণিল ॥ ১৩৪
দান গ্রহণ কার্য্য ভাব করণ তাৎপর্য্য।
কুলাকুল দুই হতে লাভ শৌর্য্যবীর্য্য ॥ ১৩৫

যদ্যপি প্রধান কৃতী সিদ্ধ ঘরে হয়।
সাধ্য ঘরে সিদ্ধ যত বিগ্রহের প্রায় ॥
সাত ঘর লয়ে মাত্র পটী বদ্ধ কৈল।
পরেতে অর্দ্ধেক ঘর শরমা হইল ॥
শর্ম্মার বৃত্তান্ত শুন, কষ্টসাধ্য মতে।
তাহাকে রাখিল নন্দী নিজের কার্য্যেতে ॥
নরসুন্দর নাম তার শর্ম্মা পদ্ধতি।
হীন কর্ম্ম করে নিজে অতি ক্ষুদ্র মতি ॥
নিত্য নিজে খেদ করে শর্ম্মা মহাশয়।
আমা তুল্য লোক যত বল্লাল সভায় ॥
তা সবার মর্য্যাদা হইল বহুতর।
আমি সে রহিল মাত্র হইয়া নাচার ॥
অদ্য হতে আমি আর হেথা না রহিব।
যদি মোরে দেন কুল তবে সে থাকিব ॥
এ কথা শুনিয়া হাসি কহে নন্দী চাকী।
আজি হ'তে অর্দ্ধ ভাব আর অর্দ্ধ ফাঁকী ॥
এই বাক্য শুনি পরে নাগ জটাধর।
উন্মাতে খেদালে তারে দেশ দেশান্তর ॥
সেই হতে শরমা গেলেন অন্য দেশে।
বারেন্দ্র পঠীর মধ্যে কভু নাহি মিশে ॥
এই মতে পঠী বদ্ধ করিতে লাগিল।
বল্লাল মর্য্যাদা কিছু মাত্র না লইল ॥
উত্তম কায়স্থ যার উত্তম আচার।
সমাজ বাঁধিল তাই লয়ে সপ্ত ঘর ॥
হাঁসে দিলে জল দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত।
জল মধ্যে দুগ্ধ হয় হাঁসের ভক্ষিত ॥
সাত ঘর লয়ে হেন কার্য্য প্রয়োজন।
বাহাত্তর ঘরের কথা শুন দিয়া মন ॥

মৃত্যুঞ্জয় বংশগত রাঢ় দেশে ধাম।
আছিল প্রধান রাজা নিত্যানন্দ নাম॥
বিবাহ আনন্দ কার্য্য করিতে লাগিলা।
ক্রমে বাহাত্তর তেঁই বিবাহ করিলা॥
বিবাহ করিলা রাজা দেশ ও বিদেশে।
নীচ কুল নীচ বংশে কৈল অবশেষে॥
বাহাত্তর ঘর তাহে হৈল কেহ কয়।
কেহ বা সাতাশী ঘর করয়ে নিশ্চয়॥
কালক্রমে সন্তান সবারই হইল।
নিষ্ক্রিয় বলিয়া রাজা তাড়াইয়া দিল॥
পলায়ে আইল তারা বল্লাল নিকট।
বল্লাল ঘটান কার্য্য করি নানা শঠ॥

"মৃত্যুঞ্জয়কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দঃ নৃপেশ্বরঃ।
তস্যাপি বংশসঞ্জাতাঃ সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেঽপি পদ্ধতিকারাশ্চ মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরা॥"

ইহা দেখি ভৃগুনন্দী আর নরদাস।
মুরহর চাকী তিন সমাজ সরস॥
তুচ্ছ করি ত্যজিলেন তাহা সবাকারে।
করিল বারেন্দ্র পঠী মিলি সপ্ত ঘরে॥
আদি মূল তিনজন আর নাগবর।
সমাজ করিল সবে হয়ে স্বতন্তর॥
দাস নন্দী চাকী নাগে সহায় করিয়া।
বল্লালের যত জেদ দিলেক ভাঙ্গিয়া॥
নরদাস মুরারি চাকী কুটুম্ব প্রধান।
যাহা লয়ে কৈলা পঠী নন্দী বলবান্॥
তুচ্ছ করি বল্লাল মর্য্যাদা না লইল।
সিদ্ধ সাধ্য ভাব তেঁই প্রচার করিল॥

দৈব বলে বল্লাল হয় গৌড় অধিপতি।
নীচপ্রিয় দেখি তারে ছাড়ে শুদ্ধমতি॥
প্রধান কায়স্থ তিন ষোড়শ লক্ষণে।
ইহাদের ভেদাভেদ ভেবে দেখ মনে॥
নীচবংশ ক্রিয়াহীন নীচরীতি-রত।
তাহা পরিত্যাগ করি কৈল শুদ্ধ মত॥
এমন সুকীর্ত্তি কেহ না করিল আর।
স্বধর্ম্ম প্রচার করি রাখে কুলাচার॥
দাস নন্দী চাকী তিন পঠীবদ্ধ কৈল।
সাধ্যের মর্য্যাদা পেয়ে সিদ্ধ ভাব হৈল॥
নাগ সিংহ দেবদত্ত সাধ্য চারি ঘর।
ইহা মধ্যে নাগ ঘরের মর্য্যাদা বিস্তর॥
যে স্থানে সমাজ শ্রেষ্ঠ যার বংশ যথা।
সংক্ষেপে কহিব কিছু পাঁচালীতে গাঁথা॥
ক্রমে বংশাবলী ক্রিয়া লিখি বিস্তারিত।
আদি স্থানে মূল বংশ লিখিব কিঞ্চিৎ॥
প্রথমে দাসের আদি করিনু প্রকাশ।
কাশীশ্বর দাসের জ্ঞাতি নাম নরদাস॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রেষ্ঠ কুলে ক্রিয়া।
উত্তম হইল ভাব সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া॥
তাহার কুল ও কর্ম্ম অসংখ্য বর্ণন।
লক্ষ্মীযুক্ত মুক্তহস্ত ছিল বহু ধন॥
কুলে শীলে যশোবন্ত ষোড়শ লক্ষণে।
জন্ম গোঁয়াইল তেঁহ দ্বিজ সম্ভাষণে॥
কি কব কুলের ব্যাখ্যা না যায় বর্ণন।
এ যাবত নন্দী চাকীর দান ও গ্রহণ॥
যখন কুলজী সৃষ্টি হইতে লাগিল।
পদ্ধতি বিচারে শ্রেষ্ঠ দাস ঘর হৈল॥

নন্দী, চাকীসহ দাস, পঠীতে সমান।
বংশের বিস্তার এবে কর অবধান॥

নরদাস-বংশ।

নরদাস ঠাকুর নাম, কোলাঞ্চ নগর ধাম,
আছিলেন স্বরাজ্য আশ্রয়ে।
মাতামহ পৌরষ, পৃথিবীতে যার যশ,
অদ্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে॥
আত্রেয় গোত্রের সার, লিখে তিন প্রবর,
অত্র্যাসিত বিশ্বাবসু প্রবরয়।
শক্তি ভক্ত দাসবর, বঙ্গে কত দিনান্তর,
বাঁকি গ্রামে বসতি করয়॥
চারি পুত্র তথা হৈল, ভুবন বন্ধুরে রৈল,
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ স্থিত বাঁকী গ্রাম।
মধ্যম বোধপুরে গেলা, বগুড়ায় কনিষ্ঠ রৈলা,
এ তিন সমাজ হৈল নাম॥
শ্রেষ্ঠ ভাব হৈল বাঁকী, কার্য্য কৈল নন্দী চাকী,
দান গ্রহণ সমতা গণনা।
বোধপুরে বন্ধুরে মধ্যম ভাব, চন্দ্র আচ্ছাদিয়া আব,
সংকরণ হইলেক জানা॥
বগুড়াতে যেবা ছিল, ধনহীন সে হইল,
প্রধান করণ নাহি হয়।
এ কারণে নির্ন্নাম, হইল বগুড়া ধাম,
অমূলজ ভাবেতে জানায়॥
নাগ্‌ড়া ও গুধী মাঝে, মৌদগল্য গোত্ররাজে,
কাশ্যপ গোত্র হরিপুর মাঝ।
কিন্তু গুধী পাইলা নিধি, সদয় হইলা বিধি,
নন্দী চাকী সাথে কৈল কাজ॥

হরিপুরে ভাব কষ্ট, কার্য্য নাহি হইল শ্রেষ্ঠ,
মধ্যবিত্ত কার্য্য কেহ কৈল।
কেহ বন্দে কেহ নিন্দে, কার্য্য যত নীচ সম্বন্ধে,
সমাজে সমান নাহি হইল॥
চন্দ্রচূড় বংশধর, শুন বলি অতঃপর,
স্থিত যেই হরিপুর গ্রামে।
পুরুষোত্তমের কুল, ইহাতে নাহিক ভুল,
রহিল যে নাগড়া গুধী ধামে॥
আর এক কথা বলে, জ্ঞাতি সব অন্য মিলে,
দক্ষিণ শ্রেণীতে কেহ গেল।
কেহ উত্তর রাঢ়ে রৈল, কেহ বা বারেন্দ্র গেল,
কেহ বঙ্গ সমাজে মিশিল॥
রাঢ়ে বঙ্গে গেল যারা, সকলেই কিন্তু তারা,
সমাজেতে পাইল সম্মান।
বারেন্দ্র রহিলা যেই, মর্য্যাদাবিহীন সেই,
তার কার্য্য নহিল প্রধান॥
অষ্টমনিসা পোতাজিয়া, নিরাবিল বাছিয়া,
খামরা সরিসা বাজুরসে।
ইথে যার কার্য্য নাই, তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এইমাত্র কুলজী প্রকাশে॥
নাগ্‌ড়া নির্ন্নাম ভাব, তাহা লিখি কিবা লাভ,
কষ্টভাব মধ্যেতে গণিল।
না জানা না চিনা শুনা, ভাব কষ্ট সর্ব্ব জনা,
অন্য অন্য পঠীতে মিশিল॥
এইত দাসের শ্রেণী, সমাজ প্রধান জানি,
বাঁকী গ্রামে বাস যত দাস।
বহু গোষ্ঠী ক্রমে হইয়া, যথা যথা রৈল গিয়া,
তথা লইল সমাজ প্রকাশ॥

কেহ সাধুখালী রৈল, কেহ স্থানান্তরে গেল,
পদস্থ হইল সর্ব্ব স্থানে।
কুলে শীলে কীর্ত্তিবন্ত, মহিমা নাহিক অন্ত,
সমাজ প্রধান বলি জানে॥
সেই বংশে বাণী রায়, বাঙ্গালায় রায়রাঞা হয়,
কংস গোপাল জমীদার।
রামভদ্র রামনাথ, মজুমদার আখ্যাত,
কাননগুহ সেরেস্তা বাঙ্গালার॥
এই সবার জ্ঞাতিবংশ, যথা তথা অবতংস,
সেই জন কায়স্থ প্রধান।
মচমল ময়দানদীঘি, বিপছিল চৌপাকী,
পাবনা মালঞ্চী আদি স্থান॥
কেচুয়াডাঙ্গা মেহেরপুরে, মালিকদি গঙ্গাতীরে,
ঘর গ্রাম স্থানে প্রচলিত।
নিরাবিল ভাব শুদ্ধ, পঠী মধ্যে আবদ্ধ,
সংক্ষেপে কহিনু কিঞ্চিৎ॥
ইহা বহির্ভূত দাস, না করিহ বিশ্বাস,
যদি কভু দেখ কোন জন।
সে সব মহতী কীর্ত্তি, কার্য্যে চলার নিমিত্তি,
পঠী মধ্যে ভাব সাধারণ॥

নন্দীবংশ।

কহিব নন্দীর শ্রেণী, ঢাকুরীতে যাহা শুনি,
নন্দী হৈতে পঠীর আদি মূল।
কাশ্যপ গোত্রের সার, সংসারে বিখ্যাত তার,
যার মতে বাঁধা হৈল কুল॥

কাশ্যপ অপ্সার, নৈধ্রুব শুন আর,
কাশ্যপ গোত্রে এ তিন প্রবর।
নন্দী বংশে মূলাধার, ভৃগুনন্দী নাম তার,
খ্যাত সেই ভারত ভিতর॥
বল্লাল রাজত্ব কালে, ভৃগুনন্দী আসি মিলে,
নন্দী গ্রাম হইতে অবশেষে।
পাইয়া মন্ত্রীর পদ, লয়ে যত সভাসদ্,
প্রভুত্ব করিলা বঙ্গদেশে॥
বল্লাল সমাজ গড়ে, ভৃগু পলাইল ডরে,
নন্দী গাঁতি রৈলা তার ভয়ে।
হরষিত অন্তরে, বল্লাল আইলা পরে,
আপনার গুরুর আশ্রয়ে॥
নন্দী সে প্রধান ঘর, ভৃগু আরাধিয়া হর,
সপ্ত পুত্র হইল বিদ্যমান।
শ্রীকণ্ঠ, শিব, শঙ্কর, কৌতুক বাল্মীক আর,
শেষ পক্ষে কানু মাধব দুই নাম॥
বাল্মীকি নিঃসন্তান, ছয় পুত্র বিদ্যমান,
ভাব শ্রেষ্ঠ হৈল মাধব কানু।
উপযুক্ত কুলে শীলে, প্রধান বারেন্দ্র মিলে,
যেন প্রকাশিত চন্দ্রভানু॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীকণ্ঠ আছিল।
তাহার অপেক্ষা কানু মাধব বাড়িল॥
অগ্রজ থাকিতে হয় কনিষ্ঠের বন্দন।
দধি দুগ্ধ হ'তে যেমন ঘৃতের যতন॥
সেইরূপে কুলে শীলে বাড়ে ঢাকুরীতে।
উত্তম হইল ভাবে বারেন্দ্র-ভূমিতে॥
শিব ও শঙ্কর আদি ভাই চারিজন।
ছোট আর মধ্যভাবে হইল নিরূপণ॥

কানু মাধবের বংশ ভাবেতে প্রধান।
মধ্যবিত্ত ভাব শিব, শঙ্কর সন্তান॥
সাধারণ হইল ভাব আর বংশ যত।
এই ত কহিনু পূর্ব্ব কুলজীর মত॥
ছয় জন যে যে স্থানে করিলেক স্থিতি।
সেই সব স্থানে হইল সমাজ বসতি॥

ভূগুনন্দী-সুত, অতি গুণযুত,
শ্রীকানু মাধব নাম।
বল্লার ছাড়িয়া, গেল পোতাজিয়া,
সমাজ বসতি গ্রাম॥
কানুর সন্তান, তিন যোগ্যবান্,
কেহ অষ্টমনিষা গেলা।
কেহ কালিয়াই, গঙ্গাতীরে যাই,
কেহ পোতাজিয়া রৈলা॥
মাধব সন্তান, বড় যোগ্যবান্,
সাধ পোতাজিয়া স্থিতি।
বহুকাল পরে, স্থান স্থানান্তরে,
কেহ বা করিল গতি॥
দু ভায়ের বংশ, গুণে অবতংস,
নির্ম্মল কুলের যশে।
বহু গোষ্ঠী হইয়া, স্থানে স্থানে গিয়া,
রহিলেক মাত্র শেষে॥
আদি কুলজীতে, লিখে বিস্তারিতে,
বংশাবলী ক্রিয়া যত।
কিঞ্চিৎ আভাস, ইদানীং প্রকাশ
আমি লিখি তার মত॥

প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমনিসা গ্রাম।
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা করিল স্বধাম॥

সর্ব্ববিদ্যা-নিপুণতা সর্ব্বত্রেতে জয়।
অসীম অনন্ত গুণে কেহ তুল্য নয়॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালায় আইল।
উত্তম জানিয়া সবে সম্মান করিল॥
কানন্‌গু-দপ্তরের সৃষ্টি বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকুরী কৈল গোপীকান্ত রায়॥
নেউগী খেতাব দিলে সন্তুষ্ট হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিল মিলিক লিখিয়া॥
কুলে শীলে ধনে জ্ঞানে শাস্ত্রেতে তৎপর।
বারেন্দ্র-প্রধান বলি মহিমা যাঁহার॥
তাঁর কৃত করমের কিবা দিব সাক্ষী।
গোপী রায়ে কন্যা দিয়ে চতুর হৈল চাকী॥
মুরারি চাকীর কভু নহেত সন্তান।
তথাপি চতুর চাকীর হইল সম্মান॥
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ উত্তমের সাথে
অতি নীচ উত্তম হয় কহে শাস্ত্রমতে॥

শ্লোকঃ।

"হ্রীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতাং যাতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং॥"

এমত ক্ষমতাপন্ন অশেষ মহিমা।
যত যত কীর্ত্তি তার কত কব সীমা॥
জ্ঞাতিগণ কেহ কেহ দেওঘরে স্থিতি।
কেহ সিংহডাঙ্গা গিয়া করিল বসতি॥
যে যে স্থানে গেল তথা হৈল যশোনিধি।
যশভাব যশকীর্ত্তি ঘোষে অদ্যাবধি॥
কানুর সন্তান কেহ পোতাজিয়া ছাড়িয়া।
ধামরা কালিয়াই বাস চাকুরী লাগিয়া॥

পূর্ণিয়া সহরে হয় প্রধান চাকুরী।
নির্ম্মল কুলের বাখ্যা কহিছে ঢাকুরী॥
শিবানন্দ সরকার সেই বংশোদ্ভব।
নিরাবিল কার্য্য যত করিলেন সব॥
কি কব করণ বাখ্যা ঘন দুগ্ধ ক্ষীর।
তাহাতে মিশ্রিত সব হইল কর্পূর॥
তাহার সন্তান মধ্যে রায় রাজ্যধর।
বাদসা নিকটে হইল মর্য্যাদা বিস্তর॥
আরবী পারসী দুই কলম ফাজিল।
বাদসার নিকটে ছিল বাঙ্গালার উকীল॥
সেই বংশোদ্ভব স্থায়ী কালিয়া গঙ্গাতীরে।
বাসস্থান কৈল কেহ চিথলিয়া চণ্ডীপুরে॥
কেহ সাধুখালী এল কেহ দিল্‌পশার।
কেহ বা রহিমপুর মণিদহ আর॥
প্রসিদ্ধ গণনা যার বারেন্দ্র মিছিলে।
অর্থাৎ ত্রুটীর কার্য্য নাহি কোন কালে॥
চতুর্ব্বিংশ পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য করেছে চিনিয়া॥
এই সে উত্তম বাখ্যা জানিহ নিশ্চয়।
পুরুষানুক্রমে অপকৃষ্ট কার্য্য নয়॥
কটকে চাকুরী কৈল মাধব সন্তান।
পোতাজিয়া থাকি কৈল সমাজ প্রধান॥
তথা হইতে দেবীদাস খাঁ মহাশয়।
রহিল মহিমাপুরে জাহ্নবী আশ্রয়॥
প্রধান চাকুরী কৈল নবাব সরকারে।
বিদ্যা বুদ্ধি কুলশুদ্ধি সভ্যতা আচারে॥
শ্রেষ্ঠ সমাজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণনা।
উত্তম কায়স্থ ব্যাখ্যা জানে সর্ব্বজনা॥

পারস্য বাঙ্গালা শাস্ত্রে ব্যাকরণ আদি।
আরবী পারসী হিন্দী বিদ্যা নানাবিধি॥
যতেক মহিমাবন্ত নাহি লেখা যায়।
দেবতুল্য বাক্য হৈল কায়স্থ-সভায়॥
বার ঘর কায়স্থ তেঁই সংগ্রহ করিয়া।
উত্তমের তুল্য পদ দিল বাড়াইয়া॥
ইহারা উত্তররাঢ়ী সিংহবংশ গত।
বাৎস্যগোত্রীয় এবে বারেন্দ্রে মিলিত॥
সর্ব্বার্থে উত্তম বটে উত্তম কুলক্রিয়া।
কেহ বা রহিমপুরে কেহ পোতাজিয়া॥
যে বংশে জন্মিয়াছিল কাশীশ্বর রায়।
ঈশ্বর হইল বশ যার তপস্যায়॥
অসীম অনন্ত গুণ পরম বিদ্বান্।
তস্য পুত্র জগদানন্দ গুণে অনুপম॥
তৎপুত্র পঞ্চ, তার শুনহ বিস্তার।
রামকান্ত গোপীকান্ত দেবীকান্ত আর॥
সর্ব্বানুজ ভবানীকান্ত এক পক্ষে হয়।
পক্ষান্তরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইল রূপরায়॥
সগোত্রে বিবাহ তেঁই না বুঝিয়া কৈল॥
পিতৃ-রাগে গিয়া ভূতো গ্রামেতে রহিল॥
অন্যান্য ঢাকুরে আছে পাঠ এই মত।
পিতৃকোপে ভূতো নামে হৈল অভিহিত॥
নবাব সায়েস্তা খাঁর দেওয়ানী করিয়া।
বিষয় বিভব অতি উঠিল বাড়িয়া॥
এত যে প্রতাপ তবু শুনহ নিশ্চয়।
সমাজে সম্মান তার কভু নাহি হয়॥
রমাকান্ত আদি আর ভাই চারি জন।
তা সবার বংশ-গুণে শ্রেষ্ঠ আচরণ॥

গোপীকান্তসুত শ্রীগোবিন্দ রাম ভন।
করে সেই নবরত্ন মন্দিরস্থাপন ॥
তাই পোতাজিয়াবাসী তাঁর বংশধরে।
"নবরত্ন পাড়ার রায়" আখ্যা লাভ করে ॥
এই ত কহিনু কিছু মহিমা কীর্ত্তন।
আদি ঢাকুরীতে ব্যাখ্যা অনেক বর্ণন ॥
শিব শঙ্কর দুই জনের যতেক সন্তান।
সৎকুলে করিল কার্য্য রহিল সম্মান ॥
করমজা বেথুরিয়া কেহ বা রহিল।
রহিমপুর আমদহ সমাজ করিল ॥
কেহ বা হাম্‌কুড়া রৈল কেহ মহেশ রোল্।
প্রধান সমাজ এই লিখিল সকল ॥
শত করণ করিয়া কেহ কার্য্যের গৌরবে।
অষ্টমনীষা পোতাজিয়া রৈল অন্যভাবে ॥
আর শুন শিবনাথ নন্দীর সন্তান।
ইচ্ছাবটে ছিল তেঁই করণে প্রধান ॥
বাদশা চাকুরী ক্রমে পশ্চিমেতে গেল।
সেইস্থানে বিবাহ করি পুনঃ দেশে আইল ॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব সবে করিল নিমন্ত্রণ।
পাকস্পর্শ স্ত্রীলোকের আছে পরিক্রম ॥
সবাকে সম্মান করি আহ্বান করিল।
ভোজন করিতে মাত্র সকলে বসিল ॥
পরে কন্যা স্বর্ণথালে পরমান্ন লয়ে।
সভা মধ্যে দিতে গেল মন মৌনী হয়ে ॥
মনেতে ভাবিল তবে কারে আগে দিব।
কোমান গমান হাম্ কাঞ্চাছে চিনিব ॥

(১) ইচ্ছলোট।

শুন মেরা ধাই হাম্ পুঁছে এক বাত।
খবরদার হোকে কহ আগু দে কাত ॥
মুঝে নাহি জানে কোমান গরমান্।
কহ ছুনি কেকর পাত্‌মে দে পরমান্ ॥
নববধূ মুখে হিন্দী সকলে শুনিয়া।
উঠিলেন জ্ঞাতি যত অন্ন তেয়াগিয়া।
সেই হেতু কাঁকরপাতির নন্দী বলে।
করণগৌরবে মাত্র পটী মধ্যে চলে ॥
তিথুলিয়া আট ঘরিয়া শুন সমাচার।
চলন কায়স্থ সাথে নাহি তা সবার ॥
আর যাহা কহি তাহা শুন বিবরণ।
আড়পাড়া ধনশয় দুই অচলন ॥
বল্লার রহিল মাত্র যত জ্ঞাতিগণ।
সাধারণ ভাব মতে হইল চলন ॥
কেহ বা বল্লার রৈল কে হৈল ছাড়া।
কেঁওগাছি কাঁমারগাঁ আর আড়পাড়া ॥
শ্রীকণ্ঠ-বংশোদ্ভব ব্রজকিশোর নাম।
গোবিন্দপুরে বাস কৈল গুণে গুণধাম ॥
এই ত ভৃগুর বংশ যে সকল স্থানে।
উত্তম মধ্যম ভাব কনিষ্ঠ বিধানে ॥
আর দেখুন দেবীদাস থাঁর মহিমা।
চৌয়ার সিংহের আর বাড়াল গরিমা ॥
বিস্তার লিখিত আর আদি ঢাকুরীতে।
লিখিনু কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্দেশ জানিতে ॥
বিনয়পূর্ব্বক বলে শ্রীযদুনন্দন।
দোষ ত্যজি গুণ শুধু ধর গুণিজন ॥

চাকীবংশ।

সিদ্ধ মধ্যে সুপ্রধান, ত্রৈলোক্যদেব চাকী নাম,
চক্রবর্ত্ত গ্রামেতে বসতি।
গৌতম-গোত্রের সার, লিখে পঞ্চ-প্রবর,
কায়স্থ-প্রধান উৎপত্তি॥
গৌতম-গোত্রের সেই, পাঁচটী প্রবর এই,
শুন শুন কহিনু বিস্তার।
নৈধ্রুব গৌতম, আঙ্গিরস নিরুপম,
বার্হস্পত্য আর অপ্সার॥
সৎকুল কীর্ত্তিবন্ত, মহিমা নাহিক অন্ত,
গাণপত্য মন্ত্রেতে দীক্ষিত।
সেবি দেব গজানন, হইল এক নন্দন,
মুরহর চাকী শুদ্ধচিত॥
মনে হেন অনুমানি, বল্লালের রাজধানী,
আইলা সে চাকুরী লাগিয়া।
চাকীবংশে সে প্রথমে, আইলা এ বঙ্গভূমে,
চক্রবর্ত্ত গ্রাম তেয়াগিয়া॥
যশোগুণে অনুপম, থাকিয়া মৌরাট গ্রাম,
শেষে এক বিবাহ করিল।
প্রতিজ্ঞাতে ঠেকি দায়, অতি নীচে কার্য্য হয়,
ষষ্ঠ পুত্র তাহে উপজিল॥
মুরারি চাকীর সুত, পুত্র হইল অদ্ভুত,
কানুদেব প্রথম-পক্ষেতে।
শেষপক্ষে ছয় জন, শুন তার বিবরণ,
যার যশ বিদিত জগতে॥

শিব, বীর, সূদন, কামকুমার মদন,
এই ষষ্ঠ মুরারি-সন্তান।
কানুদেব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, রূপে গুণে অতি শ্রেষ্ঠ,
পটী মধ্যে মর্য্যাদা প্রধান॥
ভাই পুত্র বৈমাত্রেয়, দৌহিত্র-কুল ভাগিনেয়,
এই শ্রেণী মনেতে ভাবিয়া।
কানু মাতৃ-আজ্ঞা ক্রমে, রহিলা সরিষা গ্রামে,
ভ্রাতৃগণ সকল ত্যজিয়া॥
বিবাহ উত্তম কৈল, তাহে দুই পুত্র হৈল,
সুরদেব কুলদেব নাম।
সদ্‌জ্ঞানী বিদ্বান্, তাহাতে নাহিক আন,
দুই পুত্র দোঁহে গুণধাম॥
সুরদেব গুণসার, সরিষায় রৈল আর,
কুলদেব গেলা বাজুরসে।
বাঙ্গালায় দেওয়ানগিরি, করি কৈল জমিদারী,
মহিমা হইল সর্ব্বদেশে॥
সরিষাতে যেই রৈল, উত্তম সব ক্রিয়া কৈল,
দাস নন্দী, নাগ তিন সনে।
সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ, কায়স্থ ষোড়শ গুণ,
সমাজে উত্তম যারে গণে॥
মুরারি মৌরাটে রয়ে, শেষ ছয় পুত্র লয়ে,
বৃদ্ধকালে বড়ই ভাবিত।
ভৃগু নন্দী, নরদাস, আসিয়া মুরারি পাশ,
ছয়পুত্র করিল চলিত॥
মুরারি নিশ্চিন্ত হৈল, হৃদয়ে আনন্দ পাইল,
সৎকরণ হইতে লাগিল।
পটী মধ্যে সুপ্রধান, মুরহর সন্তান,
চাকী দেব প্রধান লিখিল॥

দুই পক্ষের বংশগণ, মুখ্য মুখ্য যত জন,
যথা যথা করিল বসতি।
কুলজ সমাজ স্থান, সেহ জন প্রধান,
প্রধানের যথা হয় গতি॥
শিমলা হেলঞ্চ গ্রাম, অষ্টমনীষা প্রধান,
মেদোবাড়ী কেচুয়াডাঙ্গা আর।
বাজুরস গোবিন্দপুর. নলমুড়া অতিশূর,
সেকেন্দরপুর কহি সার॥
গাজ্‌না দুর্লভপুর, শ্যামনগর গঙ্গাতীর,
মহেশ রৈল ঢাকঢোর স্থান।
সকলের কুলক্রিয়া, নিরাবিল বাছিয়া,
কার্য্য কৈলা সবাই প্রধান॥
ইহা মধ্যে একজন, হইলে পদস্খলন,
হয় যেন বিষ্ণুতৈলের চাড়া।
যদি দাস নন্দী সনে, কার্য্য করে প্রধানে,
পুনরপি হয় সেই খাড়া॥
ইহা পড়ে চাকী ঘর, উক্তাখোল, কাড়িয়ার,
পানানগর কুমারী জানিবা।
দুই ঘর উত্তম ভাব, মধ্যবিত্ত আর সব,
পটীমধ্যে চলন গণিবা॥
চাচকী হৈল চাকী, অনেক করিয়া ফাঁকি,
মধ্যবিত্ত ভাবেতে চলিল।
রামদিয়া বাগুটিয়া, হেমরাজপুর দিয়া,
দিলপশার কেহ বা রহিল॥
মহত গমন হৈলে, নিন্দা নাহি কোন কালে,
এই ঠিক দেখি বর্ত্তমান।
উত্তম মধ্যমভাবে, পটীমধ্যে চলে সবে,
কার্য্য হেতু প্রধান সম্মান॥

ইহা বহির্ভূত চাকী, কেবল জানিবা ফাঁকি,
জোড়া তাড়া দিয়া পরিচয়।
কেহ সত্য করি মানে, কেহ নিন্দে তুচ্ছ জ্ঞানে,
বহুগোষ্ঠী কে করে নির্ণয়॥

নাগবংশ।

কোলঞ্চ-নগর ধাম, দেবদত্ত নাগ নাম,
প্রথমে আইলা বঙ্গদেশে।
শিব তাঁর বংশধর, কর্কট জটাধর,
শিবের সন্তান হইল শেষে॥
সাধ্য মধ্য নাগ ঘর, কর্কট জটাধর,
শুন তার কহি পরিচয়।
সৌপায়নগোত্র সার, পঞ্চ প্রবর তার,
লিখি তাহা করিয়া নির্ণয়॥
আদি সৌপায়ন গোত্র: জামদগ্ন্যাপ্লুবত,
ঔর্ব্ব চ্যবন প্রবর।
এই পঞ্চ প্রবর, নাগ-বংশেতে সুন্দর,
শোভা যেন করে প্রভাকর॥
নাগদিয়া জমিদারী, প্রতিজ্ঞাতে তাহা ছাড়ি,
দেবদত্ত বঙ্গেতে আইল।
তাঁহারই বংশমাঝে, অপূর্ব্ব সুন্দর সাজে,
কর্কট জটাধর ছিল॥
সদাই শুনিতে পাই, বঙ্গের সকল ঠাঁই,
তাঁহাদের মহিমা ঘোষয়।
শোলকুপা বাস করি, তারা উজাল জমিদারী,
জগপতি আখ্যা পরে লয়॥

সুশীল আচারবন্ত, মহিমা নাহিক অন্ত,
বর্ণাচার-ধর্ম্মেতে নিপুণ।
এ জন্ম ঘুষিল যশ, ষোড়শ লক্ষণ রস,
অদ্যাবধি গায় যার গুণ॥
বল্লালের মত ছাড়ি, ভৃগুনন্দী নরহরি,
মুরহর চাকী তিন জন।
পশ্চিম হইতে যবে, আইলা এ দেশে সবে,
নাগ হইতে হইল স্থাপন॥
শুনিয়া বল্লাল-রীতি, তিনকে করিল স্থিতি,
সৎমতিমন্ত মহাশয়।
নবরত্ন কুল লৈলে, নাহি ফল কোন কালে,
হেন যুক্তি কোন শাস্ত্রে কয়॥
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরাদি, চারি যুগ অবধি,
কায়স্থের যেমন চলন।
সেই হয় সুবিধান, যাতে রক্ষা হয় মান,
সেই সব ধর্ম্ম অনুমান॥
বিরোধীয় ব্যবস্থার, কর্ম্ম করা অবিচার,
আদ্যোপান্ত যেমত চলিত।
সেই মত কর শ্রেণী, পূর্ব্বাবধি যাহা শুনি,
পটীবদ্ধ করহ বিহিত॥
নাগ মুখে বাক্য শুনি, করিল বারেন্দ্রশ্রেণী,
সন্তুষ্ট হইয়া তিন জন।
সিদ্ধ সাধ্য ভাব দুই, প্রসিদ্ধ করিল এই,
কার্য্য করণেতে তারতম॥
তিন জন ভাবি চিতে, সিদ্ধপদ নাগে দিতে,
বহুমত যতন করিল।
নাগ কৈল সম্মান, তিনের করিয়া মান,
সিদ্ধপদ তিনের হইল॥

নাগ হৈল সাধ্যবর, সবার চলন ঘর,
সিদ্ধতুল্য মর্য্যাদা পাইল।
এ সব প্রস্তাব যত, আদি ঢাকুরীর মত,
বিশেষিয়া বিস্তার বর্ণিল॥
কত দিন-দিনান্তর, জটাধর নাগবর,
স্বরগ্রামে বসতি করিল।
শোলকুপ, স্বরগ্রাম, এই দুই নাগের ধাম,
পটীমধ্যে উত্তম লিখিল॥
কর্কট সন্তান সব শোলকুপাই রৈল।
ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হয়ে নানা স্থানে গেল॥
সমাজ প্রধান মধ্যে শোলকুপা হয়।
যে যথা রহিল গিয়া মূলে পরিচয়॥
সে বংশে গরুড়ধ্বজ বাণেশ্বর নাম।
দুই সহোদর হইল অতি অনুপম॥
গরুড়ধ্বজ সুত দুই কহির বিস্তার।
ঘনশিব নাগ কালিদাস রায় আর॥
কালিদাস পুত্র রাজা রাজবল্লভ হইল।
মুনসেফ্ জানিয়া পাত্সা রাজটীকা দিল॥
রাজ রাজবল্লভ নাম মুনসেফ্ কারণ।
সংক্ষেপে কহিনু আমি শ্রীযদুনন্দন॥
হস্তিনিশি-নরপতি বিদিত ভুবনে।
বারেন্দ্র মর্য্যাদাবন্ত জানে সর্ব্বজনে॥
তস্য পুত্র গোবিন্দ কেশব দুই জন।
রঘুনাথ রায় হৈল গোবিন্দ-সন্তান॥
নবরত্ন তুল্য সভা বিখ্যাত যাহার।
এ বংশতে মূর্খ নাহি, কহে পরস্পর।
লালগ্রামি দাস মধ্যে কৈল পরিণয়।
তাহার সন্তান হৈল তিন মহাশয়॥

তার মধ্যে জ্যেষ্ঠভাব রামনারায়ণ।
গাজনাতে বিবাহ কৈলা উত্তম করণ॥
সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তিন ঘরে করণ প্রকাশ।
জমিদারী গেলে কৈলা বাগহুলী বাস॥
তস্য পুত্র গঙ্গারাম মেলে না পাইয়া।
নীচে বিবাহ করি গেল নির্ব্বংশ হইয়া॥
হরিরাম তস্যানুজ শুনহ উচিত।
ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নি নহে প্রজ্বলিত॥
প্রত্যেক করণ সব সগুণ লিখিতে।
বিস্তর বাহুল্য হয় না লিখি তাহাতে॥
এবে কহি আর সব জ্ঞাতিগণ কথা।
শ্রেষ্ঠভাবে যেই জন রহিলেক যথা॥
গরুড়ধ্বজ বাণেশ্বর দুয়ের সন্তান।
যে যে স্থানে রহিলেন ত্যজিয়া স্বস্থান॥
জানকীনাথ পত্র-নবিশ এই বংশজাত।
নানাবিধ বিদ্যাবন্ত নানা শাস্ত্র জ্ঞাত॥
খোস-নবিশ বড় তাহা পাতস্য জানিয়া।
রাখিলেন দিল্লীশ্বর মুন্সীগিরী দিয়া॥
বাদসাহী মুলুক পরে যাহার কলম।
এ হেন চাকুরীযোগ্য হয় কোন জন॥
তাহার সন্তান এক হরিহর রায়।
হরিহরা গ্রামে তার ছিল পূর্ব্বাশ্রয়॥
যার কীর্ত্তি মূর্ত্তিমান অদ্যাপিও লিখে।
সৎকরণান্বিত জানে সর্ব্বলোকে॥
সেই বংশোদ্ভবগণ স্বস্থান ত্যজিয়া।
রামনগর রৈল কেহ কাটাপুখুরিয়া॥
আর যত জ্ঞাতি কেহ পাথরালে গেল।
কেহ বা মালঞ্চী, শিঙ্গা, বসত করিল॥

গাঁড়াদহ, নন্দনগাছি, ফতেউল্লাপুর।
পলাশবাড়ী, ফিলগঞ্জ গেল কেহ দূর॥
ঘুড়কা সারিয়াকান্দী, গবরা গ্রাম।
উদ্ধিষরি, বালিয়াপাড়া এই সব নাম॥
এই ত শোলকুপা নাগ রৈল যে যে স্থানে।
উত্তম মধ্যম ভাব কনিষ্ঠবিধানে॥
আদি মূলভাবে পূর্ব্বাবধি সৎকরণ।
এবে ভাব নষ্ট কৈল কোন কোন জন॥
তথাপি সর্পের যেন খোলস বদলাইলে।
পুনশ্চ নূতন কায় সর্ব্বলোকে বলে॥
এবে কহি জটাধর নাগের সন্তান।
স্বরগ্রামে বাস কৈল সমাজপ্রধান॥
সোণাবাজু জমিদারী ভাগ্যবান্ অতি।
প্রধান করণ সব ধর্ম্মকার্য্যে মতি॥
সেই বংশোদ্ভব মধ্যে ছিল রূপ রায়।
যাহার মহিমা যশ অদ্যাপি ঘোষয়॥
নাগ মধ্যে রূপ রায় আর সব ধোঁড়া।
শোলকুপার নাগ যেন বিঘাতিয়া বোড়া॥
বিঘাতি বোড়ার বিষ নীচ মুখে ধায়।
তাহার তুলনা নহে বলি সরগাঁয়॥
স্বরগ্রামি মধ্যেতে নাগেন্দ্র মাত্র ছাড়া।
আর যত নাগ তার ভাব কিন্তু বোড়া॥
এ কথা কহিলা মাত্র নেউগী গোপী রায়।
রূপ রায়ের ভগ্নীপতি সাক্ষী কৈল তায়॥
কিন্তু মেধী খোজাপাড়া আর মচমলি।
প্রধান মর্য্যাদা ভাব জানিবা সকলি॥
নাগেন্দ্র সন্তান কেহ মেদোবাড়ী বাস।
যাহার মহিমা যশ ভূতলে প্রকাশ॥

প্রধান প্রধান কার্য্য নিরাবিলে কৈল।
সিদ্ধতুল্য ভাব মান মর্য্যাদা বাড়িল॥
চাকুরী প্রধান কৈল মহিমা অপার।
স্বরগ্রামী নাগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা যার॥
আর এক কহি মাত্র নাগ ডাঙ্গাপারা।
করণ-গৌরবে মাত্র হইলেন খাড়া॥
সমাজের মধ্যে তার হইল গণন।
নির্ম্মল প্রধান কুলে দান ও গ্রহণ॥
গশোবাড়ী মধ্যে শুন নাগ দুই জন।
ভাব রক্ষা মতে কৈলা উত্তম করণ॥
আর সব নাগগণ রহিল জড়িয়া।
চলিতে না পারে কেহ হামাগুড়ি দিয়া॥
আড়ানিয়া নাগ পরে পটী মধ্যে আইল।
দৈবে কেহ সংকরণে গণনা হইল॥
নরণিয়া, শিথলিয়ার নাগ কষ্টভাব।
আদি কুলজীতে তার নাহিক প্রস্তাব॥
এই ত করিনু সব নাগের বর্ণন।
ইহা বহির্ভূত নাগ জান অকারণ॥

সিংহঘর।

সিংহ সাধ্যভাব, শুনহ প্রস্তাব,
বারেন্দ্র-মিছিলে গতি।
শুন শুন আর, বাৎস্যগোত্র তার,
অশেষ গুণের ভাতি॥
আপ্নুবত ঔর্ব্ব, চ্যবন ভার্গব,
জামদগ্ন্য প্রবরস্থ।
ব্যাস সিংহ দাস, করতোয়া বাস,
উত্তম সদ্বংশে জন্ম॥

সিংহের মধ্যেতে, আছিল বিখ্যাত,
দেবতা করিল বশ।
বর মাঙ্গিল, পঞ্চ পুত্র হইল,
শুনহ তাহার যশ॥
মাদ প্রভাকর, মদন জীবধর,
গঙ্গা গোবিন্দ আর।
গুণ সে সবার, মহিমা অপার,
কহি এবে সবিস্তার॥
কেহ করতোয়া, স্বস্থানে রহিয়া,
কেহ বা অজ্ঞানকাঁদি।
গুণে অতুলন, সুনাম কীর্ত্তন,
নাহি পায় অন্ত আদি॥
গঙ্গা গোবিন্দ নাম, (১) অতি অনুপম,
অশেষ গুণের নিধি।
পরীক্ষিত দিয়া, বারেন্দ্রে রহিয়া,
মহিমা অশেষ বিধি॥
আদি কুলজীতে, ব্যাখ্যা নানা মতে,
লিখিছে এ সব ধাম।
দৈবনিধি হইল, মহিমা বাড়িল,
চৌঁয়ার সিংহের নাম॥
নন্দী চাকী দাসে, প্রধান ঘরে সে,
নিরাবিল কার্য্য মত।
করণগৌরবে, প্রধান উৎসবে,
চলিল উত্তম মত॥

(১) কেহ কেহ ইহাকে পরীক্ষিৎ সিংহও বলিয়া থাকেন।

দেবীদাস-সুতে, মহিমাপুরেতে,
প্রথম করণ কৈল।
সেই শুভ-কাজে, বারেন্দ্র-সমাজে,
পরম যতন হৈল ॥
মহিমাপুরের গুণ বিস্তারের,
পরশ-পাথর প্রায়।
যাহাতে পরশে, লোহা তাম্র কাঁসে,
সকলি কাঞ্চন হয় ॥
সব সিংহ কষ্ট, চৌয়া হৈল শ্রেষ্ঠ,
করণ গৌরব করি।
মূলে যত ছিল, বিলুপ্ত হইল,
লইতে লইতে কড়ি ॥
মুলজ জানিয়া, এবে উধুলিয়া,
হইল চলন ঘর।
যাহা কিছু জানি, লিখিলাম বাণী,
শুনহ কায়স্থবর ॥
আছয়ে প্রবাদ, শুনহ সংবাদ,
উত্তর-রাঢ়ী-সমাজে।
শ্রীঅনাদি বর, তার বংশধর,
ব্যাসসিংহ-বংশ মাঝে ॥
সেহ পানাহার, না করে স্বীকার,
একদা বল্লাল ঠাঁই।
করাত প্রহারে, ব্যাসসিংহ শিরে,
ছেদিতে বলিলা তাই ॥
সেই সে কারণে, তারে সর্ব্বজনে,
করাতিয়া আখ্যা দিল।
পেয়ে তার নাম, খ্যাত সেই গ্রাম,
যথা সে বাস করিল ॥

সেই সমাজেতে, কহে যেই মতে,
কহি এবে শুন তাই।
ব্যাসসিংহের হয়, চারিটী তনয়,
গঙ্গাগোবিন্দ তার ভাই ॥
বঙ্গভূমে আর, কহিছে বিস্তার,
সে গঙ্গাগোবিন্দ গেলা।
বারেন্দ্রেরা কহে, গঙ্গা ভাই নহে,
ব্যাসের পুত্র সে ছিলা ॥

দেবকংশ।

শুনহ দেবের আদি করি নিরূপণ।
কর্ণসোণার দেব হইল বারেন্দ্র গণন ॥
শিখিধ্বজ আগে বঙ্গে করে আগমন।
শ্রীকেশব দেব তার বংশধর হন ॥
সাধ্য মধ্যে ব্যাখ্যা হৈল এক দেব নাম।
তাহার সন্তান তিন অতি অনুপম ॥
শ্রীধর ও বুধদেব কুলদেব আর।
দেবতুল্য করণ হইল তা সবার ॥
বুধদেব কুলদেব বারেন্দ্রে রহিল।
সাধ্য মধ্যে দুই ঘর প্রসিদ্ধ হইল ॥
আলম্যান গোত্র তিন প্রবর নিশ্চয়।
আলম্বায়ন শালঙ্কায়ন শাকটায়ন হয়।
যখন বল্লাল রাজা পটী বদ্ধ কৈল।
কোন ক্রমে মহারাজ নিতে না পারিল ॥
ইহা শুনি ভৃগুনন্দী আনিয়া তাহারে।
সাধ্য মধ্যে রাখিল করণ চলিবারে ॥
সে বংশে বানাধিপতি গুণাকর নাম।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ অতি গুণধাম ॥

সেই সে দেবের আদি শুনহ বিস্তার।
তারাগুণা বাস কৈল মহিমা অপার॥
রাধাবল্লভ চৌধুরী সেই বংশে হয়।
করিল অনেক কার্য্য বারেন্দ্র আশ্রয়॥
গণিবা পটীর মধ্যে এই দেবঘর।
কার্য্য তার মত ব্যাখ্যা জানিবা বিস্তর॥
এই ত ঢাকুরী মধ্যে শুনিল নিশ্চয়।
কাকদহ হিড়িম্‌দিয়া আর চিথলায়॥
অন্য সব জ্ঞাতিগণ অন্য ভাবে গেল।
কুলদেব-সন্তান সব কষ্ট হইল॥
আর এক কহি শুন দেব অনুপম।
চড়িয়াগ্রামেতে বাস শুকদেব নাম॥
শুকদেবের পুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার যশের কথা শুনহ বিস্তার॥
ধনবান্ কীর্ত্তিবন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তার পুত্র চাকুরিয়া নবাব-সরকারে॥
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।
পিতামহ কার্য্য কৈল বারেন্দ্র-আশ্রয়॥
নিরাবিল কার্য্য সব করিতে লাগিল।
দাস, নন্দী, চাকী সব অন্নভুক্ত হইল॥
তাহার সন্তান সব বাড়িল সম্ভ্রমে।
বাহান্ন লক্ষের কর্ত্তা পুরুষানুক্রমে॥
তাড়াশ-বাসী দেব করণে প্রধান।
সর্ব্ব ঘর ব্যাপ্ত হইল পাইল সম্মান॥
তার পর কহি এক দেবপরিপাটী।
আর্য্যবর মণ্ডল বাস কৈল বর্দ্ধনকুঠী॥
তার পুত্র ভগবান্ করিল চাতুরী।
রাজা ভগবান্ মৈলে নিলা জমিদারী॥

যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালায় আইল।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিল॥
ক্রমে ক্রমে পূর্ণলক্ষ্মী প্রচুর হইল।
হস্তিনিশি রাজটীকা বাদশা করিল॥
তাহার সন্তান হৈল কুমুদানন্দন।
তস্য পুত্র রঘুনাথ বড়ই সদ্‌গুণ॥
মনোহর তৎপুত্র তার পৌত্র হরি।
রাজা বিশ্বনাথ তস্য পুত্র গিরিধারী॥
প্রধান বারেন্দ্র সনে কুলক্রিয়া কৈল।
কুলীন-সমাজ মাঝে মর্য্যাদা পাইল॥
নিরাবিল সিদ্ধঘরে হইল করণ।
সেই অনুসারে দেব হইল চলন॥
এই কহিলাম তিন দেবের বিস্তার।
ইহা বহির্ভূত দেব নাহি ব্যবহার॥
তবে যদি কোন দেব পটী মধ্যে হয়।
তাহাকে করিবে শঙ্কা অপদেব প্রায়॥

দত্তবংশ।

দত্ত সাধ্য ঘর তার শুন বিবরণ।
যখন বারেন্দ্রপটী হইল গঠন॥
মৌদ্‌গল্যগোত্র দত্তবংশের ভিতর।
বন্ধুলা কুশিক আর কৌশিক প্রবর॥
চ্যবন ভার্গব ঔর্ব্ব সহিত নিশ্চয়।
জামদগ্ন্য আপ্নুবত মতান্তরে কয়॥
সৌপায়ন মৌদ্‌গল্য বাৎস্যগোত্র আর
সমান প্রবর কেহ কহে বা বিস্তার॥
কাউননাড়ী, বটগ্রামী দুই দত্ত মূল।
করণের তারতম্যে ব্যাখ্যা হইল কুল॥

আদিবংশে যে মিছিল কার্য্য যত ছিল।
ধনহীন হইয়া সব বিলুপ্ত হইল ॥
বটগ্রামী দত্ত মধ্যে নারায়ণ নাম।
পুরুষোত্তমের বংশ অতি গুণধাম ॥
বল্লালের সাথে বঙ্গে আইলা সে পরে।
তথায় চাকুরী কৈলা রাজ-দরবারে ॥
লক্ষ্মণের রাজ্য মধ্যে শুনহ নিশ্চিত।
সান্ধিবিগ্রহিক-পদে হইলা মনোনীত ॥
যবে ভৃগুনন্দী কৈলা পটীর বন্ধন।
বারেন্দ্র-সমাজে সেই মিলিল তখন ॥
তেয়াগিয়া বটগ্রাম আর নিজ বাসে।
রাধানগর বাস কৈল মনের হরিষে ॥
সেই বংশে কেহ শত করণ করিল।
মধ্যম ভাবেতে তারা পরিচিত হইল ॥
এবে সবে লোপ পাইল হয়ে ধনহীন।
কাহারো নির্ব্বংশ হইয়া না রহিল চিন ॥
কাউননাড়ী দত্ত কেহ ছিল রহিমপুরে।
পূর্ব্বে কিছু ভাল কার্য্য ছিল সব ঘরে ॥
সম্প্রতি চতুর্থ পক্ষ পুরুষ ক্রমেতে।
মন্দাগ্নি না হইল কড়ি লইতে লইতে ॥
অতএব দত্ত ঘর গোলেতে ঠেকিলা।
পটীমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিলা ॥

উপসংহার।

এহ ত কহিনু সপ্ত ঘরের আদি মূল।
তিন ঘর সিদ্ধকুল হয় সমতুল ॥
সাধ্য চারি ঘর মধ্যে আছে তারতম।
সিদ্ধতুল্য নাগ-ঘর জানিবা নিয়ম ॥

তৎপর মধ্যবিত্ত সিংহকে জানিবা।
তাহা হইতে নীচভাব দেবকে গণিবা ॥
দত্তই দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।
এই চারি ভাবে সপ্ত ঘরের নির্ণয় ॥
করণ তাৎপর্য্য হেতু জানিবা এ মূল।
ছোট বড় মধ্য ভাব হয় এ সকল ॥
আদি মূল সমাজস্থান বুঝায় কারণ।
সপ্ত ঘর সিদ্ধসাধ্য লিখি নিদর্শন ॥
পটীর বন্দেজ যবে হইতে লাগিল।
এই সপ্তঘর মাত্র সামাজিক হইল ॥
আর আর যত দেখ সপ্ত ঘর ছাড়া।
অন্যান্য পটী হইতে হইলেক খাড়া ॥
তাহার বিস্তার কিছু লেখা ভাল নয়।
প্রধানে করণ করি যশোমান লয় ॥
লিখিলেও নিন্দা হয় শুন সর্ব্বজনে।
না লিখিলে ভাব সব জানিবা কেমনে ॥
দাস নন্দী চাকী নাগ সিংহ দেব ছয়।
অন্য পটী হৈতে আসি এই দায় দেয় ॥
জ্ঞাতি বিচারিতে সেই অন্য পটী মিশে।
কার্য্য প্রয়োজন সর্ব্ব ঘরেতে প্রকাশে ॥
পরস্পর নিন্দা করে অন্য পটী বলে।
যাতনিক হইয়া কিন্তু সব ঘরে চলে ॥
সংগ্রহকৃত ঘরের তিন ভাব হয়।
উত্তম মধ্যম ও নিকৃষ্ট তিন কয় ॥
এই নষ্ট ভাবে হইল কতকগুলি ঘর।
নিশানা পটীর মধ্যে নাহি সব তার ॥
করণগৌরবে কেহ ভাবোত্তম হইল।
কেহ বা মধ্যমভাবে সর্ব্বত্র চলিল ॥

যার যথা ভাল মন্দ করণ বলিতে।
নিন্দা, বাদ, হয় জন্য নারিনু লিখিতে॥
আদি ঢাকুরীতে মাত্র সেই অভিমত।
বিস্তার আছয়ে নিন্দা কার্য্য ক্রুটী যত॥
সাড়ে তিনশত পাত করণ বর্ণন।
করিতে অশক্ত হয় শুন সাধু জন॥
এ কারণে ভাব ক্রিয়া যেরূপ চলিত।
লিখিলাম তার সব সংক্ষেপে কিঞ্চিত॥
সপ্ত ঘরের আদি মূল করণ তারতম।
ইহাতে বুঝিবা পূর্ব্ব ভাবের গঠন।
করণ তাৎপর্য্য লইয়া বিচার করিবা।
দান-গ্রহণ বলে কুল উত্তম জানিবা॥
যদি থাকে আদি মূল ভাবে ভাল হয়।
দান-গ্রহণ দিয়া:কুল কুলজীতে কয়॥
সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করণ।
হস্তিদন্ত স্বর্ণে পূরে রসানে মার্জ্জন॥
সিদ্ধিতে সিদ্ধিতে তুল্য প্রধান করণ।
জাম্বুনদ হেম যেন উজ্জ্বল বরণ॥
সিদ্ধ যদি প্রধান নাগেতে কার্য্য করে।
গজদন্তে রত্নহার যেমন প্রকারে॥
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রের মালিন্য যেন নহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভব মাত্র জানিবা বিধান॥
দেব দত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্র যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয়॥
এই ত কহিল ভাব কুলজ-করণে।
অমূলজে কুলনাশ জান সর্ব্বজনে॥

সিদ্ধ বিনা ক্রুটী হয় অতীব প্রধান।
ক্ষতবিগ্রহের প্রায় না থাকে সম্মান॥
সাধ্য ঘরে হয় তার মর্য্যাদার হ্রাস।
সিদ্ধের প্রধান ক্রুটী বড় সর্ব্বনাশ॥
দৈবে যদি সিদ্ধঘরে এক ক্রুটী হয়।
তাহার সে দোষ কভু গ্রাহ্যযোগ্য নয়॥
এইখানে করিয়া এই গ্রন্থ সমাপন।
প্রকাশক নিজে কিছু করে নিবেদন॥

দেবীদাস খাঁ।

বর্ত্তমান পাবনা জেলায় পুলিশ-ষ্টেসন সাহাজাতপুর ও পরগণে ইসফসাহীর ...য়ে প্রসিদ্ধ পোতাজিয়া১ গ্রাম। এই স্থানই মহাত্মা দেবীদাস খাঁর জন্মভূমি।

---

(১) পোত-শব্দে গৃহস্থান। পোতা বলিলে দেশজ অর্থে গৃহ নির্ম্মাণার্থ উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ ...বা।

...পূর্ব্বে এই স্থানটী অতিশয় নিম্ন ছিল। কেবল এই স্থান নহে, চতুর্দ্দিকে বহদূর লইয়া ...ভূখণ্ড বিলের মধ্যস্থ ছিল। উহার একদিকে করতোয়া-মিশ্রিত আত্রেয়ী নদীপ্রবাহ ...নামে ও অপর দিক্ দিয়া করতোয়া-স্রোত হরাসাগর নামে প্রবাহিত হইয়া যমুনা বা ...নদীর সহিত সম্মিলিত ছিল। তৎকালে পোতাজিয়া হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত স্থান ...ত জলভাগে পরিণত থাকা প্রতীয়মান হয়।

পূর্ব্বতন সময়ে ঐ নিম্নভূমির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে মৃত্তিকা খনন দ্বারা উন্নত করতঃ তদুপরি ...স্থান নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ঐ সকল উন্নত স্থান বিভিন্ন স্থলে নির্ম্মিত হওয়ায় বিভিন্ন নামকরণ ...। এখনও বুড়ী পোতাজিয়া, বূ পোতাজিয়া প্রভৃতি নাম প্রায় দুই মাইল স্থান মধ্যে বিদ্য-...আছে।

...খন মাঠের মধ্যে বুড়ী-পোতাজিয়া নামক যে নিম্ন স্থান আছে, তথায় পূর্ব্বে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ...পোতাজিয়া ছিল। উক্ত স্থান নদীস্রোতে ভগ্ন হওয়ার পর বর্ত্তমান পোতাজিয়াতে লোকা-

বারেন্দ্র-সমাজের কুলনিয়ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা ভৃগুনন্দীর পুত্র মাধবের বং দেবীদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগদানন্দ রায়। পিতা নাম আনন্দচন্দ্র রায় ও প্রপিতামহের নাম কাশীশ্বর রায়। কাশীশ্বর রায়, সুপণ্ডিত ও তাপস, তদানীন্তন গৌড়ের পাতসাহ সরকারে "রায় রা ছিলেন। শেষাবস্থায় বিষয়াদি পরিত্যাগ করিয়া জপতপে দিনাতি করিতেন।

দেবীদাস খাঁর পিতা জগদানন্দ রায় যবন-রাজসংসারে বিষয়কর্ম্ম করিয়া-লেন। ইনি বিদ্বান্ ও নানাবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। জগদানন্দ রায়ের পুত্রের বিষয় ঢাকুরগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"যে বংশে জন্মিয়াছিল কাশীশ্বর রায়।
ঈশ্বর হইলা বশ যার তপস্যায়॥
অসীম অনন্ত গুণ পরম বিদ্বান্।
তস্য পুত্র জগদানন্দ গুণে অনুপাম॥
তস্য পুত্র পঞ্চ তার শুনহ বিস্তার।
রমাকান্ত গোপীকান্ত দেবীকান্ত আর॥
সর্ব্বানুজ ভবানীকান্ত একপক্ষে হয়।
পক্ষান্তরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলা রূপরায়॥"

ঢাকুরগ্রন্থে জগদানন্দ রায় কাশীশ্বর রায়ের পুত্র বলিয়া বর্ণিত। কিন্তু দিগের সংগৃহীত পুরাতন কুর্শীনামা ও স্বর্গীয় গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যা-নোদবারিধি মহাশয়ের মুদ্রিত কুর্শীনামায় জগদানন্দ রায়, মহাত্মা কাশীশ্বর য়ের পৌত্র বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। ঢাকুরে পৌত্র-স্থলে লিপি-প্রমাদে ত্র লিখিত হওয়াই সম্ভবপর।

ঢাকুরে যিনি দেবীকান্ত নামে অভিহিত, তিনিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের দেবীদাস খাঁ। ঢাকুরের উক্তি অনুসারে রূপরাম ১ম পুত্র ও দেবীকান্ত বা দেবীদাস ৪র্থ পুত্র। কিন্তু কুর্শীনামানুসারে দেবীদাস পঞ্চম পুত্র। যাহাই হউক, মহাত্মা

লয় নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান পোতাজিয়াও নিম্নভূমি হওয়ায় এস্থলেও স্থানে স্থানে মৃত্তিকার উন্নত করিয়া বসতি আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে বালুকারাশির দ্বারায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইলেও প্রাচীন অবস্থা বিলক্ষণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে এই প্রদেশের বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পদ্মা বা যমু নদীর শাখা প্রশাখা সকল এই প্রদেশের জলভাগের সহিত কিয়ৎকাল মিশ্রিত ছিল না। নগরীতে রাজধানী সংস্থাপিত হইলে, নবাব ইস্মাইল খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকা গমনাগম সুবিধার জন্য, মহানন্দা হইতে কতিপয় খাল কাটিয়া বিলের সহিত সংযোগ করিয়া দেন। খাল সংযোগের কালে বর্ত্তমান পাবনা সহরের মধ্যস্থ ইশামতী বা ইছামতী নদীর উৎ হইয়াছে। ইশা খাঁর নামানুসারে নদীর নামকরণ হয়। এই ইছামতী নদী পোতাজিয়ার হুরাসাগর ও আত্রেয়ী স্রোতের সহিত সংমিলিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান পোতাজিয়া গ্রামে কোন সময়ে বসতি আরম্ভ হয় তাহা অনুমাণ দ্বারা কতকটা নি হইতে পারে। বর্ত্তমান পোতাজিয়া হইতে এক মাইল দূরে "খাঁ রায়ের পুষ্করিণী" ও নামান্ত স্থান বর্ত্তমান আছে। দেশের গ্রাম্য ভাষায় উচ্চারণের তারতম্য হেতু উক্ত পুষ্করিণী "খাঁরা পুষ্করিণী নামে কথিত।

এখন গ্রামে যে নবরত্ন নামক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ মাত্র ও বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আ তাহা দেবী দাসের অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপীকান্ত রায়ের পুত্র রায় রায়ঞা গোবিন্দরাম ক নির্ম্মিত হয়। গোবিন্দরাম ও পিতৃব্যগণের সন্তান সন্ততিগণ নবরত্ন পাড়ার রায় নামেই পরিচি উক্ত নবরত্ন নির্ম্মিত হওয়ার পর গোবিন্দরামের বসতি পাড়াটী "নবরত্ন পাড়া" নামেই খ্যাত আসিতেছে।

ভৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র কানুর বংশে মথুরানাথ সরকার ও শিবের বংশে ভবানীশঙ্কর উক্ত গোবিন্দরামের সমকালেই বিদ্যমান ছিলেন। মথুরানাথ ও তাঁহার জ্ঞাতিগণের বসতি পা সরকার পাড়া এবং ভবানীশঙ্কর ও তাঁহার জ্ঞাতিগণের বসতি পাড়া রায় পাড়া নামে ঐ সময় হইতে পরিচিত আছে।

গ্রামের এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বর্ত্তমান পোতাজিয়াতে কোন সময় হইতে হয়, তাহা স্থির করা যাইতে পারে। গৌড়ের সিংহাসন মুসলমানগণকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, মানগণের অত্যাচারভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণরাঢ়ে পলায়ন করেন এবং গুলি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রশস্ত বিলের মধ্যস্থ ভূভাগে বসতি করেন। প্রাচীন পোতাজিয়াতেও ণ কায়স্থ যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান ছিল। কায়স্থগণ মধ্যে ভৃগুর বংশীয় ব্যক্তিগণ বহু এই স্থানে বসতি করেন।

প্রবাদ আছে যে, গোবিন্দরাম পদচ্যুত হওয়ার পর নবাব ঢাকা হইতে রাজমহল গমন সময়ে রত্ন মন্দির দূর হইতে সন্দর্শন করিয়া মগ-সৈন্যের দ্বারা উহার শিরোদেশ ভগ্ন করাইয়া-লেন। প্রবাদের মূলে যাহাই হউক, যবনস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সেই মন্দিরের আর সংস্কার য় নাই।

জগদানন্দ রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে রূপরাম রায় ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গর্ভে রমাকান্ত, গোপীকান্ত, দেবীদাস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

মহাত্মা জগদানন্দ রায় পুত্রগণকে তদানীন্তন রাজকীয় ভাষা ও রাজকীয় কার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। পুত্রগণকে রাজকীয় কার্য্যে ব্যুৎ... করা, তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল। পুত্রগণ সকলেই পিতার উপদেশ মত বি... শিক্ষা করিতেন। শৈশবকালেই দেবীদাসের প্রতিভার বিকাশ হয়। তিনি আরব্য, পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষার সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ আর... করেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাঁহার স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকায় তিনি প্রায় পঞ্চ... বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে আরব্য ও পারস্য ভাষার কয়েকখানি গ্রন্থ ও ব্যাকরণ ... করেন। জগদানন্দের বাটীতে ও গ্রামের অন্যান্য প্রধান কায়স্থের বাটী... মৌলবী বা কায়স্থজাতীয় সরকার কর্ত্তৃক পারস্য, আরব্য ও বাঙ্গালা ভাষা শি... দেওয়া হইত। প্রতিবেসিগণের পুত্রগণ ইচ্ছা মত ঐ সকল স্থানে শিক্ষা... করিতে পারিত। পোতাজিয়া গ্রাম প্রাচীন সময় হইতেই কায়স্থ-প্রধান ... ছিল বলিয়া এইরূপ শিক্ষালাভের সুবিধা ছিল। তৎকালে উক্ত গ্রামে যে কে... ঐরূপ বিদ্যার আলোচনা হইত, এমত নহে। ক্রমে যে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্ম... করিতেন, তাঁহারা স্ব স্ব বাটীতে টোল করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে... জগদানন্দ রায় পুত্রগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার প্রয়াস না পাইলেও, দেবীদাস ... ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি থাকায় ইহা... ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে,তাঁহার সহপাঠিগণ আরব্য ও পারস্য ভা... দক্ষতার জন্য তাঁহাকে "মৌলবী" ও সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি থাকায় তাঁহাকে "ভট্টাচার্য্য" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের সময় তিনি অনেক গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার কি... বয়ঃক্রম কালে সাধারণের নিকট নানা ভাষার পাণ্ডিত্যের কথা প্রচার হয়। ... সময় যে সকল রাজকর্ম্মচারী ঢাকা হইতে রাজমহলে গমনাগমন করিতেন, তাঁ... পোতাজিয়াবাসী রাজকর্ম্মচারিগণের আতিথ্য স্বীকার করিতেন। ঐ সকল রা... কর্ম্মচারিগণ দেবীদাসের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া সবিশেষ প্রীতিলাভ করিতে... তাঁহারা দেবীদাসকে শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। এইরূপ উৎসাহে তাঁ... উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যাশিক্ষার স্পৃহা ক্রমেই বলবতী হইয়াছিল। ঐরূপ রাজ...

...গণের সহিত পিতা বা আত্মীয় কুটম্বের কথা বার্ত্তা হইলে, তিনি আগ্রহাতিশয়-...কারে ঐ সকল বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক চিন্তা করিতেন। এইরূপ সংমিশ্রণ ও ...বার্ত্তাশ্রবণে তৎকালের লোকে দেশের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি ...তি বিষয়ে চিন্তাশীল হইতেন এবং বহুদর্শিতা দ্বারা কার্য্যদক্ষতা লাভ ...রিতেন।

দেবীদাসের পিতা জগদানন্দ রায় মিতাচারী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার ...মহ কাশীশ্বর রায়ের ন্যায় ইনিও তাপস পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘজীবন লাভ ...রিয়া শেষাবস্থায় পূজা আহ্নিক ও জপতপে এবং পুরাণাদি শ্রবণে সময় অতিবাহিত ...রিতেন। পিতার এই দৃষ্টান্ত দেবীদাসের পক্ষে শুভজনক হইয়াছিল। দেবীদাস ...দি রাজকীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও সংস্কৃত ভাষা আলোচনার দ্বারা ও পিতার দৃষ্টান্তে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত ছিল। তিনি রাজকর্ম্মচারিগণের ...ত রাজকীয় তথ্যের আলোচনা ও পারস্যাদি ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তিগণের সহিত ...ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় ও ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্রাদির চর্চ্চায় বিশেষ ...নন্দ বোধ করিতেন।

দেবীদাসের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপরাম রায় পারস্যাদি রাজকীয় বিদ্যায় ...দর্শী হইয়াছিলেন। রূপরাম রায় পিতার অনভিমতে বিবাহ করিয়া, পিতার ...প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন রূপরাম পিতার বিরাগভাজন হইয়া ঢাকা-...ানীতে গমনপূর্ব্বক নবাব-সরকারে একটী রাজপদে নিয়োজিত হইয়া ...তাজিয়ার নিকটবর্ত্তী ভূতিয়া নামক স্থানে বাস করেন। এই সময় দেবীদাস ...রবারে বিষয়কর্ম্ম শিক্ষার জন্য পিতার নিকট অভিলাষ প্রকাশ করেন। ... তিনি রূপরামের প্রতি এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অপর পুত্রগণের ... কেহ তাঁহার সংশ্রবে গমন না করে, ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল।

এইরূপে দেবীদাসকে দীর্ঘকাল আর বাধা সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহার ... যখন ২০।২২ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এ সময় ...র জ্যেষ্ঠ রমাকান্ত, ও গোপীকান্ত বিদ্যমান থাকিলেও তিনি একরূপ স্বাধীন ...লেন। রমাকান্ত[১] ও গোপীকান্ত নবাব-সরকারে কিয়ৎকাল উমেদারী

(১) সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক যে গোপীকান্ত রায় কাননগো-দপ্তরে প্রবেশলাভ ... "লৌহী" খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি সে গোপীকান্ত নহেন।

করিয়া বিষয়কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ভ্রাতৃদ্বয় বিষয়কর্ম্ম গ্রহণ করায় দেবীদাসকে সংসারের জন্য চিন্তা করিতে হইত না। দেবীদাসের বিদ্যাবুদ্ধি-সন্দর্শনে নবাব-সরকারের সকল ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দেবীদাসের ইচ্ছা—তিনি কিছুদিন রাজদরবারে থাকিয়া সকল বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন এবং রাজদরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত মিশিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করিতে থাকেন।

মহাত্মা দেবীদাস খাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, পদগৌরব ও কার্য্যদক্ষতা বিষয়ে চাকুগ্রন্থে লিখিত আছে—

“তথা হইতে দেবীদাস খাঁ মহাশয়।
রহিলা মহিমাপুরে জাহ্নবী আশ্রয়॥
প্রধান চাকুরী কৈলা নবাব-সরকারে।
বিদ্যাবুদ্ধি কুলশুদ্ধ উত্তম আচারে॥
উত্তম সমাজ মধ্যে উত্তম গণনা।
উত্তম কায়স্থ ব্যাখ্যা করে সর্ব্বজনা॥
পারস্য বাঙ্গালা শাস্ত্র-ব্যাকরণ আদি।
আরবী পারসী হিন্দী বিদ্যা নানাবিধি॥
যতেক মহিমা তাঁর লিখা নাহি যায়।
দেবতুল্য বাক্য হইল কায়স্থ-সভায়॥
বার ঘর কায়স্থ তেঁহ সংগ্রহ করিয়া।
উত্তমের তুল্য পদ দিলা বাড়াইয়া॥
সর্ব্বার্থে উত্তম বটে উত্তম কুলক্রিয়া।”

দেবীদাসের সময় সামাজিক দলাদলী বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার কয়েক পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই সমাজের কতিপয় ব্যক্তি যবন-রাজসংসারে বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিপত্তি হইতেই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিস্তার হইয়া পড়ে। এ দেশের লোকের রাজশক্তি হস্তচ্যুত হওয়ার পর, সামাজিক বিষয় এক মাত্র “ভড়ন পাড়ন” ছিল। এ জন্য এ দেশের লোক সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কারণে কোন সমাজই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ লাভ করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, দেবীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপরাম রায় পিতার অমতে বিবাহ করিয়াছিলেন। এ জন্য গ্রামে পিতৃপক্ষ ও পুত্রপক্ষ দুই দল হইয়াছিল। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে ভৃগুর অন্যতম পুত্র শিবনন্দীর বংশীয় জনৈক ব্যক্তি দিল্লী-রাজধানীতে বিষয়কর্ম্ম করিয়া পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ-কন্যার পাণি-পীড়ন করায়, গ্রামে প্রবল ও দুর্ব্বল দুইটী দলে যথেষ্ট দলাদলী চলিয়াছিল। এই-রূপ দলাদলী অন্যান্য স্থানের সমাজেও ছিল না, এমত নহে। এই প্রকার দলা-দলীতে দেবীদাস খাঁ চিন্তিত হইয়াছিলেন ও সমাজের পক্ষে যে উহা অনিষ্টদায়ক, তাহাও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি স্বীয় সমাজের মধ্যে ও কায়স্থ-সমাজ মধ্যে শান্তি-সংস্থাপনের ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি স্বীয় সমাজের তাৎকালীন্তন অবস্থাদিও বিলক্ষণরূপ আলোচনা করেন।

বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজে তৎকালে বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনের পথ অনেকটা সংকীর্ণ হইয়াছিল। যে কয়েক ঘর লইয়া সমাজের অস্তিত্ব, তাহার সংখ্যা কতিপয় কম ছিল। সমাজে তৎকালে যে প্রকার কঠিন প্রণালী অবলম্বিত হইত, তদ্দৃষ্টে বংশবৃদ্ধির সহিত আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত না হইয়া সংকীর্ণই হইতেছিল। এখন দেখা যায়, যে সমাজের মধ্যে কোন ব্যক্তি আদান-প্রদানের ত্রুটিবশতঃ সমাজের নিকট নিন্দিত হইলেও তাহাকে সমাজ হইতে এককালে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু দেবীদাসের সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্ব সময়ে সমাজের এ অবস্থা ছিল না। তৎকালে কোন ব্যক্তি সমাজবদ্ধ ও আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ ঘরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে, তাহাকে একঘরিয়া হইতে হইত অথবা সমাজ হইতে তাহার নাম কাটা পড়িত। যিনি কোন কারণে সমাজবদ্ধ ঘর পরিত্যাগপূর্ব্বক আদান প্রদান করিতেন, তাঁহার সহিত সমাজবদ্ধ ঘরের কেহ আহার ব্যবহার বা আদান প্রদান না করে, তজ্জন্য সামাজিকগণ বিশেষরূপ যত্ন করিতেন। তাঁহাদিগের এইরূপ যত্ন সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা যে বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই প্রকার উদ্যম অবলম্বন করিতেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সমাজের ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্যহেতু বিদ্বেষের ভাব অতি প্রবল হইয়া পড়িত। কেবলমাত্র সামাজিকতার পথে বৈরনির্যাতনের অভিলাষ হইত এমন নহে। রাজনৈতিক পথও পরস্পরের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হইত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনী উহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল।

সমাজের ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়াই দেবীদাসের ন্যায় বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমাজ-সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার কায়স্থজাতি বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রাধান্যহেতু তৎকালে সকলেই সমাজ-সমন্বয়ের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু তৎকালে সমস্ত সমাজেই "নানা মুনির নানা মত" সৃষ্টি হইয়াছে। সেই প্রকারের নানা মত রাজশক্তির দ্বারাও সহজে ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এমত বোধ হয় না। এই সকল কারণে অন্য সমাজের কথা দূরে থাকুক, স্বকীয় সমাজের একটা সার্ব্বজনীন সমন্বয় করাই তাঁহার পক্ষে অনেকাংশে অতি কষ্টকর হইয়াছিল।

দেবীদাসের এই সমাজসমন্বয়-স্পৃহার মূলেও কেহ কেহ স্বার্থপরতা দোষ আরোপ করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বার্থপরতার কথা এই, যে তিনি যৎকালে রাজসরকারে প্রধান কর্ম্মচারী, সে সময় চৌয়ার সিংহবংশীয় জনৈক ব্যক্তি রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন। রাজকার্য্য বশতঃ উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সিংহের একদা দেবীদাসের ভবনে আতিথ্য স্বীকারপূর্ব্বক খাঁ মহাশয়ের পুত্রটী সন্দর্শন করায় তাহার সহিত সিংহের নিজ কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে সমধিক প্রীতি ও সদ্ভাব থাকায় সিংহ স্বীয় কন্যার সহিত খাঁ মহাশয়ের পুত্রটীর পরিণয় প্রস্তাব করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এ সময় বারেন্দ্রসমাজে বিলক্ষণ দলাদলী বিদ্যমান ছিল। স্বীয় পুত্রের এই প্রকারের সম্বন্ধস্থাপনে সামাজিক ব্যক্তিগণের দলাদলী কোন প্রকার কারণ হইতে পারে না; তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। অধিকাংশ সামাজিক ব্যক্তির অভিমতেই তিনি এই সম্বন্ধ স্থির করেন। দেবীদাসের বিদ্যা-বুদ্ধি, বিনয়, শিষ্টাচার ও উচ্চ রাজপদ-গৌরব জন্যই সামাজিকগণের সম্মতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে শত্রু কেহ কেহ ছিলেন না, এমত নহে।

এই রূপ বিবাহ-ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতিগণের সম্মতি আবশ্যক। জ্ঞাতি-কুটম্বগণ বিবাহব্যাপারে সমাগত হইলে, গৌরব বৃদ্ধি হইয়া সামাজিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সিংহ দেবীদাসের ন্যায় স্বকীয় সমাজে বিশেষতঃ জ্ঞাতিগণের

অনেকাংশকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রতীয়মান হয়। সিংহের সহিত উত্তররাঢ়ীয় বারঘর লোক এই সমস্তায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এ সময়ে বর ও কন্যা-পক্ষ মধ্যে কুলবিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বর বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধ বা প্রধান ঘর। কন্যার পিতা উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলীন এবং প্রধান। এজন্য কন্যাপক্ষ হইতে প্রস্তাব হয় যে, তাঁহাদিগকেও বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধশ্রেণীতে পরিগণিত করা হউক। বারেন্দ্র-সমাজ হইতে এ বিষয়ের গুরুতর প্রতিবাদ হয়। কারণ ব্যাসসিংহের বংশ পূর্ব্বেই বারেন্দ্র-সমাজের সাধ্য-ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চৌয়ার সিংহকে সিদ্ধপদপ্রদানে ব্যাসসিংহের বংশীয় ব্যক্তিগণেরও আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক কলহের পরও ব্যাসসিংহের বংশীয়গণের ও চৌয়ার সিংহ-বংশীয়গণের আদানপ্রদানের দোষাদোষ বিবেচনা করিয়া চৌয়ার সিংহগণ অন্যান্য সিংহ হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধান্তে সমাজস্থিত ব্যাসসিংহবংশীয় ব্যক্তিগণও বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধ-শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাঁহাদিগকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপ সামঞ্জস্যের কথা এই যে, চৌয়ার সিংহগণ "সিদ্ধত্ব" পদলাভ করিতে না পারিলেও তাঁহারা "সাধ্য" ঘর সিংহের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন বলিয়াই পরিগণিত হইলেন। অন্যান্য সিংহ-ঘর এই সময় হইতেই কষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে ঠাকুরে লিখিত আছে ?—

"দেবে নিধি হৈল, মহিমা বাড়িল,
চৌয়ার সিংহের নাম॥
চাকি নন্দী দাসে, প্রধান সমাজে,
নিরাবিল কার্য্য যত।
প্রধান উদ্ভব, করণ গৌরব,
চলিল উত্তম মত॥
দেবীদাস-সুতে, মহিমা পুরেতে,
প্রধান করণ কৈল।
সেই সে কারণে, বারেন্দ্র প্রধানে,
পরম যতন পাইল॥

সমাজের ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়াই দেবীদাসের ন্যায় বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমাজ-সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার কায়স্থজাতি বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রাধান্যহেতু তৎকালে সকলেই সমাজ-সমন্বয়ের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু তৎকালে সমস্ত সমাজেই "নানা মুনির নানা মত" সৃষ্টি হইয়াছে। সেই প্রকারের নানা মত রাজশক্তির দ্বারাও সহজে ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এমত বোধ হয় না। এই সকল কারণে অন্য সমাজের কথা দূরে থাকুক, স্বকীয় সমাজের একটা সার্ব্বজনীন সমন্বয় করাই তাঁহার পক্ষে অনেকাংশে অতি কষ্টকর হইয়াছিল।

দেবীদাসের এই সমাজসমন্বয়-স্পৃহার মূলেও কেহ কেহ স্বার্থপরতা দোষ আরোপ করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহার স্বার্থপরতার কথা এই, যে তিনি যৎকালে রাজসরকারে প্রধান কর্ম্মচারী, সে সময় চোঁয়ার সিংহবংশীয় জনৈক ব্যক্তি রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন। রাজকার্য্য-বশতঃ উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সিংহজ একদা দেবীদাসের ভবনে আতিথ্য স্বীকারপূর্ব্বক খাঁ মহাশয়ের পুত্রটী সন্দর্শন করায় তাহার সহিত সিংহের নিজ কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে সমধিক প্রীতি ও সদ্ভাব থাকায় সিংহ স্বীয় কন্যার সহিত খাঁ মহাশয়ের পুত্রটীর পরিণয় প্রস্তাব করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এ সময় বারেন্দ্রসমাজে বিলক্ষণ দলাদলী বিদ্যমান ছিল। স্বীয় পুত্রের এই প্রকারের সম্বন্ধস্থাপনে সামাজিক ব্যক্তিগণের দলাদলীর কোন প্রকার কারণ হইতে পারে না; তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেও তিনি সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। অধিকাংশ সামাজিক ব্যক্তির অভিমতেই তিনি এই সম্বন্ধ স্থির করেন। দেবীদাসের বিদ্যা-বুদ্ধি, বিনয়, শিষ্টাচার ও উচ্চ রাজপদ-গৌরব জন্যই সামাজিকগণের সম্মতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে শত্রু কেহ কেহ ছিলেন না, এমত নহে।

এই রূপ বিবাহ-ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতিগণের সম্মতি আবশ্যক; জ্ঞাতি-কুটম্বগণ বিবাহব্যাপারে সমাগত হইলে, গৌরব বৃদ্ধি হইয়া সামাজিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সিংহ দেবীদাসের ন্যায় স্বকীয় সমাজে বিশেষতঃ জ্ঞাতিগণের

মতকাংশকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রতীয়মান হয়। বিশেষ সহিত উত্তররাঢ়ীয় বারঘর লোক এই সমস্যায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এ সময়ে বর ও কন্যা-পক্ষ মধ্যে কুলবিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বর বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধ বা প্রধান ঘর। কন্যার পিতা উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলীন এবং প্রধান। এজন্য কন্যাপক্ষ হইতে প্রস্তাব হয় যে, তাঁহাদিগকেও বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধশ্রেণীতে পরিগণিত করা হউক। বারেন্দ্র-সমাজ হইতে এ বিষয়ের প্রবল প্রতিবাদ হয়। কারণ ব্যাসসিংহের বংশ পূর্ব্বেই বারেন্দ্র-সমাজের সাধ্য-ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চোঁয়ার সিংহকে সিদ্ধপদপ্রদানে ব্যাসসিংহের বংশীয় ব্যক্তিগণেরও আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক কলহের পরও ব্যাসসিংহের বংশীয়গণের ও চোঁয়ার সিংহ-বংশীয়গণের আদানপ্রদানের দোষাদোষ বিবেচনা করিয়া চোঁয়ার সিংহগণ অন্যান্য সিংহ হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধান্তে সমাজস্থিত ব্যাসসিংহবংশীয় ব্যক্তিগণও বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র-সমাজের সিদ্ধ-বংশীয় ব্যক্তিগণ যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাঁহাদিগকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপ সামঞ্জস্যের কথা এই যে, চোঁয়ার সিংহগণ "সিদ্ধত্ব" পদলাভ করিতে না পারিলেও তাঁহার "সাধ্য" ঘর সিংহের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন বলিয়াই পরিগণিত হইলেন। অন্যান্য সিংহ-ঘর এই সময় হইতেই কষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে নফরে লিখিত আছে?—

"দৈবে নিধি হৈল, মহিমা বাড়িল,
চোঁয়ার সিংহের নাম॥
চাকি নন্দী দাসে, প্রধান সমাজে,
নিরাবিল কার্য্য যত।
প্রধান উদ্ভব, করণ গৌরব,
চলিল উত্তম মত॥
দেবীদাস-সুতে, মহিমা পুরেতে,
প্রধান করণ কৈল।
সেই সে কারণে, বারেন্দ্র প্রধানে,
পরম যতন পাইল॥

মহিমা পুরের, মহিমা গুণের,
পরশ পাথর প্রায়।
লোহা তামা কাঁসা, যাহাকে পরশে,
সকলি কাঞ্চন হয়॥
সব সিংহ কষ্ট, চৌধুরী হইল শ্রেষ্ঠ,
করণ গৌরব করি।”

দেবীদাসের একমাত্র পুত্র রাঘবরাম অতি সুপুরুষ ছিলেন। কার্ত্তিকের সদৃশ কান্তি ছিল বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে দেবীপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সিংহ-বংশীয়েরা বলেন যে, কার্ত্তিকের সদৃশ বর সন্দর্শন করিয়াই তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বারেন্দ্র-সমাজের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বরের সৌন্দর্য্য ও তাহার পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও উচ্চপদ দৃষ্টে কন্যার পিতা বিমোহিত হইতে পারেন। কিন্তু কন্যার পিতার কতিপয় জ্ঞাতি যোগদান করিবেন কেন? ফলতঃ এই প্রকারে বিভিন্ন সমাজের সহিত সম্বন্ধস্থাপন দ্বারা অবশ্যই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। তবে সমাজান্তরে প্রবেশ করিতে হইলে মর্য্যাদার লাঘব হয় বটে।

জগদানন্দ রায়ের পুত্রগণ মধ্যে রূপরাম রায়ের বংশে রূপরাম হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন নবম ও দশম পর্য্যায়, রমাকান্ত হইতে অধস্তন ১০ এবং ১১ পর্য্যায়—এবং দেবীদাসের বংশে দেবীদাস হইতে অধস্তন ১১শ পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয়। জ্যেষ্ঠ রূপরায়ের বংশে পর্য্যায় বৃদ্ধি হওয়া সঙ্গত ছিল, বেশী বয়সে পুত্রোৎপন্ন হইয়াই পর্য্যায়-ন্যূন হইবার অন্যতম প্রধান কারণ স্পষ্টতঃই দৃষ্ট হইতেছে।

প্রাচীন ব্যক্তিগণের মুখে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, যৎকালে শাহজাদা প্রথমে বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া ঢাকায় আগমন করেন, তৎকালে দেবীদাস তাঁহার প্রধান রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া খাঁ উপাধি লাভ করেন এবং ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে নীত হইলে তিনি সুবিধা বোধ করিয়া ভাগীরথী-তীরে মহিমাপুর নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। (১) এই শাহজাদাই সুলতান সূজা। ইনি ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন।

---

(১) রূপরাম রায়ের বংশধর পরলোকগত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয় গদ্য ঢাকুরগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, রূপরাম নবাব সায়েস্তা খাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর সময় ১৬৬২—১৬৭৯ খৃঃ অব্দ। বিদ্যাবিনোদের উক্তি যথার্থ বলিলে সূজার সময় দেবীদাস থাকা অসম্ভব হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় আছে।

দেবীদাসের বংশীয় জনৈক ব্যক্তির নিকট পারস্য ভাষায় লিখিত কতকগুলি কাগজ পাওয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত কাগজপত্র এখনও অনুবাদ করিবার সুবিধা না হওয়া তাঁহার সময় ও অন্যান্য বিষয় পরে সম্যক্ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার,

সংস্কার-রহস্য (*)।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পক্ষান্তরে পূজ্যপাদ ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন,—কেবল কৃচ্ছ্রাদি-রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই যে পাপ প্রনষ্ট হয়, এমত নহে; পাপী যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হইলে, পাপ করিয়া সাধারণে

কায়স্থপত্রিকার প্রথমভাগ ২৫৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়—দেবীদাসকে মুর্শীদকুলীর সময়ে প্রধান সচিব থাকার কথা লিখিয়াছেন। দেবীদাস প্রধান রাজস্ব-সচিব থাকার পর দেওয়ান হইয়াছিলেন, সে কথা ঠিক। কিন্তু তিনি মুর্শীদকুলীর সমসাময়িক নহেন। মুর্শীদকুলীর পূর্ব্বে দেবীদাস তাহার একটী প্রমাণ এই যে, দেবীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাকান্ত রায়ের পুত্র রতিবল্লভ, রতিবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রসিক রায়, রসিকরায়ের পুত্র বাসুদেব রায়। শ্রী বাসুদেব রায় তাড়াশের বলরাম রায়ের ভ্রাতা হরিরাম রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত বলরাম রায় সুবাদার আজিম ওস্মান ও মুর্শীদকুলীর সময়ে যে ছিলেন, তাহা কপিলেশ্বরের মন্দিরের শ্লোকাদির দ্বারা ‘কালাগ্নিতর্কেন্দুমিতে শকাব্দে” প্রমাণ হইতেছে দেবীদাসের প্রপৌত্র পোতাজিয়ার গোবিন্দ রায় যে সময়ে দেওয়ান ছিলেন, তৎকালেও ঢাকায় রাজধানী ছিল। উক্তরূপ প্রমাণ যথেষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে।

(*) বর্ত্তমান প্রবন্ধটী যেরূপ ভাবে লিখিতে ইচ্ছা ছিল, পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এবং দুই এক জন বন্ধুর উপদেশে তাহা না লিখিয়া, সংক্ষেপে উপসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি,—স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধটী প্রকাশ করিব। প্র, লে।

তাহা প্রকাশ করিলে, দান করিলে এবং শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিলেও পাপরাশি ক্ষয় হইয়া থাকে (১)। অপিচ,—

"কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্।"

(নারসিংহপুরাণ)

পদ্ম যেমন জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, সেইরূপ যিনি আমাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তাঁহাকে আমি নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে, যিনি স্বপ্নেও গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, মহাঘোর যমমার্গ, নরক ও যমরাজকে তিনি দর্শন করেন না (২)। অপিচ,—

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুচিন্তনাৎ॥"

(বৈশম্পায়নসংহিতা)

যিনি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত এবং সর্ব্ববিধ পাপে আসক্ত, তিনিও বিষ্ণুর নাম-স্মরণে নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। অপিচ, যাহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও শ্রীহরির নাম স্মরণ করিলে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৩); অপিচ,—

"যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুম্।
তেষাং নশ্যতি তৎপাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥"

(কূর্ম্মপুরাণ)

কলিকালে যাহারা আমাকে প্রভু ভাবিয়া একবারমাত্রও স্মরণ করে, তাহা

(১) "অপুনঃকরণাৎ ত্যাগাৎ খ্যাপনাদনুচিন্তনাৎ।
ব্যপৈতি মহদপ্যেনঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্ন কেবলম্॥" (ভবিষ্যপুরাণ)

(২) "যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংশ্চ যমং তথা।
স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদ্ যঃ স্মরেৎ গরুড়ধ্বজম্॥" (পদ্মপুরাণ)

(৩) "সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নামানুস্মরণং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।" (নারদীয়পুরাণ)

সেই সকল ব্যক্তির কলিকলুষ অচিরেই বিনষ্ট হয়। অধিক কি, কর্ম্ম মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে সমস্ত পাপ সঞ্চিত হয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্মরণে সমস্ত নিঃশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৪)। অপিচ,—

"প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপরাশি ক্ষয় হয় এবং অন্তে ভগবান্ নারায়ণের পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। অতএব হে মুনে! তৎজন্য সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায় এবং দেহাবসানে নরকে যাইতে হয় না (৫)। এমন কি—

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ।"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

অনিচ্ছাসত্ত্বে দৈবাৎ অগ্নি স্পৃষ্ট হইলে, তাহা যেমন দগ্ধ করিয়া থাকে; সেইরূপ দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইলেও শ্রীহরি তাহাদের পাপরাশি হরণ করিয়া থাকেন। অপিচ ভগবানের নাম একবার মাত্র স্মরণেও উগ্র নরকপ্রদ কলিকল্মষ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় (৬) ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। অপিচ,—

"পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দনামমেঘৌঘৈর্নশ্যতি নীরবিন্দুভিঃ॥"

(গরুড়পুরাণ)

(৪) "কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ।
সোঽপ্যশেষক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

(৫) "তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংক্ষীণাখিলপাতকম্॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

(৬) "কলিকল্মষমত্যুগ্রনরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্।
প্রযাতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃৎ কৃষ্ণানুসংস্মৃতেঃ।" (বিষ্ণুপুরাণ)

হে মানবগণ! প্রদীপ্ত পাপরূপ অনল দেখিয়া তোমরা ভীত হইও না; যে হেতু জলদের জলবিন্দুপাতে অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ গোবিন্দ-জলধরের জলবিন্দুস্পর্শে পাপাগ্নি সম্যক্ প্রকারেই প্রশমিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যখন স্বপ্নেও আদিপুরুষ ভগবানের নাম স্মরণপথে উদিত হইলে, সঞ্চিত কলুষরাশি বিনষ্ট হয়, তখন যত্নপূর্ব্বক সেই আদিপুরুষ জনার্দ্দনের নাম স্মরণ করিলে যে, পাপরাশি বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি! (৭) অপিচ,—

"যথাগ্নিপ্রসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ॥"

(পদ্মপুরাণ)

অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া, কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ ভগবানে ভক্তি জন্মিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। অধিক কি, সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন চক্রপাণি দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের যে নাম তোমার অভিপ্রেত, তাহা সর্ব্বপ্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ ভগবানের নাম স্মরণ করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে (৮)। অপিচ শাস্ত্রে আছে,—

"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥"

(কাত্যায়নসংহিতা)

যে ব্যক্তি হরিনাম-স্মরণাদি বিষয়ে স্তুতিবাদমাত্র বলিয়াই মনে করে, সে পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। অপিচ, যাহারা নাম মাহাত্ম্যবাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবাক্য অর্থবাদ-স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাদের নরকক্ষয়

(৭) "স্বপ্নেঽপি নাম স্মৃতিরাদিপুংসঃ
ক্ষয়ং করোত্যাহিতপাপরাশেঃ।
প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদিপুংসঃ
প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য।" (হরিভক্তিবিলাসধৃতবচন)

(৮) সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

আর অবসান নাই (৯)। অতএব স্মার্ত্ত-কুল-গৌরব পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন,—

"এভির্ব্বচনৈঃ খ্যাপনানুতাপাধ্যয়ন-প্রাণায়ামধ্যানহোম-নারায়ণ-স্মরণকীর্ত্তনস্নানাদীনাং পাপশোধকত্বমুক্তমিতি।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

খ্যাপন, অনুতাপ, কৃচ্ছ্রাদিব্রতাচরণ, বেদসংহিতাদি পাঠ, প্রাণায়াম, ধ্যান, হোম, নারায়ণস্মরণ ও কীর্ত্তন এবং তীর্থস্নানাদি বৈধকার্য্য পাপনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং হরিনামস্মরণ যে, কৃচ্ছ্রাদি তপস্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পবিত্রতাসম্পাদক, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন দেখা যাউক, কিরূপ পাপ হরিস্মরণে বিনষ্ট হয়। শাস্ত্রে আছে,—

"মহাপাতকসংযুক্তো যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
স বৈ বিমুচ্যতে সদ্যো যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ।"

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

মহাপাতকসংযুক্তই হউক অথবা সর্ব্বপাতকযুক্তই হউক, যাঁহার মন শ্রীহরির পাদপদ্মে আসক্ত, তিনি সদ্যই পাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অপিচ অশীতি রক্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী, রাজা, পিতা ও গোহত্যাকারী এবং অন্যান্য সমস্ত পাতকীর পক্ষে হরিস্মরণই পাপবিনাশের অমোঘ ঔষধ (১০)। অধিক কি, শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যে স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।

(৯) শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ।" (জৈমিনিসংহিতা)

(১০) স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত)

রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু।
বাতোঽপ্যতো হরের্নাম্ন উগ্রাণামপি দুঃসহঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ।”

(স্কন্দপুরাণ)

দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থ-যাত্রা, দেবতা ও সাধুসেবা এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অধ্যাত্মবস্তু লাভে যে পাপপ্রণাশিনী মঙ্গলময়ী শক্তি বিদ্যমান আছে, ভগবান্ হরি তৎসমস্ত আকর্ষণকরতঃ স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। সূর্য্য যেরূপ তমোরাশি বিনাশ করে, তদ্বৎ ভগবানের নামরূপ বায়ু সামান্য পাপ হইতে মহাপাপ পর্য্যন্ত সমস্ত পাপ বিদূরিত করিয়া থাকে। অপিচ পাপধ্বংসপক্ষে হরিনাম স্মরণই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়, শাস্ত্রকারগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

“পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্‌যথা।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ।
পাপে গুরূণি গুরূণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্।
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈবং হরিসংস্মরণং পরম্।”

(বিষ্ণুপুরাণ)

বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক যে পাপের অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত মহর্ষিগণ তাহা তাহা স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। দ্বাদশবার্ষিক প্রভৃতি তপস্যাত্মক এবং দান, হোম ও জাপাদি রূপ কর্ম্মাত্মক যে অশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত

হেতু পাপ করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদি মহর্ষিগণ-প্রোক্ত কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। অপর পক্ষে অনুতাপ না হইলেও যখন হরিস্মরণে অশেষ কলুষরাশি বিনষ্ট হয়; তখন ইহা যে পাপবিনাশপক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পক্ষান্তরে কর্ত্তার প্রমাদবশতঃ নিশ্চয়ই ব্রাত্যস্তোম প্রভৃতি যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না। কাজেই উহা আশানুরূপ ফলপ্রদানে অসমর্থ। বলা বাহুল্য, তজ্জন্যই স্মার্ত্তগণ কর্ম্মান্তে বিষ্ণুস্মরণের উপদেশ করিয়াছেন (১১)। উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা যজ্ঞাদিক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও কর্ত্তা অভীষ্টলাভের সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন। তবেই কথা হইতেছে, যখন যজ্ঞ করিলেও কর্ম্মান্তে হরিস্মরণ ভিন্ন ঈপ্সিত ফললাভের আশা নাই, তখন হরিস্মরণই যে, নিঃশেষে পাপক্ষয়পক্ষে প্রশস্ত উপায়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। অপিচ, ইহা কেবল পাপোন্মূলকই নহে; পরম পরিশোধকও বটে। যথা,—

“অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।”

(গরুড়পুরাণ)

অপবিত্রই হউক, অথবা পবিত্রই হউক কিংবা যে কোন অবস্থাতেই থাকুক পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলে বাহ্য অর্থাৎ শরীর সম্পর্কে এবং অভ্যন্তর অর্থাৎ মানসিক বিষয়ে পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। অপিচ, মহাপাতকীও যদি দিবানিশি হরিনাম স্মরণ করে, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে পরিশুদ্ধ হইয়া, তিনি পংক্তিপাবনস্বরূপ হন, (১২)।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মহত্যাকারীও হরিস্মরণে পাপমুক্ত হয়। ভগবান্ মনুর মতে “ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।” ব্রহ্মহন্তার পক্ষে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। সুতরাং দ্বাদশবার্ষিক

(১১) “প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥”

(১২) মহাপাতকযুক্তোঽপি সংস্মরন্নিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা ভবতে পংক্তিপাবনঃ।” (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

ব্রতনাশ্য পাপমাত্রই যে, হরিস্মরণে বিনষ্ট হইতে পারে, এ কথা অনুমানের অযোগ্য নহে। বলা বাহুল্য, ব্রাত্যতা-পাশ অপরিহার্য্য নহে। পূজ্যপাদ মহর্ষি আপস্তম্ব বাক্যাতীত পুরুষ পতিত-সাবিত্রীকের পাপবিনাশ জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাত্মক প্রায়শ্চিত্তেরই বিধান করিয়াছেন। সুতরাং হরিস্মরণে যে, পুরুষপরম্পরাগত ব্রাত্যতা অপনীত হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বরং উপস্থিত ক্ষেত্রে পূর্ব্বাচার্য্যগণ এবম্প্রকার ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে তদুল্লেখে বিরত থাকিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

পুরাণে কায়স্থ।

কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপুরাণে নানা মত আছে। চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে চতুর্ব্বিধ মত লক্ষিত হয়। কাহার মতে, ব্রহ্মার সর্ব্বশরীর হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি। মতান্তরে, মিত্র নামক কায়স্থ হইতে চিত্রগুপ্তের জন্ম হয়। কোন মতে, ব্রহ্মা হইতে ধর্ম্মরাজের সহিত চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি এবং অন্য মতে, সমুদ্র-মন্থন সময়ে লক্ষ্মীর সহিত চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদব্যাসই যদি সমস্ত পুরাণের লেখক হন, তবে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে লক্ষিত হইবার কারণ কি, এরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে। আমাদের মতে, সকল পুরাণের সৃষ্টি-কর্ত্তা যে বেদব্যাস তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মুনিগণ পুরাণ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সকল পুরাণেই বেদব্যাসের নাম দেওয়া হইয়াছে, এই নিমিত্ত মতের পার্থক্য। স্থূলভাবে দেখিলে যদিও ভিন্ন ভিন্ন মত-পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে পরস্পর সকলের মধ্যেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রতিপন্ন করাই এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ পুরাণ কি, তাহা দেখা আবশ্যক। সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে

পুরাণকে বেদের ভাষ্য বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। বেদের ন্যায় পুরাণও লোকের অধিকারভেদে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন ভাগে বিভক্ত। বেদ অতি দুরূহ ও সাধারণ লোকের দুর্ব্বোধ্য বলিয়া ঋষিগণ বেদোক্ত বিষয়গুলি রূপকালঙ্কারে ও নানাকৌশলে পুরাণে বিবৃত করিয়াছেন। সেই জন্য পুরাণ পঞ্চম বেদ নামে শাস্ত্রে উক্ত হয়। যথা—

ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।

(ভাগবত ৪র্থ অঃ ২০ শ্লোক)

সাধারণ লোকে পুরাণের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়া হতাদর প্রকাশ করিয়া থাকে। পুরাণের রূপক-বর্ণনার মধ্যে গভীর অর্থসমূহ নিহিত আছে। যাঁহারা উহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা কেবল বর্ণনাকেই প্রকৃত মনে করিয়া নিতান্ত অযৌক্তিক অর্থ করিয়া থাকেন। যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন না, মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন. যথা—

যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা॥
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩০৭ অধ্যায়)

অর্থাৎ, যিনি বেদ ও শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারেন, কিন্তু তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা। যিনি গ্রন্থের অর্থাভিপ্রায় বুঝিতে না পারেন, তিনি গ্রন্থের ভার বহন করেন মাত্র। যিনি গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে পারেন, তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা নহে।

মহর্ষি ব্যাস এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু মহাত্মা সুশ্রুত আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন যে—

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি॥

(সুশ্রুত)

যেমন গর্দ্দভ চন্দনের ভার বহন করে, কিন্তু চন্দনের সৌগন্ধ গুণাদি অনুভব করিতে পারে না, তেমনই মূঢ় বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া শাস্ত্র বহন করে মাত্র। সুতরাং পুরাণান্তর্গত রূপকসমূহের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আপন ইচ্ছামত অযৌক্তিক অর্থ করা কখনই উচিৎ নহে।

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটী বিষয় মহাপুরাণে এবং সর্গ, বিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটী বিষয় উপপুরাণে লিখিত আছে। যথা—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধমুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥

(ভাগবত ২য় স্কন্ধ)

এই সকল লক্ষণের মধ্যে বিসর্গের সহিতই এই প্রবন্ধের সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে বিসর্গ কাহাকে বলে, তাহাই দেখা আবশ্যক। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক স্থূল জগতের উৎপত্তিই বিসর্গ নামে অভিহিত। পুরাণে কথিত আছে যে, ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক স্থূল জগতের সৃষ্টি করেন। এক্ষণে কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণের কিরূপ মত, দেখা যাউক।

পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণই আদি, তন্মধ্যে পদ্মপুরাণে কায়স্থের উৎপত্তির বিষয় লিখিত আছে, সুতরাং উক্ত পুরাণের মত অবশ্যই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মপুরাণই আদি, কিন্তু পদ্মপুরাণের লিখিতানুসারে পদ্মপুরাণই আদি। যথা—

"আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রহ্মমুচ্যতে।"

(শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ)

"তত্র পদ্মপুরাণঞ্চ প্রথমং ন প্রণীতবান্।"

(তথা পদ্মপুরাণ)

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, বায়ুপুরাণ ৬০০ শত খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের অনুমানমাত্র। পদ্মপুরাণ যখন আদি বলিয়া

প্রমাণিত, তখন বায়ুপুরাণ খৃষ্টের ৬০০ শত শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকিলে ইহা বড়ই প্রতীয়মান হইবে যে, পদ্মপুরাণের বহু পরে বায়ুপুরাণ রচিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে কায়স্থ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। যথা—

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড)

ধ্যানময় ব্রহ্মার দেহ হইতে মানস প্রজাগণ উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার কায়-সম্ভূত কায়স্থ ও করণদিগের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ উদ্ভূত হইলেন। কায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া কায়স্থ-আখ্যা হইয়াছে। পুরুষের যেরূপ মুখ, বাহু, উরু ও চরণ এই চারিটী অঙ্গ লইয়া সমস্ত শরীর গঠিত হয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সেইরূপ বর্ণ-চতুষ্টয়ও প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মার অঙ্গসমূহ বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তকরূপ; অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি তাঁহাদের মুখের কার্য্য, ক্ষত্রিয় বাহুস্বরূপ অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহাদি তাঁহাদের বাহুর কার্য্য, বৈশ্যগণ উরু স্বরূপ অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্যাদি তাঁহাদের কার্য্য এবং শূদ্র পদস্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের সেবাই শূদ্রের কার্য্য। এই চারিবর্ণ লইয়া প্রকৃতি-পুরুষরূপ ব্রহ্মার কল্পনা হইয়াছে। কায়স্থ এই চারিবর্ণের কোন এক বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া কায়স্থকে ব্রহ্মার শরীরোৎপন্ন বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার শরীরের কোন্ স্থান হইতে অর্থাৎ কোন্ বর্ণ হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক। সমাজের ক্রমোন্নতি অনুসারে বর্ণবিভাগ নির্দ্দারিত হইয়াছে। লেখকের প্রয়োজন হওয়ায় কোন এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করায় তাঁহার কায়স্থ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে এই ব্যক্তির নাম কি ও তিনি কোন্ বর্ণান্তর্গত, তাহাই দেখা আবশ্যক।

চিত্রগুপ্তই যে কায়স্থের আদিপুরুষ, তাহা সর্ব্বসম্মত, তবে তিনি কোন্ বর্ণজাত ও কি কারণে চিত্রগুপ্ত হইলেন, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাউক। পুরাণের কোন কোন প্রমাণে চিত্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সর্ব্ব-সম্মত নহে বলিয়া তাহার কোন উল্লেখ করা হইল না। গরুড়পুরাণে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা পালিতং তদা।
রুদ্রঃ সংহারমূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ॥
বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥"

(প্রেতকল্প ৭ম অঃ)

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বজগৎ যখন অনন্ত সাগররূপে একীভূত ছিল, তখন পিতামহ ব্রহ্মা ক্ষীরসাগর-সুষুপ্ত বিষ্ণুর নাভিতে অবস্থিত থাকিয়া তপস্যাপূর্ব্বক জগৎকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলে বিষ্ণু তাহা পালন করেন, তৎপরে রুদ্র সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন এবং সর্ব্বব্যাপী বায়ুর সৃষ্টি করিয়া পরে তেজোময় সূর্য্যের ও চিত্রগুপ্ত সহ ধর্ম্মরাজের সৃষ্টি করেন। এই প্রমাণে দেখা যায় যে, পদ্মযোনি ধর্ম্মরাজের সহিত একত্র চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রমাণ পাঠ করিলে আপাততঃ অন্যান্য প্রমাণের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, বলিয়া জানা যায়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চিত্রগুপ্ত সৃষ্ট হইয়াছেন, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। ব্রহ্মাই যে প্রকৃতি-পুরুষ, তাহা পরে দেখান হইবে। আর ঐ প্রকৃতি-পুরুষ দ্বারাই জগৎ সংসারই যে সৃষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, সুতরাং গরুড়পুরাণ-প্রণেতার ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি উল্লেখ, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের যে এক সময়ে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও এই প্রমাণে পাওয়া যায়। যমতর্পণে চতুর্দ্দশ জন যমের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

(ইতি স্মৃতি)

কেহ কেহ বলেন যে এই চতুর্দ্দশ যম পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির নাম, অপর কেহ কেহ বলেন এক ব্যক্তিরই পৃথক্ পৃথক্ নাম। শেষোক্ত মতটী অসঙ্গত

সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ যম পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি।

শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলিতেছে, তাহা দেখা যাউক।

"মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র! ভুবি ভারসমন্বিতাঃ।
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধ্যানবিশিষ্ট ব্রহ্মার শরীর হইতে এক শ্যামবর্ণ দিব্য পুরুষ লেখনী, ছেদনী ও মসীভাজনহস্তে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার ধ্যানকালে কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এ জন্য তোমার সংজ্ঞা কায়স্থ হইল। তুমি চিত্রগুপ্ত নামে জগতে খ্যাত হইবে। ধর্ম্মরাজপুরে তোমার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, তুমি ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন কর এবং ভূভারসমন্বিত প্রজা সৃষ্টি করিতে থাক।

এই প্রমাণে দেখা যায় যে, কায়স্থ ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই জন্যই কায়স্থ-আখ্যা এবং কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্মপালন করিবে, তাহাও এই প্রমাণে পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য কি, ইহাই এক্ষণে দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ ব্রহ্মা কে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। ব্রহ্মার একনাম পদ্মযোনি অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই জন্যই পদ্মযোনি আখ্যা। সেই মহাবিষ্ণুই বা কে এবং তাঁহার নাভিপদ্মই বা কি, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই মহাবিষ্ণু এবং তন্মধ্যবর্ত্তিনী বসুন্ধরাই নাভিপদ্ম। সূর্য্যসিদ্ধান্তে আছে যে, পৃথিবী সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তিনী এবং সূর্য্যাদি গ্রহ ও উপগ্রহগণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বেদান্তের মূল গ্রন্থের অনুদ্যোতক। নাভি যেরূপ শরীরের মধ্যবর্ত্তিনী; সেইরূপ পৃথিবীকেও

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুর এই নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত, এক্ষণে ব্রহ্মা কে, তাহাই দেখাইব। হরিবংশের প্রথম অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষই যে ব্রহ্মা, তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যথা—

"অব্যক্তং কারণং যত্তৎ নিত্যং সদসদাত্মকম্।"

অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রথমতঃ সদসদাত্মক সনাতন প্রধান পুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই পুরুষোত্তমের সাহায্যেই এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই প্রধান পুরুষই ব্রহ্মা নামে অভিহিত। তিনি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা এবং নারায়ণে ভক্তিমান্। এক্ষণে প্রকৃতিকে ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া তাহা হইতে চরাচরের সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি হইতে যে স্বাভাবিকরূপে মনুষ্য উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতেই চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি হওয়া বুঝা যায় এবং ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীস্থ এক ব্যক্তিকেই চিত্রগুপ্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত আখ্যা কেন দেওয়া হইল, এরূপ তর্ক যদি কেহ করেন তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, লেখা চিত্রবিদ্যার অন্তর্গত, সেই চিত্র অর্থাৎ লেখা, গুপ্ত অর্থাৎ রক্ষিত হয় যাহার কর্ত্তৃক তিনিই চিত্রগুপ্ত।

উপরে বলা হইয়াছে যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবে, এক্ষণে পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করি—যে সাবিত্রী-পরিত্যাগ, ত্রিশ দিন অশৌচ প্রতিপালন ও নামের পর দাস শব্দ ব্যবহার করা কি ক্ষত্রোচিত ধর্ম্ম? অবশ্য সকলে স্বীকার করিবেন যে তাহা নহে। উপনয়ন গ্রহণ, দ্বাদশাহ অশৌচপালন, এবং নামের পর রায় বা বর্ম্মন্ শব্দ ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম।

ভবিষ্যপুরাণে আর একটী মত আছে। যথা—

শ্রিয়া সহ সমুৎপন্নঃ সমুদ্রমথনোদ্ভবঃ।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো মমাদ্য বরদো ভব॥

সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত সমুদ্ভূত মহাবাহু চিত্রগুপ্ত অদ্য আমার বরদ হউন। এখানে আর একটী নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনেকের মনে উদয় হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ইহার নূতনত্ব তিরোহিত হয়। অত্র শ্লোকে রূপকভাবে আর্য্য-সমাজের চিত্র দেখান হইয়াছে। হরিবংশের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ স্বয়ম্ভূ প্রথমে জলের সৃষ্টি

করেন, সেই জলরাশির মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া কিছুদিন ভাসিতে থাকে, ক্রমে সেই বীজ হইতে একটী হিরণ্যবর্ণ অণ্ডের উৎপত্তি হয়, সেই অণ্ড হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি; এই কারণে পুরাণকর্ত্তা "জল" সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং জনসমাজও মূলতঃ জলরাশি হইতেই সমুদ্ভূত। এই কারণে জনসমাজ হইতে নির্ব্বাচিত চিত্রগুপ্ত সমুদ্রমন্থনে সম্ভূত হইলেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত চিত্রগুপ্তের উৎপত্তির সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে যাহা লিখিত আছে, তাহা রূপক মাত্র। আর্য্যসমাজ-প্রতিষ্ঠার সময় আর্য্য ও অনার্য্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছিল। আর্য্যেরাই দেবতা, অনার্য্যেরা অসুর। সমাজরক্ষার নিমিত্ত লিপিবিদ্যাবিশারদ ও পরম জ্ঞানী জনৈক ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়ায় আর্য্যদিগের বুদ্ধিরূপ মন্থন-দণ্ড ও অসুরগণের ধৈর্য্যরূপ মন্থনরজ্জু দ্বারা অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক চিত্রগুপ্তকে আবির্ভূত করেন। এখানে আর্য্যগণের বুদ্ধিবৃত্তিকে মন্দর পর্ব্বত ও অনার্য্যগণের ধৈর্য্যকে বাসুকি সর্প কল্পনা করা হইয়াছে। মন্দর পর্ব্বত স্থিরতায় বুদ্ধিবৃত্তির ও বাসুকি পৃথিবীধারণ জন্য ধৈর্য্যের (Emblematical) তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই কারণ বশতঃই সমুদ্রমন্থনে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি কল্পনা অমূলক নহে। চিত্রগুপ্তের বংশধরগণ মসীজীবিত্ব অর্থাৎ লেখনী চালনা দ্বারা অর্থাগম করিবেন। পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, লেখনীচালনা দ্বারা অর্থাগম করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। যথা—

"বিপ্রৈকলিপিকর্ত্তা চ ভক্ষ্যদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্ ভবেৎ॥"

এই নিয়মের বশে ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাবান্ হইয়াও অর্থাৎ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কৃপাপাত্র হইয়াও ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর কৃপালাভে সমর্থ হইতেন না, অর্থাৎ ধনবান্ হইতেন না। এই কারণেই লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে বিবাদের উপকথা রচিত হইয়াছিল। এক্ষণে লেখনীচালনা দ্বারা অর্থাগম হওয়ার পদ্ধতি হওয়ায় চিত্রগুপ্তের সহিত লক্ষ্মীর উৎপত্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

পুরাণে অনেক কথাই রূপকভাবে বর্ণিত থাকে, যথা—ভাগবতে আছে, বেণ রাজা অত্যন্ত পাপী ছিলেন, তিনি দেবরাজ্য বলপূর্ব্বক আক্রমণ করায় দেবব্রহ্ম

ব্রাহ্মণগণ বেণ রাজাকে বধ করিয়া তাহার উভয় হস্ত মর্দ্দনপূর্ব্বক অর্থাৎ তাহার উভয়পার্শ্বস্থ রাজ্য অন্বেষণ করিয়া মহামতি পৃথুরাজকে আর্চ্চ নাম্নী স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া বেণরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে আছে, বেণরাজের বাম উরু-মন্থন হইতে অর্থাৎ এক প্রদেশ হইতে নিষাদ নামক জাতির উৎপত্তি হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেণরাজের যে প্রজারা তাহার পাপকর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা নীচজাতি করিয়া নিষাদ নামে অভিহিত করেন ও বিন্ধ্যপর্ব্বতে বিতাড়িত করেন। উরুদেশ হইতে জন্ম হইবার তাৎপর্য্য এই যে, উরু যেমন শরীর উদরাদি ঊর্দ্ধভাগের আশ্রয় ও পোষণকারী, সেইরূপ প্রজাও রাজার আশ্রয়স্থল ও পোষণকারী, এই কারণে উরু হইতে নিষাদজাতির সৃষ্টি হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মনুর মতে নিষাদজাতির অস্তিত্ব পূর্ব্বেই ছিল, নিষাদজাতি নূতন সৃষ্ট হয় নাই, তবে বেণরাজের প্রজারা পূর্ব্ববর্ত্তী নিষাদ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন মাত্র।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারায় যতদূর অবগত হওয়া গেল, তাহাতে পৃথিবীস্থ কোন একব্যক্তি চিত্রগুপ্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই জানা যায়; কিন্তু তিনি কাহার পুত্র? তাহা জানা যায় না। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত কাহার পুত্র তাহাই দেখা যাউক। চিত্রগুপ্ত কাহার পুত্র, স্কন্দপুরাণে তাহার প্রমাণ আছে। যথা—

"মিত্রো নামা পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে ॥
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং হ্যয়ং যজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাননে।
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা ॥
আভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্।
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ ॥
অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ।
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বালাবেব স্থিতৌ ব্রতে ॥
প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তপঃ পরমমাস্থিতৌ।
প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥

পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ।
বসিষ্ঠকথিতশ্চৈব অষ্টষষ্টিসমন্বিতৈঃ ॥
এবং স্তুতবতস্তস্য চিত্রস্য বিমলাত্মনঃ।
তস্য তুষ্টঃ সহস্রাংশুঃ কালেন মহতা বিভুঃ।
অব্রবীদ্বৎস ভদ্রং তে বরং বরয় সুব্রত ॥
সোঽব্রবীদ্যদি মে তুষ্টো ভগবাংস্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ।
প্রৌঢ়ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু জায়তাং মা রুচিস্তথা ॥
তত্তথেতি প্রতিজ্ঞাতং সূর্য্যেণ বরবর্ণিনি।
ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ ॥
তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা চ পরয়া যুতঃ।
চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোঽয়ং ভবেদ্যদি ॥
ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিস্তু নিবৃত্তিশ্চ পরা ভবেৎ।
এবং চিন্তয়তস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভামিনি ॥
অগ্নিতীর্থগতশ্চিত্রস্নানার্থং লবণাম্ভসি।
স তত্র প্রবিশন্নেব নীতস্তু যমকিঙ্করৈঃ ॥
সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ।
স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ ॥"

(প্রভাসখণ্ড ১২৩ অধ্যায়)

"হে দেবি! পুরাকালে এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বভূতের প্রিয় ও হিতকর মিত্র নামে এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। ঋতুকালে গমন করিয়া তিনি পরমতেজস্বী "চিত্র" নামে একপুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহার রূপগুণশালিনী মিত্রা নামে একটী কন্যাও হইয়াছিল। এই পুত্র ও কন্যা দুইটী জন্মিবামাত্রই মিত্র পরলোকগমন করায় তাঁহার পত্নীও চিতাগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অসহায় শিশু পুত্র-কন্যা দুইটী ঋষিগণ কর্ত্তৃক মহারণ্যে প্রতিপালিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহারা বাল্যাবস্থাতেই ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিল এবং তথায় গিয়া মহাদেব ও সূর্য্য-মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া ধূপ, মাল্য ও অনুলেপন

দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তপস্যা করার কিছুদিন পরে ভগবান্ সূর্য্যদেব পরিতুষ্ট হইয়া চিত্রকে কহিলেন,—হে সুব্রত! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। চিত্র বলিল, হে ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতা ও স্পৃহা জন্মে। সূর্য্যদেব "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে বর দিলেন। পরে চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ চিত্রকে তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন জানিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে যদি এই মেধাবী আমার লেখক হয়, তবে আমার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া একদা স্নানান্তে লবণসমুদ্রপ্রবিষ্ট চিত্রকে অগ্নিতীর্থ হইতে স্বীয় অনুচরবর্গ দ্বারা নিজ পুরে আনয়ন করিলেন। সেই চিত্রই সংসারচরিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন।"

(ইতি কায়স্থবর্ণনির্ণয় হইতে উদ্ধৃত)

এই প্রমাণে পাওয়া যায় যে, মিত্রের পুত্র চিত্রগুপ্ত। এক্ষণে ঐ মিত্র কে, তাহাই দেখা যাউক। স্কন্দপুরাণ বেদ ও অপর পাঁচখানি পুরাণদৃষ্টে লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৭ সূক্তের ১ম ও ২য় ঋক্ এবং প্রথম মণ্ডলের ২য় সূক্তের ৭ম টীকা অবলম্বনেই যে উপরোক্ত প্রমাণ গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত ঋকে লিখিত আছে যে, যম ও যমী সূর্য্যের পুত্র ও কন্যা। স্কন্দপুরাণের এই প্রমাণে সূর্য্যস্থলে সূর্য্যের অপর নাম মিত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষণে সূর্য্যের এক নাম যে মিত্র, তাহা অমরকোষ অভিধানে পাওয়া যায়। যথা—

দ্যুমণিস্তরণির্মিত্রশ্চিত্রভানুর্বিরোচনঃ।
বিভাবসুর্গ্রহপতিস্ত্বিষাম্পতিরহর্পতিঃ।

(অমরকোষ)

সূর্য্যের নাম যে মিত্র, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২ সূক্তের ৭ম ঋকেও পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সূর্য্যকবচেও পাওয়া যায় যে "মিত্র বৈ পৃষ্ঠতো-ন্যসেৎ" অর্থাৎ মিত্রনামে সূর্য্য পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে যে আট জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মিত্রের নাম দৃষ্ট হয়। শতপথ-ব্রাহ্মণেও দ্বাদশ আদিত্যের নাম আছে এবং লিখিত আছে "দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎ

সরস্ত এতে আদিত্যাঃ" অর্থাৎ ইহারা সম্বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ মাসের সূর্য্য। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে অবস্থানকালে সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১২ অধ্যায়ে এবং বিষ্ণুপুরাণেও (১।১৫।৯০) মিত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সূর্য্য আর মিত্র যে এক, তাহা সহজেই অনুমেয়। চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ যে সমসাময়িক, তাহাও এই প্রমাণে জানা যায়; কারণ যদি চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সমসাময়িক না হইবেন, তবে কি প্রকারে ধর্ম্মরাজ যমকিঙ্করের দ্বারা অগ্নিতীর্থ হইতে তাঁহাকে নিজপুরে আনয়ন করিয়া লেখক করিলেন। আর যে সময়ে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের লেখক হন, সে সময়ে ধর্ম্মরাজই যে পিতৃলোকের রাজা ছিলেন, তাহা স্পষ্টই উক্ত প্রমাণে পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক, ঐ চিত্রগুপ্ত কোন্ বর্ণের অন্তর্গত। যম-তর্পণে যে চতুর্দ্দশ যমের নাম আছে, তাহার মধ্যে যম, ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে ইঁহারা সকলেই এক এবং কাহারও কাহারও মতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি; যাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলেন, তাঁহাদের মতে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে, চতুর্দ্দশ জন যম হইয়াছে। যদি একই হন, তবে যমরাজ ক্ষত্রিয়বর্ণ সাব্যস্ত হইলে ঐ চতুর্দ্দশ যম যে সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহাতে আর কোনও তর্ক থাকে না। চৌদ্দজন যমকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্বীকার করিলে, তাহারা কোন্ বর্ণের অন্তর্গত হইবেন, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক।

প্রথমতঃ সমস্ত যমই যে রবিনন্দন অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র, তাহা সর্ব্বসম্মত। এক্ষণে সূর্য্য কোন্ বর্ণ, তাহাই উল্লেখ করা যাউক। নবগ্রহযাগের সূর্য্যাবাহন মন্ত্রে সূর্য্যদেব যে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতং॥

উক্তপ্রমাণে সূর্য্যদেব ক্ষত্রিয় থাকা সাব্যস্ত হইলে তাঁহার বংশজাত যম যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার মিত্র যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা ঋক্ বেদের ৭ম মণ্ডলের ৬৫ সূক্তে জানা যায়।

চিত্রগুপ্ত যে সূর্য্যের অর্থাৎ মিত্রের পুত্র, তাহাও পূর্ব্বে বিশদরূপে দেখান হইয়াছে, সুতরাং চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া এস্থলে তাহারও দুই একটী উল্লেখ করিতেছি। গরুড়পুরাণে আছে যে ধর্ম্মরাজের সহিত চিত্রগুপ্ত একত্রে উদ্ভূত হইয়াছেন। আর অমরকোষে আছে যে, ধর্ম্মরাজ অর্থে যম। বৃহদারণ্যকোক্ত উপনিষদে স্পষ্ট আছে যে, যম ক্ষত্রিয়বর্ণ। যম যে চতুর্দ্দশ যমবাচক শব্দ, তাহা প্রিয়নাথ বসু মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্ত সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণ। আবার এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, চতুর্দ্দশ যমই ত্রিলোকের পিতৃপতি হয়েন, অর্থাৎ পিতৃলোকের রাজা। রাজা যে সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় হইবেন, সে কথার কি কোন সন্দেহ আছে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এক্ষণে সানুনয়ে পাঠকবর্গকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি, যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ভিন্ন কি আর কোন বর্ণের মধ্যে সূর্য্যবংশ দেখিয়াছেন? না, বলিতে পারেন? তাহা যে কেহই দেখেন নাই বা বলিতে পারেন না, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

অন্যান্য পুরাণে চিত্রগুপ্ত প্রথমে কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু স্কন্দপুরাণে চিত্রগুপ্তের পিতা মিত্রও কায়স্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ এই প্রভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, বেদে "কায়স্থ" এই নামের উল্লেখ নাই। যজুর্ব্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে দুই প্রকার ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"ঐলবৃদা আয়ুর্যুধ" মসিজীবী ও অসিজীবী ক্ষত্রিয়। তৎপরে সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতেও কায়স্থবাচক অন্য শব্দের উল্লেখ থাকিলেও স্পষ্টাক্ষরে কায়স্থের নামোল্লেখ নাই। মনুর অব্যবহিত পরেই বিষ্ণুসংহিতা প্রণীত হইয়াছে। তাহাতেই প্রথমতঃ কায়স্থের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিষ্ণুসংহিতার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কায়স্থ নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। পুরাণ সকল তাহার অনেক পরে রচিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণে যেখানে যমরাজ পিতৃলোকের রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন,

সেখানে তিনি এবং তৎপিতা সূর্য্য বা মিত্র ক্ষত্রিয় নামেই অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু যেখানে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ অর্থাৎ লেখকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং চিত্রগুপ্ত এবং তাঁহার পিতা সূর্য্য বা মিত্র কায়স্থ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। বাস্তবিক কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একার্থবাচক। যথা,—

কায়=কায়, ইয়=স্থিতিবাচক, অতএব কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক। এই জন্যই ব্রাহ্মণকেও কেহ বলেন ক্ষত্রিয়, আবার কেহ বলেন কায়স্থ।

আর কেহ কেহ মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যের কায়স্থ-আখ্যা হওয়ার কারণ অনুমান করেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিরাটপুরুষের কায় অর্থাৎ ব্রহ্মের শরীর। রবি, শশী ও বহ্নি নয়ন, তাহার প্রমাণ বিরাটসংহিতায় পাওয়া যায়। যথা,—

"রবিশশিবহ্নিতেজোনয়নত্রয়মুজ্জ্বলং"

(বিরাটসংহিতা)

সুতরাং রবি ব্রহ্মকায়স্থিত, এই জন্যই কায়স্থ-আখ্যা। তবে যদি কেহ এরূপ বলেন যে, এই প্রমাণে যে মিত্রের উল্লেখ আছে, সে সূর্য্য নহে, মিত্র নামে অন্য কায়স্থ ব্যক্তি। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিত্রগুপ্তের কায়স্থ-আখ্যা পাওয়ার প্রমাণ অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, আর মিত্রের কায়স্থ-আখ্যা যে কেন হইয়াছে এবং সে কাহার পুত্র, তাহা কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং এই অনুমান করিতে হইবে যে, চিত্রগুপ্ত কায়স্থ-আখ্যা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার পিতা মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যকেও কায়স্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। মিত্র কোন কায়স্থ বা কায়স্থ-সন্তান নহে।

চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং কায়স্থবর্ণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥

বেদান্তসূত্রে জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য বলা হইয়াছে,

"ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র। চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ"

অর্থাৎ চৈত্ররথের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়াতেই জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

(জাতিতত্ত্ব উদ্ধৃত বেদান্তসূত্র ১ম অধ্যায় ৩য় পাদ)

ইহাও চৈত্ররথের এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষ চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্বের অন্যতম প্রমাণ। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভবিষ্যপুরাণানুসারে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম আচরণ জন্য উপদেশ পান, ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মূলে ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-আচরণে কি জন্য উপদিষ্ট হইবেন? জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে অবনীর দক্ষিণভাগের নাম ভূর্লোক, মধ্যভাগের নাম ভুবর্লোক ও উত্তরভাগের নাম স্বর্লোক বা স্বর্গ। ভূলোক অসুরদিগের, ভুবর্লোক মনুষ্যদিগের এবং স্বর্লোক দেবতাদিগের আবাসস্থান। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্রগুপ্তকে যমদূতগণ আসিয়া স্বর্গে অর্থাৎ উত্তরভাগে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, স্বর্গ চিত্রগুপ্তের জন্মস্থান নহে। তাহা হইলে তিনি ভুবর্লোকে মানুষরূপে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, চিত্রগুপ্তবংশধর চৈত্ররথ চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। অতএব চিত্রকূট সন্নিহিত কোন স্থান চিত্রগুপ্তের জন্মস্থান বলিয়া অনুমিত হয়। অভিধানে দেখিয়া থাকি, কায় অর্থে বাহুর অংশ বিশেষ—মনুষ্যতীর্থ। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, বাহুজ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত চিত্রগুপ্ত কোন তীর্থস্থানে জন্মলাভ করেন, এবং সেই জন্যই কায়স্থ-আখ্যা প্রাপ্ত হন। চিত্রকূট পর্ব্বতের সন্নিধানে অযোধ্যা তীর্থ। আর অযোধ্যা যে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের অনেকের আদি ভূমি, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অযোধ্যা নগরই চিত্রগুপ্তের জন্মস্থান, এই জন্যই সম্ভবতঃ কায়স্থ-কুলগ্রন্থে অযোধ্যা অন্যতম কায়স্থোৎপত্তিস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা পুরী কায়স্থস্থানমষ্টকং॥

আর চিত্রগুপ্তের ভুবলোকে জন্মগ্রহণ করার বিষয় তাঁহার শৈশবাবস্থায় মহারণ্যে অর্থাৎ অযোধ্যাপ্রদেশে প্রতিপালিত হওয়া ও প্রভাসতীর্থে তপস্যা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়। কায়স্থ নামকরণের আর এক কারণ

যে কেহ নির্দ্দেশ করেন। কায়স্থ শব্দের অন্যতম আভিধানিক অর্থ আত্মা। সমাজের ব্রাহ্মণ যেমন মুখ, ক্ষত্রিয় যেমন বাহু, বৈশ্য ও শূদ্র যেমন উরু ও চরণ সেইরূপ মসিজীবী বা কায়স্থ সমাজের আত্মাস্বরূপ। এইজন্যই মসিজীবী বর্ণের অন্যতম নাম কায়স্থ, কেহ কেহ এরূপ তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে স্কন্দপুরাণে মিত্রের মৃত্যুর কথা উক্ত হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, চিত্রগুপ্ত মৃত্যুরূপে ভুবর্লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপর তপস্যা দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্লোকে ধর্ম্মরাজের লেখকপদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে যমত্বপদ প্রাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার পিতা মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যদেব এই অবনীতে তাঁহার সন্তান করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হন এবং তৎপত্নী ছায়া তাঁহার অনুগমন করেন। এইজন্যই স্কন্দপুরাণ প্রণেতা তাঁহার মৃত্যু কল্পনা করিয়াছেন। মৃত্যু শব্দে যমত্ব বলে তাহা ভারতের আদিপর্ব্বে এক শত এক বিংশতি অধ্যায়ে প্রকাশ আছে।

উপসংহারে ইহা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না যে, কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক। তাহা না হইলে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ হইয়া পিতৃপতি অর্থাৎ পিতৃলোকের পতি হইতে পারিতেন না।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ।

(৪৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণগণের বৈষয়িক প্রাধান্যের সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বরেন্দ্রস্থ কতিপয় ব্রাহ্মণের বংশ সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণগণ কেহ জমিদারী ক্রয়পূর্ব্বক, কেহ বা রাজকীয় উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বজাতি ও স্ববংশের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা জমিদারী লাভপূর্ব্বক প্রাধান্যসংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তাহেরপুর, সাতৈল ও পুটিয়ার রাজবংশ প্রথমে

উল্লেখযোগ্য, এতন্মধ্যে সাতৈলের রাজবংশ নাটরের রাজা রামজীবনের অভ্যুত্থানের সহিত বিলোপ হইয়াছে।

তাহেরপুরের বিজয়লস্কর জমিদারীর স্থাপনকর্ত্তা। তিনি গৌড়ের পাতসাহের সেনাপতি ছিলেন। ইনি বঙ্গের পশ্চিমদ্বাররক্ষক ও সুসঙ্গের রাজা পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক ছিলেন। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজে সুসঙ্গরাজ উদয়াচল ও তাহেরপুররাজ অস্তাচল (এইরূপ আখ্যা সিদ্ধশ্রোত্রিয়ত্ব ও ক্ষমতা উভয়ের পরিচায়ক বটে) নামে কথিত হয়েন। বিজয়লস্কর হইতে অধস্তন পঞ্চমস্থানীয় রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্র-বিপ্রসমাজের বিবিধ সংস্কার ও নিয়ম-প্রবর্ত্তনের সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণের অধস্তন তদীয় পুত্র রাজা ইন্দ্রজিৎ হইতে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (১) পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র-চতুষ্টয় মধ্যে রণেন্দ্র নারায়ণের কন্যার স্বামিবংশে (২) বর্ত্তমান রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের পুত্র পর্য্যন্ত পাঁচ পর্য্যায় হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের অপর পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণের অধস্তন পাঁচ পুরুষের জন্মের পর বংশ লোপ হইয়াছে।

বিজয় লস্কর হইতে পর্য্যায়ের গণনা করিলে সপ্তদশ পর্য্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গণনার দ্বারা বিজয়লস্করের অভ্যুত্থান চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের প্রথম অথবা মধ্যভাগে হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

সুবিখ্যাত সাধু বাগছীর সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন বৎসাচার্য্য। বৎসাচার্য্যের পুত্র পীতাম্বর ও নীলাম্বর। জনৈক মুসলমান-সেনাপতি বৎসাচার্য্যের তবিষ্যৎ

(১) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত নাটরের রাজা রামজীবনের পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদের পরিণয় হয়। গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১১৩ পৃষ্ঠা।

(২) উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী কংসনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রত্রয় জগদানন্দ রায়, কেশব খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁ গৌড়ের পাতসাহ-সরকারে বিবাহ করেন। জগদানন্দ রায় ও কেশব খাঁর বংশ বরেন্দ্রভূমির কতিপয় স্থানে এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। এই জগদানন্দরায়ের বংশই তাহেরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর ও ছোট-কুমার রমণীকান্ত রায়। জগদানন্দ "রায়রাঞা" পদে ও কেশব খাঁ রাজার সচিব ছিলেন। সুবুদ্ধি খাঁর বংশ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। জগদানন্দ হইতে ১২শ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। ভাদুড়ীবংশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এই বংশে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী সমাজ সংস্করণ কার্য্যে ব্রতী হয়েন।

ক্ষমতায় প্রীত হইয়া পীতাম্বরকে দিল্লীর সহরমণ্ডলপদে নিযুক্ত করত লস্কর খাঁর জাইগীর লস্করপুর-পরগণা জমিদারী অর্পণ করেন। পীতাম্বর নিঃসন্তানহেতু তদীয় কনিষ্ঠ নীলাম্বরের পুত্র আনন্দরাম (১) দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

রাজা আনন্দরামের প্রপৌত্র রাজা প্রেমনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর। রাজা দর্পনারায়ণের বার্দ্ধক্যাবস্থায় মুরশিদাবাদ রাজধানী স্থাপিত হয়। এইক্ষণ রাজা প্রেমনারায়ণ হইতে গণনা করিলে আট পুরুষ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত

(১) রাজা রামচন্দ্র ঠাকুরের সময় পুটিয়া রাজধানীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ স্থাপিত হয়। ভক্তমালগ্রন্থের বর্ণনা পাঠে পরিদৃষ্ট হয় যে, পুটিয়ার রবীন্দ্রনারায়ণ নামক রাজা বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। ভক্তমালগ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"পদ্মাপারে রাজা পুটিয়া রাজধানী।
রবীন্দ্র নারায়ণ নাম বুদ্ধিমান্ ধনী ॥
ভাটপাড়া ভট্টাচার্য্যের ঘরের সেবক।
শাক্ত শিব শক্তি মহামায়া-উপাসক ॥
দুর্গামূর্ত্তি প্রতিমা গৃহেতে সেবা হয়।
বামাচার মতে পঞ্চ মকার করয় ॥"

দৈবক্রমে একদিন দুই জন বৈষ্ণব অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেবার জন্য কালীর প্রসাদ প্রদত্ত হয়। কিন্তু তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদ ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজার লোক জন ও পরিশেষে রাজার সহিত শক্তি ও বিষ্ণু সম্বন্ধে বাদানুবাদ হয়। রাজা বিষ্ণুর প্রাধান্য ও শ্রীকৃষ্ণের সেবার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। কিয়ৎকাল পর রাজা বৃন্দাবনধাম গমনপূর্ব্বক গোবিন্দের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

"কতেক দিবস পরে বৃন্দাবনে গেলা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের সেবা সম্মান করিলা ॥
জয়পুরে গোবিন্দেরে পোষাক যে দিলা।
রাজা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা ॥" (ভক্তমাল অষ্টাদশমালা)

এ স্থলে 'রাজা' জয়পুরের রাজা। রবীন্দ্রনারায়ণ রায় নামক কোন ব্যক্তির নাম বর্ত্তমান কুর্শীনামায় থাকা দৃষ্ট হয় না। রামচন্দ্র ঠাকুরের পুত্রগণ হইতে নারায়ণ শব্দ দৃষ্ট হয়। পুটিয়ার রাজা রামচন্দ্র ঠাকুর শ্রীগোবিন্দের সেবা সংস্থাপন করায় তাঁহারই নামান্তর রবীন্দ্র নারায়ণ থাকাই প্রতীত হয়। গোবিন্দের সেবার জন্য প্রতিদিন মধ্যাহ্নে এক মণ আতপ তণ্ডুলের অন্ন ও অন্যান্য রাজকীয় উপকরণ এবং বৈকালে লুচি প্রভৃতি পক্বান্ন নির্দ্দিষ্ট আছে।

হওয়া যায়। বৎসাচার্য্য হইতে গণনা করিলে ১৩শ পুরুষ পাওয়া যায়। সুতরাং এ বংশের ঐশ্বর্য্য পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ স্থির করা যাইতে পারে।

সাতৈল-রাজবংশের যথাযথ বংশতরু অদ্যাপি সংগ্রহ হয় নাই। তাহা না হইলেও নাটরের রাজা রামজীবনের সাতৈলের জমিদারীলাভের ৩ পুরুষ পূর্ব্বে রাণী সর্ব্বাণী সুদীর্ঘ কাল সম্পত্তি উপভোগ করিয়াছিলেন, এবং রাজা মানসিংহের সময় সাতৈল জমিদারের অতি উন্নত অবস্থা ছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এ বংশও অন্ততঃ পুটিয়ার রাজবংশের ন্যায় প্রাচীন বটেন।

প্রভুপাদ শ্রীরূপ সনাতন দুই ভ্রাতা, গৌড়াধিপতি সুলতান হুসেন সাহের রাজত্বকালে দক্ষিণরাঢ় হইতে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলি নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। ইহাঁরা দুই ভ্রাতাই উক্ত নবাবের অধীনে প্রধানতম রাজপদে "দবির খাস ও সাকর মল্লিক" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। সুলতান হুসেন এক বিংশতি বর্ষ কাল রাজত্বের পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিষয়-লালসা ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য বৃন্দাবনধামে বাস করেন। গৌড়ের রাজমন্ত্রিপদে থাকিয়া ইহাঁরা বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির সহিত ভক্তিশাস্ত্রের পূর্ণ রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন ;—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং ॥"

শ্রীরূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎলাভের পর মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছিলেন।—

"প্রভু বড় কৃপা কৈল দয়ার্দ্র হইয়া।
সংক্ষেপে কহিল কিছু উপদেশ দিয়া ॥
বিষয় ত্যজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস।
পশ্চাৎ মিলিত আমি কহিব বিশেষ ॥" (ভক্তমাল)

শ্রীরূপ সনাতন অতুলৈশ্বর্য্য ও উচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সময়ে ব্রাহ্মণজাতি যবন-রাজসরকারে উচ্চতম পদ লাভ করিলেও তাহাদিগের

মানসিক হৃদয় নির্লিপ্ত থাকিত। বঙ্গের ব্রাহ্মণজাতি মধ্যে তৎকালে রাজদরবারে উচ্চতম পদও নিন্দনীয় ছিল। ষোড়শ খৃষ্টাব্দ হইতেই ব্রাহ্মণগণ অধিকতর পরিমাণে রাজকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহেরপুরের রাজা বিজয় লস্কর এ বিষয়ে অগ্রণী স্বরূপ নির্দ্দেশ হইতে পারেন। বিজয় লস্কর শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণ বিজয়লস্করের অভ্যুত্থানের সময়ও যে যবন-রাজসরকারের বিষয়কর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করিতেন, তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইতেছে।

ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনায় নিরত ও তত্ত্বদর্শী ছিলেন। ভোগৈশ্বর্য্য-লালসা তাঁহাদিগের হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইত না। বেশী দিনের কথা নহে ; প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মানুরাগী কতিপয় ব্রাহ্মণকে উপজীবিকা নির্ব্বাহের সুগমার্থ তালুক দান করিয়াছিলেন। তালুকের জন্য কিঞ্চিৎ রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক দিবস রাণীর জনৈক মুসলমান পদাতিক রাজস্ব দিবার কথা বলিতে যায়। সে সময় ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নানান্তে নদীতীরে বন্দনা করিতেছিলেন। রাণীর পদাতিক দৃষ্টে রাণীর তালুকদারই তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের বিশেষ অন্তরায় বোধ হওয়ায়, তিনি রাণীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তালুক পরিত্যাগপূর্ব্বক নগদ বৃত্তিগ্রহণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। রাণী ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ ব্রাহ্মণকে নানাপ্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেও রাজস্বের জন্য পুনঃপুনঃ পদাতিকের উত্তেজনা তাঁহার নিকট ঘৃণিত বোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ জপতপাদি ধর্ম্মকার্য্যে চিত্তের বিনিয়োগ জন্য নগদ বৃত্তিই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ পরবর্ত্তী বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরূপসনাতনের সমকালে বিপ্রগণের হৃদয়ের গতি নির্ণীত হইতে পারে। অদ্যাপিও বিপ্র-সমাজে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন অনেক মহাত্মা বর্ত্তমান আছেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বের ঘটনাবলী অতি তমসাচ্ছন্ন রূপেই প্রতীয়মান হয়। তৎপূর্ব্বের ঘটনাবলী সম্যক্ পরিস্ফুট নহে। ঘটকগণ কুলীনগণের বংশবর্ণনায় যেরূপ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে তদ্রূপ পন্থা অবলম্বন করেন নাই। গৌড়ে মুসলমানরাজত্ব আরব্ধ হওয়ার পর যদি কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রাজপ্রসাদলাভের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তাঁহারা তদানীন্তন বিপ্র-সমাজে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতেন।

কায়স্থজাতির শ্রেণীচতুষ্টয়ের ইতিবৃত্ত গবেষণা করিলেও পরিলক্ষিত হয় যে, কুলীনগণের বংশবর্ণনা করাই কুলগ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি কোন ব্যক্তি 'ধনের কুলং' এই চিরাগত মহাজনবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার নাম উল্লেখের বিষয় হইয়াছে। সমাজের কুলীনবংশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার সহিত অন্য ব্যক্তিগণের তুলনার বিষয়ে এককালীন অভাব ছিল, এরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে না।

রাজা গণেশ ও রাজা মুকন্দ দেব এবং তৎসমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিগণের বংশ এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কোন জাতির সামাজিক ইতিহাসে এই সকল লোক স্মরণীয় মহাত্মগণের বিষয় বর্ণিত হয় নাই। এজন্য গণেশকে কেহ কেহ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অনুমান করেন। তাহেরপুরের রাজা বিজয় লস্করের পিতা কামদেব ভট্ট এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম ঘটকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে কুল্লুক ভট্টের বংশে রাজা গণেশের ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিলে ঘটকগণ তৎপ্রতি অনাবধানতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যায় না। রাজা গণেশ ও রাজা মুকুন্দদেব প্রভৃতি কায়স্থ থাকিবার যে জনশ্রুতি আছে, তাহাই অধিকতররূপে বিশ্বাসযোগ্য। কায়স্থজাতির কুলগ্রন্থে বরেন্দ্রবাসী রাজা গণেশ ও মুকুন্দদেব প্রভৃতি মহাপ্রতাপশালী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ না থাকায় বর্ত্তমান কুলগ্রন্থ সকল তৎপরে বিরচিত হওয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করেন। তৎপরেই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব হয়। ইনিই বরেন্দ্রভূমিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এ ঘটনা অবশ্যই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের প্রথম ভাগে ঘটে। ব্রাহ্মণগণ নরোত্তম ঠাকুরের অদ্ভুত ক্ষমতা-সন্দর্শনে অতীব ভীত হইয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণানন্দদত্ত-পুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণব মন্ত্র কৈলা সর্ব্বনাশ॥
না জানি কি বা বা কুহক সেই জানে।
অনায়াসে বিপ্রশিষ্য হয় তার স্থানে॥" (নরোত্তমবিলাস)

মোগল-সাম্রাজ্যের শাসনকালে, ইদরাকপুর ও দিনাজপুর বিভাগ সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ছিল। তৎকালে ইদরাক বিভাগ নয় আনা ও দিনাজপুর-বিভাগ সাত আনা অংশ বলিয়া কথিত হইত। উক্ত ইদরাকপুর-বিভাগের সমস্ত পরগণা ও সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অধিকৃত চাকলে কাকিনা, কাজীরহাট ও বাহারবন্দ প্রভৃতি পরগণা লইয়া বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলা এবং উক্ত দিনাজপুরের সমস্ত পরগণা ও কতিপয় নূতন পরগণা দ্বারা বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। (১)

বরেন্দ্র-ভূমির প্রাচীন অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইদরাকপুর ও দিনাজপুর বিভাগের আয়তন, উহার একতৃতীয়াংশ হইতে পারে। এতদুভয় বিভাগের উত্তর সীমার সহিত কোচ ও আসাম রাজ্যের সীমা সংলগ্ন ছিল।

বরেন্দ্র-প্রদেশে ইদরাকপুরের জমিদার অতি প্রাচীন ও কায়স্থবংশীয় ছিলেন, এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত হয় যে, ইদরাকপুর ও দিনাজপুর এই উভয় বিভাগ পূর্ব্বতন সময়ে ইদরাকপুরের জমিদারের জমিদারী ছিল। রাজা রামসিংহের সময় এই জমিদারীর বিভাগ হইয়াছে। ফলতঃ মোগল-শাসন সময়ে চাকলা ঘোড়াঘাটে ইদরাকপুর বিভাগ ও দিনাজপুর-বিভাগের রাজস্বাদি সংগ্রহ জন্য পৃথক্ হিসাবাদি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইদরাকপুর-রাজবংশের প্রাচীন বিবরণাদি যথাযথ ভাবে কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই। চিরাগত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল ব্যক্তি প্রাচীন ঘটনা-

(১) সম্রাট্ আকবরের সময় বাঙ্গালায় যতগুলি সরকার ছিল, তৎপরবর্ত্তী সময়ে তাহার সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সময়েও সরকারের সংখ্যা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। সময় সময় সংখ্যার ন্যূনাতিরেক হওয়া পরিদৃষ্ট হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সময়ে যে সকল জেলা সংস্থাপিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সময়ে তাহার বিস্তর রূপান্তর হইয়াছে। এরূপ ন্যূনাতিরেক হওয়ার কারণ অবশ্যই বিদ্যমান আছে। অধিকার-বিস্তারহেতু ও রাজস্ব-সংগ্রহের সুবিধা এবং জমিদারগণের প্রার্থনাক্রমেই এই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেবল অধিক সরকারের সংখ্যা বলিয়া নহে। প্রত্যেক সরকারের অন্তর্গত পরগণা বা মহলের সংখ্যাও ঐ সকল কারণে ন্যূনাতিরেক হইত। আইন আকবরীতে সরকার ঘোড়াঘাটে ৮৪ মহাল বা পরগণা ও সরকার পিঞ্জিরায় ২১ মহাল বা পরগণা লিখিত হইয়াছে। ইংরাজদিগের স্থায়ী আমলে সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ইদরাকপুর বিভাগে ৬৯টী পরগণা ছিল।

বলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও এখন যে সকল জনশ্রুতি শ্রুতিগোচর হয়, তাহাদের করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মেঃ গুডল্যাড সাহেব ডিরেক্টরগণের সমীপে ইদরাকপুর জমিদারী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট (১) প্রদান করেন, তাহাতে রাজা রাজেন্দ্র প্রথম জমিদার লিখিত হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের ক্রমিক নাম রাজা ভগীরথ, রাজা নরোত্তম, রাজা শ্যামকিশোর, রাজা ভবানীকান্ত, রাজা দুর্গাকান্ত, রাজা দুর্গাপ্রসাদ, রাজা রামদুলাল, রাজা গোপীরমণ, রাজা অমরকান্ত, রাজা গৌরহরি, রাজা কৃষ্ণানন্দ এবং রাজা আর্য্যাবর। আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ (২)।

বারেন্দ্র-সমাজের ঢাকুর গ্রন্থে আর্য্যাবর হইতে নামের সহিত মেঃ গুডল্যাডের লিখিত নামের কিছু অনৈক্য হইতেছে। ঢাকুরে লিখিত আছে—

"তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী।
আর্য্যাবর মণ্ডল বাস কৈলা বর্দ্ধনকুঠী॥
তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান্ মৈলে নিলা জমিদারী॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিলা॥

(১) Mr. Goodlad's Account of Edrakpur, no 12, page 29.

(২) উক্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—

"Raja Erjobher was suceeded by his son Raja Bhagwan, who was an ediot; his Dewan was also of the same name, who availing himself of his master's weakness went to Dacca where the subah then resided, claimed the zemindery as his own right and bribing the subah, turned out the lawful possessor. A long dispute ensued, which at length ended in the division of the Zemindari, the lawful possessor having nine annas and the usurper seven, which seven annas are now part of the zemindory of Dinajpur."

ক্রমে ক্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রচুর হইল।
হস্তিনিশি রাজটীকা পাতসা করিল॥
তাহার সন্তান হইল কুমুদানন্দন।
তস্ত পুত্র রঘুনাথ বড়ই সদ্‌গুণ॥
মনোহর তস্ত সুত তস্ত পুত্র হরি।
রাজা বিশ্বনাথ তস্ত সুত নাম ধারী॥"

মেঃ গুড্‌ল্যাড ও ঢাকুরের প্রাগুক্ত উক্তি অনুযায়ী নিম্নে দুইটী কুশীনামা প্রদর্শিত হইল—

ঢাকুরের উক্তি মতে		মেঃ গুড্‌ল্যাড সাহবের উক্তি মতে	
আর্য্যাবর		রাজা	আর্য্যাবর
রাজা	ভগবান্	”	ভগবান্
”	কুমদানন্দন	”	মনোহর
”	রঘুনাথ	”	রঘুনাথ
”	মনোহর	”	রমানাথ
”	হরিনাথ	”	হরিনাথ
”	বিশ্বনাথ		বিশ্বনাথ

ঢাকুরে কুমদানন্দন ও মনোহর যে স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে মেঃ গুডল্যাডের রিপোর্টসূত্রে সে স্থলে অন্য নাম দৃষ্ট হয়। উভয় তালিকার পর্য্যায়ের সংখ্যার মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ নাই। এইরূপ নামের তালিকার যে অসাবধানতা দৃষ্ট হয়, তাহা কাহার কর্ত্তৃক হইল তদ্বিষয় স্থির হওয়া আবশ্যক। ঢাকুরগ্রন্থখানি হস্তলিখিত হওয়ার পর ভগবানের পুত্র মনোহর স্থলে কুমদানন্দন লিখিত হইয়াছে, তদ্রূপ অনুমান করা যায় না। ঢাকুরগ্রন্থে আমরা রাজা বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত নাম প্রাপ্ত হইতেছি। রাজা বিশ্বনাথ নবাব মুরসীদকুলী খাঁর সময় রাজা হয়েন, তদ্বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ হইতে পারে না। রাজা বিশ্বনাথ মুরসীদকুলী খাঁর সময় ইদারকপুরের জমিদার হেতু ৮১৯৭৫ টাকা রাজস্বাবধারণে ৬০টী

পরগণার জমিদারী বন্দবস্ত ছিল (১)। তৎকালীয় বারেন্দ্র-সমাজে তিনি ধনবান্ ও মর্য্যাদাশালী ছিলেন।

মেঃ গুড্ল্যাড সাহেব সম্রাট্ অরঙ্গজেবের প্রদত্ত দুইখানি ফরমাণ দৃষ্ট করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানি ফরমান রাজা (২) রঘুনাথের ও অপরখানি

(১) অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস—১০৪। ১০৫ পৃষ্ঠা।

(২) মেঃ গুড্ল্যাড সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—

"In the reign of Shaw Suja a man named Madhusing obtaining possession of five of the remaining nine annas of the *Zemindary*. This obliged the Zeminder to repair to Delhi for notice and a firman was obtained from the Emperor Auranzebe dated the 11th year of his reign, turning out Madhu Sing and giving the Zemindary to Raja Raghunath the son of Raja Munhari. This is the only document I have been able to obtain on perusing the copy of the firman, I was surprised to find the division of the seven annas confirmed which I think would hardly have been the case, had the fact being as represented to me by the *Zeminder* and which for want of better information I have been obliged to insert. In the Zeman of the firman I find that the zemindary was much larger than it is at present and that the perganah of Coondy which is now in Rangpur. the perganah of Sorooppore which belongs to Rajshahi and Perganah Pludoy which is now at Dinajpur, were all subordinate to this Zemindur. The officers here can not tell me when they were separated. Raja Raghunath was succeeded by his son Ramminath whose son. Raja Hurinath succeeded him and in whose name there is another firman confirming him in his Zemindary dated the 17th year of the reign of Auranzebe, I can obtain no further particulars than that the last named zeminder was succeeded by his son Raja Bessinath and who was also succeeded by his son Raja Sheenath, father of the present possessor Rajah Gournath...

রঘুনাথের পৌত্র হরিনাথের নামীয় ঐ ফরমান অনুসারে রঘুনাথের ও তাঁহার পৌত্রের নাম উভয় তালিকায় ঐক্য থাকাই দৃষ্ট হইতেছে।

প্রাগুক্ত রাজা রঘুনাথ রায়ের নামীয় ফরমান দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, শাহ সুজার সুবাদারী সময়ে ইদরাকপুরের নয় আনা অংশ জমিদারীর মধ্য হইতে পাঁচ আনা অংশ জমিদারী মধুসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি বলপ্রয়োগপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। রাজা সম্রাটের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়ায় সম্রাট্ অরঙ্গজেব তদীয় রাজত্বের ১১শ বর্ষে পূর্ব্বের ন্যায় নয় আনা স্থির করিয়া, উক্ত মধুসিংহকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ ফরমান প্রদান করেন। উক্ত সম্রাটের রাজত্বকালের ১৭শ বর্ষে রাজা রঘুনাথের পৌত্র হরিনাথকে পৈতৃক সম্পত্তির জন্য আর একখানি ফরমান প্রদত্ত হয়।

ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে যে আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ চাতুরীপূর্ব্বক নয় আনা সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।—

"তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান লৈলে নিলা জমিদারী ॥"

আর্য্যাবর মণ্ডল বর্দ্ধনকুটী রাজবাটীর নিকট রামপুর নামক স্থানে বাস করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। আর্য্যাবরের পুত্র ভগবান্ রাজা ভগবানের (১) মৃত্যুর পর চাতুরীপূর্ব্বক ইদরাকপুরের নয় আনা সম্পত্তি জমিদারী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ঢাকুরের উক্তি, পরিহারযোগ্য নহে। রাজা বিশ্বনাথের নাম ঢাকুর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত নামের মধ্যে চারি পুরুষ ব্যবধান মাত্র হইতেছে। এরূপ অবস্থায় রাজা বিশ্বনাথের সময়ে

(১) কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ২০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এস্থলে রাজা ভগবানকে বাসুদেব বংশীয় রাজা পরশুরামের বংশধর স্থির করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মহাস্থান জনপদের নিকটস্থ স্থান সমূহে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার বসতি ছিল। কানিংহাম সাহেব এই সকল স্থানের কতিপয় বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৌদ্ধ রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশই কি নির্ব্বংশ হইয়াছে? পঞ্চ কায়স্থ আগমনের পর হইতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ যে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে ঐ সকল ক্ষত্রিয়বংশীয়গণকে কায়স্থসমাজের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

যে জনশ্রুতি শুনা গিয়াছে, তাহা মেঃ গুডল্যাড অথবা বর্ত্তমান সময়ের জনশ্রুতি অপেক্ষা অধিকতর সজীব ও প্রামাণ্য।

মেঃ গুডল্যাড লিখিয়াছেন যে, রাজা আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ নির্ব্বোধ ছিলেন। এই রাজা ভগবানের দেওয়ানের নাম ও ভগবান্ ছিল। দেওয়ান ভগবান্, প্রভুর নির্ব্বুদ্ধিতা সন্দর্শন করিয়া তদানীন্তন ঢাকার সুবাদারকে উৎকোচপ্রদানপূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর গুরুতর বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। রাজার পক্ষ হইতে এ সময় দরবার হইয়াছিল। বিচার কিন্তু শেষে কাজীর বিচারের ন্যায় হইয়াছে। দীর্ঘকাল দরবারের পর স্থির হয় যে, রাজা নয় আনা ও দেওয়ান সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হইবে। দিনাজপুর বিভাগের জমিদারী এই সাত আনা অংশের অন্তর্গত ছিল।

রাজা রঘুনাথের সময়ে কতিপয় ব্যক্তি প্রবল হইয়াছিলেন। রঙ্গপুর বাহিরবন্দ প্রদেশে চাঁদরায় নামক এক ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। তাঁহার অধীনে বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়বাড়ি, স্বরূপপুর ও পাতালাদহ প্রভৃতি ৮টী পরগণা ছিল। চাঁদরায়ের পুত্র ও রাণী সত্যবতীর সময়ে এই সকল পরগণা রাণী ভবানীর অধিকৃত হয়। স্বরূপপুরের ন্যায় ইদরাকপুরের জমিদারের কুণ্ডি প্রভৃতি পরগণা ও এরূপ ভাবে অন্য জমিদারের করতলগত হয়। রাজা ভগবান্ যে সময় ইদরাকপুর ও দিনাজপুরের জমিদার তৎকালে সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহার হস্তগত ছিল, প্রাগুক্ত নয় আনা ও সাত আনা অংশ বিভাগ হইবার পর হইতেই জমিদারীর আয়তন ক্রমেই খর্ব্ব হইয়াছে। দশশালা বন্দবস্তের সময় ইদরাকপুরের জমিদারের ৬৯টী পরগণা এবং ১৬০১৯৬৲ টাকা রাজস্ব অবধারিত ছিল। নবাব মুরসীদকুলী খাঁর সময়াপেক্ষা তাঁহার পৌত্র গৌরনাথের সময়ে সম্পত্তির আয়তন খর্ব্ব হওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। এরূপ খর্ব্বতাসত্ত্বেও দশশালা বন্দবস্তের সময় ঐরূপ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যাহা হউক, দশশালা বন্দবস্ত সময়ে ইদরাকপুর জমিদারের যে ৬৯টী পরগণা ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই নীলাম হইয়া যায় (১)।

(১) "The Idrakpur Estate has now disappeared from the map. Its sixty nine Parganas were sold in lots early in the present century for arrears of revenue, only a small portion remains to the descendants of the former Rajas, paying not more than annual revenue of Rs 200. The Dinajpur Raja still retains a considerable although a much reduced Estate paying an annual revenue to Government of Lakh and three quarter of Rupees,"

Hunter's Statistical account of Bengal, Vol, VII p. 325

(১) Golden Book of India by Lethbridge. page 153.

বিশ্বকোষ। দিনাজপুর শব্দ দ্রষ্টব্য।

আর্য্যাবর মণ্ডল হইতে বর্ত্তমান কুমার চন্দ্রকিশোর রায় পর্য্যন্ত ১২শ পুরুষ হইয়াছে। রাজা বিশ্বনাথের পুত্র রাজা শিবনাথ এবং রাজা শিবনাথের পুত্র রাজা গৌরনাথ দশশালা বন্দবস্তের সময় জীবিত ছিলেন। গৌরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা গোকুলনাথ (স্ত্রীর নাম জয়দুর্গা) মধ্যম পুত্র রাজা গৌরকিশোর। এই রাজা গৌরকিশোরের দত্তকপুত্র কুমার শ্যামকিশোর এবং শ্যামকিশোরের দত্তক পুত্র কুমার চন্দ্রকিশোর এখন বর্ত্তমান আছেন।

দিনাজপুর-রাজবংশের কুশীনামা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, সোজাসুজি পর্য্যায় হিসাবে বিষ্ণুদত্ত হইতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান সভাপতি মহারাজ গিরিজানাথ পর্য্যন্ত ১১ পুরুষ হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ হইতে ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ-স্থানীয় রাজা রামনাথ নবাব মুরসীদকুলীর সমসাময়িক। হরিরাম রাজা শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হরিরামের পুত্র শুকদেব রায়। শুকদেব রায়ের পুত্র রাজা জয়দেব ও রাজা প্রাণনাথ। রাজা প্রাণনাথের পুত্র রাজা রামনাথ। শুকদেব রায় ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতা হরিরাম রায় ইদরাকপুরের জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। (১)

সাধারণ বংশবৃদ্ধি এক শত বৎসর মধ্যে যেরূপ ভাবে সম্পন্ন হয়, জমিদারগণের দত্তকাদি রাখিবার নিয়মে ও অন্যান্য কারণে তদ্রূপ হয় না, তজ্জন্যই পর্য্যায়ের কথঞ্চিৎ কমবেশ হওয়া সম্ভবপর।

ঢাকুরের উক্তি যে, রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক রাজা ভগবানের জমিদারী নয় আনা ও সাত অংশে বিভক্ত হয়। রাজা মানসিংহ সম্রাট্ অকবরের মৃত্যুর পরও এ দেশে আগমন করেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় ঢাকা নগরীতে রাজ-

যে জনশ্রুতি শুনা গিয়াছে, তাহা মেঃ গুডল্যাড অথবা বর্ত্তমান সময়ের জনশ্রুতি অপেক্ষা অধিকতর সজীব ও প্রামাণ্য।

মেঃ গুডল্যাড লিখিয়াছেন যে, রাজা আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ নির্ব্বোধ ছিলেন। এই রাজা ভগবানের দেওয়ানের নাম ও ভগবান্ ছিল। দেওয়ান ভগবান্, প্রভুর নির্ব্বুদ্ধিতা সন্দর্শন করিয়া তদানীন্তন ঢাকার সুবাদারকে উৎকোচপ্রদানপূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় পর গুরুতর বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। রাজার পক্ষ হইতে এ সময় দরবার হইয়াছিল। বিচার কিন্তু শেষে কাজীর বিচারের ন্যায় হইয়াছে। দীর্ঘকাল দরবারের পর স্থির হয় যে, রাজা নয় আনা ও দেওয়ান সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হইবে। দিনাজপুর বিভাগের জমিদারী এই সাত আনা অংশের অন্তর্গত ছিল।

রাজা রঘুনাথের সময়ে কতিপয় ব্যক্তি প্রবল হইয়াছিলেন। রঙ্গপুর বাহিরবন্দ প্রদেশে চাঁদরায় নামক এক ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। তাঁহার অধীনে বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়বাড়ি, স্বরূপপুর ও পাতালাদহ প্রভৃতি ৮টী পরগণা ছিল। চাঁদরায়ের পুত্র ও রাণী সত্যবতীর সময়ে এই সকল পরগণা রাণী ভবানীর অধিকৃত হয়। স্বরূপপুরের ন্যায় ইদরাকপুরের জমিদারের কুণ্ডি প্রভৃতি পরগণা ও এরূপ ভাবে অন্য জমিদারের করতলগত হয়। রাজা ভগবান্ যে সময় ইদরাকপুর ও দিনাজপুরের জমিদার তৎকালে সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহার হস্তগত ছিল, প্রাগুক্ত নয় আনা ও সাত আনা অংশ বিভাগ হইবার পর হইতেই জমিদারীর আয়তন ক্রমেই খর্ব্ব হইয়াছে। দশশালা বন্দবস্তের সময় ইদরাকপুরের জমিদারের ৬৯টী পরগণা এবং ১৬০১৯৬৲ টাকা রাজস্ব অবধারিত ছিল। নবাব মুরসীদকুলী খাঁর সময়াপেক্ষা তাঁহার পৌত্র গৌরনাথের সময়ে সম্পত্তির আয়তন খর্ব্ব হওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। এরূপ খর্ব্বতাসত্ত্বেও দশশালা বন্দবস্তের সময়ে ঐরূপ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যাহা হউক, দশশালা বন্দবস্ত সময়ে ইদরাকপুর জমিদারের যে ৬৯টী পরগণা ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই নীলাম হইয়া যায় (১)।

(১) "The Idrakpur Estate has now disappeared from the map. Its sixty nine Parganas were sold in lots early in the present century for arrears of revenue. only a small portion remains to the descendants of the former Rajas, paying not more than annual revenue of Rs 200. The Dinajpur Raja still retains a considerable although a much reduced Estate paying an annual revenue to Government of Lakh and three quarter of Rupees,"

Hunter's Statistical account of Bengal, Vol, VII p. 325

আর্য্যাবর মণ্ডল হইতে বর্ত্তমান কুমার চন্দ্রকিশোর রায় পর্য্যন্ত ১২শ পুরুষ হইয়াছে। রাজা বিশ্বনাথের পুত্র রাজা শিবনাথ এবং রাজা শিবনাথের পুত্র রাজা গৌরনাথ দশশালা বন্দবস্তের সময় জীবিত ছিলেন। গৌরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা গোকুলনাথ (স্ত্রীর নাম জয়দুর্গা) মধ্যম পুত্র রাজা গৌরকিশোর। এই রাজা গৌরকিশোরের দত্তকপুত্র কুমার শ্যামকিশোর এবং শ্যামকিশোরের দত্তক পুত্র কুমার চন্দ্রকিশোর এখন বর্ত্তমান আছেন।

দিনাজপুর-রাজবংশের কুর্শীনামা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, গোত্রানুক্রমি পর্য্যায় হিসাবে বিষ্ণুদত্ত হইতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান সভাপতি মহারাজ গিরিজানাথ পর্য্যন্ত ১১ পুরুষ হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ হইতে ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ-স্থানীয় রাজা রামনাথ নবাব মুরসীদকুলীর সমসাময়িক। হরিরাম রায় শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হরিরামের পুত্র শুকদেব রায়। শুকদেব রায়ের পুত্র রাজা জয়দেব ও রাজা প্রাণনাথ। রাজা প্রাণনাথের পুত্র রাজা রামনাথ। শুকদেব রায় ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতা হরিরাম রায় ইদরাকপুরের জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। (১)

সাধারণ বংশবৃদ্ধি এক শত বৎসর মধ্যে যেরূপ ভাবে সম্পন্ন হয়, জমিদারগণের দত্তকাদি রাখিবার নিয়মে ও অন্যান্য কারণে তদ্রূপ হয় না, তজ্জন্যই পর্য্যায়ের কিঞ্চিৎ কমবেশ হওয়া সম্ভবপর।

ঢাকুরের উক্তি যে, রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক রাজা ভগবানের জমিদারী নয় আনা ও সাত অংশে বিভক্ত হয়। রাজা মানসিংহ সম্রাট্ অকবরের মৃত্যুর পরও এ দেশে আগমন করেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় ঢাকা নগরীতে রাজ-

(১) Golden Book of India by Lethbridge. page 153.

বিশ্বকোষ। দিনাজপুর শব্দ দ্রষ্টব্য।

ধানী স্থাপিত হয়। রাজা মানসিংহের সময় নয় আনা সাত আনা জমিদারী বন্টন হওয়ার বিষয় ঢাকুরে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে কথা অলীক নহে। রাজা মানসিংহের দরবারে বিভাগের আদেশ ও পরে ঢাকার সুবাদার কর্ত্তৃক তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়াই সম্ভবপর। এ কারণ ঢাকুরের উক্তি ও জনশ্রুতি পরস্পর ঐক্য হইতেছে।

আর্য্যাবর দেব ও শ্রীমন্ত দত্ত উভয়েই রাজা টোডরমল্লের সময়ের লোক। উভয়েই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বটেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

কায়স্থোৎপত্তি।*

(দাল্‌ভ্যবাদ)

জামদগ্ন্য পরশুরাম কর্ত্তৃক একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। এই প্রবাদের মূল কোথা, তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি নাই। যদি ক্ষত্রিয়বংশ একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তবে এখণও বহু ক্ষত্রিয় থাকিল কি প্রকারে?

দ্বিতীয়তঃ—কথিত আছে যে, ক্ষত্রবংশ-ধ্বংসকালে হৈহয়বংশীয় চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি হত্যাকারী পরশুরামের ভয়ে দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে পলাইয়া গিয়াছিলেন। পরশুরাম অনুসন্ধান করিয়া তথায় পৌঁছিলেন এবং যখন তিনি স্ত্রীহত্যা করিয়াও গর্ভ নষ্ট করা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন, তখন দাল্‌ভ্য মধ্যস্থ হইয়া রাজমহিষী ও তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, গর্ভস্থ সন্তান ক্ষত্রিয় হইবে না; কায়স্থ হইবে এবং লেখ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই প্রকার কায়স্থোৎ-

* প্রবন্ধের মতের সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ আছে; কায়স্থসভা এই প্রবন্ধের মতামতের জন্য দায়ী নহেন। —সঃ সম্পাদক

পত্তিকে আমরা দাল্‌ভ্যবাদ বলিতেছি। চান্দ্রসেনী কায়স্থ নামে এক শ্রেণীর কায়স্থও দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং দাল্‌ভ্যবাদ নিতান্ত উপেক্ষার কথা নহে। কিন্তু দাল্‌ভ্যবাদ এবং সকল ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসপ্রাপ্তি স্বীকার করিলে চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের অস্তিত্ব থাকে না, সকল কায়স্থই চান্দ্রসেনী কায়স্থ হয়।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ অবলম্বন করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধি-তত্ত্বে কলিতে ক্ষত্রবৈশ্যাভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ অধিক প্রাচীন। বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিল-ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। শূদ্রভূপালা ভবিষ্যন্তীতি।" (বিষ্ণুপুরাণ)

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, বিষ্ণুপুরাণকার জানিতেন যে পরশুরাম অখিলক্ষত্রিয়ান্ত-কারী ছিলেন এবং ইহাও জানিতেন যে, তাহা ছাড়াও অনেক ক্ষত্রিয় আছে, যাহাদিগকে তাঁহার মতে, মহাপদ্মনন্দ একেবারেই পরশুরামের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

বাস্তবিক প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতি কোথা? রাজপুতনার রাজপুতদিগকে এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় শাখা-প্রশাখাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আর ক্ষত্রিয় থাকে কি? রাজপুতজাতি ত শকজাতি। জনকাদি প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতির বংশ-ধর এবে কোথা? এ সব প্রশ্নের মূলে যদি কোন সত্য থাকে, তাহা হইলে ত প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতি নাই। সুতরাং পরশুরামের কথাটা একবার ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে অনেকটা অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ক্ষত্রবংশধ্বংসে তাঁহার অনেকটা বিশ্বাসও জন্মিয়াছে। নচেৎ তিনি পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রবংশধ্বংস, দাল্‌ভ্যের মধ্যস্থতা, চন্দ্রসেন-রাজমহিষীর প্রাণরক্ষা ও তাহাকে কায়স্থধর্ম্মে দীক্ষা প্রভৃতি বিষয় লইয়া এত বাগাড়ম্বর করিতেন না। এ জন্য একবার দাল্‌ভ্যবাদ বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত?

"জমদগ্নিস্তত হয়ে বস যজ্ঞালয়ে।
যজ্ঞ শুভকর উভে সোমরস পিয়ে॥"* (বেদসংহিতা, ঋগ্বেদ ৩।৬২।৪৮)

সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে ৩য় মণ্ডলের ৬২ সূক্ত অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ সূক্ত

* গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদত পাতং সোমমৃতা ঋষা। (৩।৬২।৪৮)

আর নাই। কেন না ইহার ১০ম ঋক্ হইয়াছে, সেই জগদারাধ্য গায়ত্রীমন্ত্র;—যাহা গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত কায়স্থজাতি আজ লালায়িত। এই সূক্তের রচয়িতা বিশ্বামিত্র। ইহার ৪৮শ ঋকে আমরা জমদগ্নি ঋষির যে ভাবে উল্লেখ দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝায়। রামায়ণানুসারে বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম সমসাময়িক, কেন না বিশ্বামিত্র দাশরথি রামের শিক্ষাগুরু এবং পরশুরাম তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ছিলেন। দাশরথিরাম ও পরশুরামের যুদ্ধের সময়ে বিশ্বামিত্র উপস্থিত ছিলেন।

৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের দেবতা হইয়াছেন "রথবীতি দাল্‌ভ্যঃ।"

হে রাত্রি! দার্ভ্য রথবীতি কাছে, বহয়ে যেমন রথী, তথা বহ মন এ সব বচন। আমার স্তব করহ বহন।* (বেদসংহিতা, ঋগ্বেদ ৫।৬১।১৭)

যে সূক্তের এই ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইল, তাহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা শ্যাবাশ্ব ঋষি। তিনি আত্রেয়। এই আত্রেয় শ্যাবাশ্ব সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য যে বৈদিক উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে দাল্‌ভ্য রথবীতির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য আমি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

সায়ণাচার্য্য বলেন, একটী আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, আগমপারদর্শীরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদের বংশে সকল কন্যারই ঋষিবংশের সহিত বিবাহ হইয়াছে; অথচ শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্যাবাশ্ব রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে করিয়া পতি সমীপে

* এতং মে স্তোমমূর্শ্নো দার্ভ্যায় পরাবহ গিরা দেবী রথীরিব। (৫।৬১।১৭)

উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথিসৎকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযুথ আভরণ প্রদান করিলে তরন্তও তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুমীলের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্যাবাশ্ব পথি মধ্যে মরুদ্‌গণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সভয়চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুদ্‌গণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের প্রসাদে তিনি সূক্তদ্রষ্টা হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন।"

সুতরাং দাল্‌ভ্য আর কেহই নহেন, দর্ভের পুত্র রথবীতি। তিনি মুনি নহেন, রাজা। তাঁহার স্ত্রী সাহঙ্কারে বলিয়াছিলেন, আমাদের কন্যার ঋষিবংশে ভিন্ন বিবাহ হয় না, এজন্য হোতা অর্চনানা ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্বকে মরুদ্‌গণের স্তব শিক্ষা করিয়া ঋষি হইতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি দাল্‌ভ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন।

অত্রিবংশীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি বিশ্বামিত্র ও জামদগ্ন্য পরশুরামের সমসাময়িক হইতে পারেন। ইহাতে অত্রিকে বিশ্বামিত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝায়।

শ্যাবাশ্ব ও দাল্‌ভ্য সমসাময়িক; সুতরাং দাল্‌ভ্য ও পরশুরামের এক সময়ে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশ্বামিত্র সেই শৈলনদ-সুশোভিত পঞ্চনদ প্রদেশের সুদাস রাজার যজ্ঞ করিতেন, বশিষ্ঠও তাঁহার যজ্ঞ করিতেন। তাঁহাদের সময় আর্য্যবিজয় পঞ্জাবদেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল কি না, সন্দেহ! সে সময়ে বর্ণভেদ প্রথারই সৃষ্টি হয় নাই। সেই সময়েই না কি এই প্রভু ক্ষত্রকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাহার পর গাঙ্গেয় প্রদেশে বহু ক্ষত্রিয়ের একটা যুদ্ধের কথা মহাভারতে লেখা আছে। এই যুদ্ধের প্রধান নেতা ভীষ্মের সহিতও পরশুরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন ভীষ্ম বৃদ্ধ নহেন, যুবা বা প্রৌঢ়। সুতরাং এক ব্যক্তির জীবন কাল মধ্যে রামায়ণের যুদ্ধনেতা রাম ও মহাভারতের যুদ্ধনেতা ভীষ্ম বিদ্যমান ছিলেন। যাঁহারা রামায়ণের যুদ্ধকে ত্রেতায় ও মহাভারতের যুদ্ধকে দ্বাপরের শেষে সংঘটিত মনে করেন এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর যুগের পরিমাণ ধরেন, তাঁহারা এ কথার কি উত্তর দিবেন? বোধ হয়, এই কারণেই পরশুরামকে চিরজীবী বলা হইয়াছে। আমাদের সহিত এই চিরজীবী মহাশয়ের এক্ষণও সাক্ষাৎ হয় নাই, কাজেই

আর নাই। কেন না ইহার ১০ম ঋক্ হইয়াছে, সেই জগদারাধ্য গায়ত্রীমন্ত্র;—যাহা গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত কায়স্থজাতি আজ লালায়িত। এই সূক্তের রচয়িতা বিশ্বামিত্র। ইহার ৪৮শ ঋকে আমরা জমদগ্নি ঋষির যে ভাবে উল্লেখ দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝায়। রামায়ণানুসারে বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম সমসাময়িক, কেন না বিশ্বামিত্র দাশরথি রামের শিক্ষাগুরু এবং পরশুরাম তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ছিলেন। দাশরথিরাম ও পরশুরামের যুদ্ধের সময়ে বিশ্বামিত্র উপস্থিত ছিলেন।

৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের দেবতা হইয়াছেন "রথবীতি দাল্‌ভ্যঃ।"

হে রাত্রি! দার্ভ্য রথবীতি কাছে, বহয়ে যেমন রথী, তথা বহ মন এ সব বচন।
আমার স্তব করহ বহন।* (বেদসংহিতা, ঋগ্বেদ ৫।৬১।১৭)

যে সূক্তের এই ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইল, তাহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা শ্যাবাশ্ব ঋষি। তিনি আত্রেয়। এই আত্রেয় শ্যাবাশ্ব সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য যে বৈদিক উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে দাল্‌ভ্য রথবীতির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য আমি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

সায়ণাচার্য্য বলেন, একটা আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, আগমপারদর্শীরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদের বংশে সকল কন্যারই ঋষিবংশের সহিত বিবাহ হইয়াছে; অথচ শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত নিজ কন্যা বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্যাবাশ্ব রাজকুমারীপ্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে করিয়া পতি সমীপে

* এতং মে স্তোমমূর্ম্ম্যে দার্ভ্যায় পরাবহ গিরো দেবী রথীরিব। (৫।৬১।১৭)

উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথিসংকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযূথ আভরণ প্রদান করিলে তরন্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুমীঢ়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্যাবাশ্ব পথি মধ্যে মরুদ্‌গণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সভয়চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুদ্‌গণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের প্রসাদে তিনি সূক্তদ্রষ্টা হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন।"

সুতরাং দাল্‌ভ্য আর কেহই নহেন, দর্ভের পুত্র রথবীতি। তিনি মুনি নহেন, রাজা। তাঁহার স্ত্রী সাহঙ্কারে বলিয়াছিলেন, আমাদের কন্যার ঋষিবংশে ভিন্ন বিবাহ হয় না, এজন্য হোতা অর্চনানা ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্বকে মরুদ্‌গণের স্তব শিক্ষা করিয়া ঋষি হইতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি দাল্‌ভ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন।

অত্রিবংশীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি বিশ্বামিত্র ও জামদগ্ন্য পরশুরামের সমসাময়িক হইতে পারেন। ইহাতে অত্রিকে বিশ্বামিত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝায়।

শ্যাবাশ্ব ও দাল্‌ভ্য সমসাময়িক; সুতরাং দাল্‌ভ্য ও পরশুরামের এক সময়ে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশ্বামিত্র সেই শৈলনদ-সুশোভিত পঞ্চনদ প্রদেশের সুদাম রাজার যজ্ঞ করিতেন, বশিষ্ঠও তাঁহার যজ্ঞ করিতেন। তাঁহাদের সময় আর্য্যবিজয় পঞ্জাবদেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল কি না, সন্দেহ! সে সময়ে বর্ণভেদ প্রথারই সৃষ্টি হয় নাই। সেই সময়েই না কি এই প্রভু ক্ষত্রকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাহার পর গাঙ্গ্য প্রদেশে বহু ক্ষত্রিয়ের একটা যুদ্ধের কথা মহাভারতে লেখা আছে। এই যুদ্ধের প্রধান নেতা ভীষ্মের সহিতও পরশুরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন ভীষ্ম বৃদ্ধ নহেন, যুবা বা প্রৌঢ়। সুতরাং এক ব্যক্তির জীবন কাল মধ্যে রামায়ণের যুদ্ধনেতা রাম ও মহাভারতের যুদ্ধনেতা ভীষ্ম বিদ্যমান ছিলেন। যাঁহারা রামায়ণের যুদ্ধকে ত্রেতায় ও মহাভারতের যুদ্ধকে দ্বাপরের শেষে সংঘটিত মনে করেন এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর যুগের পরিমাণ ধরেন, তাঁহারা এ কথার কি উত্তর দিবেন? বোধ হয়, এই কারণেই পরশুরামকে চিরজীবী বলা হইয়াছে। আমাদের সহিত এই চিরজীবী মহাশয়ের এক্ষণও সাক্ষাৎ হয় নাই, কাজেই

আমরা তাঁহাকে মরণশীল মনুষ্য ভাবিতে বাধ্য হইলাম এবং বেদপ্রমাণবশতঃ তাঁহাকে শত বৎসরের অত্যধিক বয়স্ক মনে করিতে পারিলাম না।

(১) “যেবা হয় দেব কিংবা যেবা মর্ত্ত্য হয়,
অসুর বরুণ! তুমি রাজা সকলের।
দেখিবারে দাও শত শরত সময়,
পাই যেন আয়ুভুক্ত প্রাচীনগণের ॥ ২।৭।১০
(২) আমরা কৃপায় তার দত্তধন দেবতার
পেয়ে বীর পুত্রগণে হইবে বেষ্টিত,
শতেক হেমন্ত যেন থাকি হরষিত।” অথর্ব্ববেদ ১৯।১২।১

বেদ হইতে এরূপ আরও অনেক মন্ত্র উদ্ধৃত করা যায়।

লঙ্কাবিজয় ও কুরুক্ষেত্রসমর কি এক শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল! লঙ্কা কোথায়? যদি কুমারিকার নিকটবর্ত্তী লঙ্কা হয়, তবে পঞ্চনদপ্রদেশবাসী আর্য্য ঋষিগণের অগ্রগণ্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহচর কোন ব্যক্তি দ্বারা এ কার্য্য সম্ভবপর নহে। তবে যদি বৈদিক সীতা ও ইন্দ্রকে রামায়ণের মূল কল্পনার অন্তর্নিহিত বস্তু (Keruel) মনে করা যায়, প্রাতিশাখ্যরচক বাল্মীকিকে মূল রামায়ণের বাল্মীকি ধরা যায়, তাহা হইলে রামায়ণের সীতানাথকে মহাভারতোক্ত গাঙ্গেয়ের অনধিক শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করা যাইতে পারে এবং জামদগ্ন্যও চিরজীবী না হইয়া ক্ষত্রিয়ধ্বংসকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন।

ভীষ্মের বৃদ্ধ বয়সে যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়, তখন জামদগ্ন্য জীবিত ছিলেন কি না, বলিতে পারি না। তবে এই সময়ে কিন্তু বহু ক্ষত্রিয় নষ্ট হয়। যাঁহারা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহারা ব্রাহ্মণানুগত যুধিষ্ঠিরের পক্ষ ও উত্তর পুরুষ। সুতরাং বর্ণভেদ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শ্রেণী-ভেদের অনুষ্ঠান-সময় হইতেই যে পৌরোহিত্য শক্তি (যাহা পরশুরামের গল্পে রূপকভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে একবার বিজয়িনী পতাকা তুলিয়া ছিল, সন্দেহ নাই। পশুরাম তখন জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহার ক্ষত্রবিদ্বেষিণী নীতি প্রভাবশালিনী

(১) ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্ত্ত্যাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষেঽশ্যামায়ুংসি সুধিতানি পূর্ব্বা ॥ ২।৭।১৬০
(২) অস্মা বাস্মং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ।১৯।১২।১

হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত ক্ষত্রশক্তি বা লোকশক্তি পৌরোহিত্য-শক্তির বিরুদ্ধে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণসত্ত্বেও ...ের মাথা তুলিতে পারে নাই। মহাভারতের যুদ্ধের পরে ব্রহ্মণ্যশক্তি বা পৌরোহিত্য-শক্তির একটী স্থায়ী প্রভাব ক্ষত্রশক্তি বা লোকশক্তির উপর পরি-লক্ষিত হয়। ইহার নামই ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বা বর্ণভেদ।

কিন্তু এ সময়ে ক্ষত্রিয় নাই, এ কথা আসে কোথা হইতে? সূত্রসাহিত্যে ...রি বর্ণের আদান-প্রদানের নিয়ম সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে ...িতেছি, সূত্রকার বশিষ্ঠের মতে ব্রাহ্মণ-রমণীতে ক্ষত্রিয় দ্বারা জাতসন্তানকে সূত ...। লিখিত আছে (বশিষ্ঠ ১৮, ৬,), বিপরীত ভাবে বিবাহিতা রমণী হইতে আয়োগব, মাগধ, বৈণ, ক্ষত্তা, পৌল্‌কস্, কুক্কুটক, বৈদেহক এবং চণ্ডাল জন্মে (বৌধায়ন ১, ৯, ১৬)। বিপরীত বা প্রতিলোম ভাবে উচ্চবর্ণের রমণীতে ...সন্তানোৎপত্তি হয়, তাহাকে সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্তা, বৈদেহক বা চণ্ডাল ...। গৌতম ৫, ১৭)। ব্রাহ্মণ-রমণীতে ক্রমাগত চারি জাতির পুরুষ যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ বা চাণ্ডাল বলে (গৌতম ...১৮)। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে যে, ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস না হইয়া, ...প্রত হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহপূর্ব্বক তাহাতে সূত নামক জাতি উৎপন্ন করিতেছিলেন; বৈশ্যগণও সেইরূপ ব্রাহ্মণ-কন্যায় মগধ জাতি সৃষ্টি করিতে ...েন। যে সকল কায়স্থপুঙ্গবেরা কায়স্থকে ন-শূদ্র ন-সঙ্কর, ন-ক্ষত্রিয় অথচ ...ও মাগধ জাতির ন্যায় একটী মৌলিক সম্মানিত জাতি মনে করিয়া আস্ফালন ...েন, তাঁহারা কি অবগত নহেন যে, সূত্রকারগণ সূত ও মাগধজাতিকে চণ্ডালের ...প্রতিলোমজ বলিয়াছেন? এই প্রতিলোমজ জাতির সদৃশ বলিয়া পরিচয় ...তাঁহারা কায়স্থের কিরূপ গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

যে যাহা হউক, সূত্রকারগণের সময়েও ক্ষত্রিয়গণ স্বশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন। ...সময়ে ও বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাবকালে, কোন কোন ক্ষত্রিয় (মনু ১০।২২) ...আচারভ্রষ্ট হইয়া লেখ্যবৃত্তিদ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিলেও, এবং ...ল্ক্যের সময়ে (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩) ইহাঁরাই আবার কায়স্থ নামে খ্যাত হইলেও ...কায়স্থ-সম্প্রদায় তখনও মূল ক্ষত্রিয়জাতি হইতে ব্যবসায়ে ভিন্ন হইলেও ...ন-প্রদানে ও আহার-বিহারে ভিন্ন হয় নাই। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-পাঠে

কায়স্থের ক্ষত্রিয় হইতে জাত্যন্তর হওয়ার কথা অনুভব করা যায় না। ফলে ব্যাসসংহিতার প্রক্ষিপ্ত কয়েকটী বচন পরিত্যাগ করিলে, সংহিতাগ্রন্থগুলিতে কায়স্থের জাত্যন্তরের কথা নাই। কায়স্থ সে সময়ে ও বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় জাতিই আছে, তবে অসিচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময় ক্ষত্রিয় নামধেয় জাতির সহিত আহারাদি প্রচলিত নাই, এইমাত্র। ব্রাহ্মণগণেরও সেইরূপ স্বদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ ও অপর দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত আহারাদি প্রচলিত নাই। ইহা কি ব্রাত্যত্ব? যে বঙ্গদেশীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের সময় হইতেই বংশানুক্রম মুনসেফী বা ওকালতি ব্যবসা করিতেছেন, তাঁহার সহিত পশ্চিমদেশীয় পাঁড়ে বা দোবের সহিত আহারাদি করিবার নিয়ম নাই; তিনি কি ব্রাত্য হইয়াছেন? কায়স্থের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ।

তবে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষে ও ৯ম শতাব্দীর প্রথমে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যখন জাত্যালোচনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে নূতন জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছিল, তখন ভারতের কোন পুরাণকার দাল্‌ভ্যবাদের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। দাল্‌ভ্যবাদের দ্বারা আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্মণ্যশক্তির পুনর্ব্বার মস্তকোত্তোলন সহ ক্ষত্রশক্তির দুর্ব্বলতাবশতঃ ক্ষত্রিয়গণের অতি বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত শাখা (কায়স্থ) ক্রমে স্বাতন্ত্র্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র হন নাই। কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের নামান্তর মাত্র, জাত্যন্তর নহে। দাল্‌ভ্যবাদে প্রকারান্তরে সেই কথাই বলিতেছে।

দাল্‌ভ্যবাদ ঐতিহাসিক নহে। দাল্‌ভ্য ও পরশুরাম একসময়ে বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর হইলেও তাঁহাদের সময়ে কায়স্থোৎপত্তি হয় নাই। তাহা হইলে সূত্রসাহিত্যে, মনুতে ও যাজ্ঞবল্ক্যাদিতে তাঁহাদের উৎপত্তিবিবরণ থাকিত। তবে দাল্‌ভ্যবাদ পৌরাণিক হইলেও পুরাণকার ইহা অবগত ছিলেন যে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়; কেবল ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।

দাল্‌ভ্যবাদ ঐতিহাসিক বিবেচনা করিলে, সেই সুদূর বৈদিকযুগে চন্দ্রসেনী কায়স্থের উৎপত্তি ধরিলে, পরশুরামকে "অখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী" বলিয়া বিবেচনা করিলে—চিত্রগুপ্তবাদের সহিত বিরোধ ঘটে। কিন্তু উহা যখন পৌরাণিক, তখন চিত্রগুপ্তবাদের সহিত বিরোধ কোথায়?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

গরীবের পত্র।

সমুদ্রসদৃশ কায়স্থ-সমাজ এখন দুইটী ভাবে পরিণত। একটী বিশুদ্ধ হিন্দুভাবসম্পন্ন, অপরটী বৈদেশিক ভাবাপন্ন। বৈদেশিক ভাবাপন্ন ভাবটীর সংস্কারাদি বিষয়ে ততটা ঝোঁক অবশ্যই কম। কেন না, তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময়ই উন্নত-জগতের সভ্যসমাজে থাকিতে হয়। কেনই বা তাঁহারা কোন প্রকার সংস্কারে বদ্ধ বা জাতীয় চিহ্ন প্রদর্শন দ্বারা পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইবেন? হিন্দুভাবটী প্রচ্ছন্নতার সহিত রক্ষা হউক, সংস্কারাদির প্রয়োজন কি? প্রথমটীর মত এই যে, শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষত্রিয়োচিত যথাবিধি সংস্কারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত হিন্দুভাব রক্ষা করা হউক। এখন ভাবুন, এই উভয়ের ভাব মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণ করা কায়স্থ-সমিতির অগ্রণীগণের কর্ত্তব্য? বাস্তবিক এটী ভাবিবারই কথা! কেন না, উভয় দলেই কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি অনেক আছেন।

কলিকাতা মহানগরীতে ক্রমে দুই বৎসর মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। দুঃখের বিষয় এই যে, দুই বৎসরই কলহ-বহ্নির ধূম দেখা দিয়াছে। কিন্তু মহাসমিতি তাহাতে অণুমাত্রও শঙ্কিত নহেন, ইহা মনস্বিমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। স্পর্শমণি লৌহকে স্পর্শ করিয়া স্বর্ণ করিতে পারে। বস্তুতঃ, এই বিরাট্ মহাসমিতিও তদবস্থভাবে অবস্থিত। আমরা বর্ষে বর্ষে সমিতি-স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব এবং প্রভান্বিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃবৃন্দকে সমপ্রেমে আলিঙ্গন করিব, ইহাই ত আমাদের একমাত্র শোণিতগত ইচ্ছা। ভাবী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকে সকলেই আলোকিত হইতে পারেন, ইহাই ত বাঞ্ছনীয়! এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যদি দাঁড়াইতে পারি, তবেই [illegible] ও বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। যদি বৈদেশিক-ভাবাপন্ন কৃতবিদ্যগণ সঙ্কীর্ণ ভাবটী পরিহার করেন, যদি অন্ধকারময়-কূপমগ্ন মণ্ডূকের ন্যায় স্বার্থ-[illegible]বৃত্ত ব্যক্তিরা এই মহাসমিতি-সিন্ধুর তরঙ্গ দেখিয়া বিত্রাসিত না হন, তাহা [illegible] নিশ্চয়ই বলিতে পারি, ইহার পরিণাম ফল আশাপ্রদ। বহুস্থানের তৃণখণ্ডসমূহ একত্র হইলে রজ্জুরূপ ধারণ করিয়া প্রকাণ্ড মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া ফেলে। এই

বঙ্গনিবাসী অসংখ্য কায়স্থগণ দ্বারা কলিকাতার মহাসমিতিকে একভাবে একপ্রেমে হৃদয়ে রাখিয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণকে বাঁধিতে পারিব না? প্রতি বৎসরই কি পৃষ্ঠ... জের ধরিয়া কলহবহ্নি প্রজ্বলিত হইবে? দেখুন, আমি যদি মুখে সু... বর্ষণ করিয়া অন্তরে অমিলনের গরল সঞ্চিত রাখি, তবে সমস্ত কায়স্থমণ্ডলীর সভ্যগণ একতানে বলিতে পারেন, আমার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

নিরাশার কথা নহে। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা নাই। যে যজ্ঞের স্থণ্ডিল মহানগরী কলিকাতা, দিনাজপুরের মহারাজ যে ক্রিয়ার আচার্য্য, জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ সদস্য, মহাসমিতির সম্পাদক বাবু রমানাথ ঘোষ ব্রহ্মা,—এ হেন মহাযজ্ঞে যে শূদ্রত্বরূপ প্রেতত্বের বিনাশ হইয়া ক্ষত্রিয়-সংস্কারের আশ্রয়ে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়শ্রী ধারণ করিবেন এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ 'শূদ্রযাজক' কলঙ্ক হইতে নিষ্কলঙ্ক হইবেন, তাহার আর সংশয় কি? ইহাতে আমার মনে হয়, তাঁহাদিগের গৌরবেরই কথা। ভাবিয়া দেখিলে পুরোহিত মহাশয়গণ শূদ্রের প্রতি বিশেষ আধিপত্যে গৌরবান্বিত নহেন।

যাহা হউক, এখন আমাদের কথা কয়েকটী বলিব। জষ্টিস্ মহোদয় গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠের অধিবেশনে যে তিনটী সারতত্ত্ব বলিয়াছেন, উহা বঙ্গবাসী কায়স্থগণেরই হৃদয়ের বস্তু। আবশ্যক বোধে এখানে ঐ কথাত্রয় উল্লেখ করিলাম।

১। "কায়স্থগণের প্রকৃত বর্ণসংস্কারাদি নির্ণয়।

২। বিবাহাদি ক্রিয়ার ব্যয়সংক্ষেপ।

৩। চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধস্থাপন।"

জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ জষ্টিস্ মহোদয়ের এই তিনটী বিষয় শীঘ্র সম্পন্ন হয়, সকলেরই প্রাণগত চেষ্টা করা বিধেয়। মানবশরীর ক্ষণস্থায়ী, এই আছে—এই নাই। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের হৃদয়ের মহারত্ন কয়েকটী হারাইয়াছি। বর্ত্তমানে ঈদৃশ মহদনুষ্ঠানটী কার্য্যে পরিণত দেখিলে এমন কে আছেন, যে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নিমজ্জিত না হইবে?

১ম—বারেন্দ্র, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী, এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে উদার-ভাবসম্পন্ন প্রচারক নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। মফঃস্বলস্থ প্রচারকগণ স্বার্থ-ত্যাগী হইয়া প্রাগুক্ত তিনটী মূল তত্ত্বের এবং তাহার আনুসঙ্গিক উন্নতিকল্পে যাহা ইচ্ছা করেন, নানা স্থান ভ্রমণনিরত হইয়া প্রচার করিবেন।

২য়—কলিকাতা-সমিতি হইতেও ঐরূপ প্রচারক নিযুক্ত হওয়া উচিত। প্রচারকদিগের পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কলিকাতায় এবং যে যে স্থানে শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে এক একটী প্রচার-ভাণ্ডার থাকিবে। তাহা হইতে প্রচারকগণের পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। পরস্পর কায়স্থ-মহোদয়গণের এই সকল ভাণ্ডারে অর্থদান করাও আবশ্যক।

৩য়—পশ্চিম-প্রদেশবাসী কায়স্থগণের সহিত বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থেরই প্রাণগত সম্বন্ধ স্থাপন করা প্রয়োজন। কেন না, ঐ কায়স্থবংশের আদিপুরুষ ...জনের শোণিতেই বঙ্গে আজ লক্ষ লক্ষ কায়স্থের উৎপত্তি। এই ঘোর আন্দোলনের সময়ে যে কোন বিষয়েরই অভাব হউক না কেন, সেই ভ্রাতৃগণের সহানুভূতিতে তাহা পূর্ণ হইবে। ঐরূপ স্থলে উহাঁদিগের সহিত হৃদয়ের মিলন ও আনুগত্য-...ন হইলে যে কতদূর সুখের হইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

৪র্থ—মুর্শিদাবাদ, বাখরগঞ্জ, হুগলী প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত শাখা-সমিতির অধীন নানাস্থানে ভিতরে ভিতরে যুবকদল মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোধ হয় আরও অনেকে প্রস্তুত আছেন। মহাসমিতির ...ট্ অধিবেশনের ঐক্যতানে মন্ত্রণা সিদ্ধ হওয়া সময়সাপেক্ষ হইলেও আর কাল-বিলম্ব করা বিধেয় নহে। অতএব পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাসমূহ সহ ঐ শাখা-সমিতির প্রতি পদ্ধতিসংস্কারের অনুমতির নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না, যখন মফঃস্বল-...ী যুবকগণ অপেক্ষা না করিয়াই সংস্কারাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন ঐ শুভস্রোতকে বাধা দেওয়া উচিত হয় কি? যত শীঘ্র কায়স্থগণের স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অযথা শূদ্রভাবকলঙ্ক বিনাশ হয়, তাহারই সম্বন্ধে শোণিতগত চেষ্টা ...র সকলেরই প্রার্থনীয়।

৫ম—এই শুভকার্য্যে উন্নতমনাঃ মহাত্মগণ প্রসন্নহৃদয়ে প্রচুর অর্থের ...র মহাসমিতির ব্যয় সঙ্কুলন করিতেছেন। তাঁহারা কেন যে এই শুভ সময়ে শূদ্ররূপ প্রেতত্বের বিনাশ সাধনে সম্যক্ প্রকারে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন ... নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় স্থিরভাবে রহিয়াছেন, ইহার মর্ম্ম, মর্ম্মগ্রন্থিকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। কেন না, প্রেতত্ব মোচন হইয়া মিলিত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের ...রের আকর্ষণে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন হইবে। ইহা হইতে অধিক সুখ আর ...? এখনও কি এই বঙ্গ-বিকম্পিত-আন্দোলনে নিরুদ্যম-নিরুৎসাহে বসিয়া

থাকা বিধেয়? প্রাঞ্জলি পুটে অনুরোধ করি, সকলে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া প্রস্তুত হউন।

৬ষ্ঠ—বিবিধশাস্ত্র মন্থন করিয়া কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। ভারতশ্রেষ্ঠ মহা মহা পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্রও অনেক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এরূপ শুভ সময়ে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণে ও প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃতি দ্বারা পত্রিকা পূরণ করা কি অনাবশ্যক নহে? উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে অবশ্যই শুভফল প্রসব করিবে। এখন হইতে সকলে হৃদয়প্রাণ মহাসমিতিকে সঁপিয়া দিয়া বর্ণসংস্কারাদি বিষয়ে যদি তৎপর হন, তাহা হইলে মনে হয় ভবিষ্যতে অল্প সময়েই শুভ আশাপূর্ণ হইবে।

৭ম—বঙ্গের সমস্ত জেলার এবং তদন্তর্গত প্রত্যেক পল্লীতে যে যে স্থানে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের সমাজ, সেই স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লওয়া উচিত। এমন কি, যাঁহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও আদরের সহিত এক একখানি ব্যবস্থাপত্র লইতে হইবে। কোন কোন পল্লীতে এমনও কেহ কেহ আছেন যে স্মৃতি প্রভৃতি দুই একখানি শাস্ত্রের কল্পিত প্রমাণে কায়স্থ যে শূদ্র,উহাই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত মনে করেন। তাহার ব্যত্যয়ে দাঁড়াইতে সাহসী হন না। কাজেই তাঁহারা এই চিরবিশুদ্ধ জাতির আচরণভ্রষ্টজনিত উজ্জ্বল উত্থানের বিরোধী। ইহাতে কি মহাসমিতি শূদ্রভাবে কলুষিত হইয়া থাকিবেন? কলিকাতায় যে সকল ব্যবস্থাপত্র আসিয়াছে এবং যাহা আসিবে, তাহার এক একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়া অবশ্যই বঙ্গের প্রত্যেক শাখা-সমিতি ও বর্দ্ধিষ্ণু নগর বা গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হইবে। ঐ তালিকাসমূহ নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে বিতরিত হইয়া তদনুসারে উপস্থিত কার্য্য-সমূহ চলিতে থাকিবে।

যদি শাস্ত্রানুমোদিত বিশিষ্ট প্রমাণে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণই প্রমাণিত হইল, তবে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে এত বিড়ম্বনা কেন? জাতিধর্ম্মকে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষের রক্ষিত ধন বলিয়া বুঝিলে তদানুসঙ্গিক সংস্কারপদ্ধতির প্রতি উপেক্ষা করা সঙ্গত হয় না! সংস্কারাদির দ্বারা বর্ণপ্রভাকে নিষ্কলঙ্কভাবে প্রভাসিত করে। যেরূপ দীপালোক তৈলাভাবে উজ্জ্বলজ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে পারে না, নিবিয়া যায়, সেইরূপ বর্ণশ্রেষ্ঠতাও সংস্কারাভাবে স্বীয় প্রভা প্রদর্শন করিতে পারে না,

ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতঃপর যত শীঘ্র যথাপদ্ধতি সংস্কার দ্বারা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপ যাহাতে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অশুভ কার্য্যেই কালবিলম্ব করা প্রয়োজন, কিন্তু শুভকার্য্যের কালাতিপাত বিধেয় নহে।

জাতিগত অশৌচব্যবস্থা এবং ক্রিয়াপদ্ধতিপালনেই হিন্দুসমাজের উন্নতি না! কি যে এক অদ্ভুত শক্তিপরম্পরা সংক্রামিত হইয়া বর্ণধর্ম্মকে ম্লান করিয়াছে, বোধ হয় সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী সাধুমাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমি হিন্দু অথচ আমার আচার ব্যবহার গূঢ়ভাবে ম্লেচ্ছ, এই ভাব-পরিরক্ষিণা শক্তির অধীন হইয়া এরূপ অবস্থায় কিরূপেই বা জীবন যাপন করিব? ইহাও ত একটু ভাবিবার কথা! আবার একথাও ঠিক যে, সংস্কার ব্যতীত বর্ণধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়পদ্ধতি অনুসারে শূদ্রত্ব পরিহার করা কর্ত্তব্য, এই যে বাঁধি কথাটী কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "সে কি! পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভাবে চলেন, ঐ ভাবে চলাইত যথেষ্ট।" এক্ষণে উপরোক্ত তিনটী শুভতত্ত্ব মধ্যে আমরা প্রথমতঃ অশৌচপালন ও বর্ণসংস্কারাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে আর বিলম্ব না বিধেয় মনে করি না। কেন না, কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণ সিদ্ধান্ত হইয়া উত্থানের পথে উঠিবার জন্য কতবার আয়োজন হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা নৈরাশার অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে। যে শ্রেষ্ঠজাতি বহুদিন হইতে নিজ মর্য্যাদা হীন হইয়া কলুষিত ভাবে রহিয়াছে, সেই বর্ণের পুনরুত্থান সম্বন্ধে সময়সাপেক্ষ কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। মহা মহা পণ্ডিতগণের অনুমোদিত ব্যবস্থানুসারে সকলে সমসংস্কারে বিশুদ্ধভাব গ্রহণ করিলে যখন প্রেমের প্রস্রবণ ছুটিবে, তখন কি আর কোনপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিয়া এই পবিত্র প্রেমের উদ্যমভঙ্গ করিতে পারিবে? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি—কখনই নহে। অধম অবস্থা হইতে শাস্ত্রানুমোদিত উত্তম অবস্থা গ্রহণ করিতে কে এমন আছেন যে, ঐ অধোগতি হইতে উন্নতি-সোপানে উঠিতে অরুচি প্রকাশ করিবে? অতএব এই শুভ সময়ে চারিশ্রেণীয় কায়স্থ-মহোদয়গণ পরস্পর মিলনের অমৃতধারায় নিমজ্জিত হইয়া ধন্য হউন, ইহাই গরীবের হৃদয়ের একমাত্র প্রার্থনা।

ডাক্তার—শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

কায়স্থ-গ্রন্থ-সমালোচনা।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য (জাতিতত্ব ১ম ভাগ) ত্রিপুরা, বাবুর-হাট হাইস্কুলের ২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ১৷০। গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

কায়স্থসমাজের আন্দোলন উপলক্ষে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গিরিশবাবুর গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার যথেষ্ট গবেষণা ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যসমাজের অনেক গূঢ়তত্ব জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার নানা প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা কায়স্থ ও বৈদ্যের অভিন্ন জাতিত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য ও প্রণিধানযোগ্য। আশা করি, জাতি ও সমাজতত্বানুরাগী কায়স্থ ও বৈদ্য-সন্তান এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহদান করিবেন।

কায়স্থকুলপদ্ধতি (বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থের কুলবিধি)—জঙ্গীপুর কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

কায়স্থপত্রিকার পাঠকের নিকট কৃষ্ণবল্লভ বাবু অপরিচিত নহেন। কায়স্থ-পত্রিকার সৃষ্টি হইতে কায়স্থসমাজের মঙ্গলের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার বহু অনুসন্ধানপূর্ণ প্রবন্ধমালায় কায়স্থসমাজের যে ভাবী হিত সংসাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময় কায়স্থতত্বসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই শ্রেণচতুষ্টয়ের কুলগ্রন্থসকল আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থপ্রচার দ্বারা সমাজের অনেক অভাব মোচন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ইচ্ছা করি।

———

রঘুনাথ রায়।

বর্ত্তমান জেলা যশোহরের মহম্মদশাহী পরগণার অন্তর্গত শৈলকুপা (১) গ্রামে ...নাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন।

নাগবংশের মধ্যে জটাধর ও কর্কট নামক দুই ভ্রাতা তৎকালে প্রবল

---

(১) বর্ত্তমান পুলীশ-ষ্টেশন কুমার-নদের নিকটবর্ত্তী শৈলকুপা নামক স্থান। এই স্থান হইতে এক ...দূরে একটী প্রাচীন স্থান আছে। উহা "মঠবাড়ীর মাঠ" নামে অভিহিত। এই উচ্চভূমির ...পার্শ্বে যে সকল বিস্তৃত নিম্নস্থান আছে, তাহার নাম মঠবাড়ীর দীঘী। ঐ স্থানই নাগবংশীয়দিগের ...বাসভূমির ভগ্নাবশেষমাত্র। এখন ঐ সকল স্থানে রীতিমত চাস আবাদ হইতেছে।

শৈলকুপা গ্রামে এক স্থলে একটী মস্জিদ ও পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে নাগদিগের ...ছিল। কোন হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক দেবমন্দির মস্জিদে পরিণত ...। মঠবাড়ী নামক স্থানে এক সময়ে জনৈক সন্ন্যাসী নাগদিগের শ্রীরামগোপাল-বিগ্রহের সেবা ...। মুসলমান শাসনকর্ত্তার অত্যাচারভয়ে পলায়নপূর্ব্বক তিনি দেবতলা গ্রামের এক অরণ্য-...আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত বিগ্রহের বর্ত্তমান সেবাইতগণ বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মহম্মদশাহী ...নলডাঙ্গার রাজবংশের করতলগত হওয়ার পর, উক্ত বিগ্রহের সেবার জন্য নলডাঙ্গার রাজবংশীয়েরা ...দেবোত্তর প্রদান করিয়াছেন।

...নলডাঙ্গার রাজবংশের আদিপুরুষ শ্রীমন্ত রায় ওরফে রণবীর খাঁ শৈলকুপার নাগবংশের কতিপয় ...মহম্মদ শাহ নামক শাসনকর্ত্তার সাহায্যে গ্রহণপূর্ব্বক মহম্মদশাহী নামকরণ করেন। ...যশোহর কালেক্টরীর কাগজ-পত্রে ১৩টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা মহম্মদশাহীর পরিচয়ে ...।

মঠবাড়ী নামক স্থানের একটী প্রাচীন মঠ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে।

...নাথের পুত্র রামনারায়ণ হইতেই স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে। রামনারায়ণের অধস্তন ১০।১১ ...হইয়াছে।

...ভূমির কত দক্ষিণে পদ্মানদী বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু বিগত ৪০ ...মধ্যে পদ্মা কুষ্টিয়া সবডিভিশনের নিকট ১৬ মাইল উত্তরে সরিয়া গিয়াছে, তাহা বিলক্ষণ-...প্রমাণ হয়।

পরাক্রমশালী ও বিত্তবান্ ছিলেন। কর্কট নাগ শৈলকূপায় বসতি করেন। কর্কটের বংশে বাণেশ্বর ও গরুড়ধ্বজ নামক দুই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা কর্কট নাগ হইতে কত পর্য্যায় অন্তর, তাহা নিশ্চয়রূপে স্থির করা কঠিন।

গরুড়ধ্বজ নাগের পুত্র কালিদাস ও ঘনশ্যাম নাগ। কালিদাস নাগ জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। শৈলকূপার নাগগণ গরুড়ধ্বজের পূর্ব্ব হইতেই ঐশ্বর্য্যবান্ ও পরাক্রমশালী।

গরুড়ধ্বজ বা কালিদাস গৌড়ের পাতশাহের সরকারে কোন বিষয়কর্ম্ম করিতেন কি না, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালিদাসের পুত্র রাজবল্লভ পাতশাহের সরকারে বিষয়কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে কায়স্থজাতীয় সুপ্রসিদ্ধ রাজা টোডরমল্ল এদেশে আগমন করেন। রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বঙ্গের রাজস্ব নির্দ্ধারণের নূতন পথ আবিষ্কৃত হয়। জমি-জমা-সংক্রান্ত কার্য্য অতি জটিল এবং রাজা ও প্রজা-সাধারণের ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্টের সহিত গুরুতর সম্বন্ধযুক্ত. এই কার্য্যের জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত বংশমর্য্যাদার গৌরব একান্ত প্রয়োজন। যাহার বংশমর্য্যাদা নাই, তাহাকে জমিদার বা প্রজাসাধারণ সম্মান করিবে কেন? রাজা টোডরমল্ল সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি এদেশে আগমনপূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলোদ্ভব কতিপয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেন। তিনি যে সকল কায়স্থকে তাঁহার সাহায্যকারিরূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে রাজবল্লভ অন্যতম।

যে সকল ব্যক্তি কাননগো সেরেস্তার কার্য্য করিতেন, তাঁহারা বংশমর্য্যাদায় সম্মানিত, ন্যায়পরায়ণ, সদ্বিবেচক ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করা এই শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্যের দ্বারা সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই সকল সদ্‌গুণ যাঁহাতে সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল, তিনিই রাজ-সরকারে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। রাজবল্লভ রাজা টোডরমল্লের অধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। এজন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক তিনি রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঢাকুরে লিখিত আছে—

"কালিদাস-পুত্র রাজা রাজবল্লভ হইল।
মুনসফ জানিয়া পাতশা রাজটীকা দিল॥

রাজা রাজবল্লভ নাম মুনসফ কারণ।" (১)

* * *

রাজা রাজবল্লভের পুত্র কেশব ও গোবিন্দ। এই গোবিন্দের পুত্র রঘুনাথ রায়। এ সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে,—

"হস্তিনিশি নরপতি বিদিত ভুবনে।
বারেন্দ্রে মর্য্যাদাবন্ত জানে সর্ব্বজনে॥
তস্য পুত্র কেশব গোবিন্দ দুই নাম।
গোবিন্দ সন্তান হইল রঘুনাথ রায়॥
নবরত্ন তুল্য সভা বিখ্যাত যাহার।
এ বংশেতে মূর্খ নাহি কহে পরস্পর॥

* * * *

তাহার সন্তান হইল তিন মহাশয়॥
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভাব রাম নারায়ণ।
গাজলাফে বিবাহ কৈলা উত্তম করণ॥
সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তিন ঘরে করণ প্রকাশ।
জমিদারী গেলে কৈলা বাগচুলী বাস॥
তস্য পুত্র গঙ্গারাম (২) মেলে না পাইয়া।
নীচে বিবাহ করি গেলা নির্ব্বংশ হইয়া॥

---

(১) এখন মুনসফ অর্থ বিচারক হইয়াছে। অবশ্য এ পদ সম্মানের বটে, কিন্তু মূলে কাননগোর ন্যায় ব্যক্তিগণকে মুনসফ শব্দে অভিহিত করাই বিবেচনা হয়। কেহ কেহ মুনসফদার অর্থাৎ সেরেস্তা নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাহা হইলে টোডরমল্লের অধীনে কার্য্য করিবার প্রবাদের সহিত সঙ্গত ঘটেনা। সম্ভবতঃ মুনসফ পদ উত্তরকালে বঙ্গাধিকারিপদে পরিণত হইয়াছে।

(২) এ সময়ে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ঘরের মধ্যে আদান-প্রদানের প্রথা যে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ হইতেছে। গঙ্গারাম অবস্থাহীনতা জন্য সম্ভবতঃ অর্থের প্রলোভনে নীচ ঘরে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা কর্কট নাগ হইতে তাঁহার পিতার সময় পর্য্যন্ত আধিপত্য কালের অবস্থার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া রামনারায়ণের পুত্র কেশব ও হরিরাম দুইজনেই বিপদ্‌সাগরে নিপতিত হইয়াছিলেন। রামনারায়ণ দুরবস্থায় পড়িয়াও বংশমর্য্যাদা-বিক্রয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন। গঙ্গারাম প্রলোভনে পড়িয়া নীচঘরে

হরিরাম তস্যানুজ শুনহ উচিত।
ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নি নহে প্রজ্বলিত॥"

রঘুনাথের নবরত্নতুল্য সভা থাকিবার বিষয় উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার নবরত্ন নামক একটী সভা ছিল। তদীয় পিতামহ রাজা টোডর-মল্লের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এ বংশের অধিকৃত তারাউজান নামক পরগণা (১) ও অন্যান্য সম্পত্তি জমিদারী

বিবাহ করেন। এজন্য তিনি মেল হইতে পরিত্যক্ত হয়েন। গঙ্গারাম নির্ব্বংশ হইয়াছেন বটে কিন্তু অন্যান্যস্থলে এইরূপ নীচ-সম্বন্ধদ্বারা বংশ রক্ষিত হইলেও সমাজে তাহারা নগণ্যভাবে রহিয়াছে।

রামনারায়ণের বংশ বর্ত্তমান আছে এবং রামনারায়ণ হইতে দশ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। হরিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডীচরণের বংশে চণ্ডীচরণ হইতে আট নয় পুরুষের জন্ম হইয়াছে।

গরুড়ধ্বজ নাগের কনিষ্ঠ বাণেশ্বর নাগের নাম ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে,—

"সে বংশে গরুড়ধ্বজ বাণেশ্বর নাম।
দুই সহোদর হইল গুণে অনুপাম॥
গরুড়ধ্বজ সুত দুই কবিব বিস্তার।
ঘনশিবনাগ কালিদাস রায় আর॥

পরবর্ত্তী বর্ণনায় কালিদাসের বংশ বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাণেশ্বরের বংশে তদীয় পুত্রপৌত্রাদির বিষয় পরিষ্কৃতরূপে লিখিত হয় নাই। বাণেশ্বর হইতে জানকীনাথ কত পুরুষ ব্যবধান, তাহা বুঝা না গেলেও জানকীনাথ-পুত্রনবিশ হইতে অধস্তন ১১ পুরুষের জন্ম হইয়াছে। জানকীনাথ নানা বিদ্যা ও শাস্ত্রে পণ্ডিত থাকা হেতু দিল্লীশ্বর অকবরের মুন্সী হইয়াছিলেন। এই উচ্চপদে বাঙ্গালার মধ্যে অন্য কেহ ছিলেন কি না, তৎপরিচয় আমরা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই।

(১) তারা-উজান পরগণার কিয়দংশ এক্ষণে জেলা যশোহর ও নদীয়ার মধ্যে দৃষ্ট হয়। জেলা পাবনার মধ্যেও এই পরগণার সামান্য অংশ আছে। ইংরাজ-শাসনের প্রথমে ও তৎপূর্ব্বে অনেক সময়, এক পরগণার মৌজা সকল অপর পরগণার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইংরাজ-শাসনের প্রথম সময়ে তারা-উজানের কতিপয় মৌজা অন্য পরগণার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থশালী ও পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণ কাননগোর সহিত যোগ করিয়া এইরূপ কার্য্য করিতেন। উত্তরাধিকারিসূত্রে ছাহাম বাটোয়ারা দ্বারাও এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত। পাইকপাড়া ও নড়াইলের জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে এক পরগণার অনেকগুলি মৌজা অন্য পরগণার সহিত কৌশলে অধিকৃত হওয়ার প্রবাদ আছে।

কর্কট নাগের তারা-উজান জমিদারী ও জগপতি আখ্যা থাকিবার বিষয় ঢাকুরে বর্ণিত হইয়াছে।—

"শৈলকূপা বাড়ী করি, তারা-উজান জমিদারী,
জগপতি (১) আখ্যাত হইলা।"

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট্ অকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁর সহিত বঙ্গেশ্বর দাউদের মহাসমর উপস্থিত হয়। বঙ্গেশ্বর দাউদ খাঁকে গৌড়ের সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই মহাসমরের সমকালে বা অব্যবহিত পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য যশোহর প্রদেশে জায়গীর লাভ করেন, বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্য এই প্রদেশের প্রধান প্রধান অধিবাসীদিগকে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির সহায় করিয়াছিলেন। একমাত্র তদীয় পিতৃব্যপ্রমুখ ব্যক্তিগণ জাতীয় অভ্যুত্থানের বিরোধী ছিলেন।

রাজা রাজবল্লভের পুত্র গোবিন্দের কতিপয় সম্পত্তি নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রণবীর খাঁ নিজ অধিকারভুক্ত করেন। রঘুনাথ রায়ের ক্ষমতাবলে সেই সকল সম্পত্তির নষ্টোদ্ধার হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সহিত সংমিশ্রণই তাহার মূলকারণ ছিল। প্রতাপ-পক্ষই তৎকালে প্রতাপশালী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে সামরিক রীতিনীতি ও রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি যাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতার বিষয় অবগত ছিলেন, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে আটজন ব্যক্তিকে সেনাপতি পদের উপযুক্ত ঠিক করিয়া তাহাদিগকে সামরিক বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। ঐ আট সেনাপতি মধ্যে রঘুনাথ জনৈক সেনাপতি। রঘুনাথ প্রতাপাদিত্যের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রতাপের অধিকৃত পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসন সংরক্ষণ জন্য যে সকল সৈন্য ছিল, রঘুনাথ রায় তাহারই সেনাপতি। দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করা ও মহাতেজস্বী পার্ব্বত্য সৈন্যগণকে বশীভূত রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। রঘুনাথের রণকৌশলে প্রতাপাদিত্য নিরতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন।

(১) ঢাকুরের বর্ণনা দৃষ্টে উপলব্ধি হয়, কর্কট নাগ জগপতি উপাধিতে আখ্যাত ছিলেন; অথবা হিন্দুরাজত্বসময়ে প্রধান প্রধান সামন্ত ও অধিকারস্থ পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণকে এরূপ উপাধি প্রদান করা সম্ভবপর।

রঘুনাথ কয়েকবার সম্রাট্ অকবরের সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া মহাসমরে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। সম্রাট্-সৈন্যদিগকে ক্রমে পরাজিত করায় প্রতাপাদিত্য এবং তাঁহার সেনাপতিগণের হৃদয়ে বঙ্গের স্বাধীনতার আশা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

মোগল-সৈন্য কয়েকবার প্রতাপাদিত্যের হস্তে পরাজিত হওয়ায় সম্রাট্ অকবর অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন। সম্রাটের পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় রাজা মানসিংহ প্রতাপের পিতৃব্য কচুরায় প্রভৃতির উত্তেজনায় অসংখ্যক দিগ্‌বিজয়ী সেনা সমভিব্যাহারে বঙ্গে আগমন করেন। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের এই মহাসমরের ফল পাঠকগণের অবিদিত নাই। এই মহাসমরে প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর ব্যতীত রঘুনাথপ্রভৃতি সমস্ত সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ রায়ের পূর্ব্বপুরুষ কর্কট নাগের ন্যায় তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী ছিল না বটে, কিন্তু তৎকালে তাঁহার যে জমিদারী ছিল, তাহা নিতান্ত ন্যূন নহে। তিনি পূর্ব্বপুরুষের গৌরব স্মরণ করিয়া অন্ধ ছিলেন না। প্রতাপাদিত্যের অসীম ক্ষমতা দেশের ভাবী স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিবার অভিলাষে, প্রতাপাদিত্যের অধীনে জনৈক জমিদার নামে পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ করেন নাই। বঙ্গের স্বাধীনতা-লাভের চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। প্রতাপের অভ্যুত্থানের বিরোধী ব্যক্তিগণের উপদেশে রঘুনাথ বিচলিত হয়েন নাই। কলতঃ প্রতাপের অভ্যুত্থান তাঁহার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল এবং এই লক্ষ্যের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতিপক্ষগণের নানারূপ প্রলোভনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতাপপক্ষাবলম্বী থাকিয়া মহাসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে জনৈক জমিদার ও সেনাপতি ছিলেন। রঘুনাথের পিতামহ রাজা রাজবল্লভ পাতশাহ-সরকারে অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। শৈলকূপা প্রদেশে তাঁহার যথেষ্ট প্রাধান্য ও গৌরব ছিল। সম্রাটের নিকট হইতে রাজটীকা প্রাপ্ত না হইলেও, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য, এই প্রদেশে রাজা উপাধিতে আখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করেন। প্রতাপাদিত্য মহারাজ উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ জমিদারগণ রাজা নামে

...ত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে। রঘুনাথের গৃহে নবরত্ন নামক একটী পণ্ডিত-...র ছিল। দেবসেবা, অতিথিসেবা, পূজাপার্ব্বণপ্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তদীয়-...নে রাজোচিতভাবে নির্ব্বাহ হইত। রঘুনাথ ও তদীয় পূর্ব্ব-পুরুষের বদা-ন্যতার বিবিধ কাহিনী শ্রুতিগোচর হয়।

রঘুনাথ প্রভৃতি সেনাপতিগণ সসৈন্যে নিহত হইবার পর, মহারাজ প্রতা-পাদিত্য লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়াছিলেন। মানসিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপাদিত্যকে লইয়া প্রস্থান করিলে পর, প্রতাপের সামন্ত ও সেনাপতিগণের রাজ্য-অপহরণ কার্য্য উপস্থিত হয়। এ সময়ে রঘুনাথের জমিদারী অপহৃত হইলে, তদীয় পুত্র রামনারায়ণ পৈতৃক ভদ্রাসন হইতে বিতাড়িত হয়েন।

এখনকার দিনে বাঙ্গালীর সেনাপতিত্ব ও যুদ্ধের কথা মনে করিলে, বিষয়টা উপন্যাসের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্না হইলে, সমস্তই অসম্ভবপর ঘটনা বলিয়া বোধ হইতে পারে। সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে যে মোগলবংশ ভারতে রাজত্ব করিয়াছেন, ঐ বংশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা-দের পূর্ব্বগৌরব যেন অসম্ভব মনে হয়। সুতরাং রঘুনাথের স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের বিষয় উপন্যাসের গল্পের ন্যায় ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য পিতার অধীনে সেনাপতি ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভকরত পিতৃ-শত্রু সম্রাট্-সেনাপতি রাজা মানসিংহের সহিত মহাসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

রঘুনাথ যে সময়ে মহাবীর প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি, তৎকালে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণের বয়স ১২।১৩ বৎসর। রঘুনাথ স্বীয় পুত্র রামনারায়ণকে যুদ্ধ, ধনুর্ব্বিদ্যা ও সামরিক-কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন। সংগ্রাম সম্বন্ধে রামনারায়ণ পর্তুগীজদিগের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তদীয় শরীরের সুদৃঢ়তা, অসাধারণসাহস ও সামর্থ্য জন্য তিনিও বীরপুত্র নামে কথিত হইতেন। রামনারায়ণও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। কুমার উদয়াদিত্য যে ক্ষেত্রে সেনাপতি ছিলেন, সে স্থলে প্রতাপের সেনাপতি-পুত্র-গণ ও মন্ত্রিপুত্রগণ অস্ত্র-পরিচালনে শিক্ষিত হইতেছিলেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সময় মানসিংহের সহিত প্রতাপের মহাসমর সংঘটন হয়, সে সময়ে অন্যান্য ব্যক্তি-বিশেষ রঘুনাথের স্বগৃহ-আক্রমণের সম্ভাবনা অধিক ছিল। তদীয় পুরুষ পরম্পরা-

গত শ্রীবৃদ্ধিদর্শনে, বিশেষতঃ প্রতাপের নিকট তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে, কতিপয় ব্যক্তি কাতর হইয়াছিলেন। এজন্য রঘুনাথ স্বগৃহরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সকল কারণে যে সময় মানসিংহের সহিত মহাসমর সংঘটিত হয়, তৎকালে রামনারায়ণ স্বগৃহরক্ষার্থ গৃহে অবস্থান করা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

প্রতাপের অভ্যুত্থানের সহিত এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে একটী অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। প্রতাপের গৃহশত্রু ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই তাঁহার বীরত্ব ও মহাতেজস্বিতা দেখিয়া তাঁহাকে আদর্শপুরুষরূপে সন্দর্শন করিতে আরম্ভ করেন। এই আদর্শহেতু প্রতাপের বলবিক্রমপ্রভৃতি গুণাবলী পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র হইতে ধনীর হৃদয় পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল। শিশুদিগের ক্রীড়াচ্ছলে প্রতাপের ব্যূহরচনা, ধনুর্ব্বাণ-শিক্ষা ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি পরিচালনার শিক্ষা আরম্ভ হয়। একথা বলা অত্যুক্তি নহে যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে শিশুগণ এদেশে যে সকল ক্রীড়ায় অভ্যস্ত হইত, এক্ষণে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

মহাবীর প্রতাপের পতনের পর তাঁহার রাজ্যলুণ্ঠন-ব্যাপার উপস্থিত হয়। প্রতাপপক্ষাবলম্বিগণ তৎকালে অতি তীব্রদৃষ্টির বিষয় হইয়াছিল। প্রতাপের শত্রু-পক্ষগণের আন্তরিক ইচ্ছা, প্রতাপের ন্যায় প্রতাপ-পক্ষাবলম্বিগণকে সমূলে বিনাশ করা অথবা তাহাদিগের বিষ-দন্ত উৎপাটন করা; প্রকৃত পক্ষেও এ কামনা ফলবতী হইয়াছিল।

রাজা মানসিংহের সময় বাঙ্গালার কাননগো নেউগী উপাধিপ্রাপ্ত গোপীকান্ত ছিলেন। এই গোপীকান্ত রায়গ্রামনিবাসী রূপরায়কে বলিয়াছিলেন,

"নাগ মধ্যে রূপ রায় (১) আর সব ধোড়া ॥
শৈলকূপার নাগ যেন বিঘাতিয়া বোড়া ॥"

(১) জেলা পাবনার অন্তর্গত শরগ্রামে রূপরায়ের বাটী, তথায় উঁহার পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত কালিকামূর্ত্তির সেবা এখনও বর্ত্তমান আছে। রূপরায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ সোণাবাজু প্রভৃতি পরগণার জমিদার ছিলেন। তাঁহার সময়ে সম্পত্তির আয়তন হ্রাস হইয়া থাকিলেও তিনি অনেক স্বনামধন্য খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। রূপরায় হইতে অধস্তন ১০।১১ পুরুষের জন

রায় নারায়ণের অন্তর্নিহিত তেজস্বিতাপ্রভৃতি সন্দর্শনেই গোপীকান্ত নেউগী ঐ তুলনার প্রয়োগ করেন। তদানীন্তন নাগবংশ মধ্যে ধনসম্পদে রূপরায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্পজাতি মধ্যে ফণাধারী গোক্ষুর সর্প যেমন শ্রেষ্ঠ ও বিষসম্পন্ন, বোড়া সর্প তদ্রূপ নহে। অন্যান্য নাগ বিষপূর্ণ হইলেও শৈলকূপার নাগ কিন্তু শূন্য পদার্থ। শৈলকূপার নাগ বিঘাতিয়া বোড়া সদৃশ। এই বিঘাতি বোড়া-সর্প দৈর্ঘ্যে এক বিঘাতের উর্দ্ধ নহে। এই জন্যই বিঘাতিয়া নামকরণ হইয়াছে। বিঘাতিয়া বোড়াজাতীয় সর্পের মুখ ও লেজ প্রায় সমানাকৃতি, ইহারা অকস্মাৎ লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক মস্তকে দংশন করে ও বিষ ক্রমে নিম্নগামী হইয়া প্রাণনাশের কারণ হয়। তদ্রূপ রামনারায়ণের ফণা নাই (সম্পত্তি আদি ঐশ্বর্য্য নাই), কিন্তু প্রবল বিষ (সাহস তেজস্বিতা প্রভৃতি) বর্ত্তমান ছিল, এইজন্য বঙ্গের কাননগো গোপীকান্ত নেউগী ঐ কথা বলিয়াছিলেন (১)। বস্তুতঃ রামনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষের ধনসম্পদ্ ও কীর্ত্তিকাহিনীর সহিত তদীয় সামান্য অবস্থা অথচ অদম্য সাহস ও তেজস্বিতাদি গুণাবলির তুলনাপূর্ব্বক তদীয় শ্রেষ্ঠত্বরক্ষার জন্যই নেউগী গোপীকান্ত ঐ রূপ উক্তি করিয়াছিলেন। রঘুনাথ রায়ের অন্যান্য কতিপয় সন্তান ছিল। প্রস্তাব-বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

[illegible]। কথিত হয় যে, তদানীন্তন বঙ্গের কাননগো গোপীকান্ত নেউগীর পরলোকগমনের পর সাতৈলের জমিদার সীতানাথ রায় রূপরায়ের জমিদারীর অধিকাংশই স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। গোপীকান্তের বংশধরগণের প্রতি সাতৈলের রাজার যে কোপদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, তদ্বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

(১) বিঘাতিয়া বোড়া সর্প তীব্রবিষধর, কিন্তু সাধারণ বোড়া সর্প তদ্রূপ নহে। তজ্জন্যই [illegible] হইয়াছে,—

"শরগ্রামী মধ্যে মাত্র নাগেন্দ্র ছাড়া।
আর যত নাগ তার ভাব কিন্তু ঢোড়া ॥"

রামনারায়ণের বিঘাতিয়া বোড়া-সর্পের উপমার সহিত তদীয় পুত্র হরিরামকেও "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি" স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আন্তর্গণিক বিবাহ।

প্রবন্ধের পাতনামা দেখিয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার অতি গুরুতর। আগামী কায়স্থ-মহাসভায় এই গুরুতর বিষয় মীমাংসিত হইবে। গত জ্যৈষ্ঠের মহাসভায় সপ্তমী ও অষ্টমীপূজা এক রকম যেন তেন প্রকারেণ সম্পন্ন হইয়াছে! এবার মহানবমীর মহাপূজা, মহাবলি-দান চাই। এবার কায়স্থ-সমাজের স্বার্থ বলি দিবার সময় আসিতেছে! সেই কথা বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি * আন্তর্গণিক বিবাহের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ীয় এই শ্রেণী-চতুষ্টয়ের কায়স্থগণ তুল্যমর্য্যাদাবিশিষ্ট, সুতরাং শ্রেণী-চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। পূর্ব্ব হইতে শ্রেণী-পরস্পরের মধ্যে ন্যূনাধিক রূপে বিবাহাদি হইয়াছে, অতএব ভবিষ্যতে হওয়া উচিত।"

[কায়স্থসভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী 'জ' পরিশিষ্ট ৮০ পৃঃ]

এ বিবৃতিটী অতি সরল, অতি সুন্দর ও আপাতমনোরম! বহুকাল 'ভাই ভাই' 'ঠাঁই ঠাঁই' ছিলাম, এতকাল পরে আবার চারিভা'য়ে মিলিত হইব, আমাদের সামাজিক-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, আমাদের অনেক অভাব দূর হইবে, এই ভাবী আশায় কাহার মন না নাচিয়া উঠে? কে না এই অপূর্ব্ব মহামিলনের পক্ষপাতী? আমরা এখন দুই জনকে আপনার বলিয়া জানি, কিন্তু ভবিষ্যতে দশ জনকে আপনার বলিতে পারিব, এ আশায় কার না মন উৎফুল্ল হয়? বাস্তবিক বলিতে কি, আমরা এই সামাজিক মিলনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী।

কিন্তু এই সম্মিলন কি মুখের কথা? মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইলেই কি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে? যে ভাবে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, যে ভাবে সম্বন্ধ-স্থাপনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য সম্পন্ন হইলে সমাজের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে, সমাজের কি ইষ্টানিষ্ট সাধিত হইবে, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে?

* অবশ্য এই সমিতির মধ্যে আমিও এক জন। সমিতির মন্তব্য গ্রহণকালে অনেকেই কি উপস্থিত ছিলেন না? সে জন্য সমিতির সকল সভ্যের উপর আমার কথা নাও খাটিতে পারে।

বস্তুতঃ এ কথা বেশী করিয়া বলিতে হইবে না যে, সদ্বংশজাত বিশুদ্ধ-শোণিত-সম্ভূত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, তাহাতে সমাজের যথেষ্ট মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, এবং সমাজশক্তি বৃদ্ধি ও ততোঽধিক উন্নতি হইতে পারে। বিভিন্ন সমাজের সামাজিক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ব্যক্তিগণ পরস্পর সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইলে যে তাঁহাদের পরস্পরের যত্নে ও উৎসাহে বিবিধ মঙ্গল সূচিত হইতে পারে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি। কিন্তু সমিতির মন্তব্য একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে, আমরা আশামরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া যে সুখস্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা অকিঞ্চিৎকর ও অনর্থকর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

সমিতি নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, "শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই!" বেশ কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চারিশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যেই সামাজিক ও অসামাজিক নানা প্রকার কায়স্থ আছেন; তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই? বঙ্গদেশের নানা স্থানেই চারি শ্রেণীর কায়স্থের বাস। প্রত্যেক শ্রেণীই স্বশ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান করিয়া থাকেন, এ কথা মোটামুটি সকলেরই জানা আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই আবার সামাজিক ও অসামাজিক এই দুই থাক রহিয়াছে। সমাজে যাঁহারা পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা কুলীনই হউন আর মৌলিকই হউন, স্বসমাজের পরিচিত ঘরের সহিত তাঁহাদের কোন না কোনরূপ আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা আছে, এবং সমাজের সমাজপতি বা কুলজ্ঞের তালিকায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কোনরূপ প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে; এইহেতু তাঁহারাই প্রধানতঃ "সামাজিক" হয়। কিন্তু সেই সেই সমাজের প্রধান ও কুলজ্ঞগণ যাঁহাদের কুলপরিচয় অবগত নহেন, এবং তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন সকল সামাজিকই দোষাবহ মনে করিয়া থাকেন, এতাদৃশ অপরিচিত বা সমাজত্যক্ত ঘর "অসামাজিক" বলিয়া গণ্য। এরূপ অসামাজিক কায়স্থের সংখ্যা বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল নহে। ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে কতকগুলি কায়স্থ আছে, তাহারা দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, অথচ এ দেশীয় কুলীন বা মান্যগণ্য মৌলিকের সহিত তাহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের কুলজ্ঞেরাও তাহাদের কোন সংবাদ রাখেন না। এইরূপ মেদিনীপুর অঞ্চলেও অনেক কায়স্থ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এখানকার কোন বঙ্গজ বা দক্ষিণরাঢ়ীর সহিত

তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা এদেশ হইতে যে সকল সামাজিক দক্ষিণরাঢ়ীয় বা বঙ্গজ তথায় গিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও ঐরূপ অসামাজিক বিভিন্নশ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, অথবা তাঁহাদের কোন কালে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এই প্রকার রাজসাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলেরও ঐরূপ কত কায়স্থ বারেন্দ্র বা উত্তররাঢ়ী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথবা সামাজিক বারেন্দ্র কিংবা উত্তররাঢ়ীয়গণ তাঁহাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ করেন না; এমন কি সামাজিক উত্তররাঢ়ী বা বারেন্দ্রগণ ঐরূপ অসামাজিক উত্তররাঢ়ী বা বারেন্দ্রকে নিজ সমাজস্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত।

এখন কথা এই, সমিতি নিয়ম করিয়াছেন যে চারিশ্রেণীই তুল্যমর্য্যাদাবিশিষ্ট অতএব চারিশ্রেণীর মধ্যেই বিবাহের বাধা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, উক্ত সামাজিক অসামাজিক, উভয়ই কি তুল্য মর্য্যাদাবিশিষ্ট? ইহাতে কি সমিতি চারিশ্রেণীর অসামাজিক কায়স্থের মধ্যেও আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন না? চারিশ্রেণীর সামাজিক কায়স্থের সহিত সম্বন্ধস্থাপনই যদি সমিতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অসামাজিক কায়স্থবর্গকে চিনিয়া লইবার কি কোন উপায় করিয়াছেন?

কায়স্থসভাই না অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"হীন জাতির শোণিত যাহাতে উচ্চকায়স্থবংশে সংক্রামিত না হয়, পরস্পর বিশুদ্ধ-শোণিত-সংস্রবে যাহাতে জাতীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়, সমাজহিতৈষী ব্যক্তির মধ্যে কে না তাহা কামনা করেন?" (কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ৫ পৃঃ)

"তাই কায়স্থসভা চারিশ্রেণীর সকল প্রকার কুলগ্রন্থ ও বংশাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন।" (ঐ ১ম বর্ষ ৩ পৃঃ)

কায়স্থসভা কি নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন? কায়স্থসভা কি সকল কুলগ্রন্থ ও বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন? কে উচ্চ কে নীচ, কে বিশুদ্ধ কে অশুদ্ধ, তাহা কি জানিবার উপায় করিয়াছেন? যতদিন না কায়স্থসভা সর্ব্বাগ্রে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া চারিশ্রেণীস্থ সমুদায় সামাজিক কায়স্থের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন, ততদিন সমিতির উক্ত মন্তব্য যে কার্য্যকারী হইতে পারে না, তাহা বোধহয় আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সুতরাং এই গুরুতর বিষয় পুনরালোচনা ও পুনরায় আর এক বার ভাবিয়া দেখা কি সমিতির কর্ত্তব্য নহে?

তার পর সমিতি সে বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একবার আলোচনা করিয়া দেখুন,—

"দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ বল্লালী কুলনিয়মের অধীন ও পরস্পরের কুলপ্রথায় অধিক জ্ঞান না থাকায় ও কেবল বাসস্থানভেদ ও তন্নিবন্ধন পরস্পরের বিবাহাদি কঠিন হওয়ায় শ্রেণী বিভাগের কারণ।" (বার্ষিক কার্য্যবিবরণী জ পরিশিষ্ট ৶৹ পৃঃ)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের কুল কি একই প্রকার? উভয়ের কুলই কি বল্লালী নিয়মের অধীন? এ কথা কখনই প্রকৃত নহে। মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কি বলিতেছেন দেখুন,—

"দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপ্রথা প্রকৃত প্রস্তাবে বল্লালী নহে, ইহাকে পুরন্দরী বলা উচিত। বল্লালীতে কুল কন্যাগত, পুরন্দরীতে কুল জ্যেষ্ঠপুত্রগত।"* (কায়স্থ পত্রিকা ১ম বর্ষ ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এখন বুঝিলেন, উভয় শ্রেণীর কুলপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বল্লালী নিয়মের উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,

"বংশবিশুদ্ধিরক্ষাই বল্লালসেনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গজ কায়স্থ বল্লালকৃত বংশবিশুদ্ধি-রক্ষার নিয়ম আজিও প্রচলিত আছে। বঙ্গজ কুলীনের সকল পুত্রকন্যার উদ্বাহক্রিয়া কুলীনের সহিতই কর্ত্তব্য।" (কায়স্থ-পত্রিকা ১ম বর্ষ ৭৬ পৃঃ)

কিন্তু পুরন্দরী নিয়ম অন্য প্রকার। পুরন্দরী প্রথায় জ্যেষ্ঠ ভিন্ন কুলীনের অপর পুত্রগণ মৌলিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে কুলীনকন্যাগণ সগোত্র ও স্বঘর ব্যতীত স্বশ্রেণীস্থ কুলীন ও মৌলিক যে কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহিত হইতে পারে। পুরন্দরী প্রথায় আট ঘর ও বাহাত্তর ঘরের মৌলিকগণের প্রধানতঃ কুলীন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু বল্লালী নিয়মে মৌলিকগণ কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। বঙ্গজ কুলীনগণ বাহাত্তরেঘরের মৌলিকদিগকে অতি হীন বিবেচনা করেন। সেই জন্যই কুলীন ও অচলায় বিবাহ ঘটে না। বঙ্গজে তাই মৌলিকে মৌলিকে বিবাহে প্রচলিত হইয়াছে। বঙ্গজ কুলীনগণমৌলিকগণকে কেন হেয় জ্ঞান করেন। বোধহয় তাঁহাদের মধ্যে কুলীন বা উচ্চ শ্রেণীর সহিত রক্ত সংশ্রব না থাকায় এবং বিভিন্ন জাতীয় লোক ও তাঁহাদের নামে পরিচিত হইয়া সমাজে প্রবেশ করিতে পারে, এ কারণ কুলীনগণ অচলাসংস্রব কুলহানিজনক

* উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থের কুলও পুত্রগত, বঙ্গজের মত কন্যাগত নহে।

বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অচলাদিগের সহিত যে নানা নিম্নজাতি মিশিবার চেষ্টা করিতেছে, সে কথা গত সেন্‌সাস্ রিপোর্টে গেট সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"The Sudras of East Bengal, if well-to-do, can generally manage to obtain Kayastha brides and eventually to gain recognizance as good Kayasthas. Baruis and Maghas are also believed sometimes to become marged in the Kayastha Caste" (Bengal Census Report, 1901,)

আবার তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন,—'Patials also after claim to be Kayasth, and so do many Baruis and the Kasthas." (Bengal Census Report, 1901, para 589)

পূর্ব্ববঙ্গের অসামাজিক কায়স্থগণের করণ-কারণ দেখিয়াই পূর্ব্ববঙ্গের সংবাদ-দাতা গেট সাহেবকে জানাইয়াছিলেন,—"The East Bengal Kayasths will somtimes give there daughter in marriage to wealthy members of the Halua Das and Barui Castes."

(Bengal Census Report, 1901, para 562)

এই জন্যই বোধহয় বঙ্গজ কুলীনদিগের কুলের এত বাঁধাবাঁধ আর হয়ত এই জন্যই সমিতি বিশেষ মন্তব্য মধ্যে—"দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ, উভয় সমাজে কুলজ বা বংশ ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ এবং মধ্যল্য, মহাপাত্র, মৌলিক ও নিম্ন মহাপাত্র সংজ্ঞক যে যে বংশ আছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সামাজিক মর্য্যাদা উভয় সমাজে পরস্পরের মধ্যে" স্বীকারের ব্যবস্থা করিলেও অচলাদিগকে এককালে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমে যে সাধারণবিধি করিয়াছেন, তাহাতে কি কেহ বাদ যাইতে পারেন?

সমিতির বিশেষ মন্তব্য মধ্যে আরও লিখিত আছে,—

"দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যে যে ঘোষ, বসু, ও মিত্রবংশ কুলীন বলিয়া পরিগণিত আছেন, তাঁহারা বঙ্গজ-সমাজে কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং সেই মত বঙ্গজ-সমাজে যে যে ঘোষ, বসু ও গুহ বংশ কুলীন বলিয়া পরিগণিত আছেন, তাঁহারাও দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজে কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

(খ) উভয় শ্রেণীমধ্যে প্রচলিত পর্য্যায় ও ভাব প্রভৃতি ঘটিত কৌলীন্যনিয়ম রক্ষা করিয়া বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীনগণের পরস্পরের কুলকার্য্য হইতে পারিবেক।" (ঐ জ পরিশিষ্ট ৶০ পৃঃ)

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজের কুলনিয়ম সম্পূর্ণ ভিন্ন! এরূপ অবস্থায় উভয় শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে কিরূপে পরস্পরে কুলকার্য্য হইতে পারে?

মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কুল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কুল নয় প্রকার—পাঁচটী মূল ও চারিটী শাখা।...কিন্তু আমাদের বোধের পুরন্দর কেবল চারিটী মূল ও তিনটী শাখা কুলের সৃষ্টি করেন,—মুখ্য, কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ ও তেয়র * মূল। কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ ও তেয়জদিগের দ্বিতীয় পো এই তিন শাখা। মুখ্যের দ্বিতীয় পো নাই। পরে কোন সময়ে ছভায়া কুলের ও তাহার শাখার সৃষ্টি হইয়াছে।"

(কায়স্থ পত্রিকা ১ম বর্ষ ৩৪ পৃঃ)

এইরূপ বঙ্গজ কুল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, ..

বঙ্গজ কুলীনের কুল চতুর্বিধ—গঙ্গাস্রোত, পিপীলিকাপংক্তি ডম্বুরাকার ও মণ্ডূকগতি।"

(কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ৭৭ পৃঃ)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয় শ্রেণীর কুলবিভাগও এক প্রকার নহে। তার পর ভাব ও পর্য্যায়।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনের ভাব সম্বন্ধে মাননীয় মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—,

"মুখ্য কুলীন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রকৃত, সহজ ও কোমল। ... ... প্রকৃত মুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র, প্রকৃত বা সহজ মুখ্যের কন্যার সহিত স্ব স্ব জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাঁহারা বাড়িয়া সহজ-মুখ্য হইতে পারেন। এইরূপ গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা সচরাচর বাড়ি-সহজ-মুখ্য বলিয়া পরিগণিত হন। কোমলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র বাড়ি-কোমল-মুখ্য।"

(কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ৩৪-৩৭ পৃঃ)

এইরূপে তিনি বাড়ি-কনিষ্ঠ, বাড়ি-ছভায়া, বাড়ী-মধ্যাংশ ও বাড়ী-তেয়জেরও পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গজ কুলীনের ভাব সম্বন্ধেও সতীশ বাবু এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

"আর্ত্তি, উচিত, গৃহ ও করি কুলক্রিয়ার এই চারিটি ভাব কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। — — কুলজের সহিত ক্রিয়ায় 'উপ', মধ্যল্যের সহিত ক্রিয়ায় 'ক্ষেম' 'অনু' ও 'ক্ষেমানু' এবং মহাপাত্রের সহিত ক্রিয়ায় 'অপ' ভাব উল্লিখিত হইয়া থাকে।" [কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ৭৭ পৃঃ]

এখন দেখা যাইতেছে, উভয় সমাজের ভাবগুলিও একরূপ নহে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে পর্য্যায় মিলাইয়া সকল স্থলেই কুলক্রিয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমান দক্ষিণরাঢ়ীয় মুখ্যকুলীনদিগের মধ্যে ২৮।২৯ পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু বঙ্গজ কুলীন-

দিগের মধ্যে ২৩।২৪ মাত্র। সুতরাং উভয় সমাজের ভাব ও পর্য্যায় মিলাইয়া কখনও পরস্পর কুলক্রিয়া হইতে পারে না। এরূপ স্থলে সমিতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন সার্থকতা লক্ষিত হইতেছে না।

মাননীয় মিত্র মহাশয় আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্ববঙ্গে পুনর্বাসাভিলাষ ত্যাগ করিয়া চিরন্তন কালের নিমিত্ত দক্ষিণরাঢ়ে বাস করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিলেই তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতেন। দক্ষিণরাঢ়ে কোননগরের মণি বসুরা, সুগন্ধ্যার রায় বসুরা ও কলিকাতার হোগলকুড়িয়ার গুহরা এইরূপে দক্ষিণরাঢ়ীয় হইয়াছেন।" (কায়স্থপত্রিকা ১ম বর্ষ ১৪৬ পৃঃ)

মিত্র মহাশয় আন্তর্গণিক বিবাহের যে প্রমাণ দিয়াছেন, প্রাচীন কুলগ্রন্থেও এরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া যায়,—কিন্তু যিনি এক শ্রেণি হইতে অপর শ্রেণিতে আসিয়া মিশিয়াছেন, তিনি কি আপনার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? মিত্র মহাশয় যে কয় ঘরের উল্লেখ করিয়াছেন, বঙ্গজ থাকা কালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই কুলীন ছিলেন, কিন্তু কুল হারাইয়া তাঁহাদের বংশধর দক্ষিণরাঢ়ী হইয়াছেন, এরূপস্থলে তাঁহাদের বংশগত পূর্ব্বগৌরবের অনেকটা লাঘব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বলিয়া নহে। উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-সমাজ মধ্যেও পূর্ব্বকাল হইতে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজে কেবল ঘোষ ও সিংহ কুলীন, নাগ, দত্ত ও মিত্র মৌলিক। প্রায় আড়াই শত বর্ষ হইতে চলিল, বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজার প্রধান রাজস্বসচিব বারেন্দ্র-কুলতিলক দেবীদাস খাঁ মহাশয় উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ সম্মিলিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে ব্যাসসিংহের বংশধরগণ কুলীন বলিয়া অতি সম্মানিত ছিলেন। তাঁহাদের এক ঘর চোঁয়ায় বাস করিতেন। সিংহ মহাশয় ও দেবীদাস খাঁ উভয়ে প্রগাঢ় মিত্রতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন; তাই বারেন্দ্র-তিলক খাঁ মহাশয় নিজপুত্র রাঘবরামের সহিত সিংহ মহাশয়ের কন্যার পরিণয় সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই উপলক্ষে তিনি সমাজসমন্বয় করেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলীন সিংহ মহাশয় বারেন্দ্র সিদ্ধ বা কুলীন ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত হইলেন। কিন্তু রাজশক্তিসম্পন্ন বারেন্দ্র-সমাজপতি দেবীদাস খাঁর শত চেষ্টাতেও তাঁহার বৈবাহিক সিংহ মহাশয় বারেন্দ্র-সমাজে সিদ্ধ বা কুলীন হইতে পারিলেন

না। দেবীদাস খাঁর চেষ্টায় বারেন্দ্র-সমাজ চোঁয়ার সিংহ মহাশয়কে সাধ্য বা মৌলিক ঘরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র, এই উপলক্ষে বারেন্দ্র ঢাকুর-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সব সিংহ কষ্ট, চোঁয়া হইল শ্রেষ্ঠ,
করণ গৌরব করি।"

বাস্তবিক চারি সমাজের প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়, যখনই কোন ব্যক্তি ভিন্ন সমাজের সহিত করণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে বিভিন্ন সমাজ আশ্রয়ের সহিত কুলত্যাগ করিতে হইয়াছে, তিনি কোন প্রকারেই নিজ কুলমর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারেন নাই। এরূপস্থলে বিভিন্ন শ্রেণির যে স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া কিরূপে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বরং এ সম্বন্ধে প্রাচীন কুলগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অধিক কুলের হানি কি কহিব কথা।
কুলমুক্ত জনে ত্যাগ কর্ত্তব্য সর্ব্বথা।" (বঙ্গজ কায়স্থকারিকা)

এখন আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে, সমিতি যে ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। বোধ হয় এই জন্যই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গত ৬ই আষাঢ়ের অধিবেশনে আন্তর্গণিক বিবাহের সম্যক্ আলোচনার্থ পুনরায় 'সামাজিকে সম্বন্ধস্থাপন-সমিতি' নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সমিতির মনোযোগিতা বৃদ্ধির জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, কায়স্থসভা যদি আন্তর্গণিক বিবাহ চালাইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই কয়টী বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

১ম, চারি শ্রেণীর অন্তর্গত সকল স্থানের 'সামাজিক' কায়স্থগণের তালিকাসংগ্রহ;

২য়, চারি শ্রেণীর সকল প্রকার কুলগ্রন্থ-সংগ্রহ।

৩য়, বিভিন্ন সমাজের কুলনিয়মের কঠোরতা পরিবর্জ্জন।

৪র্থ, কায়স্থ-সমাজের সংস্কারপ্রবর্ত্তনের যথাসাধ্য চেষ্টা।

(শেষোক্ত মহাকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে ও সমাজের সকলে সংস্কৃত হইয়া যাইলে, সহজেই আন্তর্গণিক-বিবাহ প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা।)

নচেৎ যে ভাবে এই গুরুতর কার্য্য চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা অনুমোদিত হইলে কায়স্থ-সমাজ উৎসন্ন যাইবে, কত নীচ-শ্রেণী অবারিতদ্বারে প্রবেশ করিয়া কায়স্থ-সমাজকে কলুষিত করিবে। যে গ্লানি ও নিন্দাবাদ শুনিয়া আজ আমরা গেট সাহেবের প্রতিবাদ করিয়াও পার পাইতেছি না, তাহা গৃহীত হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সকল গ্লানি ও নিন্দার ভাজন হইব। ভাই! বলিতেছি, সাবধান! স্বার্থ-বলি দিবার সময় আসিয়াছে। অবস্থা বুঝিয়া কায়স্থ-সভা যেন ব্যবস্থা করেন, এইমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

অন্তর্বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কি না?

কায়স্থ-শ্রেণীচতুষ্টয়ের মূল এবং কাণ্ড যে একই, তাহা যতদূর সম্ভব নির্ণীত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

এখন এই ঘোরতর সামাজিক বিপ্লবের সময়, যাঁহারা এই কায়স্থজাতির সম্যক্ মঙ্গল ও আভ্যন্তরীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, তাঁহাদের কেবল মাত্র এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের সুদূর জ্ঞাতিত্ব স্বীকার ও আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। যাহাতে এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে একতা সংস্থাপিত ও সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থজাতির সমুদয় অভাব ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া জাতীয় বল ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তৎপক্ষে সর্ব্বাগ্রে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

শ্রেণীগত অন্তর্বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিতে পারিলে যে, আমাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া কায়স্থ-সমাজের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইবে, তাহা আমরা অতঃপর দেখাইব। এখন দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে অসবর্ণ-বিবাহপ্রথা আর্য্য-সমাজের সকল বর্ণেই রাজত্ব করিতেছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

"জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্‌মিথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥"

আবার—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥"

এইটী ভগবান্ মনুর ব্যবস্থা। মনু অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের পক্ষপাতী না থাকিলেও প্রতিলোম-বিবাহও তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাহাতে অনুলোম ও প্রতিলোম এই উভয়বিধ অসবর্ণবিবাহজাত সঙ্কর-সন্তান সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে, সেও অসবর্ণবিবাহের একটী উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ নয় কি?

কলির ব্যবস্থা আবার স্বতন্ত্র। উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
* * * *
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥"

অসবর্ণবিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ ইহাই শ্লোকের মর্ম্ম, কিন্তু রঘুনন্দনের জীবিত কালে অল্প বিস্তররূপে শাখাভেদ সমুদায় উচ্চবর্ণেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। যদি শ্রেণীগত অন্তর্বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইত, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাহা ত অনায়াসে বলিয়া যাইতে পারিতেন। অন্ততঃ তদনুরূপ ইঙ্গিত তৎসঙ্কলিত ব্যবস্থায় থাকিত। যাহা হউক, পূর্ব্বে যে অসবর্ণবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। যে আর্য্যশাস্ত্র অসবর্ণবিবাহের অনুমোদন ও পোষকতা করিত, তাহাতে যে শ্রেণীগত অন্তর্বিবাহ বিষয়ে বিরুদ্ধ ব্যবস্থা থাকিতে পারে না, এ অনুমান কি অসঙ্গত নহে?

যখন আর্য্য-সমাজের বর্ণগুলি অতি অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা গঠিত ছিল, তখন এই অসবর্ণবিবাহবিধান দ্বারা প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন উপবর্ণসমূহের সৃষ্টি ও জাতীয় একতাবন্ধনের দৃঢ়তা-

সংরক্ষণ। প্রথমোক্তটীর অমৃত-ফল এখনও আমরা ভোগ করিতেছি, কিন্তু দুর্দ্দৈবজনিত বিবিধ বিপ্লবে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটীর মূল কালে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

অতঃপর যখন সমাজে জনসংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি হইল এবং বিবিধ ব্যবসায়োপযোগী বর্ণসঙ্করগণ দ্বারা সমাজ সুপরিপুষ্ট হইলে অসবর্ণবিবাহপ্রথা রহিত হইল, তখন ব্যবস্থা হইল—

সজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্।"

(বৃহৎপরাশরসংহিতা)

শাস্ত্রপ্রণেতা মনীষিগণ দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ব্যবস্থাবিভিন্নতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে কালোচিত ধর্ম্মানুগত সুপথ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা এখন তিরোহিত হইয়াছেন। তবে এখন নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা, অভাব এবং অসুবিধা; যাহার ছায়াসম্পাতে সমাজে বিলক্ষণ মালিন্য দোষ ঘটিবে, সদ্ব্যবস্থার দ্বারা সে সমুদায় দূরীকৃত করিয়া সামাজিক শান্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা কাহার কর্ত্তব্য?

কর্ত্তব্য যাহারই হউক, তাহার উপেক্ষায় আমরা দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতেছি, ক্রমশঃ শাস্ত্রমতের উদার-তাৎপর্য্যজ্ঞান হইতে স্খলিত হইয়া সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ হইতেছি; ভাই হইয়া কুটিল বিদ্বেষের প্ররোচনায় ভাইকে ঘৃণা করিতেছি।

কলিযুগে পরাশরের মতই গ্রাহ্য। পরাশর সুরূপা লক্ষণান্বিতা সজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। তিনি দেশভেদে বা শ্রেণীভেদে এক জাতীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। তবে আমরা কি নিমিত্ত সামান্য কয়েক শতাব্দী-প্রচলিত দেশাচারমূলক অনুদার সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা রক্ষা করিতে যাইয়া কায়স্থ-সমাজের ভাবী উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিব?

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে এবং তাহার পরে পুনরায়ও জগন্মান্য ব্রাহ্মণগণ পৃথক্ শ্রেণীর সহিত আদান-প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাহার একটু আভাস আমরা প্রেমবিলাস গ্রন্থে পাইয়াছি। যথা—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গানাম।
মাধবআচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান॥

রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে-বিয়ে না ভাবিও আন্।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥"

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রেণীভেদ তখনও অন্তর্বিবাহের অন্তরায় ছিল না। কে জানে কোন্ কুক্ষণে এই বৃথা আত্মাভিমানমূলক কুপ্রথা আমাদের সুপ্রশস্ত কায়স্থ-সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে।

কালের কি বিচিত্র গতি! পূর্ব্বে যাঁহারা উৎপত্তি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে একই বিধিবিধানের অধীন ছিলেন, সময়গুণে সেই চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ পরস্পর পরস্পরকে আপনাদের অপেক্ষা হীন ও একরূপ পৃথক্ জাতি বলিয়া মনে করেন। কায়স্থজাতির যে অবনতি ঘটিয়াছে ও ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়া মনে হয়, তাহার মূল কি এই আত্মবিচ্ছেদ নহে? আজ অনেক নিম্নের বর্ণসঙ্করগণও রাজসভায় কায়স্থ অপেক্ষা উচ্চাসনের দাবী করিতেছে। কায়স্থজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে অশুভক্ষণে এই শ্রেণীপার্থক্য সমাজে আসিয়াছে, সে অবধি জাতীয় সম্মান লুপ্ত হইতেছে, সদাচার অন্তর্হিত হইতেছে, অশেষ সংকীর্ণবন্ধনে বদ্ধ হওয়াতে সমাজক্ষেত্র ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া পড়িতেছে। এ সমুদয়ের জনক কুটিল সাম্প্রদায়িকতা। প্রশস্তক্ষেত্রে জাতীয়-জীবন সুপ্রশস্ত হয়। দৃষ্টান্ত চাহেন! য়ুরোপীয় সমৃদ্ধির দিকে নেত্রপাত করুন! সেখানে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ধনকুবেরগণ দিন দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছেন। নিম্নতর শ্রেণীই অবাধে সুপ্রশস্ত জাতীয়-জীবনের পরম প্রসাদ ভোগ করিতেছেন।

অধিকাংশ কায়স্থই আপনাদের শ্রেণীর সংখ্যাল্পতার কারণ ইচ্ছামত পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে কি অসুবিধাই না ভোগ করেন? আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, চারিশ্রেণী এক হইলে সে দারুণ অসুবিধা হইতে অনেকটা অব্যাহতি লাভ করা যাইবে। এক্ষণে আর একটী বক্তব্য আছে। মনু বলেন—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"

অর্থাৎ বিবাহকার্য্যে পিতার অসগোত্রা ও মাতার অসপিণ্ডা কন্যাই প্রশস্তা।

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ শারীর-তত্ত্বজ্ঞগণের মতও সম্পূর্ণ মনূক্ত-মতের অনুরূপ। তাঁহারা বলেন যে, নিকট সম্পর্কীয় পাত্র-পাত্রীর পরস্পর বিবাহ হইলে তাহাতে অত্যন্ত কুফল প্রসূত হয়। আমরা যতদূর অবগত আছি, কায়স্থজাতি মধ্যে সপিণ্ড বা সগোত্রবিবাহ চলিত নাই। আমাদের বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থগণের সংখ্যা অতিশয় অল্প, আবার তন্মধ্যে কুলীনসংখ্যা একরূপ নখাগ্রে গণনা করা যায়; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে নিকটাত্মীয় কুল হইতে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করিতে হয়। প্রায় প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের দুই তিন বা চারিপ্রকার পৃথক্ সম্বন্ধ থাকে। অন্যান্য শ্রেণী বিবাহবিষয়ে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ক্ষেত্র পান বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকেও যে সংখ্যাল্পতাদোষের কুফল অল্পাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে না হয়, তাহা নহে! ফল কথা, য়ুরোপীয় শারীর নীতিজ্ঞগণের মত মানিতে হইলে ও আমাদের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া কাজ করিতে বসিলে, বঙ্গীয় অন্যান্য জাতির ন্যায়, কায়স্থ-জাতিরও বৈবাহিক ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত করা আবশ্যক। তাহা করিতে হইলেই এই শ্রেণী-পার্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে।

তারপর বিবাহপণ! এই অমানুষী প্রথা রাক্ষসীর মত, সকল শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন ভদ্র সন্তানগণের হৃদয়-শোণিত পান করিয়া পুষ্ট হইতেছে। শত সহস্র অসহায় নির্ধনের মানসিক শক্তি হরণ করাই ইহার ব্যবসায়! এই বিবাহপণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইলে, অগ্রে এই শ্রেণীভেদকে সমাজ হইতে উন্মূলিত করিতে হইবে। তারপর যে দুরন্ত কৌলীন্যপ্রথা বল্লাল-সেনের সময় হইতে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় আত্মম্ভরিতা ও ঘোরতর স্বজাতিবিদ্বেষ অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া, সমাজের অশেষবিধ অকল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে, আমাদের কায়স্থজাতির এই সমীকরণ সংঘটিত হইলে তাহা ধীরে ধীরে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে। কেহ কেহ বলিবেন, "কেন এই অনিষ্টকর প্রথা সমূলে উঠাইয়া দিলেই ত আপদ্ চুকিয়া যায়।" তাঁহারা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারেন, কেবলমাত্র মুখের কথায় এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া সহজ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রথা সমাজের হৃৎকেন্দ্রে বিরাজিত। ইহাকে ঝটিতি বিদায় করিতে বসিলে সমাজে ঘোর বিপ্লব ঘটিবে সন্দেহ নাই। সংস্কার করিতে গিয়া বিপ্লবের প্রশ্রয় দিতে কেহ সম্মত হইবেন

কি! অথচ এই অন্তঃসম্মিলন সংঘটিত হইলে কুলীনসংখ্যার অতিবৃদ্ধিতে ও বিভিন্ন প্রকারের কৌলীন্য-সংঘর্ষে কৌলীন্যের মূল ক্রমে শিথিল হইতে থাকিবে। সমাজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে এই প্রথা অন্তর্ধান করিবে।

সামাজিক জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ জাতীয় প্রীতি। যাঁহারা প্রকৃত হিতৈষী, সদ্বিবেচক ও পরিণামদর্শী, তাঁহারা কেবলমাত্র এই জাতীয় প্রীতি-বর্দ্ধনের আশায় এই মিলনের পক্ষপাতী হইবেন! এই জাতীয় প্রীতিই য়ুরোপীয় প্রকৃত উন্নতির মূল কারণ।

আমাদিগের বিশ্বাস, যাঁহারা উদার-মতাবলম্বী, এক কথায় বলিতে গেলে, সমাজের নব্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায়, তাঁহারা এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিবেন। রক্ষণশীল প্রবীণগণের উপলব্ধির নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সামান্য সামান্য ব্যক্তিগত বা উপ-সাম্প্রদায়িক অসুবিধা অনুযোগ উপস্থিত হইবেই, কিন্তু উপকারিতার সহিত তুলনায় এই অপকারিতাসমষ্টি, অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। জগতে এমন কোন মহৎকার্য্য এ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহার ফলে কিছু না কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। কায়স্থ-সমাজের আশ্রয়স্তম্ভস্বরূপ বর্ষীয়ান্‌গণ! বল্লালসেন কুলবন্ধন করিয়া বহুক্লেশে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা 'মহতো মহীয়সী' কীর্ত্তি আপনারা অতি সুলভে অর্জ্জন করুন। এই প্রস্তাবিত মহাসম্মিলন সংঘটিত হইলে আপনারা সমাজের শীর্ষ, আপনাদেরই কীর্ত্তি বঙ্গ-কায়স্থের জাতীয় ইতিহাসে কনকাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কি ছার সংকীর্ণ কুল-শ্রেণীবিভাগ, তুচ্ছ কুলমর্য্যাদা, যদি আপনারা এই কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, আশা করি, আপনাদের অধস্তন সহস্র পুরুষও আপনাদের যশঃকীর্ত্তন করিবে, এবং আপনাদের এই মহদনুষ্ঠানের জন্য কখনও কাহাকে অনুশোচনা করিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

গত ৯ই শ্রাবণ ১৩১০ (ইং ২৫ জুলাই, ১৯০৩) অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় শনিবার দিন ৪৭ নং পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৪র্থ অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন—মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ,—মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৈবল্যনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মল্লিক, শ্রীযুক্ত কাত্যায়নীচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মল্লিক, শ্রীযুক্ত ভূপতি রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ সম্পাদক।

সভ্যগণের অনুরোধে মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। কায়স্থ-পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পত্র উপস্থিত করা হইলে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ পত্র গৃহীত হইল। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে কায়স্থপত্রিকা-প্রকাশের ভার দেওয়া হইল।

৩। সম্পাদক মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অবসরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়কে আপাততঃ দুই মাসের জন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হইল।

৪। আন্তর্গণিক বিবাহবিষয়ক শাখাসমিতির উপর ভার দেওয়া হইল যে, গতবর্ষে এই সমিতি হইতে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিবাদ আসিয়াছে ও আসিবে, সমিতি তাহার পুনর্ব্বিচার করিয়া ১৷৷০ মাস মধ্যে তাঁহাদের মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিত করিবেন।

৫। আয়ব্যয় সম্বন্ধে শাখাসমিতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

DOUBLE COLOUR

গোপীকান্ত নেউগী।

মহাত্মা ভৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র কানুর বংশে বিদ্যাবিভবশালী কতিপয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ গোপীকান্ত নেউগী তন্মধ্যে একজন। একদা তিনজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইতে কানুর বংশ ও তিনটী সমাজস্থান সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। এই মহাত্মত্রয়ের পৈতৃক বাসস্থান পোতাজিয়া গ্রাম। ইহাঁরা বিভবশালী হইয়া জ্ঞাতিগণ হইতে পৃথক্ হন এবং স্বতন্ত্র বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। নকুরে বর্ণিত আছে,—

"কানুর সন্তান তিন যোগ্যবান্,
কেহ অষ্টমনীষা গেলা।
কেহ বা কালাই (১) গঙ্গাতীরে যাই
কেহ পোতাজিয়া রৈলা॥"

(১) খামরা ও কালাই নামক সমাজস্থান ভাগীরথীতীরে ও জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। গৌড় ও তাণ্ডা এবং রাজমহল রাজধানীতে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গমনাগমনের সুবিধার্থ প্রাগুক্ত স্থানে সমাজস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঢাকুরেও উক্ত হইয়াছে;—"খামরা কালাই বাস চাকুরি লাগিয়া।"

সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণের উপদ্রব সময়ে এই দুইটী প্রসিদ্ধ স্থান নামমাত্র সমাজস্থানে পরিণত হইয়াছে। এই সময়েই খামরা ও কালাইবাসী বারেন্দ্র কায়স্থগণ বরেন্দ্রভূমি ও দক্ষিণরাঢ়ের নানাস্থানে বসতি করিতেছিলেন।

একদা ভাগীরথীতীরস্থ খামরা নামক স্থান অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। "মুর্শিদাবাদকাহিনী" নামক গ্রন্থে গিরিরায় যুদ্ধের যে কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে খামরার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বকালে এস্থানে একটী সরাই ছিল। এক্ষণে সরকার উপাধি শুনিলেই বাজার-সরকারের কথা মনে হয়, কিন্তু পূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না। বঙ্গদেশে যে কয়েকটী সরকার ছিল, তাহা বর্ত্তমান জেলা হইতে বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট। সেই সকল সরকারের প্রধানতম কার্য্যকারকগণ সরকার উপাধিতে সাধারণতঃ পরিচিত হইতেন। সরকারপদ বর্ত্তমান কালেক্টরের তুল্য। প্রধান কানুনগোর পদ বর্ত্তমান রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান পদ হইতেও উন্নত ছিল। রায় শিবানন্দের সরকার উপাধি ঐরূপ কার্য্যের জন্য হইয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য গোপীকান্ত নেউগী মহাশয় অষ্টমনীষাগ্রামবাসী ছিলেন। প্রবাদ, গোপীকান্তের বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রথমে অষ্টমনীষা গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম জেলা পাবনার অন্তর্গত সোণাবাজু পরগণার অধীন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার বাজুহারের অধীন সোণাবাজু পরগণার নাম দৃষ্ট হয় এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে সোণাবাজু পরগণা সরকার বাজুহায়ের অন্তর্গতই লিখিত হইয়া আসিতেছে।

যতুনন্দনের কৃত বর্ত্তমান ঢাকুর নামক গ্রন্থে অষ্টমনীষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টাক্ষরেই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা যতুনন্দনের স্বকপোল-কল্পনা নহে। আদি ঢাকুর বা আদি কুলজী গ্রন্থে ভৃঙ্গনন্দীর পুত্রদ্বয় কানু ও মাধবের বংশ সবিশেষ প্রশংসিত ছিল। এ বিষয়ে যতুনন্দন লিখিয়াছেন,—

"আদি কুলজীতে লিখে বিস্তারিতে
বংশাবলী ক্রিয়া যত।
কিঞ্চিত আভাস ইদানীং প্রকাশ
লিখি আমি তার মত॥"

প্রসিদ্ধি আছে যে, রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার নবাবী-পদে অভিষিক্ত থাকার সময় মরিচপুরাণ নামক স্থানের সেনানিবাসপর্য্যবেক্ষণোপলক্ষে গোপীকান্তের ভবনে (১) আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের আগমনে গোপীকান্তের ভবন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। গোপীকান্তের

(১) জেলা পাবনার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ চলনবিলের উত্তরাংশে মরিচপুরাণ নামক স্থান বর্ত্তমান আছে। এই স্থান ত্রিংশবর্ষ পূর্ব্বেও নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ ছিল। বিলুপ্ত করতোয়া-তটে এই প্রাচীন পল্লীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। মরিচপুরাণ ও তন্নিকটবর্ত্তী ইণ্ডিয়ান নামক স্থানে একদা ফৌজদারের বিচারালয় ছিল। সম্ভবতঃ এই স্থান হইতে সেনানিবাস স্থানান্তরিত হইলে "মুরাচা পুরানা" নামকরণ হইয়া পরিশেষে মরিচপুরাণ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। মানসিংহের সমকালীন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাদি ও তৎপূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ মোগল-শাসনের একরূপ বহির্ভূত থাকিবার বিষয়াদি বিবেচনা করিলে, ঐ স্থানে যে সেনানিবাস ছিল, তাহা সহজেই মনে হয়। অষ্টমনীষা গ্রাম প্রসিদ্ধ করতোয়া ও আত্রেয়ী নদীর সঙ্গমস্থলে সুবস্থিত থাকায় উক্ত সেনানিবাসে গমনার্থ এই স্থানে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। এই মরিচপুরাণের নিকটবর্ত্তী কমলমরিচ ও সুবুদ্ধিমরিচ নামক পল্লীদ্বয় বর্ত্তমান আছে। গোপীকান্তের পৌত্রদ্বয় কমল ও

...গণের রাজদরবারে সুপ্রতিষ্ঠা ও সুনামই এইরূপ সম্মানের প্রধান কারণ। ... রায়ের স্বীয় উন্নত পদ ও তদ্বংশীয়গণের দরবারে সুখ্যাতি এবং কুল-... দ্বারা অষ্টমনীষা-সমাজ বর্ণনাযোগ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান ঢাকুর গ্রন্থে ... আছে;—

"প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমনীষা গ্রাম।
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইলা প্রধান॥
সর্ব্ববিদ্যানিপুণতা সর্ব্বাদরণীয়।
অসীম অনন্ত গুণে কেহ তুল্য নয়॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা।
জানিয়া উত্তম বংশ সম্মান করিলা॥"

সম্রাট্ অকবর বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে স্বীয় শাসনদণ্ডপরিচালিত করিয়া-ছিলেন। রাজা মানসিংহ এই বিশাল শাসনদণ্ড পরিরক্ষণকার্য্যের অন্যতম ... নেতা ছিলেন। ফলতঃ রাজা মানসিংহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ও হিন্দু... প্রকৃত গুণরাশি বিচার দ্বারা সম্রাট্ অকবর সাম্রাজ্যশাসনের নিগূঢ় ...ভেদ করিয়াছিলেন।

...দ্ধি খাঁ ঐ স্থানে বাস করায় তাঁহাদের নামানুসারে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ...দের দ্বারাও মুরচা বা মরিচ শব্দ যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা ...তে পারে।

...তোয়া নদীর গতি ক্রমে মন্দীভূত হইলেও বাঙ্গালা ১১৯৪ সাল (ইংরাজি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ ...) এই প্রদেশে করতোয়া প্রবাহশীলা ছিল। এই সময়ের পূর্ব্বে রঙ্গপুর প্রদেশের তিস্রোতা ...ক্ষিণবাহিনী হইয়া আত্রেয়ীর সহিত দিনাজপুর প্রদেশে সম্মিলিত ছিল। বহুপূর্ব্বে করতোয়া ...ধীনভাবে রঙ্গপুর ও বগুড়াজেলার মধ্যভাগ দিয়া অষ্টমনীষার সন্নিকটে আত্রেয়ী নদীর ... সম্মিলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, ১১৯৪ সালের প্রবল ...ত্রিস্রোতা নদী পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদের সহিত মিলিত হয়। তজ্জন্যই ...য় হইতে মরিচপুরাণ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে করতোয়া-স্রোতের এককালীন অভাবহেতু ...রাণ ও তন্নিকটবর্ত্তী বহুতর সামাজিক স্থানে ম্যালেরিয়া মহামারী প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া ... জনপদ সকলের বিনাশ সাধন করিয়াছে। ঐ সকল জনপদে একদা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ...স্থ জাতির বসতি ছিল। যাঁহারা পৈতৃক ভদ্রাসনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে ...ছেন, তাঁহাদের বংশই রক্ষা পাইয়াছে।

তদানীন্তন পথ ঘাটের দুর্গমতা সত্ত্বেও রাজা মানসিংহ সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। "অবস্থাবিচারে ব্যবস্থা" এই গুণ সম্রাট্ অকবর ও মানসিংহে তুল্য রূপে বিরাজমান ছিল। সম্রাট্ অকবর ভারতবর্ষের অভিজাত বংশের প্রতি সমাদর প্রদর্শন ও হিন্দুদিগের বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় যেরূপ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এরূপ অন্য কেহই করেন নাই।

রাজা মানসিংহ বঙ্গেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন প্রাচীন বংশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অধুনাতন কালে বাঙ্গালীগণ হিন্দুস্থানী লোক হইতে আচার ব্যবহার বেশ ভূষা কথাবার্ত্তায় যেরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, সেকালে তদ্রূপ সংঘটন হয় নাই। এক্ষণে সাহেবী আদবকায়দায় লোক যেরূপ জড়িত হইয়াছে; রাজধানী কলিকাতার অনুকরণে সাধারণে যেরূপ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে; দিল্লীর বাদশাহ-দরবারের প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত দিল্লী অঞ্চলের কথাবার্ত্তা ও মুসলমান শাসনকর্ত্তগণের বেশভূষা ও কথাবার্ত্তার অনুকরণ প্রবল ভাবেই চলিয়াছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বে এদেশের আচার ব্যবহারাদি ও বেশভূষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

গোপীকান্তের বিদ্যাবুদ্ধি ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি ও বৈষয়িক কার্য্যক্রম সন্দর্শনে রাজা মানসিংহ তাঁহাকে কানুনগো পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই কানুনগো পদ হইতেই গোপীকান্ত "নেউগী" উপাধি লাভ করেন। ঢাকুরে লিখিত আছে;—

"কানুনগো দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকুরী কৈলা গোপীকান্ত রায়॥
নেউগী খেতাব দিলা সম্মুখ হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিলা মিলিক লিখিয়া॥"

গোপীকান্ত মুসলমান-সরকারে কাননগো পদ লাভ করিয়া ভদ্রাসন গ্রামখানি নিষ্করপ্রাপ্ত হন। তৎকালের বাঙ্গালার কাননগো সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। এই পদ লাভ করিয়া গোপীকান্ত প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তদীয় ধনসম্পদ্ সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী শ্রুতিগোচর হয়। সেকালের কাননগো পদ অতিশয় উচ্চ হইলেও

তদানীন্তন শাসনকর্ত্তৃগণের হৃদয়ে একমাত্র রাজস্বশোষণপূর্ব্বক জমিদারকুলের সাধনের প্রকৃতি তাদৃশ বলবতী ছিল না। নাটরের রাজা রামজীবনের লক্ষ্মীর কৃপায় কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিয়া, রঘুনন্দনের ন্যায় কেহই শালী হইতে পারেন নাই। নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর রাজস্বসংগ্রহ-প্রণালীই মূলকারণ বটে।

গোপীকান্ত কাননগো দপ্তরে থাকিয়া নগদ অর্থ প্রচুর উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করার প্রথা এদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত। হিন্দুদিগের যতগুলি দায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পিতৃ-মাতৃদায় প্রধান। আবহমান কাল সঞ্চিত এই সংস্কার এতই দৃঢ়তর হইয়াছে যে অধুনা অর্থকৃচ্ছ্রতাসত্ত্বেও পিতামাতার শ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার পরিণয়ে স্বীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। গোপীকান্ত মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

গোপীকান্তের সময় সাতৈলের ভৌমিক রাজা ও বারগ্রামের রূপরায় প্রবল ছিলেন। সে সময়ে জমিদার অপেক্ষা রাজ-দরবারের প্রধানতম কর্ম্মচারিগণের আধিপত্য ও সম্মান ছিল। এই সকল উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণের পিতৃ-পিতামহের সময় হইতে উচ্চ রাজপদগুলি অধিকৃত থাকায় তাঁহাদিগের অভিলাষ স্বতন্ত্র রূপ ছিল। দেশের তদানীন্তন অবস্থা ব্যতীত সুদূর ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে তাঁহারা আশানুরূপ অগ্রসর হয়েন নাই।

স্বকীয় সমাজের প্রতি গোপীকান্তের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। স্বজাতিগণের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট যত্ন করিতেন। তাঁহার সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের কতিপয় ব্যক্তি রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। যখন রাজা মানসিংহ এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সে সময় কেবল বাঙ্গালা দপ্তরে নহে, দিল্লীর পাতসাহের দরবারেও কতিপয় ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের অনুগ্রহই প্রধান কারণ হইলেও তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধিকেই মূলহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার জ্ঞাতিগণ মধ্যে শিবানন্দ নামক জনৈক সরকার পূর্ণিয়া প্রভৃতির রাজস্বসংগ্রাহক ছিলেন। গোপীকান্তের অন্যতম জ্ঞাতি রাজ্যধর নামক জনৈক ব্যক্তি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পক্ষে, দিল্লীশ্বরের দরবারে প্রতিনিধি বা উকীল ছিলেন। ঢাকুরে তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে—

তদানীন্তন পথ ঘাটের দুর্গমতা সত্ত্বেও রাজা মানসিংহ সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। "অবস্থাবিচারে ব্যবস্থা" এই গুণ সম্রাট্ অকবর ও মানসিংহে তুল্য রূপে বিরাজমান ছিল। সম্রাট্ অকবর ভারতবর্ষের অভিজাত বংশের প্রতি সমাদর প্রদর্শন ও হিন্দুদিগের বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় যেরূপ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এরূপ অন্য কেহই করেন নাই।

রাজা মানসিংহ বঙ্গেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন প্রাচীন বংশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অধুনাতন কালে বাঙ্গালীগণ হিন্দুস্থানী লোক হইতে আচার ব্যবহার বেশ ভূষা কথাবার্ত্তায় যেরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, সেকালে তদ্রূপ সংঘটন হয় নাই। এক্ষণে সাহেবী আদবকায়দায় লোক যেরূপ জড়িত হইয়াছে; রাজধানী কলিকাতার অনুকরণে সাধারণে যেরূপ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে; দিল্লীর বাদশাহ-দরবারের প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত দিল্লী অঞ্চলের কথাবার্ত্তা ও মুসলমান শাসনকর্ত্তগণের বেশভূষা ও কথাবার্ত্তার অনুকরণ প্রবল ভাবেই চলিয়াছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বে এদেশের আচার ব্যবহারাদি ও বেশভূষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

গোপীকান্তের বিদ্যাবুদ্ধি ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি ও বৈষয়িক কার্য্যদক্ষতা সন্দর্শনে রাজা মানসিংহ তাঁহাকে কানুনগো পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই কানুনগো পদ হইতেই গোপীকান্ত "নেউগী" উপাধি লাভ করেন। ঢাকুরে লিখিত আছে;—

"কানুনগো দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকুরী কৈলা গোপীকান্ত রায় ॥
নেউগী খেতাব দিলা সম্মুখ হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিলা মিলিক লিখিয়া ॥"

গোপীকান্ত মুসলমান-সরকারে কাননগো পদ লাভ করিয়া ভদ্রাসন গ্রামখানি নিষ্করপ্রাপ্ত হন। তৎকালের বাঙ্গালার কাননগো সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। এই পদ লাভ করিয়া গোপীকান্ত প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তদীয় ধনসম্পদ সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী শ্রুতিগোচর হয়। সেকালের কাননগো পদ অতিশয় উচ্চ হইলেও

তদানীন্তন শাসনকর্ত্তৃগণের হৃদয়ে একমাত্র রাজস্বশোষণপূর্ব্বক জমিদারকুলের উৎসাধনের প্রকৃতি তাদৃশ বলবতী ছিল না। নাটরের রাজা রামজীবনের জ্যেষ্ঠ্যলক্ষ্মীর কৃপায় কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিয়া, রঘুনন্দনের ন্যায় কেহই প্রতাপশালী হইতে পারেন নাই। নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর রাজস্বসংগ্রহ-প্রণালীই ইহার মূলকারণ বটে।

গোপীকান্ত কাননগো দপ্তরে থাকিয়া নগদ অর্থ প্রচুর উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করার প্রথা এদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত। হিন্দুদিগের যতগুলি দায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পিতৃ-মাতৃদায় প্রধান। আবহমান কাল সঞ্চিত এই সংস্কার এতই দৃঢ়তর হইয়াছে যে, অধুনা অর্থকৃচ্ছ্র তাসত্ত্বেও পিতামাতার শ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার পরিণয়ে স্বীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। গোপীকান্ত মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

গোপীকান্তের সময় সাতৈলের ভৌমিক রাজা ও বারগ্রামের রূপরায় প্রবল ছিলেন। সে সময়ে জমিদার অপেক্ষা রাজ-দরবারের প্রধানতম কর্ম্মচারিগণের অধিক আধিপত্য ও সম্মান ছিল। এই সকল উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণের পিতৃপিতামহের সময় হইতে উচ্চ রাজপদগুলি অধিকৃত থাকায় তাঁহাদিগের অভিলাষ স্বতন্ত্র রূপ ছিল। দেশের তদানীন্তন অবস্থা ব্যতীত সুদূর ভবিষ্যৎ ভাবনায় ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে তাঁহারা আশানুরূপ অগ্রসর হয়েন নাই।

স্বকীয় সমাজের প্রতি গোপীকান্তের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। স্বজাতিগণের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট যত্ন করিতেন। তাঁহার সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের কতিপয় ব্যক্তি রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। যখন রাজা মানসিংহ এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সে সময় কেবল বাঙ্গালা দপ্তরে নহে, দিল্লীর পাতসাহের দরবারেও কতিপয় ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের অনুগ্রহই প্রধান কারণ হইলেও তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধিকেই মূলহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার জ্ঞাতিগণ মধ্যে শিবানন্দ নামক জনৈক সরকার পূর্ণিয়া প্রদেশের রাজস্বসংগ্রাহক ছিলেন। গোপীকান্তের অন্যতম জ্ঞাতি রাজ্যধর রায় নামক জনৈক ব্যক্তি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পক্ষে, দিল্লীশ্বরের দরবারে প্রতিনিধি বা উকীল ছিলেন। ঢাকুরে তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে—

"তাহার সন্তান মধ্যে রায় রাজ্যধর।
পাতসার নিকটে হইল মর্য্যাদা বিস্তর॥
আরবী পারসী বিলকুল ফাজিল।
পাতসার দরবারে ছিল বাঙ্গালার উকীল॥"

দিল্লীর পাতসাহের দরবারে যে ইনিই বিষয়কর্ম্ম করিয়াছেন, এমত নহে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই রূপ বহু কর্ম্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায় বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে উক্ত রাজ্যধর রায়ের সমকালে, ভৃগুর অন্যতম পুত্র শিবনন্দীর বংশোদ্ভব ইচ্ছলট(২)নিবাসী জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর রাজদরবারে বিষয় কর্ম্ম করিয়া; তথায় পরিণয়ান্তে দেশে প্রত্যাগমন করেন, তদ্বিষয় ঢাকুরে উক্ত হইয়াছে—

"পাতসাহী চাকুরী ক্রমে পশ্চিমেতে গেলা।
সেস্থানে বিবাহ করি পুনঃ দেশে আইলা॥"

সম্রাট্ অকবরের সহিত রাজা মানসিংহের ভগিনীর পরিণয়হেতু ভারতবর্ষের সামাজিক বিষয়ে যুগান্তর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা মানসিংহপ্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ রাজপ্রসাদলালসায় এ বিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন। তৎকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক গূঢ়াভিসন্ধির জন্য এইরূপ পরিণয় হইলেও এই দৃষ্টান্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমান সম্রাট্ ও প্রধান ক্ষত্রিয় সামন্ত মধ্যে এইরূপ পরিণয় সম্বন্ধ হওয়ায় রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যেও সামাজিকতা কতকটা শিথিল হইয়াছিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের প্রচণ্ড ভাদুড়ী দিল্লীশ্বরের সেনাপতি থাকার সময়ে রোহিলখণ্ডে একটী ব্রাহ্মণকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। সেইরূপ বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজেও ইচ্ছলটবাসী জনৈক ব্যক্তিসহ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থজাতির কন্যার পাণিগ্রহণের বিষয় কথিত হইয়াছে। ঠিক এসময়ের ঘটনা অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইবে না।

গোপীকান্ত রায়ও এ সময়ে বাহাত্তরে চাকিবংশের কোন সুন্দরী কন্যাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঢাকুরগ্রন্থে "বাহাত্তর ঘর" কায়স্থ যেরূপ হীনভাবে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে গোপীকান্তের পূর্ব্বে ঐ রূপ বাহাত্তরে ঘর

(২) ইচ্ছলটগ্রাম পোতাজিয়ার নিকটবর্ত্তী থাকায় অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত গ্রামখানি নদীগর্ভস্থ হওয়ার পর তদ্বংশীয়েরা পোতাজিয়ায় বসতি করিতেছেন।

[হই]তে কন্যাগ্রহণ হইত বলিয়া অনুমান করা যায় না। পঠীবন্ধন-কালে বাহাত্তর [ঘ]র এককালীন পরিত্যক্ত হওয়াই প্রমাণিত হয়।(১) গোপীরায়ের এই বিবাহ [তাঁহার]ই শেষ বয়সে হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যা ভিন্ন [শে]ষ পক্ষের এই ভার্য্যার গর্ভে পুত্রোৎপাদন হওয়ার কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া [যায়] না। এই বিবাহ সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে :—

"কুলে শীলে ধনে জ্ঞানে শাস্ত্রেতে তৎপর।
বারেন্দ্রপ্রধান বলি মহিমা যাঁহার॥
তাঁহার কর্ত্তৃত্বে কর্ম্মে কিবা দিব সাক্ষী।
গোপীরায়ে কন্যা দিয়া চতুর হইল চাকী॥
মুরারি চাকীর কিন্তু নহে ত সন্তান।
তথাপি চতুর চাকীর হইল সন্তান॥

(১) "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই মহাজনবাক্য চিরকাল প্রচলিত আছে। মহারাজ বল্লাল [সে]নও এই "স্ত্রীরত্ন" প্রলোভনে নিপতিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে,—

"অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল॥"

[কায়স্থ]জাতির সামাজিক গ্রন্থ পাঠ করিলে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাহাত্তর ঘরের কায়স্থগণ [পঠীব]ন্ধনকালে প্রত্যেক সমাজ হইতেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল! পরে কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রত্যেক [সমাজে]ই ন্যূনাতিরেকভাবে সংমিশ্রণ সংঘটন হইয়াছে।

[বঙ্গজ]-সমাজের ইতিবৃত্তে প্রথমে ৫ ঘর মহাপাত্র গৃহীত হইয়া, নিত্যানন্দবংশীয় ১৫ পনর [ঘর ল]ইয়া বিংশতি ঘর মহাপাত্র হইবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। বাহাত্তর ঘরের অবশিষ্ট [ঘর এই স]মাজে "অচলা" নামে অভিহিত। এই "অচলার" সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গেই অতি বিস্তৃতরূপে আছে। [কুলদ]র্পণিকা ১ম খণ্ড ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "পূর্ব্বে বাহাত্তর ঘরের মধ্যে দশঘরের কুলীন[গণে]র সহিত আদান প্রদান চলিত, তৎপরে ১৬ ষোলঘরের সহিত আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। [এক্ষণে] সাধ্য মৌলিক কুলীনগণের সহিত বৈবাহিক কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। বল্লাল [সেনের সম]য় পদস্থ কুলীনগণ ইহাদিগের সহিত আদান প্রদানে আবদ্ধ হইতেন না; তৎসময়ের [অনেক প]রে আদান প্রদান চলিয়াছে।" বাহাত্তর ঘরের সহিত প্রত্যেক সমাজেই যে পরবর্ত্তি[কালে] আদান প্রদান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

[গো]পীকান্ত যে চতুর নামক চাকীর কন্যাকে বিবাহ করেন, ঐ চতুর চাকীর বংশ মুখ্য চাকী [মুরা]রির বংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং হীনভাবাপন্নরূপেই সমাজে বিদ্যমান আছে।

তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে উত্তমের সাথে।
অতি নীচ উত্তম হয় কহে শাস্ত্র মতে ॥
এমত ক্ষমতাপন্ন অশেষ মহিমা।
কত শত কীর্ত্তি তাঁর কত কব সীমা ॥"

গোপীকান্তের উচ্চ রাজপদ ও রাজা মানসিংহের শুভদৃষ্টিবশতঃ [illegible] প্রধান ব্যক্তিগণ তদীয় অভিলাষ পরিপূরণের সহায় হইয়াছিলেন। [illegible] করণবিষয়ক গ্রন্থে তাঁহার নিন্দাবাণীর পরিবর্ত্তে অসীম ক্ষমতার বিষয় [illegible] হইয়াছে। গোপীকান্ত কুলে শীলে ধনে জ্ঞানে ও সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হেতু [illegible] ছিলেন বলিয়াই সামাজিকগণ তাঁহার এই কার্য্য উপেক্ষা করিয়াছেন। [illegible] ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের সামান্য দোষ চিরকালই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

গোপীকান্তের "নেউগী" উপাধিলাভের পর হইতেই গ্রামে যে অংশে তাঁহা[illegible] বাসস্থান ছিল, তাহা অদ্যাপি নেউগীপাড়া নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। গোপীকান্তের নির্ম্মিত দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি করতোয়া নদীর খরপ্রবাহে [illegible] হওয়ার পর "মাঠিয়াদহ" নামক একটী প্রকাণ্ড সুগভীর দহের উৎপত্তি [illegible] ছিল। এই সময় গ্রামবাসিগণ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। গোপীকা[illegible] পৌত্রদ্বয় কমল খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁর স্থান ত্যাগ করিবার প্রমাণ আছে। [illegible] গ্রাম পুনর্ব্বার বসতির উপযুক্ত হইলে কমল্ খাঁর বংশধরেরা অষ্টমনীষা গ্রা[illegible] পৈতৃক স্থান বলিয়া বসতি করেন। তদবধি এইক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় তাঁহাদি[illegible] বাস রহিয়াছে। সুবুদ্ধি খাঁর বংশধরেরা সুবুদ্ধি মরিচ হইতে ময়দান দীঘী প্র[illegible] স্থানে গমন করেন।

রাজা মানসিংহ যে সময় গোপীকান্তকে অষ্টমনীষা গ্রাম "মিলিক"১ [illegible]

(১) নাটোরের জমিদারী নীলাম হইলে পর সোনাবাজু পরগণা জোয়াড়ীর বিশি, [illegible] ও তাঁতিবন্দের চৌধুরী জমিদার এবং দুলাই জমিদারের হস্তগত হয়। ইহাঁরা বিজ্ঞা[illegible] লইলে পর গোপীকান্তের বংশধর রাজসাহী দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল [illegible] চৈতন্যপ্রসাদ রায় মহাশয় পত্তনী গ্রহণ করেন। গোপীকান্ত হইতে চৈতন্যপ্রসাদ পর্য্যন্ত [illegible] কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকুর গন্থে সুবুদ্ধি ও কমলখাঁর বিষয়ে উল্লেখ নাই অথচ ইহাদিগের পরবর্ত্তী বা [illegible] ২।১টী কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

DOUBLE COLOUR

[illegible] তৎকালে গ্রামের যে আয়তন ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা পরিবর্দ্ধিত হয়। [illegible] আয়তনের জমি অপেক্ষা যে জমি পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্বাবত পরগণার [illegible] কর্ত্তৃক করাবধারণ হইয়াছিল। নাটোরের রাজা রামজীবন, সোনাবাজু [illegible] জমিদারী লাভের পর ঐ "মিলিক" পূর্ব্ববৎ স্থিরতর রাখিয়া, পরিবর্দ্ধিত [illegible] হইতেও কতকাংশ জমি দেবোত্তর ও লাখেরাজ দান করেন।

[illegible] সমাজের প্রতি গোপীকান্তের যে অসাধারণ প্রাধান্য ছিল, সৈলকূপা [illegible] গ্রামের নাগদ্বয়ের সম্বন্ধে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্বারাই প্রমা- [illegible] হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

কলিতাপবাদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বিগত বর্ষের কায়স্থপত্রিকায় গেট সাহেবকৃত বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থদিগের [illegible] অপবাদের প্রতিবাদব্যপদেশে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব, বুচানন হ্যামিণ্টন্ সাহেবের রিপোর্ট হইতেই এ অদ্ভুত মত গ্রহণ [illegible] করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয় নাই, এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত [illegible] য়াছি। উপস্থিত প্রবন্ধে ঐ রিপোর্টের হেতুবাদহীন অমূলক মতামতের [illegible] সারতা প্রতিপাদন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

[illegible] হ্যামিণ্টন্ বাহাদুর স্বীয় রিপোর্টে কেবলমাত্র রঙ্গপুরবাসী কায়স্থদিগের [illegible] বলিয়াছেন, তিনি ভৃগুনন্দী প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত বারেন্দ্র- [illegible] সমাজের কোন সন্ধান রাখেন নাই। অবশ্য রঙ্গপুর ও আসামের বিবরণ [illegible] লিখিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় অন্যান্য স্থানের সংবাদ রাখা তাঁহার [illegible] আবশ্যক হয় নাই। ঐ প্রদেশে তৎকালে অর্থাৎ ১৮০৭ সাল হইতে ১৮১৬ [illegible] পর্য্যন্ত কোন বারেন্দ্র কায়স্থের স্থায়ী বসতিও ছিল না। অসার অনুমানের [illegible] নির্ভর করিয়া সাহেব লিখিয়াছেন—

"It is difficult to ascertain the number of the true Kayasthas that are in this District, because a numerous tribe called Kalita, who once had great sway here, as they still have in Assam have in the more civilised parts assumed the title of Kayasthas, and conceal their descent from the Kalitas."

অর্থাৎ এই রঙ্গপুর জেলার প্রকৃত কায়স্থসংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। যে হেতু কলিতা নামক জাতির বহুসংখ্যক লোক রংপুর জেলায় সমধিক সভ্য অঞ্চলে কায়স্থ আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে। আসাম প্রদেশে উক্ত কলিতা জাতির এখনও যেরূপ যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, এককালে রঙ্গপুরেও সেইরূপ ছিল। তাঁহারা কলিতা হইতে আপনাদের উদ্ভব অতি সতর্কতার সহিত গোপন করেন।

কথাগুলি সাহেব জলের মত বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সূত্রে যে তিনি এইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, আমাদের ভাগ্যদোষে তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার লিখিত বিবরণপাঠে এই কলিতা জাতিটাই যে কি প্রকারের, তাহাই হৃদয়ঙ্গম হয় না। সাহেব লিখিয়াছেন,—

"As soon as the Koch become noted in tradition or history, we fined that they adopted a priesthood called Kalita or Calta. These possessed some learning and books in the Bengalee language. According to tradition, the ancestor of the Borua, one of this sacred order and now one of the chief Zeminders of the District (কামরূপ) procures this science in the following curious manner."

অর্থাৎ কোচজাতি কিম্বদন্তী বা ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিবার পরেই কলিতা বা কল্তা নামক পুরোহিত গ্রহণ করে। ইহাদের কিঞ্চিৎ বিদ্যা ও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক ছিল। এই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের এক জন যিনি বর্ত্তমানে কামরূপ জেলার বিশিষ্ট জমিদার বড়ুয়া গোষ্ঠীর আদি পুরুষ, নিম্নোক্ত প্রকারে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

সামাজিক ভ্রাতৃবর্গ! অবগত আছেন, আসামপ্রদেশের বড়ুয়াবংশীয়েরা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত, তবে আর বারেন্দ্রসমাজের আক্ষেপের কারণ কি? কলিতাগণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া রঙ্গপুর জেলায় কায়স্থ স্বীকার করিতে গেলেন কেন? কে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবে? ধন্য বুচানন সাহেবের সমাজতত্ত্বজ্ঞান! পাঠকগণের কৌতূহলনিবৃত্তির নিমিত্ত অতঃপর সাহেব কালিদাসের জ্ঞান-বারিপানে বড়ুয়াবংশের আদিপুরুষ কলিতার বুদ্ধিলাভ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হইতেই কয়েক ছত্র উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যথা—

"Kalidas, the celebrated poet was originally a very silly fellow, but on a certain time, having been severely beaten by his wife, he retired to the woods and prayed to Saraswaty with such effect that the Goddess bestowed on him a pot of holy water, by drinking a little of which he was endowed with great wisdom and genius; for a long time he preserved his water by calling it poison, so that no person attempted to taste it, but while he was on a pilgrimage to Kamakhya, the ancestor of the Barnya, having been in great difficulties, intended to destroy his life, and took part of the supposed poison by which he was immediately inspired with wisdom and learning, whether or not the Kalitas received instructions from Kalidas it would be difficult to say."

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কবি কালিদাস প্রথমে নির্ব্বোধ ছিলেন, কিন্তু কোন সময়ে, পত্নীর নিকট বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়া বনে গমনপূর্ব্বক সরস্বতীর আরাধনা করেন, তাহার ফলে দেবী তাঁহাকে এক পাত্র পবিত্র বারি দান করেন, তাহার কিয়দংশ পানেই কালিদাসের যথেষ্ট জ্ঞান ও প্রতিভার উদয় হয়। অনেক-দিন পর্য্যন্ত বিষ বলিয়া তিনি ঐ জল রক্ষা করেন, ভয়ে কেহই তাহার স্বাদগ্রহণের চেষ্টা করিত না, কিন্তু যখন তিনি তীর্থভ্রমণে কামাখ্যায় ছিলেন, তৎকালে বড়ুয়া-বংশের আদিপুরুষ বিবিধ প্রকারে বিপন্ন হইয়া আত্মহত্যার সংকল্পকরত বিষ-জ্ঞানে ঐ জলপান করেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ হয়। কলিতারা কালিদাসের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ছিল কি না বলা কঠিন, কিন্তু তাহাদের যে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা বহুকাল পর্য্যন্ত কোচদিগের গুরু ছিল।

হায় উজ্জয়িনীর রত্নশ্রেষ্ঠ কালিদাস, তোমার জ্ঞানভাণ্ডের অবশিষ্ট জলটুকু বুচানন সাহেবের হস্তে এতদিনে নিঃশেষ হইল!

পাঠকবর্গ ! লক্ষ্য করিবেন, এইরূপ একটী অমূলক অসম্ভব কিম্বদন্তীর উপরও যাঁহার কিঞ্চিৎ আস্থা থাকে এবং একটী জাতির শিক্ষালাভের মূলে যিনি এরূপ আষাঢ়ে গল্প আরোপিত করিতে পারেন, তিনি কত বড় সন্ধানপর ও কতদূর বিশ্বাসযোগ্য।

তারপর সাহেব বলিতেছেন,—

"It is not therefore wonderful, that in the account of Assam published in the second volume of the Asiatick Researches, the people of that country are said to be Assamians and Kaltanians the former the temporal lords, the latter the spiritual guides and then perpaps still more powerful thau eveu now, as at that time the princes were infidels (osur)"

"আসিয়াটিক রিসার্চেস" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, ঐ প্রদেশে আসামী ও কলিতা নামক দুই জাতির বাস। যথা (ভূস্বামিবৃত্তিধারী) আসামীগণ ও গুরুবৃত্তিধারী কলিতাগণ। সম্ভবতঃ তৎকালে বর্ত্তমান অপেক্ষা তাঁহারা সমধিক প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, যেহেতু তৎকালে রাজগণ অসুরবংশীয় ছিলেন।

শেষোক্ত ব্যাখ্যাটী হ্যামিল্টন বাহাদুরের নিজ মত। অসুরযাজন কলিতাগণের সমধিক প্রতিপত্তি লাভের হেতু। তিনি এ অনুমান করিলেন কিসে? তাঁহার কথাতেই প্রকাশ, অনেকদিন বিহাররাজ ও সমগ্র কোচসমাজ কলিতাশিষ্য ছিলেন। রাজা শিষ্য ত তাঁহাদের একরূপ বরাবরই ছিল, অসুরবংশীয়েরা শিষ্য থাকিবার সময় যে তাঁহারা অধিক প্রতাপশালী ছিলেন, হ্যামিল্টন এ যুক্তি পাইলেন কোথায়?

কলিতাগণ কি তবে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের বংশধর? হায় কলিতাজাতি, সাহেবের কৃপায় তোমাদের কত অবস্থাপরিবর্ত্তন হইতেছে। পরে সাহেব বলিয়াছেন,

"They therefore everywhere else endeavour to pass themselves as Kayasthas or scribes and I have mentioned, that probably all the Barendra Kayasthas are of this origin."

অর্থাৎ—"তাহারা অন্য সর্ব্বত্র কায়স্থ বা লিপিকর জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে এবং আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্ভবতঃ সমস্ত বারেন্দ্র কায়স্থেরাই কলিতাবংশপ্রসূত।" পাঠক ! দেখিলেন, হ্যামিল্টনের যে সিদ্ধান্তে "সম্ভবতঃ"

...মনে হইয়াছে, সে প্রমাণে "নিশ্চয়" বলিবার পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব ...। সমস্ত বারেন্দ্রসমাজের যে তিনি কোনও প্রকার সন্ধান পাইয়াছেন, ... প্রমাণ তাঁহার কৃত রিপোর্টের একটী ছত্রেও পাওয়া যায় না। "সম্ভবতঃ" ... একটী সম্মানিত জাতির উপরে এরূপ অপবাদ আরোপ করা কি তাঁহার ... লোকের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে? আর রঙ্গপুরের ইতিবৃত্তে সমস্ত বারেন্দ্র-...য়ের কথা কেন?

আমরাও বলি, "সম্ভবতঃ" জ্যামিতির প্রথম স্বীকার্য্যানুসারে তিনি এই ... করিয়াছেন; যথা কলিতাগণ দৈত্যগুরু, শুক্রাচার্য্যও দৈত্যগুরু, ...তরাং শুক্রাচার্য্য কলিতা। ভৃগু শুক্রাচার্য্যের নামান্তর, বারেন্দ্র-কায়স্থ-...জের প্রতিষ্ঠাতাও ভৃগুনন্দী। এই নামের ঐক্য দেখিয়াই সাহেবপ্রবর ...তঃ দুই জনকে একব্যক্তি বলিয়াছেন। তবে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের জাতিতে ...রূপ ক্ষুদ্র বিষয়টী সাহেবের নজরে পড়ে নাই, দুঃখ ইহাই। আর এই ... ভৃগুনন্দী কলিতা এবং তৎ-প্রতিষ্ঠিত সমাজও ব্রহ্মবৃত্তিত্যাগী কায়স্থনাম-...ধারী কলিতা। পাঠকগণ, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াই মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এইরূপ ...লা কথার অবতারণা করিতে হইতেছে। বুচানন হ্যামিল্টন বাহাদুর রংপুরের ... বড় জমিদারকেও ঐ কলিতাশ্রেণী মধ্যে ফেলিতে ক্রটী করেন নাই যথা—

"Two of the most respectable families of Zeminders, Berdhan Kuthi and Kangkina are of this kind, but there is reason to suspect that they are Kalitas, as in the division established by Ballalsen there is no mention of such a class."

"শ্রেষ্ঠ সম্মানভাগী কাঁকিনা ও বর্দ্ধনকুঠীর জমিদার গোষ্ঠীদ্বয়, এই (বারেন্দ্র) ...শ্রেণীর। বল্লালসেনের জাতিবিভাগে এই শ্রেণীর কোনও উল্লেখ নাই, সুতরাং ...হারা যে কলিতা তৎসন্দেহের হেতু নাই।" পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, ...এ "বারেন্দ্র" বল্লাল-বিভক্ত পঞ্চপ্রদেশের অন্যতম। সেই বরেন্দ্রের নামানুসারে ...বারেন্দ্র কায়স্থের নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং বল্লালের বিভাগের সঙ্গে যে ...হার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, এ কথা বলা যায় না। অপিচ বল্লালের জাতিবিভাগে ...বৈদিক ও উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের ও বৈদ্যের উল্লেখ নাই। ...তবে কি তাঁহারাও সাহেবের মতে কলিতা? হ্যামিল্টন সাহেবও অনায়াসেই

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে কলিতার মধ্যে ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু ততটা করিতে বোধ হয় তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। যে হেতু তাঁহার অল্পকাল পূর্ব্বেই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ গভর্ণর জেনারল লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেবের দেওয়ান এবং অনেক সাহেব তাঁহার প্রসাদলাভার্থ উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে বল্লালীবিধিতে উল্লেখ না থাকিবার কারণ সাহেবের সূক্ষ্ম সন্ধানে মিলে নাই। উপরোক্ত ভূস্বামিবংশদ্বয়ও রঙ্গপুরের স্থায়ী কায়স্থ নহেন, তাহা আমরা পরে বলিতেছি।

ভৃগুনন্দী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বল্লাল-নির্দ্দিষ্ট কুলপ্রথার অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তদীয় সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে সমাজ সংস্থাপন করেন। সুতরাং বল্লালের জাতিবিভাগে নাম থাকিবার ত কোন কারণ নাই। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার কায়স্থপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সাহেবের এ অনুমানও যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কাঁকিনার জমিদারগোষ্ঠীর আদি নিবাস পাবনা জেলার গাজনা নামক স্থানে, তাঁহারা চাকি-বংশ, বিষয় উপলক্ষে রঙ্গপুরে অস্থায়িভাবে বাস করিতেন। তাহার পরিচয় উক্ত রাজবংশের কুলপত্রিকায় ও বারেন্দ্রকায়স্থকুলগ্রন্থেই আছে। বর্দ্ধনকুঠীর ক্ষত্রিয় রাজা ভগবানের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আর্য্যবরমণ্ডলের পুত্র ভগবান্ দেব রাজপুতবীর মহারাজ মানসিংহের হস্তে রাজফরমান অর্থাৎ সনন্দ প্রাপ্ত হন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে কায়স্থপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। মহারাজ মানসিংহ যাঁহাকে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই জ্ঞানে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তিনি কি কলিতা-বংশীয়? তবে বুচানন্ সাহেব এ অনুমান করিলেন কেন? আমরা তাঁহার মত অনুমানতৎপর হইলে বলিতাম, উক্ত প্রদেশে অবস্থানকালে ঐ দুই রাজবাটীর প্রতি বিশেষ তাহার কোন রাগের কারণ ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ একবারে ইতিহাসহীন নহে, কিন্তু বুচাননের বর্ণনার সহিত বারেন্দ্র কায়স্থ কি কোনও কায়স্থ কুলগ্রন্থের সহিত মিল নাই। এ দেশের প্রাচীন কোন গ্রন্থেও তাঁহার এ বিচিত্র কলিতাতত্ত্ব পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র কায়স্থ জাতির যে আসামী বা রঙ্গপুরের কোনও জাতির সহিত সংস্রব ছিল, তাহারও প্রমাণ নাই। রঙ্গপুর অঞ্চলে বিষয়ব্যবসানিবন্ধন ভিন্ন রীতিমত বাস করে, এরূপ বারেন্দ্র কায়স্থ অদ্যাপিও বিরল। কাঁকিনা বর্দ্ধনকুঠীর বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধও তৎপ্রদেশস্থ কায়স্থদিগের সহিত কখনও হইত না বা হয় না। আমাদের বিশ্বাস, বুচানন সাহেব বারেন্দ্র-সমাজের পরিচয় পান নাই, তিনি রঙ্গপুরের পরিচয়ে মাত্র বারেন্দ্র কায়স্থ দেখিয়াই এ সকল কথা লিখিয়াছেন। ঐ সাহেব তলাইয়া দেখেন নাই, সমাজতত্ত্বে অসীম জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া, তিনি যে এ জঘন্য কলঙ্কে কায়স্থগণকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার লজ্জিত হওয়া উচিত। বুচানন যে কথা রঙ্গপুরের কায়স্থদিগকে বলিয়াছেন, তাহাই বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আর কোনও মহাত্মা হয় ত সমস্ত কায়স্থ জাতিকে, সেই অপবাদে লাঞ্ছিত করিবেন।

উপসংহারে কলিতাভ্রাতৃগণ! আপনারা দেখিবেন, বুচানন প্রভৃতি মহাত্মাগণ আপনাদিগকে বহুরূপী সাজাইয়াছেন। আপনারা গুরু, আপনারা পুরোহিত, আপনারা বড়ুয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারেন্দ্র কায়স্থ, আবার অসুরগুরু ভৃগু এবং মিথিলা হইতে আগত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তিধারী অর্থাৎ বৈশ্য। আবার ডালটন সাহেবের মতে আপনারা আর্য্য। কলিতা যে এককালে এতগুলি তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। বারেন্দ্র কায়স্থগণকেও বলি, যদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কাহারই এ কথায় আপত্তি না থাকে, তবে আপনাদিগেরই বা আপত্তি হইবার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণবল্লভরায়।

মধ্যশ্রেণী কায়স্থ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যে যেখানে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের নামানুসারে তাঁহাদিগের শ্রেণীর নাম হইয়াছে। তৎকালে রেলগাড়ী কিংবা অগ্নির জাহাজ ছিল না, রাস্তাঘাটেরও অনেক অসুবিধা ছিল, গমনাগমনের পথেও দস্যুভয় বিলক্ষণ ছিল; সুতরাং চাকুরী উপলক্ষে কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে কলিতার মধ্যে ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু ততটা করিতে বোধ হয় তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। যে হেতু তাঁহার অল্পকাল পূর্ব্বেই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ গভর্ণর জেনারল লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেবের দেওয়ান এবং অনেক সাহেব তাঁহার প্রসাদলাভার্থ উদ্গ্রীব ছিলেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে বল্লালীবিধিতে উল্লেখ না থাকিবার কারণ সাহেবের সূক্ষ্ম সন্ধানে মিলে নাই। উপরোক্ত ভূস্বামিবংশদ্বয়ও রঙ্গপুরের স্থায়ী কায়স্থ নহেন, তাহা আমরা পরে বলিতেছি।

ভৃগুনন্দী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বল্লাল-নির্দ্দিষ্ট কুলপ্রথার অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তদীয় সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথকভাবে সমাজ সংস্থাপন করেন। সুতরাং বল্লালের জাতিবিভাগে নাম থাকিবার ত কোন কারণ নাই। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার কায়স্থপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সাহেবের এ অনুমানও যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কাঁকিনার জমিদারগোষ্ঠীর আদি নিবাস পাবনা জেলার গাজনা নামক স্থানে, তাঁহারা চাকি-বংশ, বিষয় উপলক্ষে রঙ্গপুরে অস্থায়িভাবে বাস করিতেন। তাহার পরিচয় উক্ত রাজবংশের কুলপত্রিকায় ও বারেন্দ্রকায়স্থকুলগ্রন্থেই আছে। বর্দ্ধনকুঠীর ক্ষত্রিয় রাজা ভগবানের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আর্য্যবরমণ্ডলের পুত্র ভগবান্ দেব রাজপুতবীর মহারাজ মানসিংহের হস্তে রাজফরমান অর্থাৎ সনন্দ প্রাপ্ত হন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে কায়স্থপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। মহারাজ মানসিংহ যাঁহাকে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই জ্ঞানে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তিনি কি কলিতা-বংশীয়? তবে বুচানন্ সাহেব এ অনুমান করিলেন কেন? আমরা তাঁহার মত অনুমানতৎপর হইলে বলিতাম, উক্ত প্রদেশে অবস্থানকালে ঐ দুই রাজবাটীর প্রতি বিশেষ তাহার কোন রাগের কারণ ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ একবারে ইতিহাসহীন নহে, কিন্তু বুচাননের বর্ণনার সহিত বারেন্দ্র কায়স্থ কি কোনও কায়স্থ কুলগ্রন্থের সহিত মিল নাই। এ দেশের প্রাচীন কোন গ্রন্থেও তাঁহার এ বিচিত্র কলিতাতত্ত্ব পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র কায়স্থ জাতির যে আসামী বা রঙ্গপুরের কোনও জাতির সহিত সংস্রব ছিল, তাহারও প্রমাণ নাই। রঙ্গপুর অঞ্চলে বিষয়ব্যবসানিবন্ধন ভিন্ন রীতিমত

বাস করে, এরূপ বারেন্দ্র কায়স্থ অদ্যাপিও বিরল। কাঁকিনা বর্দ্ধনকুঠীর বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধও তৎপ্রদেশস্থ কায়স্থদিগের সহিত কখনও হইত না বা হয় না। আমাদের বিশ্বাস, বুচানন সাহেব বারেন্দ্র-সমাজের পরিচয় পান নাই, তিনি রঙ্গপুরের পরিচয়ে মাত্র বারেন্দ্র কায়স্থ দেখিয়াই এ সকল কথা লিখিয়াছেন। তিনি সাহেব তলাইয়া দেখেন নাই, সমাজতত্ত্বে অসীম জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া, তিনি যে এ জঘন্য কলঙ্কে কায়স্থগণকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার লজ্জিত হওয়া উচিত। বুচানন যে কথা রঙ্গপুরের কায়স্থদিগকে বলিয়াছেন, তাহাই বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আর কোনও সাহেব হয় ত সমস্ত কায়স্থ জাতিকে, সেই অপবাদে লাঞ্ছিত করিবেন।

উপসংহারে কলিতাভ্রাতৃগণ! আপনারা দেখিবেন, বুচানন প্রভৃতি মহাত্মগণ আপনাদিগকে বহুরূপী সাজাইয়াছেন। আপনারা গুরু, আপনারা পুরোহিত, আপনারা বড়ুয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারেন্দ্র কায়স্থ, আবার অসুরগুরু ভৃগু এবং মিথিলা হইতে আগত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তিধারী অর্থাৎ বৈশ্য। আবার ডালটন সাহেবের মতে আপনারা আর্য্য। কলিতা যে এককালে এতগুলি তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। বারেন্দ্র কায়স্থগণকেও বলি, যদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কাহারই এ কথায় আপত্তি না থাকে, তবে আপনাদিগেরই বা আপত্তি হইবার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণবল্লভরায়।

মধ্যশ্রেণী কায়স্থ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যে যেখানে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের নামানুসারে তাঁহাদিগের শ্রেণীর নাম হইয়াছে। তৎকালে রেলগাড়ী কিংবা কলের জাহাজ ছিল না, রাস্তাঘাটেরও অনেক অসুবিধা ছিল, গমনাগমনের পথেও দস্যুভয় বিলক্ষণ ছিল; সুতরাং চাকুরী উপলক্ষে কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ

যে যথায় গিয়াছিলেন, তথায় তিনি চিরস্থায়িরূপে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াই আরও দুই একটী পরিবারকে ক্রমে ক্রমে তথায় লইয়া যাইতেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে এক একটী সমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ শাহজাহানের শাসনকালে মধ্যশ্রেণী কায়স্থগণের বাসস্থান মেদিনীপুর ও হিজলী নামে খ্যাত ছিল। ঐস্থান উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী হইতেছে। শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিজলী একটী স্বতন্ত্র জেলা বলিয়াই গণ্য ছিল। তৎপরে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহামান্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে উহা মেদিনীপুর জেলায় সামিল হয়। তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার সামিলে এখানকার রাজকীয় সমস্ত কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিস্থানে যে সকল বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের সন্তানগণ চাকুরী প্রভৃতি উপলক্ষে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারাই অন্যান্য দুই এক সমশ্রেণীর কায়স্থগণকে আনাইয়া সমাজগঠনপূর্ব্বক আপনাপন বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, কালে তাঁহারাই মধ্যশ্রেণী কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হন। এইরূপে বঙ্গদেশীয় যে সকল রাঢ়ীশ্রেণির ব্রাহ্মণ—উক্ত স্থানে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানগণ মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেছেন।

মুর্শিদাবাদ, হুগলী, সাঁকরেল, বালী ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কতিপয় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজকায়স্থসন্তান বল্লালসেনের সমাজবন্ধনের সমকালে মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বংশাবলীও কুলগ্রন্থ অভাবে জানিতে পারা যায় নাই। বিশেষতঃ এখানে দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজগণ একত্র মিলিত হইয়া সমাজবন্ধন করায় বর্ত্তমানকালে দক্ষিণরাঢ়ী কিংবা বঙ্গজ কায়স্থসন্তানগণ মধ্যশ্রেণীর সহিত বিবাহাদি কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন।

মধ্যশ্রেণী কায়স্থগণের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গজ হইতে আসিয়া মিশিয়াছেন, তাঁহাদের পদবী ও গোত্র নিম্নে বামপার্শ্বে এবং যাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ী হইতে আসিয়াছেন তাঁহাদেরও পদবী এবং গোত্র নিম্নে দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত হইল। ইহাঁরা যে প্রকৃত কায়স্থের ন্যায় ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া চাকরী ও জমিদারী আদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তদ্বিষয় স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ও কুলীন কায়স্থগণের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠাপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

বঙ্গজ

গোত্র	পদবী
কাশ্যপ গোত্র	গুহ
কৃষ্ণাত্রেয় „	দত্ত
কাশ্যপ „	দাস
মৌদ্গল্য „	দাস

দক্ষিণরাঢ়ী

গোত্র	পদবী
বিশ্বামিত্র গোত্র	মিত্র
সৌকালীন ”	ঘোষ
শাণ্ডিল্য ”	দেব
বিষ্ণুঋষি ”	চন্দ্র
চন্দ্রঋষি ”	চন্দ্র
মৌদ্গল্য ”	পাল
কাশ্যপ ”	পাল
কাশ্যপ ”	রুদ্র

উপরিউক্ত আট গোত্রে ৫০ কি ৬০ ঘর হইতেছেন। ইহাঁরা সকলে মুসলমান সম্রাট্‌গণের রাজত্বকাল হইতে ক্রমান্বয়ে এদেশে বাস করিবার জন্য নিষ্কর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সেই বাসস্থান আজ পর্য্যন্ত নিষ্কর ভোগ ও দখল করিতেছেন। ইহাঁদের ক্রিয়াকলাপ ও বিবাহাদি কার্য্য উক্ত নির্দ্দিষ্ট ৫০।৬০ ঘরের মধ্যে হইয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ আপনাপন অসুবিধানিবারণার্থ দক্ষিণরাঢ়ীর সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসন্তানেরা বহুপূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গজের সহিত মিলিত থাকায় প্রকাশ্যভাবে বিবাহাদি কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন। ঐ সকল বিভিন্ন ঘরের মধ্যে কএক ঘরের মাত্র আমরা এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি,—

গুহ বংশ।

বঙ্গের কুলীন দশরথ গুহের বংশে কাশ্যপগোত্রীয় মাধব গুহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বালী কুতরঙ্গ গ্রাম হইতে বিদেশগামী হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা যাদব গুহও কুতরঙ্গ গ্রামে অবস্থিতি করিতেন, তাহা কুলাচার্য্যের বচনেও প্রমাণিত হয়, যথা "মাধবো বিদেশে গতঃ"। তাঁহার পুত্র ... গয়াশ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া শ্রীশ্রী৺জগন্নাথধামে যাত্রা করেন। জগন্নাথ দর্শনের পর ফিরিবার কালে তিনি এই জেলার নারায়ণগড় রাজধানীতে উপস্থিত হইলে নারায়ণগড় পরগণার তখনকার জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা রাজবল্লভ শ্রীচন্দন-রায় তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া নিজ মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। দিল্লীশ্বর-প্রেরিত

মহারাজ মানসিংহ বঙ্গদেশে আসিয়া যখন কাননগো দপ্তর স্থাপন করেন, তৎকালে মন্ত্রী নীলাম্বর মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের উপদ্রব নিবারণের জন্য নারায়ণগড় থানার "সরদারী" পদ প্রাপ্ত হন। তাহাই তৎকালের শ্রেষ্ঠ পদ বলিয়া গণ্য ছিল। ঐ পদে পারদর্শিতা দেখাইয়া নবাব সরকার হইতে তিনি "রায়" উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ব্যবহার করিতেছেন।

নীলাম্বর গুহ রায় এই জিলার খান্দার পরগণার অন্তর্গত সাঁকুয়া গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র বংশীধর পৈতৃক সরদারী পদে নিযুক্ত থাকিয়া ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে বলরামপুরের সদর চৌধুরীর নিকট হইতে খান্দার পরগণার রকম ৵১০ আনা জমিদারী খরিদ করেন এবং তখনকার নবাব শাহসুজা ও শাহজাদার নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ঐ সনন্দের বলে তাঁহার বংশীয়গণ এখনও পর্য্যন্ত দেবসেবা, সদাব্রত ও জমিদারী প্রভৃতি বংশানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কৃষ্ণাত্রেয় দত্তবংশ।

বালী হইতে প্রথমে মধুসূদন দত্ত চাকুরী উপলক্ষে ভগবান থানার অন্তর্গত জলামুঠা পরগণার জনাদাণ্ডী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রাজসরকার হইতে তিনিও বাসের জন্য নিষ্কর জমি পাইয়াছিলেন। এখন তাঁহার বংশ বিস্তৃত হইয়া কাঁথী, সবঙ্গ ও সূতাহাটা থানার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে কানাই কিশোর দত্ত সরকারের কানুনগো ছিলেন।

মৌদ্গল্য গোত্র।

কাঁথী সবডিভিজানের অন্তর্গত মাজনামুঠা পরগণার মাজনা ষ্টেট নামে এক পরগণায় বিভক্ত এক সুবিস্তৃত জমিদারী আছে। উক্ত জমিদারী এক ব্যক্তিরই ছিল, তাঁহার নাম ঈশ্বরী দে পট্টনায়ক। ঈশ্বরী দে মৌদ্গল্যগোত্রীয় বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন, তিনি বিক্রমপুর হইতে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁর দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্রের সমভিব্যাহারে বাজার-সরকার নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আগমন করেন। কালক্রমে ভীমসেন মহাপাত্রের মৃত্যু হইলে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরী দে নিজ বুদ্ধিবলে মাজনা ষ্টেট অধিকার করেন এবং বিপুল বিভবের সহিত তিনি "পট্টনায়ক" উপাধি প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরী দে পট্টনায়কের লোকান্তর-গমনের পর এই বংশে দয়ালু ও প্রাতঃস্মরণীয় রাজা যাদবরাম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বিস্তর নিষ্কর জমি

দান করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এক-মাত্র রাজা যাদবরামের যত্নেই এদেশে আনীত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর পুত্র মুস্তাফা খাঁ ইহাকে সনন্দ দ্বারা "রাজোপাধি" প্রদান করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগরে কপিলমুনিতীর্থ এক প্রকার সাধারণের অগম্য হইয়াছিল, তাঁহারই যত্নে ঐ তীর্থের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। এ ছাড়া রাজা যাদবরামের বহু কীর্ত্তি শুনা যায়। জেলার কালেক্টর শ্রীযুক্ত এইচ, ই, বেলী সাহেবের রিপোর্টের ২৯ পৃষ্ঠায় প্রকটিত আছে যে, "এই বংশাবলী দৃষ্টে জানা যায় যে, রাজা যাদবরামের বংশলোপ হইলে উক্ত সুবিশাল জমিদারী দৌহিত্রগত হয়। পরে দৌহিত্রগণের মধ্যেও পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহাদিগকে দোষপুত্র গ্রহণ করিতে হয়।"

বর্ত্তমান কালে এই রাজবংশের অনেকেরই বংশাভাব ঘটায় দৌহিত্রসূত্রে অথবা পোষ্যপুত্রনিবন্ধন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

উপরোক্ত ৫০ ও ৬০ ঘর লইয়াই মধ্যশ্রেণী কায়স্থগণের সমাজ। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত ঘর আর নাই। এই কএক ঘর মধ্যে পরস্পরে আদান প্রদান হইয়া থাকে। তবে স্থলবিশেষে আদানপ্রদানের অসুবিধা ঘটায় যদিও দুই একঘর দক্ষিণ-রাঢ়ীয়ের সহিত আদান প্রদান হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী-য়ের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্যকলাপ প্রচলিত না থাকায় ঐরূপ সম্বন্ধে সামাজিকগণ সাধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন উভয় শ্রেণী লইয়া মধ্যশ্রেণী সমাজের উৎপত্তি, তখন বিভিন্ন শ্রেণীমধ্যে পরস্পর বিবাহ হইবার পক্ষে বাধা দেখি না।*

শ্রীদ্বারিকানাথ দত্ত ও কুঞ্জবিহারী রায়, ।

* মধ্যশ্রেণীর আদি বংশপরিচয় ও বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান বন্ধ হইবার কারণ সবিস্তার লিখিবার ইচ্ছা রহিল। (পত্রিকা-সম্পাদক)

রঞ্জিত রায়ের দোঁহা।

রঞ্জিৎ (রণজিৎ) রায় বারেন্দ্র-কায়স্থকুলতিলক সুপ্রসিদ্ধ দেবীদাস খাঁর প্রপৌত্র। ইনি নবাব মুর্শিদকুলীর সময় হইতে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর শাসন-সময়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবীদাসের বংশে যে সকল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে রঞ্জিৎ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রঞ্জিৎ রায় আরব্য পারস্যাদি রাজকীয় ভাষা ও সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈদেশিক বণিক পর্ত্তুগীজ, ফরাসি ও ইংরেজ প্রভৃতি জাতির ভাষাও তিনি কতক কতক শিক্ষা করিয়াছিলেন।

রঞ্জিৎ রায় নানা ভাষায় একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ কবিতা-গ্রন্থখানি বহু অনুসন্ধানেও এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া থাকিবে। রঞ্জিতের গ্রন্থখানি প্রাপ্ত না হইলেও তাঁহার রচিত যে সকল কবিতা এখনও নয়নগোচর হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় রাজস্বসংগ্রহের নূতন পন্থা উন্মুক্ত হয়। তৎকালে জমিদারগণের নিকট হইতে রাজস্বসংগ্রহের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত। মুর্শিদাবাদ সহরে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে জমিদারগণের শাস্তিবিধানের জন্য নানা ক্লেশকর পন্থা, (যাঁহাকে সাধারণে বিদ্রূপচ্ছলে "বৈকুণ্ঠ" বলিয়া থাকেন), তদ্ব্যতীতও অন্য উপায় ছিল। প্রত্যেক জমিদারের বাটীতে নবাবের কার্য্যকারক ও কতকগুলি পদাতিক সৈন্য যাইয়া রাজস্বসংগ্রহের বন্দবস্ত করিত।** রঞ্জিৎ রায়ও এই কার্য্যে নিযুক্ত জনৈক অমাত্য ছিলেন।

** ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী আমলেও রাজস্বসংগ্রহের কঠোর ব্যবস্থা ছিল—

"The coercive measures provided by the regulations of Government for the enforcement of the payment of revenue were corporal punishment, confinement and sale of lands. Previous to the permanent settlement the last of these was only restored to as a root and branch cure after other means of healing had failed.

It has been seen that subformer of Rangpur had freely used corporal punishment during the time of Devi Sing's form and he had to compensate some individuals on whom he had inflicted certain species of this description going by the name of cuttah, chaump, changee and Morand Khanee. In this he had closely followed the Muhamadan traditions for there is an account of a Fouzdar who in 1168 B. S. (1761) punished a Zeminder with first those of the above-named tortures until he was near expiring and relinquishment of his Zemindari was forced from him after which he was put in irons and confined.

During the famine year the whole of the Zemindars were in confinement at one time, and collector complacently report to the board regarding the dewan of Edrakpur (the zeminder was female and the dewan was held responsible for the revenue) that he had for a long time passed been under restraint according to the regulations and deprived of every convenience to render his confinement more severe.

The female zemindars gave the collectors most trouble. He could not confine them, nor could he even catch them; for when he sent for them to live in Rangpur, they ran away at Calcutta."

A *Report on the district of Rangpur* by E. G. Glazier Esqr. C. S. 1875

রঞ্জিৎ রায় নবাব-সরকারের কার্য্যানুরোধে যে যে স্থানে গমন করিতেন, সেই সেই স্থান বা তত্তৎস্থানের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে এক একটী কবিতা রচনা করিতেন। তিনি কার্য্যানুরোধে রঙ্গপুরে গমন করেন। একবার এই সময়ে রঙ্গপুরের কতিপয় প্রধান জমিদার সম্বন্ধে একটী কবিতা রচনা করেন। কবিতার সম্পূর্ণ অংশ প্রাচীন ব্যক্তিগণ কেহই বলিতে পারেন না। নিম্নোক্ত কয়েকটী ছত্র মাত্র স্মরণ আছে :—

রঞ্জিৎ রায় রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত যে কার্য্য করিতেন, ঐ পদের নাম ক্রোক-সাজোয়াল অথবা আমিন ছিল। মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় তিনি যে বরেন্দ্রভূমি অধুনা দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও রাজশাহী প্রভৃতি জেলার তদানীন্তন জমিদারগণের বাটীতে আগমন করিতেন, তাহাও প্রমাণিত হয়। তাঁহাকে রাজস্ব আদায়ের জন্য কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে হইত না। কথিত আছে যে, তাঁহার সদুপদেশ দ্বারা অনেক সময়েই কার্য্যোদ্ধার হইত।

"রঞ্জিৎ ভেঁইত মূর খাঁ বাসেন্দা মহিমাপুরকা *
কিয়া সফর রঙ্গপুরকা, হয় বল বল ভাই রে।"

এই কবিতার শেষে আরও কয়েকটী পয়ারে তদানীন্তন রঙ্গপুর সহরকে যম-পুর বলিয়া নির্দ্দেশ, ইদরাকপুরের (বর্দ্ধনকুঠীর) জমিদারের দান-খয়রাতের এবং রাজা মানসিংহের মাতৃশ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করিয়া কুণ্ডির জমিদারের পূর্ব্ব-পুরুষের জমিদারী লাভের বর্ণনা ছিল।

রঞ্জিৎ রায় একদা কার্য্যানুরোধে বর্ত্তমান জেলা পাবনার অন্তর্গত তাড়াশ গ্রামে গমন করেন। তথায় হরিদেব রায় নামক জনৈক কায়স্থ জমিদার ছিলেন। তিনি মধ্যমতরফের জমিদার নামে কথিত হইতেন। তিনি অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ এবং শরিকদিগের সহিত কলহপ্রিয় ও কৃপণ ছিলেন। রঞ্জিৎ তাঁহার ব্যবহারাদি অবলোকন করিয়া অতিশয় তিরস্কারসূচক নিম্নোক্ত কবিতাটী রচনা করেন,—

"হর দেওকো দেঁখেহে তাড়ওয়াস কো গাঁও মে।
তছলা কাটে যেস্কা নাম মে ॥
ভুলা ভাটকা আথের যায়।
আগলা বাড়ী ** ছে বাংলায় ॥
আথের জো ধরনা দে।
কহে থোড়া চাউল লে ॥
শোন্ রঞ্জিৎ কি বাৎ।
এস্কে কৌন কহে কায়েৎ কি জাত।"

কায়স্থসমাজের তদানীন্তন সময়ে পূজাপার্ব্বণ অতিথিসেবাদির অভিনয় মাত্র ছিল। স্বকীয় সমাজের জনৈক ধনবান্ ব্যক্তিকে ব্যয়কুণ্ঠ সন্দর্শন করিয়া তৎপ্রতি তীব্র কটূক্তি করাই ঐ সকল কবিতার প্রধানতঃ উদ্দেশ্য। এরূপ আরও কতিপয় কবিতা ছিল।

রঞ্জিৎ রায়ের কবিতাগুলি কেবলমাত্র স্থান ও ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ ছিলনা। ধর্ম্মবিষয়ক দোঁহাও বিস্তর ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রবন্ধলেখক পারস্য-ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং যে সকল ব্যক্তি এই কবিতা আবৃত্তি করেন, তাঁহারাও "তথৈব চ"। সুতরাং কোন কোন শব্দ ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে।

"রকত উদম বিকাল বেলা কালিন্দীর জলে গো।
আজব ছুরু মোহন মূরৎ দেখালাও কদম তলে গো ॥
বর ছরতে ময়ূর পুছ বাঁশী ধরে করে গো।
জাহান দিলাও বরজ সখী তাহান মধুর স্বরে গো ॥
চেৎ মেতসা শোভা শ্যামের কামাল ভুরু গো।
আজ ঝলকে নীলরতন মণি ঝলকে তায় গো ॥
ছুরত কহি দোস্তে আদম রাম রম্ভা উরু গো।
হোচেন চুনী নেস্ত মেছল কহে রঞ্জিৎ রায় গো ॥"

রঞ্জিতের প্রত্যেক কবিতার শেষেই তাঁহার নাম উল্লেখ ছিল। রঞ্জিৎ রায়ের রচিত বলিয়া নিম্নোক্ত দুইটী কবিতা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবিতা দুইটীর শেষের কয়েকটী পয়ার এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

"কোন্‌কত্ লাটুটা জিউকা ওল্‌কদ কিয়াতো ক্যা ভয়া।
মহরম সৌদ হর ভজনছে পওযুগ্ জিয়াতো ক্যা ভয়া ॥
ঘরবাড়ী কোরমা ছোড়কে নেকলা যো মায়া তোড়কে,
দেলমে না ছোড়া কামনা গুদ্‌ড়ি ছিয়াতো ক্যা ভয়া।
বাহমন খাওয়ায়ে ভরমছে বৈহোস্ আপনা ধরমসে,
রাজি ত্যাগর বদ কামছে তাগা লিয়াতো ক্যাভয়া ॥
যোঁ জন গয়া করতা নেহি আজ্‌বেদর খোদ্ ভরতা নেহি,
উহা পেছর কেউ মরতা নেহি মুদ্দত জিয়াতো ক্যাভয়া।

* মহিমাপুর নামক স্থানটী জেলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত। বর্ত্তমান নসীপুরকেই অনেকে মহিমাপুর বলেন। কিন্তু প্রবাদ আছে যে, সুপ্রসিদ্ধ দেবীদাস খাঁ যে স্থানে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন, তাহা ভাগীরথীগর্ভস্থ হওয়ার পর অন্য ভদ্রাসন নির্ম্মিত হয়। উত্তরকালে ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ স্থান নশীপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন মহিমাপুর বর্ত্তমান নশীপুরের উত্তরদিকে ও নবাববাটীর চকের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

** এখনও সমস্ত জমিদারের ভবনে ঝুলনাদি পর্ব্বের জন্য পৃথক্ বাটী নির্দ্দিষ্ট আছে। অতিথিদিগকে থাকিবার জন্য ঐ বাটী নির্দ্দেশ করা হয়। ঝুলনাদি পর্ব্ব ব্যতীত ঐ সকল বাটী আগ্‌লা পড়িয়া থাকে।

কাজি কেতাব আওধরে তজবিজ সব্‌কে খুব্‌ করে,
রাজি নেহি এন ছামমে ফতোয়া দিয়াতো ক্যাভয়া ॥
নওকড় নেহি ফরমাণ মে দাসত্‌ না লওয়ে জান্‌মে,
উয়াতো না আউয়ে কামমে হাজের রোহাতো ক্যাভয়া ॥"

রঞ্জিত রায়ের কবিতা গ্রন্থখানি নষ্ট হওয়ায় সাহিত্যসমাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। রঞ্জিতের ধর্ম্মবিষয়ক অপর কবিতাটীও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"দুনিয়া হামা কানি ছোড়া
বরওয়ে সো দশ মাইরেল চেরা,
গোপ্তম্‌ নছীহৎ মনতরা
হরদোম কহ রাধা কিষণ্‌।
দৌলত কর ঘোড়ে চড়
পুঁথি বহুত কেউ না পড়
তবি নাহি জিউছে বাঁচো
হরদোম কহ রাধা কিষণ।
তিলক কর ছাপা ধর
শের মুড়কে দোর দোর ফের
তবি নাহি জিউছে বাঁচো
হরদোম কহ রাধা কিষণ।"

নিম্নোক্ত কবিতাটী প্রাচীন ব্যক্তিগণ রঞ্জিতের রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। কবিতাটী পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় মিশ্রিত। এই কবিতাটীও কেবল দুই চরণে শেষ হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

"ছেত্তা দুরছে কীর্ত্তনং সকলগুণময়ং কুল্যজায়ে সনায়েতস্‌।
চক্ষুর্মেতা রতিমতিচপলা চুঁছামা গর্‌দি দেখ্‌ছ।"

রঞ্জিতের দোঁহাবলী গ্রন্থখানি "চিঁচতান কেতাব" নামেও কথিত হইত, এরূপ কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। রঞ্জিতের ভ্রাতৃবংশের জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি ঐ সকল কবিতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ঐ কবিতাগ্রন্থখানিতে ছোট বড় সহস্রাধিক কবিতা ছিল। সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় মিশ্রিত বা কেবল পারস্য, বাঙ্গালা প্রভৃতি

ভাষাতেও কবিতা ছিল। একদিকে তুলসীদাস প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা ও অপরদিকে ব্যঙ্গোক্তিমূলক যথেষ্ট কবিতা ছিল।

রঞ্জিৎ রায় স্বকীয় সমাজের ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণবর্ণনায় পটু ছিলেন। পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে বারেন্দ্রসমাজের বালক-বালিকাগণ শৈশবে পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট ঐ সকল কবিতা শিক্ষা করিতেন। এ জন্য পরিণত বয়সে প্রায় সকলেই ঐ সকল কবিতা স্থলবিশেষে প্রয়োগ ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

রঞ্জিৎ রায় যে কেবল সংস্কৃত পারস্য ও হিন্দি প্রভৃতি মিশ্রিত ভাষাতেই কাব্যরচনায় অভ্যস্ত ছিলেন, এমত নহে। তিনি সাধু বাঙ্গালা ভাষাতেও অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার কবিতাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ও স্বকীয় সমাজের ব্যঙ্গোক্তিসহকারে দোষগুণ বর্ণিত ছিল। প্রবাদ আছে যে, একদা তদীয় পিতৃষসা তাঁহাকে কেবলমাত্র বাঙ্গালাভাষায় কতিপয় কবিতা রচনার জন্য আদেশ করেন। তজ্জন্যই তিনি একমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় কতিপয় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী বাঙ্গালা কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"সাধুখালীর লক্ষ্মী নারায়ণ
অন্নদান করে ধর্ম্মপরায়ণ।
রামদিয়া বাগুটিয়া বিনোদ নিতাই
তাঁ সবার তুল্য দাতা কেহ নাই।"

সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা দেবীদাস খাঁ মহাশয় নানা বিদ্যায় অলঙ্কৃত ও সুবা বাঙ্গালার উচ্চতম রাজকীয়পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রঞ্জিতের ভাগ্যে প্রপিতামহের ন্যায় উচ্চতম রাজপদ লাভ ঘটে নাই। কিন্তু তিনি দেবীদাসের ন্যায় নানা বিদ্যায় অলঙ্কৃত ছিলেন, সন্দেহ নাই। রঞ্জিতের যে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কবিত্বশক্তি-বিকাশের পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার রচিত সমগ্র কবিতা সংগ্রহ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের পুষ্টিবর্দ্ধন হইতে পারিত সন্দেহ নাই।

রঞ্জিতের কৃত মহিমাপুরের বর্ণনাযুক্ত একটী কবিতা আছে। দেবীদাস খাঁর সময় হইতেই তাঁহাদের ভবনে বিগ্রহসেবার পারিপাট্য ও দেউড়ীতে হিন্দুস্থানী প্রহরিগণের অবিশ্রান্ত আনন্দধ্বনি হইত। কবিতাটীর যে টুকু শুনা গিয়াছে,

তাহাতে অসম্পূর্ণ বলিয়াই বোধ হইতেছে। তৎকালেও মহিমাপুরের অধিকাংশই হিন্দু অধিবাসী ছিল, এরূপ অনুমান হয়। কেন না কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে যে, সমস্তই হিন্দু অধিবাসী মহিমাপুরের; কেবল দুই শত ঘর মাত্র মুসলমান। যাহাই হউক, কবিতাটী এই—

"দোশৎ ঘর মুসলমান হিন্দু তামাম।
বাহক মে মহারাজ গোপাল সিং।
হরদোম্ মৃদং তাতিং ধিং।"

রঞ্জিৎ রায়ের অন্যান্য কবিতা সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সবিশেষ চেষ্টিত আছি। পাঠকগণের মধ্যে কেহ রঞ্জিতের কবিতা অবগত থাকলে "পত্রিকা" সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ থাকিল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

কায়স্থগণের উপাধি।

বঙ্গদেশে যে সকল সামাজিক কায়স্থ আছেন, তন্মধ্যে কতক উপনিবেশী ও কতক গৌড়ীয়। বাসস্থানের নামানুসারেই তাঁহারা রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের এক একটী উপাধি আছে। ঐ উপাধি দ্বারা তাঁহারা কে কোন্ ঘর, তাহা জানা যায়। উপনিবেশী কায়স্থগণের উপাধি যথা—"বসু, ঘোষ, মিত্র, দত্ত, গুহ, নাগ, নাথ, দাস, সিংহ, দেব, সেন, কর, দাম, পাল, পালিত, চন্দ্র, ভদ্র, রাহা, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন এবং চাকী।" গৌড়ীয় কায়স্থগণের উপাধি নিম্নে দেওয়া হইল, যথা—কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, স্বর, ধরণী, হোড়, বান্, আইচ, সোম, পৈ, সুর, শাল, ভঞ্জ, বিন্দু, গুহ, বল, লোধ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, রক্ষিত, চন্দ্র, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, খিল, শীল, চাক্রি, হেশ, বন্ধু, সাক্রি, সুমন, গণ্ডক, রাহা, রাণা, রাহুত, দাহা, দানা, গণ, গায়, অপ, ঘর, ক্ষোম, বৈ, তোষ, বেদ, এন্দ, অর্ণব, অব, শক্তি, ভূত, [illegible], [illegible], ওম, বর্দ্ধন, হেম, বদি, ভূক্রি, কীর্ত্তি, যশ, কুণ্ড, শীল, ধনু, গুণ, [illegible], মলো, চাকী, নন্দন, শ্যাম, আঢ্য, পুক্রি, তেজ, নাদ, রোই, হোম, হাতী, [illegible] ও দূত। এতদ্ভিন্ন উপনিবেশী কায়স্থগণের যে সমস্ত উপাধি আছে, তন্মধ্যে বসু ও মিত্র ভিন্ন অবশিষ্ট উপাধিই গৌড়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে থাকা দৃষ্ট হয়। কিরূপে ও কোন্ সময়ে যে ঐ সকল উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব।

কেহ কেহ বলেন, পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থগণের ঐ সকল উপাধি নাই, সুতরাং উপনিবেশী কায়স্থগণের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানকালে ঐ সকল উপাধি ছিল না, আগমনের পর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ একথাও বলিয়া থাকেন যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি উপাধি রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞোপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞে যে, যে দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই দেবতার নামই তাঁহার উপাধি হইয়াছে, অর্থাৎ বসু দেবতার উপাসনা করিয়া বসু, ইন্দ্র দেবতার আরাধনা করিয়া ঘোষ, সূর্য্য দেবতার উপাসনা করিয়া মিত্র, কার্ত্তিকেয়ের উপাসনা করিয়া গুহ ও দৈবত দেবতার উপাসনা করিয়া দত্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মতটী সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ কায়স্থ ব্রাহ্মণপঞ্চকের সহিত আদিশূরের সভায় উপস্থিত হইলেই ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থপঞ্চকের পরিচয় স্থলে ঐ সকল উপাধির উল্লেখ করিয়াছিলেন। যদি কান্যকুব্জপ্রদেশে ঐ সকল উপাধি নাই থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন কিরূপে? অতএব কায়স্থগণের পশ্চিমে বাসকালেই ঐ সকল উপাধি ছিল এবং ঐ সকল উপাধিযুক্তই এদেশে আসিয়াছিলেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যাহার উপাধি যে দেবতার নামের সহিত ঐক্য ছিল, মহারাজ আদিশূর তাহাকে সেই দেবতার আরাধনাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপনিবেশী কায়স্থগণের পশ্চিমাঞ্চলে ঐ সকল উপাধি না থাকার বিষয় যাঁহারা উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, যবনাধিকারকালে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ কায়স্থগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে অন্য-জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মুসলমান সম্রাট্‌গণ তাঁহাদিগকে লাল (মাণিক্য) গৌরবাত্মক উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি তদ্দেশীয় অনেক কায়স্থ

জাতীয় উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজদত্ত উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বঙ্গীয় সকল উপাধিই যে পশ্চিম দেশীয় উপাধির সঙ্গে মিলিবে, এ আশা করাই বিড়ম্বনা মাত্র। তবে পশ্চিমদেশে ঐ সকল উপাধি না থাকাও বলা যাইতে পারে না। দেব, ঠাকুর (ঠক্কুর), রুদ্র, বর্দ্ধন, সিংহ, দত্ত, নাগ, দাস, সেন, মিত্র, গুপ্ত, পাল, বিষ্ণু ও আদিত্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আজিও চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু নন্দী উপাধি আছে কি না, বলিতে পারি না, তবে নন্দে উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর পশ্চিমের বসাই বোধ হয় এদেশের বসু। গুহ উপাধিও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, মিবার-রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তার নাম গুহ। অদ্যাপি মিবাররাজগণ গৌরবের সহিত আপনাদিগকে গুহবংশজ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

একরকমেই যে উপাধি সৃষ্টি হইয়াছে, এমত নহে। কাহারও নাম অনুসারে, কাহারও বা গ্রামানুসারে এবং কাহারও কাহারও বা কার্য্য-অনুসারে উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। নামের একাংশ ধরিয়া প্রথমে উপাধি হইয়া কালক্রমে তাহাই আবার বংশপরিচায়ক হইয়াছে। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি অধিকাংশ উপাধিই নামের একাংশ ছিল, পরে তাহাই বংশ-উপাধি হইয়াছে। গুপ্ত, পাল প্রভৃতি উপাধিগুলি ভারতবর্ষের অনেক রাজার নামের সহিত বহুদিন হইতে চলিয়া আসার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। নামের এক অংশ হইতেই উপাধি হওয়ার বিষয় ধ্রুবানন্দমিশ্রও বলেন। বিষ্ণুপুরাণকেও তাহারই পোষকতা করিতে দেখা যায়। যথা "তস্যাপি পুত্রো বিন্দুসারস্তস্যাপি অশোকবর্দ্ধনঃ ততঃ সুযশাস্ততো দশরথস্ততঃ সঙ্গতস্ততঃ শান্তিশুকস্তস্মাৎ সোমশর্ম্মা তস্মাৎ শতধন্বা তস্যাপি অনুবৃহদ্রথনামা ভবিতা এবং মৌর্য্যদেশভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অব্দশতং সপ্তত্রিংশদুত্তরং। তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষন্তি। ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি" (বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য)।

নামের একাংশ সেই বংশের প্রত্যেক নামের সহিত সংযুক্ত থাকার উদাহরণ অদ্যাপিও বিরল নহে। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব পুটিয়া-রাজবংশের প্রত্যেক নামের সহিত "চন্দ্রনারায়ণ" সংযুক্ত আছে। যথা—যোগেন্দ্রনারায়ণ, পরমেন্দ্রনারায়ণ, মহেশেন্দ্রনারায়ণ। লালগোলা-রাজবংশেরও প্রত্যেক নামের সহিত নারায়ণ যুক্ত আছে। গ্রামের নামানুসারেও কতকগুলি উপাধি হইয়াছে, যথা—

নন্দী, চাকী ইত্যাদি। গ্রামের নামানুসারে উপাধি হওয়া যে এক কায়স্থ মধ্যেই আছে, এমত নহে, পবিত্র ব্রাহ্মণবংশেও গ্রামের নামানুসারে উপাধি হইয়াছে, যথা—বন্দ্য, মুখ, চট্ট, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল, লাহিরি, ভাদুড়ি, বাগছি। কার্য্যের দ্বারা আবার ঐ সকল উপাধির অনেক পরিবর্ত্তনও হইয়াছে,যথা—রায়, মজুমদার ইত্যাদি। যাঁহারা রায়রাঁওা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁহারা রায়; যাঁহারা মজমনদারি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারা মজুমদার ও যাঁহারা সরকারি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপনিবেশী কায়স্থগণের ন্যায় গৌড়ীয় কায়স্থগণেরও নাম, গ্রাম ও কার্য্যানুসারে উপাধি হইয়াছে।

এখানে এক তর্ক হইতে পারে যে, কায়স্থগণ মধ্যে অনেকেরই রায় উপাধি আছে, তাঁহারা সকলেই কি রায়রাঁওা ছিলেন? আমার বোধ হয়, তাহা নহে। পশ্চিম দেশ হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় এতদ্দেশে আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেককে রায় বলিয়া ডাকা হয়, কিন্তু তাঁহারা রায়রাঁওা কার্য্য করেন নাই। এরূপ ভাবেও কায়স্থগণের কাহারও রায় উপাধি হইয়া থাকিবে।

অনেকেরই বিশ্বাস যে ঘোষ, বসু উপাধি শূদ্রের, সেইজন্যই রঘুনন্দন কায়স্থগণকে শূদ্রের মধ্যে ধরিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের ভুল। কারণ উক্ত উপাধি যে শূদ্রের তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ক্ষত্রিয়রাজগণের উক্ত উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপাধি দেখিয়াই যদি তিনি কায়স্থগণকে শূদ্ররূপে নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা হইলে শর্ম্মা, বর্ম্মা, রাণা প্রভৃতি উপাধি দৃষ্টে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও অনায়াসে ধরিতে পারিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন কলিতে অন্য জাতি নাই, কাজেই তিনি কায়স্থগণকে শূদ্র মধ্যে ধরিয়াছেন। আবার কায়স্থ মধ্যে "দাস" উপাধি দেখিয়াও অনেকে শূদ্র বলিয়া মনে করেন। "দাস" শব্দ যে বর্ণপরিচায়ক নহে, উপাধি মাত্র, তাহা তাঁহাদের মনে করা উচিত। "দাস" উপাধি লালা কায়স্থ, ক্ষত্রিয় ও উড়িষ্যা প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ মধ্যেও দৃষ্ট হয়। তবে কি তাঁহারাও শূদ্র?

শ্রীকৃষ্ণবল্লভরায়।
রঘুনাথগঞ্জ।

কায়স্থের সংস্কার।

(উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ)

ভারতবর্ষের বিশুদ্ধ কায়স্থ সন্তানগণ সকলেই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া পরিচিত; বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে কেবল এই দেশেই কায়স্থগণ স্ব স্ব পরিচয়-দানে একমত নহেন। অবশ্য বঙ্গীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে শূদ্র মনে না করিলেও এক দলের বিশ্বাস হইয়াছে যে—"চিত্রগুপ্তসন্তান কায়স্থগণ শূদ্র না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কোন কালে উপনয়ন-সংস্কার ছিল না, থাকিলে বঙ্গীয় কায়স্থগণ সকলেই কখন উপনয়নবর্জ্জিত হইতেন না।"

বড়ই বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় যে, উক্ত অমূলক উক্তি কেহ কেহ বিশ্বাসজনক মনে করিতেছেন। বাস্তবিক বলিতে কি, কি বঙ্গীয় কায়স্থ, কি ভারতের অপর স্থানের কায়স্থবর্গ, সকলেই এক সময়ে উপনীত ও "দ্বিজ" বলিয়া গণ্য ছিলেন; বঙ্গদেশ ব্যতীত এখনও সর্ব্বত্র তাঁহারা দ্বিজ বলিয়া পরিচিত ও সকলেই দ্বিজোচিত-সংস্কারসম্পন্ন।

বঙ্গীয় কায়স্থপ্রধানগণের পূর্ব্বপুরুষ সকলেই উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে বাস করিতেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে কায়স্থগণ-মধ্যে পূর্ব্বাপর যে সদাচার ও সংস্কার প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা এদেশাগত কায়স্থ-পূর্ব্বপুরুষগণের অবশ্যই অনুষ্ঠেয় ছিল, তাহাকে অবিশ্বাস করিবে? তাই, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় কায়স্থগণের উৎপত্তি ও সংস্কারাদির বিবরণ যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থমণ্ডলী প্রধানতঃ ১২টী শাখায় বিভক্ত যথা—১ শ্রীবাস্তব্য, ২ ভটনাগর, ৩ শকসেন, ৪ অম্বষ্ঠ, ৫ অষ্ঠান বা অহিষ্ঠান, ৬ বাল্মীক, ৭ মাথুর, ৮ সূর্য্যধ্বজ, ৯ কুলশ্রেষ্ঠ, ১০করণ, ১১গৌড় ও ১২নিগম। এই শাখা বিভাগ নিতান্ত আধুনিক সময়ে ঘটে নাই। এমন কি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের পূর্ব্বেও যে ঐ সকল শাখাবিভাগ ঘটিয়াছিল, তাহা সেই সময়ের

লিপি ও তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। এই দ্বাদশ শাখার উৎপত্তি সম্বন্ধে তথাকার কুলগ্রন্থে ও প্রবাদে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

১ শ্রীবাস্তব্য।

শ্রীবাস্তবেরা বলেন যে, তাঁহারা চিত্রগুপ্তপুত্র ভানুর বংশধর। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীর-রাজধানী শ্রীনগরে রাজত্ব করিতেন, সেই জন্য তাঁহারা "শ্রীবাস্তব্য" আখ্যা লাভ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহাঁরা 'শ্রীবৎস' নামা বিষ্ণুর উপাসক, সেইজন্য শ্রীবাস্তব নাম হইয়াছে।

শ্রীবাস্তবদিগের মধ্যে আবার দুইটী থাক দেখা যায়, তাহা খরে ও দূরে। খরে কুলীন বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, দূরে শাখা মর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত হীন। এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—অকবর বাদশাহের সময় বকরিদ্ উপলক্ষে দরবারে ছাগমাংস বিতরিত হয়, যাঁহারা ছাগ মাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাদশাহের অনুগ্রহে 'খরে' এবং যাঁহারা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা 'দূরে' নামে পরিচিত হইলেন। তৎকালে এক ব্যক্তি বাদশাহ-প্রদত্ত উপহার অতি ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাধি হইল 'আখোরি' অর্থাৎ ধর্ম্মপরায়ণ। আখোরি-বংশ মাংস স্পর্শ করেন না।

২ ভটনাগর।

ভটনাগরেরা চিত্রগুপ্তপুত্র চিত্রের সন্তান। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বকালে ভটনদীতীরে বাস করিতেন, সেইজন্য ভটনাগর নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে ভাটনের নামক স্থানে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য গজনীর সুলতান মাহ্মূদ, মোগলবীর তৈমুর ও হুমায়ুনপুত্র শাহাজাদা আসকরান্ ভীমপরাক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে বাসহেতু তাঁহারা ভটনাগর নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদেরও মধ্যে দুইটী থাক আছে—ভটনাগর কদিম বা খাঁটী ভটনাগর এবং গৌড়ভটনাগরী (অর্থাৎ গৌড় কায়স্থের সহিত মিলিত ভটনাগর)।

৩ শকসেন।

কেহ কেহ সখিসেনা হইতে এই নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন। আবার কাহারও মতে,—ফরুখাবাদ জেলার প্রাচীন রাজধানী সাঙ্কাশ্য (বর্ত্তমান

সক্বিশ) নামক স্থান হইতেই ‘সকসেন’ নাম হইয়াছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এরূপ মনে করেন না। শকসেন শব্দের অর্থ শকবীর। কাহারও বিশ্বাস যে, এই শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ শকজাতিকে সমরে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ‘শকসেন’ নামে খ্যাত হন। আবার কাহারও ধারণা, দাক্ষিণাত্যের মহাপরাক্রান্ত আন্ধ্রুরাজ ও শকক্ষত্রপের সম্বন্ধসূত্রে মঢরীপুত্র শকসেন নামে এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন, শকসেনগণ তাঁহারই বংশধর। সাধারণতঃ শকসেনেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তপুত্র মতিমানের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে বহু বীর জন্মগ্রহণ করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই শাখার মধ্যেও খরে ও দুস্‌রে এই দুইটী থাক দৃষ্ট হয়।

৪ অম্বষ্ঠ।

অম্বষ্ঠ বা আমাটেরা চিত্রগুপ্তপুত্র হিমবানের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গির্ণার পাহাড়ে বাস-কালে অম্বাদেবীর পূজা করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হন। বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশের একাংশ বিষ্ণুপুরাণাদিতে “অম্বষ্ঠ” নামে উল্লিখিত। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান্ ঐ জনপদ ও তজ্জনপদবলী লোকদিগকে “অম্বষ্ঠ” (Ambastæ) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণের ন্যায় ‘অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের মধ্যেও অনেকেরই চিকিৎসাবৃত্তি। আজও পশ্চিমাঞ্চলে অনেক কায়স্থ অস্ত্রচিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ।

৫ অষ্ঠান।

অষ্ঠান বা অহিষ্ঠানেরা বলেন যে,তাঁহারা চিত্রগুপ্তপুত্র বিশ্বভানুর বংশধর। বারাণসীতে বনার নামে এক নরপতি ছিলেন, তাঁহাকে অষ্ট প্রকার যুদ্ধ দিয়াছিলেন বলিয়া এই শাখার পূর্ব্বপুরুষ ‘অষ্টান্’ নামে খ্যাত হন। ইঁহাদের মধ্যে পূরবী ও পছমী এই দুইটী থাক আছে।

৬ বাল্মীক।

বাল্মীক কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের পুত্র বিভানু বা বীর্য্যভানুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বিভানুর তপস্যাকালে তাঁহার দেহে বল্মীক জন্মিয়াছিল, সে জন্য বাল্মীক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা ...

... পাইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে তিনটী থাক আছে—১ম মুম্বাই (ইহাঁরা বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন।) ২য় কচ্ছী—(ইহাঁরা কচ্ছপ্রদেশ হইতে আসিয়াছেন) এবং ৩য় সৌরঠী—(ইহারা সৌরাষ্ট্র হইতে আসিয়াছেন)।

৭ মাথুর।

মাথুরেরা চিত্রগুপ্তের পুত্র চারুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মথুরাবাসহেতু চারুর বংশ ‘মাথুর’ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদেরও মধ্যে তিনটী থাক আছে—দিহ্লবি, কচ্ছী ও লচৌলি; দিল্লী হইতে দিহ্লবী, কচ্ছ হইতে কচ্ছী এবং যোধপুর হইতে লচৌলি বা পঞ্চালি নাম হইয়াছে।

৮ সূর্য্যধ্বজ।

সূর্য্যধ্বজেরা চিত্রগুপ্তপুত্র বিভানুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সূর্য্যধ্বজ নাম কেন হইল, এ সম্বন্ধে ইহাঁরা বলিয়া থাকেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুরসেনের যজ্ঞকালে বিভানু তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সে জন্য রাজা তাঁহাকে “সূর্য্যধ্বজ” উপাধি দান করেন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণও ‘সূর্য্যধ্বজ’ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

৯ কুলশ্রেষ্ঠ।

কুলশ্রেষ্ঠেরা চিত্রগুপ্তের পুত্র অতীন্দ্রিয় বা জিতেন্দ্রিয়ের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, জিতেন্দ্রিয় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি প্রতিদিন নিজ ভ্রাতৃবর্গকে আনিয়া তাঁহাদের পা ধুইয়া দিতেন। এজন্য তাঁহার আয়ু ফুরাইলে স্বর্গলোক হইতে বিমান আসিল। তিনি স্বর্গে গিয়া অগ্নিলোক প্রজাপতিলোক হইয়া অবশেষে ব্রহ্মলোকে থাকিয়া অনন্ত সুখলাভ করেন। তিনি নিজ কুলোজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশধরেরা ‘কুলশ্রেষ্ঠ’ নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

কুলশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যেও বারখেরা ও ছখেরা নামে দুইটী থাক আছে।

১০ করণ।

করণেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তপুত্র অরুণের বংশধর বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, নর্ম্মদাতীরে কর্ণালি নামে একটী গ্রাম আছে, সেই গ্রামে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল, তাহা হইতেই করণ নাম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও দুইটী থাক আছে—গয়াবাল ও তিরহুতবাল।

DOUBLE COLOUR

১১ গৌড়।

গৌড়বাস হইতেই গৌড়কায়স্থ নাম হইয়াছে। তাঁহারা চিত্রগুপ্ত-পুত্র সুচারুর সন্তান বলিয়া মনে করেন। এই সুচারুর বংশে লালসেন বা কালসেন নামক এক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কায়স্থকন্যার বিবাহ-কালে প্রদীপের ভূষায় এক মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, তাহাই কালসেনের মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। গৌড়কায়স্থেরা বলেন যে, গৌড়াধিপ সেনরাজগণ এই কায়স্থবংশীয়। বখ্‌তিয়ার বঙ্গরাজ্য অধিকার করিলে গৌড়-কায়স্থেরা উত্তরপশ্চিম প্রদেশে পলাইয়া যান। হিমালয়স্থ সুখেত, মন্দী প্রভৃতি স্থানের রাজগণ এখনও আপনাদিগকে গৌড়রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। সম্রাট্ বলবন্ যখন বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ রাজা ও জমিদারগণ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বল্‌বনের পুত্র সম্রাট্ নাসির্‌উদ্দীন্ গৌড় হইতে বহুসংখ্যক কায়স্থকে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে আলাহাবাদ সুবার নানাস্থানে কানুনগো-পদ প্রদান করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও গৌড়কায়স্থ নামেই পরিচিত। এখন গৌড়কায়স্থদিগের মধ্যে এই কয়টী থাক দেখা যায়, যথা—খরে, দুসরে, বাঙ্গালা, দিল্লী, সীমালী ও বদাউনী।

ভটনাগরের সহিত যাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা গৌড়ভট্ট-নাগরী নামে খ্যাত।

১২ নিগম।

নিগম-কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের প্রিয়পুত্র চিত্রচারুর বংশধর বলিয়া পরিচিত। ইঁহারাই সর্ব্বাগ্রে নিগম অবলম্বন করিয়া তন্মতে চলিতে থাকেন, সেইজন্য 'নিগম' নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই নিগমশাখা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। ইঁহাদেরও মধ্যে কাদিম ও উন্নায়ন এই দুই থাক আছে।

উপরে যে দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও সংস্কার প্রায় একই প্রকার।

সংস্কার।

ইহাঁরা পূর্ব্বাপর সকলেই ক্ষত্রিয়োচিত সকল প্রকার সংস্কারই পালন করিয়া আসিতেছেন। ছত্রি ও রাজপুতদিগের ন্যায় সকলেই যজুর্ব্বেদী পদ্ধতি

অনুসারে সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মুসলমান-প্রভাবে মুসলমানী আইন কায়দা ও রীতিনীতির পক্ষপাতী হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর কায়স্থ ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে মুন্সী কালীপ্রসাদের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে ও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থসম্মিলনীর চেষ্টায় এক্ষণে সকলেই সংস্কার-সম্পন্ন ও সদাচারী হইয়াছেন।

উক্ত চিত্রগুপ্ত-সন্তান কায়স্থগণ দ্বাদশবিধ সংস্কারের উল্লেখ করিয়া থাকেন, যথা—১ গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমন্তোন্নয়ন, ৪ জাতকর্ম্ম, ৫ নামকরণ, ৬ নিষ্ক্রমণ, ৭ অন্নপ্রাশন, ৮ চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ, ৯ উপনয়ন, ১০ গোদান, ১১ সমাবর্ত্তন ও ১২ বিবাহ।

"গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়া নিষ্ক্রমোঽন্নপ্রাশনং বপনক্রিয়া॥
উপনয়নং গোদানং সমাবর্ত্তননামকম্।
বিবাহঃ পুত্রকামায় সংস্কারা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥"

গর্ভাধান।—এ দেশীয় কায়স্থদিগের মত পশ্চিমা-কায়স্থগণও যথারীতি এই সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ নিয়ম পালন করেন—

ঋতুর প্রথম তিন দিনের পর শুভদিনে অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, রবিবার ও সংক্রান্তি, এ ছাঁড়া জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, রোহিণী, অশ্বিনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রবাদ দিয়া যায় বা কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিলে যে শুভ দিন পাইবে, তাহাতেই গর্ভাধান হওয়া নিয়ম। তবে স্থলবিশেষে সুবিধা না থাকিলে কিছু দিন পরে গর্ভাধান হইয়া থাকে। গর্ভাধান দিবসে সায়ংসন্ধ্যাকাল অতীত হইলে অতি পবিত্রভাবে ও পবিত্রবেশে 'নমো বিবস্বতে বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আশ্বলায়ন-গৃহ্যপরিশিষ্টের নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অনেকটা চলিত দেখা যায়—

প্রথমে প্রজাপতির উদ্দেশ্যে হোম হয়, স্থলবিশেষে বিধিমত স্থালীতে চরু পাক করিয়া তাহার কিয়দংশ প্রজাপতির উদ্দেশে অনলে আহুতি দেওয়া হয়, অবশিষ্ট চরু দম্পতীর ভোজনের জন্য রাখিয়া দেয়। পরে—

"বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতি র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥" (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৪।৬)
ও এই মন্ত্রটী—
"গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে চাশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥" (মন্ত্রব্রা০ ১।৪।৭)

ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পত্নীর উপস্থ স্পর্শ করিতে হয়। ইহার পর কয়েকটী ক্রিয়া আছে। কোন কোন স্থানে প্রাজাপত্য-হোমের পর গর্ভলম্ভনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। গর্ভলম্ভনক্রিয়া এইরূপ—

"অথ গর্ভলম্ভনমৃতাবনুকুলায়াং নিশি স্বলঙ্কৃতে সুগন্ধৌ বাসিতে বেশ্মনি তামাসনে পর্য্যঙ্কশয়নে সুস্নাতামলঙ্কৃতাং শুক্লবসনাং স্রগ্‌বিণীং ভার্য্যাং স্বয়ং তথা-ভূতো নিবেশ্য দূর্ব্বাপিষ্টাশ্বগন্ধং বা সূক্ষ্মেণ বাসসা সংগৃহ্য উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী দ্বাভ্যাং স্বাহাকারান্তাভ্যামুভয়োর্নাসিবিলয়োর্নিষিঞ্চ্য সংবেশ্য গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্মুখমসীতি উপস্থমভিপৃশ্য বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বিতি জপিত্বোপগচ্ছেৎ।"

(আশ্বলায়নগৃহ্য প০ ২০)

অর্থাৎ অনুকূল নিশায় (দম্পতীর শারীরিক সুস্থতা থাকিলে) সুন্দর সুসজ্জিত ও সুগন্ধি কুসুম প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত গৃহে নানাবিধ আভরণে বিভূষিতা অঙ্গরাজরঞ্জিতা মাল্যচন্দনচর্চ্চিতা বস্ত্রধারিণী রমণীকে পালঙ্কে শয়ন করাইয়া পতিও সেইরূপ সুস্নাত ও মাল্যাদি পবিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে। (কোন কোন স্থলে) কতকগুলি দূর্ব্বা বাটিয়া "উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীড়ে। অন্যামিচ্ছ পিতৃ-ষদং ব্যক্তাং সতে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি ॥" স্বাহা (ঋক্ ১০।৮৫।২১) ও

"উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো ন মসেড়ামহেত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যংসং জায়াং পত্যাসৃজ ॥" স্বাহা (ঋক্ ১০।৮৫।২১)

এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিয়া দম্পতীর নাসিকায় সেই রস সেচন করা হয়। অথবা অশ্বগন্ধার গুঁড় মিহি কাপড়ে পুটুলি করিয়া ধরা হয়। ইহার পরে "গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্মুখমসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া উপস্থেন্দ্রিয়ামর্ষণ "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আদিরসের আবির্ভাব ও "যো গর্ভমোষধীনাং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সহবাস করিবার বিধান থাকি-

লেও শেষোক্ত নিয়ম এখন আর কেহই পালন করেন না। ইহার পরিবর্ত্তে অনেকের শয্যায় দম্পতীর নিকট পিটুলির পুত্তল গড়িয়া রাখা হয়।

উপরোক্ত বৈদিক ক্রিয়া ব্যতীত গর্ভাধানকালে আরও নানাপ্রকার কুৎসিত স্ত্রীআচার আছে, বাহুল্য ও অনাবশ্যক বোধে তাহা আর উল্লেখ করিলাম না। কোন কোন স্থানে গর্ভাধানকালে কর্ম্মাঙ্গ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পুংসবন।—গর্ভ হইলে গর্ভিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিবে, এই উদ্দেশ্যে এই সংস্কার করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পুংসবন। এ সম্বন্ধে বিধান—

"গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ ॥"

প্রথম ঋতুর পর গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, গর্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন এবং প্রসব হইলে জাতকর্ম্ম করাই বিধি। গোভিলের মতে—

"তৃতীয়স্য গর্ভমাসস্যাদিমদশে পুংসবনস্য কালঃ।"

অর্থাৎ গর্ভের তৃতীয় মাসে প্রথম দশ দিনের মধ্যে পুংসবনের কাল। কিন্তু এখনকার উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণগণ ও কায়স্থবর্গও ঠিক উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে এই সংস্কার করিয়া উঠেন কি না, সন্দেহ। তবে গর্ভ স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে, শুভদিনে গর্ভিণীর চন্দ্র ও তারা শুদ্ধ দেখিয়া রবি, মঙ্গল বা বৃহস্পতিবারে, প্রতিপদ, একাদশী, ষষ্ঠী ও দ্বিতীয়া, দ্বাদশী বা সপ্তমী তিথিতে পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ, পুষ্যা, পুনর্বসু, মূলা, আর্দ্রা, রেবতী, হস্তা, শ্রবণা ও মৃগশিরা এই সকল নক্ষত্রে এই সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর বার, তিথি ও নক্ষত্রে এবং দশযোগভঙ্গ, বিষ্টিভদ্রা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

গর্ভাধানের ন্যায় পুংসবনও পতির অনুষ্ঠেয়। ইহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, চন্দ্রনাম, অগ্নি উপস্থাপন, বিরূপাক্ষজপ, কুশণ্ডিকা প্রভৃতি সমাধা করিতে হয়। অনন্তর স্বস্নাতা স্ত্রীকে অগ্নির পশ্চিমে ও নিজের ডানদিকে কুশোপরি বসাইয়া মহাব্যাহৃতি হোম হইয়া থাকে। তৎপরে পতি উঠিয়া স্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত পরে দক্ষিণ হস্তে স্ত্রীর নাভি স্পর্শ করিয়া মিত্রাবরুণের উদ্দেশে এই ঋক্ মন্ত্র জপ করিতে হয় :—

"ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ।
পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে॥"

এইরূপ প্রণালীতে প্রথম পুংসবন হইলে রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও বিশ্বেদেবের নামোল্লেখপূর্ব্বক পরিক্রমণ করিবে। ইহাতে উত্তরাগ্র কুশায় পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টা স্ত্রীর নাসায় দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রস দিবার ব্যবস্থা আছে ও সেই সময় এই বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়:—

"ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ।
পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাম্॥"

ইহার পর মহাব্যাহৃতিহোম, ঘৃতাক্ত সমিধ্ দান, শাট্যায়ন হোম ও বামদেব্য গান করিবার বিধি আছে। আজকাল ইংরাজী সভ্যতালোকে কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ অধিকাংশ লোকেই এই বৈদিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি স্ত্রী-আচার মাত্র প্রচলিত দেখা যায়। পশ্চিমাঞ্চলে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও অল্প কএক ঘর মাত্র কায়স্থ এই সংস্কার পালন করিয়া থাকেন। দুই এক স্থলে ঐ সময় গর্ভিণীকে পুংসবনব্রত করিতেও দেখা যায়। পুংসবনের পরিবর্ত্তে এদেশের মত পশ্চিমেও কাঁচা সাধ দিবার প্রথা আছে।

সীমন্তোন্নয়ন।—পুংসবনের পর গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়নের বিধি আছে, কিন্তু উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কায়স্থদিগের মধ্যে সপ্তম মাসেই এই সংস্কার সম্পন্ন হয়। অনেক স্থলে পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এক দিনেই হইয়া থাকে। এরূপস্থলে প্রায়শ্চিত্তাত্মক মহাব্যাহৃতিহোম করাই বিধিসিদ্ধ। এ সংস্কারও পতির কর্ত্তব্য, তবে পতি অক্ষম হইলে পতির ভ্রাতা বা দেবর দ্বারাও এ সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে, যথা—

"যেষাস্তু ন কৃতাঃ পিত্রা সংস্কারবিধয়ঃ ক্রমাৎ।
কর্ত্তব্যা ভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ॥
অবিদ্যমানে পিত্র্যর্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ।
অবশ্যকার্য্যাঃ সংস্কারা ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ॥"

কিন্তু উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে পতি অক্ষম হইলে অনেক স্থলে পুরোহিত দ্বারাও এই সংস্কার হইয়া থাকে। তবে যে যে স্থলে পতির আবশ্যক, সে সে স্থলে অনেক সময় স্ত্রীআচার অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সংস্কারে পতি

পতি স্ত্রীর সীমন্ত বা কেশরচনা করিয়া দেন, তাহাই এই সংস্কারের প্রধান [illegible]। এই কারণ এই সংস্কারের নাম সীমন্তোন্নয়ন হইয়াছে। ঐ দিন গর্ভিণীর পরিতৃপ্তির জন্ম দোহদ্ প্রদান ও আত্মীয় কুটুম্ব রমণীগণও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশ হইতে পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ সকল সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে পঞ্চামৃত ও সাধভক্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই সীমন্তোন্নয়নে নববস্ত্রদান, গৃহোক্ত হোম, শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করণীয়। এ সম্বন্ধে শঙ্খলিখিতের ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

"যথাষ্টকেঽস্বুত্রিতয়েঽদিতিদ্বয়ে পৌষদ্বয়ে দ্বাতৃযুগে গুরুদয়ে।
মাসে চ ষষ্ঠেঽথ চতুষ্টয়ে স্ত্রিয়াঃ শুদ্ধাজ্ঞমন্দাহ বহিঘটী শুভা॥"

জাতকর্ম্ম।—পুত্রজন্মমাত্রই এই সংস্কার করিতে হয়। কিন্তু এখন ভারতের সর্ব্বত্রই যথাশাস্ত্র এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় না। তবে যেমন ব্রাহ্মণের মধ্যে দুই এক ঘরে এখনও এই সংস্কার সম্পন্ন হয়, সেইরূপ দুইএক ঘর কায়স্থ মধ্যেও যথাশাস্ত্র হইতে দেখা যায়।

যথাশাস্ত্র জাতকর্ম্মের বিধান,—পুত্র জন্মিবামাত্রই জাতপুত্রের পিতাকে সংবাদ দিতে হয়। তিনি পুত্রের জন্ম সংবাদ পাইয়া "নাভিং মাকৃন্তত স্তনঞ্চ মাদত্ত" অর্থাৎ নাভিচ্ছেদ করিও না, স্তনদান করিও না, এই কথা বলিয়া [illegible] স্নান করিবেন, স্নানের পর যথাবিধি ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয় ও ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা, বসুধারা ও নান্দীশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। তৎপরে ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী বা [illegible]স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ দ্বারা ধুইয়া ব্রীহিযব দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "কুমারস্য জিহ্বাং নির্ম্মাষ্টি ইয়ং আজ্ঞা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্পর্শ করাইবেন, পরে সোণার টুকরা ঘৃতে ডুবাইয়া যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে জিহ্বায় ঠেকাইবেন, পরে "নাভিং কৃন্তত, স্তনঞ্চ দত্ত" নাভিচ্ছেদ কর, স্তনদান কর, এইরূপ আদেশ করিয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন। তৎপরে ধাত্রী জাতবালকের নাভিচ্ছেদাদি কার্য্য করিয়া থাকে। এ সংস্কার বাঙ্গালা দেশ হইতে একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে, তৎপরিবর্ত্তে "পাঁচুটে" ও "ষেটেরা পুজা" হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমেও কায়স্থের মধ্যে নাভিচ্ছেদের পর সামান্যভাবে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে, তৎপরে

ষষ্ঠদিনে মহাসমারোহে ষেটেরা পূজা হয়। এই দিন বিধাতাপুরুষ আসিয়া জাতবালকের কপালে ভাবী শুভাশুভ লিখিয়া রাখিয়া যান।

নামকরণ।—প্রসূতি দ্বাদশ দিনে শুচি হইলে ১৩শ দিনে ও পরিবার-বিশেষে ১ম, ষষ্ঠ বা দশম দিনে সচরাচর নামকরণ হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে যদি ত্রয়োদশ দিনে নামকরণ না হয়, তাহা হইলে শুভদিন দেখিয়া নামকরণ করিতে হয়। অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, উত্তরফল্গুনী, স্বাতি, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে এবং যে লগ্নের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকিবে, সেই লগ্নেই নামকরণ প্রশস্ত। নামকরণ দিনে পিতা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া বিবাহপদ্ধতিক্রমে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পত্নীকে আপনার বামভাগে বসাইয়া শিলায় দুইটী রেখা আঁকিবেন। পরে তাহাতে উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া কুমারের ডানকাণে 'শ্রীঅমুক দেববর্ম্মাসি' এবং কন্যা হইলে বাম কাণে 'শ্রীঅমুক দেব্যসি' বলিয়া নামকরণ করিবে। তাহার পর শান্তির জল দিয়া কুমারকে অভিষেক করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়। নামকরণে ককারাদি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্গ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্বস্বর অন্তে থাকা কর্ত্তব্য। পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কিন্তু কন্যার নামের আদিতে যেন যুক্তাক্ষর না থাকে।

নামকরণ সংস্কার কালক্রমে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে অন্নপ্রাশনের দিনই নামকরণ হইয়া থাকে।

নিষ্ক্রমণ।—জাতবালকের গৃহ হইতে প্রথম বাহিরে আনার নাম নিষ্ক্রমণ।

"অথ নিষ্ক্রমণং নাম গৃহাৎ প্রথমনির্গমঃ।
অকৃতায়াং কৃতায়াং স্যাদায়ুঃশ্রীনাশনং শিশোঃ॥" (বৃহস্পতি)

ধর্ম্মশাস্ত্র মতে যথোক্ত বিধানে যদি এই নিষ্ক্রমণ কার্য্য সুসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে শিশুর আয়ুঃ ও শ্রী নষ্ট হয়। আবার যথাবিধি নিষ্ক্রমণ কার্য্য করিলে সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়।

"কৃতে সম্পদ্বিবৃদ্ধিঃ স্যাদায়ুর্বর্দ্ধনমেব চ।" (বৃহস্পতি)

চতুর্থ মাসেই নিষ্ক্রমণ সংস্কার হইয়া থাকে। রিক্তা ভিন্ন তিথি, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বার, আর্দ্রা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, বিশাখা, পূর্ব্বফল্গুনী,

পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষা ভিন্ন নক্ষত্রে; কন্যা, তুলা, কুম্ভ ও সিংহ-লগ্নে নিষ্ক্রমণ প্রশস্ত।

নিষ্ক্রমণের দিন প্রাতঃকালে কুমারকে স্নান করাইতে হয়। দিবাবসান হইলে সায়ংসন্ধ্যার পর শিশুর পিতা চন্দ্রাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবেন। এই সময় শিশুর মা শিশুকে কাপড়ে ঢাকিয়া ডানদিকে স্বামীর পার্শ্বে পশ্চিম-মুখী হইয়া শিশুর মাথা উত্তরমুখে রাখিয়া পতির কোলে দিবেন। ইহার পর ছেলের মা স্বামীর পিছন দিয়া উত্তরদিকে গিয়া চন্দ্রের অভিমুখে থাকিবেন। এই সময় ছেলের বাপ এই মন্ত্র জপ করিবেন (প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ।)

"ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ
বেদাহং মন্যে তদ্‌ব্রহ্মাহং পৌত্রমঘং নিগাম্।"

"ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং বেদমৃতস্যাহং বেদনা মমাহং পৌত্রমঘং ঋষম্" (যজুঃ) (প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রাগ্নী দেবতে কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ)

"ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী।
যথায়ং ন প্রমীয়তে পুত্রো জনিত্র্যা অধি॥"

মন্ত্রজপান্তে পিতা পুত্রকে চন্দ্রদর্শন করাইয়া এই নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য দিয়া থাকেন—

"ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম॥"

সূর্য্যার্ঘ্যদানকালেও এই মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়—

"এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥"

তাহার পর ছেলের বাপ ছেলেকে উত্তরশির করিয়া ছেলের মার কোলে দিবেন। ইহার পর 'বামদেব্য' প্রভৃতি দ্বারা শান্তিকর্ম্ম করিয়া অচ্ছিদ্রাব-ধারণের পর গৃহে প্রবেশ করিবে। বাঙ্গালার এই নিষ্ক্রমণ সংস্কারটী এক-প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। অন্নপ্রাশনের সময় নামমাত্র নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশেও অনেকে এখন বঙ্গীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছেন।

অন্নপ্রাশন।—সাধারণতঃ ষষ্ঠমাসেই অন্নপ্রাশন সংস্কার হইয়া থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন ও তৎপরে চূড়াকরণ সংস্কার করিবে, এই দুই সংস্কারে শুক্রশোণিতজাত পাপ নষ্ট হয়।

"ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্।
এবমেনঃ সমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

ছয়মাসে কোন গতিকে অন্নপ্রাশন না হইলে আট মাসেও হইয়া থাকে।

ষষ্ঠমাসে শিশুর চন্দ্রশুদ্ধ হইলে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী ভিন্ন তিথিতে; শুক্লপক্ষে; অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই সকল নক্ষত্রে; বুধ, রবি, শুক্র, সোম ও বৃহস্পতিবারে অন্নপ্রাশন প্রশস্ত। কেহ কেহ দ্বাদশী, সপ্তমী, নন্দা, রিক্তা, পাঁচপর্ব্ব, নক্ষত্রবেধ ও সপ্তশলাকাবেধ বাদ দিয়া অন্নপ্রাশন করাইয়া থাকেন।

এদেশে অন্নপ্রাশনের দিনেই নামকরণ ও নামমাত্র নিষ্ক্রমণ সংস্কার সম্পন্ন করিয়া তৎপরে ছেলের ভাত দেওয়া হইয়া থাকে।

এই সংস্কারের প্রথমে নান্দীশ্রাদ্ধ, মহীগন্ধাদি দ্বারা অধিবাস, এতদ্ভিন্ন নানা শাস্ত্রীয় ও নানা কুলাচার অনুষ্ঠিত হয়। ইহা একটী প্রধান সংস্কার বলিয়া গণ্য। এই দিনে সর্ব্বত্রই আত্মীয় কুটুম্বের নিমন্ত্রণ, ভোজ ও নানা উৎসব হইয়া থাকে।

চূড়াকরণ।—উত্তরপশ্চিমে সকল কায়স্থের মধ্যেই চূড়াকরণ সংস্কার প্রচলিত আছে। ৩য়, ৫ম বা ৭ম বর্ষেই চূড়ার ব্যবস্থা। কিন্তু অনেকস্থলে উপনয়নের সহিতই চূড়াকরণ হয়। কুলাচার অনুসারে উপনয়নের সঙ্গে যাহাদের চূড়া হয়, তাহাদের পক্ষে আর চূড়ার জন্য পৃথক্ দিন দেখিতে হয় না, যে শুভদিনে উপনয়নের বিধান আছে, সেই দিনেই চূড়া হইতে পারে। যাহাদের পৃথক্‌ভাবে চূড়াকরণ হয়, তাহাদের পক্ষে শুভদিন দেখিতে হয়।

উত্তরায়ণ প্রতিপদ্, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও রিক্তা ভিন্ন অপর তিথিতে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে এবং ঐ সকল গ্রহের লগ্ন ও নবাংশে চূড়াকরণ প্রশস্ত। কিন্তু চৈত্র ও পৌষ মাস বাদ দিতে হয়। অষ্টম স্থানে শুক্র ভিন্ন অপর গ্রহ থাকিলে তাহাতেও চূড়াকরণ করিতে নাই।

কীণচন্দ্র লগ্নের কেন্দ্রগত হইলে, ঐরূপ কেন্দ্রস্থানে মঙ্গল, শনি অথবা রবি থাকিলেও তাহা বাদ দিতে হইবে। মাতা গর্ভবতী হইলে বালকের চূড়াকরণ হইতে পারিবে না। তবে গর্ভের পাঁচ মাস মধ্যে অথবা বালকের বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক হইলে হইতে পারিবে। চূড়া ও উপনয়ন একদিনে হইলে আর গর্ভবিচার প্রয়োজন নাই।

চূড়াকরণের এই ব্যবস্থা আছে—

চূড়ার দিন বালকের পিতা নিত্যক্রিয়া সারিয়া শুভলগ্নে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তৎপরে সঙ্কল্প-বাক্য উচ্চারণ করিয়া তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে, তৎপরে তিনটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সাধ্যানুসারে দক্ষিণা দিতে হয়। তাহার পর প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপের মধ্যে পূর্ব্বমুখে বসিয়া অগ্নিস্থাপন করা হয়। এ সময় উষ্ণজল, শীতল জল, নবনীত পিণ্ড, শ্বেতশল্লকীর তিনটী কাঁটা, কুশনির্ম্মিত ৯টী ত্রিপত্র, তাম্রক্ষুর ও নূতন শরায় বৃষগোময় আবশ্যক। অনন্তর পবিত্রচ্ছেদন, প্রোক্ষণীর উপর স্থাপন, প্রণীতাপাত্রের জলে প্রোক্ষণীপূরণ, বামহস্তের উপরে প্রোক্ষণীটী উত্থান, ডান হাতের আঙ্গুল চিৎ করিয়া প্রোক্ষণী হইতে জল উঠান, ঐ জলে সকল দ্রব্যের প্রোক্ষণ, আজ্যস্থালীতে ঘৃতক্ষেপণ, জ্বলন্ত অনলে বেষ্টন, পর্য্যগ্নীকরণ, স্রুব উত্তপ্তকরণ, সম্মার্জ্জন, কুশপত্র দ্বারা স্রুবের মূলমধ্য ও অগ্রভাগমার্জ্জন, প্রণীতা জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ পুনরায় তপ্ত করণ ও ভূমিতে স্থাপন, আজ্যোৎপবন, আজ্যাবেক্ষণ, উপযমন কুশপত্র ও প্রোক্ষণীর জল বামহস্তে গ্রহণ, অগ্নিতে সমিধ্ নিক্ষেপ, অগ্নিপর্য্যুক্ষণ, প্রণীতাপাত্রে পবিত্র ও অগ্নির উত্তরদিকে প্রোক্ষণীপাত্রস্থাপন এই সকল কার্য্য যথানিয়মে করিতে হয়। বালকের মা বালককে স্নান করাইয়া নূতন কাপড় পরাইবেন ও তাহাকে কোলে করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে বসিবেন। ব্রাহ্মণ "ওঁ অগ্নে ত্বং সত্যনামাসি" এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও অন্বারম্ভপূর্ব্বক "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন, "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়" এই মন্ত্রে নৈর্ঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশাণকোণ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবেন, ইহার নাম আঘার। তৎপরে দুইটী আজ্যভাগ দিতে হইবে, যথা—"ওঁ অগ্নয়ে

স্বাহা। ইদমগ্নয়ে” এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে এবং “ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। ইহার পর প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টিকৃৎহোম করিবে। তৎপরে “ওঁ উষ্ণেন বায়ে উদকে নেহ্যদিতে কেশান্ বপ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শীতল জলে উষ্ণজল মিশাইতে হইবে। সেই জলের মধ্যে নবনীতপিণ্ড ফেলিয়া তাহা দিয়া,—

“ওঁ সবিতা প্রসূতা দেব্য আপ উন্দতু তে তনুং।
দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চ্চসে॥”

এই মন্ত্রে বালকের মাথার দক্ষিণভাগের কেশগুলি ভিজাইয়া দিতে হইবে। পরে শিয়ালকাঁটা দিয়া কেশের জটা ভাঙ্গিয়া “ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব। স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহাতে কুশপাত্রত্রয় জুড়িয়া দিতে হয়। তৎপরে কুশযুক্ত কেশে “ওঁ নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেহন্নাত্যায় প্রজননায়, রায়স্পোষায় সুপ্রজস্তায় সুবীর্য্যায়” এই মন্ত্রে তামার ক্ষুর চালাইতে হয়। অনন্তর—

“ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞে বরুণস্য বিদ্বান্।
তেন বপামি ব্রহ্মণো বপতেদমস্যায়ুষং জরদষ্টির্যথাসৎ॥”

এই মন্ত্রপাঠের পর ক্ষুর দিয়া কুশযুক্ত কেশ ছেদন করিয়া বালকের উত্তরদিকে অপরব্যক্তিধৃত পূর্ব্বস্থাপিত গোময়পিণ্ডের উপর ফেলিয়া দিতে হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বেও এইরূপ অমন্ত্রণ কার্য্য করিতে হয়।

প্রথমবার কেশচ্ছেদনের মন্ত্র—“ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তেহস্তু ত্র্যায়ুষং।” এই প্রকার মাথার উত্তরভাগেও করিতে হয়।

প্রথমবার কেশচ্ছেদনের মন্ত্র—

“ওঁ যেন ভূরিশ্চিরা দিবং যে কে চ পশ্চাদধি সূর্য্যং।
তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।”

ইহার পরে সেই জলে সমস্ত চুল ভিজাইয়া “ওঁ অক্ষুণ্ণং পরিবপং” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নাপিতের হাতে ক্ষুর দেওয়া হয়। তখন নাপিত মাথা মুড়াইয়া সমস্ত চুলই সেই গোবরপিণ্ডের উপর ফেলিয়া দেয়।

কুলাচার অনুসারে কাহারও পাঁচটী, কাহারও তিনটী, কাহারও বা এক-গাছি শিখা রাখিয়া মুড়াইতে হয়। মুণ্ডনের পর সেই কেশগুলি গোষ্ঠে বা

...য়োবরে ফেলিতে হয়। তার পর শান্তিকর্ম্ম ও আশীর্ব্বাদাদি হইলে ...বধারণ করিয়া কার্য্য সমাপ্তি করিতে হয়।

বর্ত্তমানকালে অনেকে চূড়াকরণ সংস্কার করিলেও সকলেই যে উপরোক্ত ...য় বিধির অনুসরণ করেন, তাহা নহে। কাহারও সংক্ষেপে চূড়াকরণ ...য়, কেহ বা কতকগুলি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি ছাড়িয়া কতকগুলি কুলাচার অনুসারে ...ার্য্য সম্পন্ন করেন। তবে ঐ সংস্কারকালে সকলেই ন্যূনাধিকরূপে বৈদিক ...সমূহ উচ্চারণ ও বিধিনিষেধাদি পালন করিয়া থাকেন।

কর্ণবেধ।—শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কর্ণে ছিদ্র করার নামই কর্ণবেধ। ...নেকস্থলে চূড়া ও কর্ণবেধ এক দিনেই হইয়া থাকে। কিন্তু চূড়ার পূর্ব্বে ...র্ণবেধ করাই নিয়ম। শাস্ত্রমতে ৬, ৭, ১২ ও ১৬ মাসেই কর্ণবেধের অনুষ্ঠান ...য়া উচিত। অনেকের আবার বিবাহের সময় চূড়া ও কর্ণবেধ হইয়া ...কে। যাঁহারা ভিন্ন দিনে কর্ণবেধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শুভদিন ...খিতে হয়। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও সোমবারে; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ...ী, সপ্তমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে এবং মধ্যাহ্নকালে কর্ণবেধ প্রশস্ত। ...মাসে, চৈত্র ও পৌষমাসে, যুগ্মবৎসরে, হরিশয়নকালে, দূষিত সূর্য্যে ...পক্ষে, জন্মনক্ষত্রে, দিবসের পূর্ব্বভাগে ও রাত্রিকালে কর্ণবেধ করিতে নাই। ...র্য্যের উত্তরায়ণকালে কর্ণবেধ হইতে পারিবে, কিন্তু দক্ষিণায়নে হইতে পারিবে না। এক পিতার দুইটী পুত্রের কর্ণবেধ সংস্কার হইতে না হইতে যদি ...বার পুত্রজন্মের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে দুইটী পুত্রের মধ্যে ছোট বড় ...চার না করিয়া যাহার শুদ্ধবর্ষ পাইবে, তাহারই কর্ণবেধ কর্ত্তব্য। নতুবা ...পুত্র হইলে কর্ণষট্ক হয়, তাহা বড়ই দোষজনক।

ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যের রৌপ্যশলাকা দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের স্বর্ণশলাকা দ্বারা এবং ...দ্রের লৌহশলাকা দ্বারা কর্ণবেধ করিতে হয়। উত্তরপশ্চিমের কায়স্থেরা ...ত্রিয়-বর্ণানুসারে স্বর্ণশলাকা দ্বারাই কর্ণবেধ করাইয়া থাকেন। তাঁহাদের ...শ্বাস যে, কর্ণবেধ না হইলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। এ কারণ বিবাহের ...র্ব্বে যে সময়ই হউক, সকলেই কাণ বিঁধাইয়া থাকেন।

কর্ণবেধ উপলক্ষে কুলাচারের অনুষ্ঠানই বেশী। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, পূজাদি ...চারভেদে ন্যূনাধিকরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উপনয়ন।—উপনয়ন বা মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কারই সর্ব্বপ্রধান সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। এই প্রধান সংস্কারে বিপুল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আগামী বারে এ সম্বন্ধে সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রেণীবিভাগ-রহস্য।

মহারাজ আদিশূর যে পঞ্চবিপ্র আনয়ন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণের বিভাগসাধন মহারাজ বল্লালসেনের সমকালে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ বল্লালসেনের রাজত্বকালে বিপ্রগণের যে বিভাগ ঘটে, তাহাই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে খ্যাত। বিপ্রগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি ও রাজার নিত্যনৈমত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মে বিপ্রগণের আগমনাদির সুবিধার বিষয় চিন্তা করিলে, তাঁহারা প্রথমে ভাগীরথী ও গৌড়রাজধানীর অদূরে বসতি-বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অধিকতর সম্ভবপর ও যুক্তিযুক্ত বটে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-বিভাগ দ্বারাও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ঘটকগণ বিভাগের কারণ মূলে যে মতদ্বৈধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে।

বল্লালসেনের সময় পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণ রাঢ় ও বরেন্দ্র প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র এককালে বসতিবিস্তার করেন নাই, তদ্রূপ মনে করা যায় না। কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদানকার্য্য কোন্ রাজধানীতে সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ের কোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকিলেও এ কার্য্য যে বিক্রমপুর-রাজধানীতে সম্পন্ন হয় নাই, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

বল্লালের কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদানকালে বিপ্রগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র আখ্যায় বিভক্ত হইয়াছেন। ঘটকগণ এ সময় কায়স্থজাতিকে চারিভাগে বিভক্ত করেন।—

"উদগ্‌দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।"

বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রাচীন মিথিলা বা উত্তর-বেহার পরিত্যাগ

করিলে, ৪টী প্রাচীন প্রদেশ পরিলক্ষিত হয়। সেই প্রদেশচতুষ্টয়,—বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও রাঢ়। এক্ষণ বরেন্দ্র,—উত্তর বাঙ্গালা, বঙ্গ,—পূর্ব্ব-বাঙ্গালা, বাগড়ি,—দক্ষিণ বাঙ্গালা ও রাঢ়,—পশ্চিম বাঙ্গলা নামে পরিচিত। তথায় কায়স্থজাতি উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নামে অভিহিত।

মহারাজ বল্লালসেন কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থজাতির শ্রেণীবিভাগ ও তাঁহার রাজত্বের কোন্ সময় কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন, এ বিষয়ে কুলগ্রন্থে কোনও উল্লেখ নাই। এখন তদ্বিষয়ের সময় নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত না হইলেও, বিভাগাদির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ ক্ষতির কারণ হইতেছে না।

বিপ্রগণের বরেন্দ্রবিভাগ মধ্যে উত্তর-বারেন্দ্রবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। এই উত্তর বারেন্দ্র বিভাগ বল্লালের সমকালে সম্পন্ন না হওয়া কেহ কেহ প্রমাণ করেন। কিন্তু প্রকৃতরূপ বিচার করিলে বল্লালের সময়েই উত্তর বারেন্দ্রবিভাগ (১) সম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হয়।

---

(১) বিপ্রগণের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রবিভাগকালে যে গণনা হয়, তদ্দ্বারা রাঢ়দেশে ৭৫০ জন বরেন্দ্রদেশে ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ থাকা দৃষ্ট হয়। বল্লালসেন বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণসংখ্যা ন্যূনসত্ত্বেও তথা হইতেই ৫০ জন মগধদেশে, ৬০ জন ভোটদেশে, ৬০ জন রঢ়াঙ্গদেশে, ৪০ জন উৎকলে, ৪০ জন মেড়াঙ্গ দেশে প্রেরণ করেন। (বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী হইতে গৌড়েব্রাহ্মণ গ্রন্থে উদ্ধৃত ৮৮ পৃষ্ঠা) বরেন্দ্রের অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে বিভিন্ন দেশে কেন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করা হইল, তাহার মূল কারণ কুলগ্রন্থে লিখিত নাই। কিন্তু অনুমান দ্বারা কিয়দংশ নির্ণয় হইতে পারে। জেনারল কানিংহাম ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের গ্রন্থে, সেন রাজগণের অধিকার-ভুক্ত উত্তরবঙ্গ পাল রাজাদিগের অধিকারভুক্ত থাকিবার বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাসের ১ম ভাগ ৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে "যে সকল স্থান এখন উত্তরবারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজ বলিয়া গণ্য, সেই সেই স্থান-কুলবিধাতা বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের সময়ে পাল-রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। পালরাজগণের অধিকারে বাস করায় এখানকার ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃ বল্লালসেন কর্ত্তৃক সম্মানিত হন নাই।"

পাল রাজগণের অধিকারে বাস করায় সম্মানিত না হওয়া যুক্তিযুক্ত কথা বটে। এ স্থলে বরেন্দ্রের ভৌগোলিক অবস্থা ও পাল রাজগণের অধিকার বরেন্দ্রে কতদূর বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-প্রবন্ধের (কায়স্থপত্রিকা গত জৈষ্ঠ্য সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠা) বরেন্দ্রের মধ্যস্থ পুনর্ভবা নামক নদীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দিনাজপুর প্রদেশ হইতে আত্রেয়ী পূর্ব্বমুখিনী।

ব্রাহ্মণগণ ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অথবা অনায়াসে ভাগীরথীতীরে গমনাগমন করা যায়, এরূপ স্থলেই প্রথমে বসতি করেন। কিন্তু কায়স্থজাতির উপজীবিকা অন্যরূপ থাকায় তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় বাসস্থান স্থিরতর রাখিতে পারেন নাই। বল্লাল সেনের সময় কায়স্থগণ চারি প্রদেশেই বসতি করিয়াছেন। কায়স্থজাতির মসীজীবিকা জন্য তাঁহারা বল্লালের রাজত্বকালে সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়েন। গৌড়ের রাজধানীর উভয়পার্শ্বস্থ বরেন্দ্র ও রাঢ়, নবদ্বীপ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বাগড়ী বা দক্ষিণরাঢ় এবং রাজধানী বিক্রমপুর প্রদেশ বা বঙ্গে কায়স্থজাতি বিস্তৃত হইয়া পড়েন।

বল্লাল সেনের সময় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বিভাগ সাধন হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে বরেন্দ্রপ্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ ভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিলে, ইহাই অনুমান হয় যে বিভাগসাধন উপলক্ষে যে গণনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে, তৎসময়েই বিভিন্নদেশে ব্রাহ্মণগণ প্রেরিত হইয়া থাকিবেন। কেননা গণনা কার্য্য দ্বারাই প্রমাণ হয় যে তৎসহ তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, পাত্রজ্ঞান ও আদানপ্রদানের বিধা

বরেন্দ্রের মধ্যস্থলেই আত্রেয়ী নদী। আত্রেয়ী সহস্র বর্ষের পর এক্ষণ ক্ষুদ্র নদী। কিন্তু এক সময় এই নদী বিস্তৃত ও বেগবতী ছিল। তজ্জন্য অদ্যাপিও স্থানীয় লোকের নিকট আত্রেয়ীর নামান্তর "বড়গাঙ্গ" শুনা যায়।

আত্রেয়ীর পূর্ব্বতীরস্থ ভূখণ্ডের মধ্যেই বৌদ্ধকীর্ত্তিরাজির ধ্বংসাবশেষ অধিক বিদ্যমান আছে। এজন্য আত্রেয়ীর পশ্চিমতীরস্থ ভূখণ্ডে বৌদ্ধাধিকার না থাকাই অনুমান করা যাইতে পারে। বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ অল্পসংখ্যক থাকা সত্বেও কিন্তু বরেন্দ্র হইতেই ভিন্নদেশে ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইয়াছে। বরেন্দ্রের দক্ষিণসীমাস্থ পদ্মানদী বিগত দুইশত বর্ষ মধ্যে উত্তরদিকে অনেকাংশ অগ্রসর হওয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মা নদী বর্ত্তমান স্থান হইতে বহু দক্ষিণাংশে বিস্তীর্ণ থাকিলে আত্রেয়ী ও পদ্মা এতদুভয় নদীর মধ্যস্থানে অনেকগুলি বিল থাকায় বসতের উপযোগী ছিল না। আত্রেয়ী নদীর পূর্ব্বভাগে বৌদ্ধাধিকার থাকায় স্থানের সংকীর্ণতাহেতু, সংখ্যার ন্যূনতা সত্বে বরেন্দ্র হইতে বিভিন্ন দেশে বিপ্রগণ প্রেরিত হইয়াছেন। বরেন্দ্রের গুরুতর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হেতু, রাঢ়ের ন্যায় সমস্ত গ্রাম নির্দ্দেশ করা কঠিন বটে; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এতদুভয় নদীর মধ্যস্থলেই অধিকাংশ গ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণগণের ন্যায় কায়স্থগণও বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হওয়া প্রমাণ হইতেছে। উক্ত উভয় নদীর মধ্যস্থ ভূভাগে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসতিস্থান ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এইরূপ স্থিরীকরণের পর বরেন্দ্রে ১০০ শত ঘর বিশুদ্ধ ব্যক্তি রক্ষিত হইয়াছেন। (১)

পঞ্চবিপ্র ও পঞ্চকায়স্থের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতি বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রচুর বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। আদিশূরের সময় হইতে বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত কায়স্থগণ এদেশে উপনিবেশী হইয়াছেন। বল্লালের সমকালে পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ বাগড়ী বা দক্ষিণরাঢ়ে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়েন। বল্লালের রাজধানী নবদ্বীপ ছিল বলিয়াই তৎপ্রদেশে কায়স্থজাতির বসতি-বিস্তার হয়। বল্লালসেনের বিক্রমপুর রাজধানীস্থাপনের পূর্ব্বে তৎপ্রদেশে ব্রাহ্মণ-বসতি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ প্রতীয়মান হয় না। কারণ তিনি পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণকে বঙ্গজ আখ্যায় কোনরূপ বিভাগ করেন নাই। তৎকালে উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণের বিস্তীর্ণ বসতি থাকিলে ঐরূপ বিভাগ সাধন হওয়া অধিকতর সম্ভবপর ছিল।

বল্লালসেন পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণকে যে বিভাগে স্থাপন করেন, তাহা দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ আখ্যাযুক্ত। ফলতঃ তাঁহারা তৎকালে দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গে বিস্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পঞ্চকায়স্থ আদিশূরের সময় যে পশ্চিমরাঢ়ে বসতি করেন, তাহা গ্রামপ্রাপ্তির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। বল্লালের

(১) অনেকেরই সংস্কার আছে, এমন কি ঘটকেরাও কহিয়া থাকেন, বল্লালসেনের সভাতে যে সকল ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বরেন্দ্রদেশে যে ১০০ শত ব্রাহ্মণকে বল্লালসেন রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই বারেন্দ্রকুলে ১০০ শত গ্রামী ব্রাহ্মণ এবং বল্লালসেন তাঁহাদিগের মধ্য হইতে ৮ গাঞি ব্রাহ্মণকে কুলীন এবং অপর ৮ গ্রামীকে সিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং ৮৪ গাঞি ব্রাহ্মণকে কষ্টশ্রোত্রিয় করিয়াছিলেন। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ বল্লালসেন ১০০ গৃহ ব্রাহ্মণকে গাঞিযুক্ত করেন লিখিয়াছেন। কিন্তু ঘটকদিগের বংশাবলী গ্রন্থ দেখিলে জানা যায় যে, সময়ে সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা গ্রামপ্রাপ্ত হইয়া গাঞিযুক্ত হয়েন। বল্লালসেনের রাজত্বের বহুপরেও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নূতন নূতন গাঞি সৃষ্টি হইয়াছে।" (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৯৭ পৃষ্ঠা।)

ঐ ১০০ শত গ্রাম এপর্য্যন্ত নিরাকরণ করা যায় নাই। পদ্মা, আত্রেয়ী ও মহানন্দা নদীর বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনায় গুরুতর পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয়। যাহাই হোক, কোন কোন গ্রাম আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর পশ্চিমতীরস্থ ভূখণ্ড মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তদ্দারা কোন গ্রামের উৎপত্তি বল্লালের পরে হওয়াই প্রমাণ করে।

পূর্ব্বেই নবদ্বীপ রাজধানীর ও দক্ষিণরাঢ় প্রদেশের বিভিন্নস্থানের রাজকার্য্য জন্য কায়স্থগণের যেরূপ দক্ষিণরাঢ়ে বসতি বিস্তার হয়, তদ্রূপভাবেই বঙ্গে (বিক্রমপুর প্রদেশে) কায়স্থ সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। (১) যাহাই হউক, বল্লালসেনের সময় পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণের বসতি পশ্চিমরাঢ়ে কিঞ্চিৎ থাকিলেও বরেন্দ্রে যে এককালীন ছিল না, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে বরেন্দ্র ও বাঢ়ীর প্রকৃত সীমা কোথায় কিরূপ ভাবে ছিল, তাহা এখন নির্দ্দেশ হওয়া কঠিন। ভাগীরথী, পদ্মা ও মহানন্দানদীর এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে বিস্তর পরিবর্ত্তন-সংঘটন হইয়াছে। বাগড়ী বা দক্ষিণ বঙ্গের উত্তরপশ্চিম ও বঙ্গের বা উত্তর বঙ্গের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশের কথকাংশ স্থান লইয়াই এইরূপ গোলযোগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল অংশে যে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে গত ২।৩ শত বৎসরের অবস্থা-পর্য্যালোচনা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে বরেন্দ্রশূর ও প্রদ্যুম্নশূর নামক দুইজন নরপতির বিষয় উল্লেখ আছে। প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক মূর্ত্তি পশ্চিম বরেন্দ্রে স্থাপিত ছিল। প্রদ্যুম্ননগর দক্ষিণরাঢ়ের মধ্যে থাকার বিষয় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এইস্থান নির্ণয় হইলে, সেনবংশীয়দিগের সময় ঐ দুই প্রদেশের সীমা অনেকটা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

বল্লালের সময় বিপ্রগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শাখায় বিভক্ত হইলেন

(১) আদিশূরের প্রায় ৩৫০ বর্ষ পর বল্লালসেনের সময় স্বীকার করিলে, পর্য্যায় গণনার নিয়মানুসারে আদিশূর-আনীত কায়স্থপঞ্চকের বংশে ১০ম কি ১২শ পর্য্যায় হওয়া অনুমান হয়। পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় ও উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রখণ্ডে বল্লালের সময়ও বৌদ্ধরাজাদিগের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় আছে। নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরে রাজধানী রাজ্যশাসনসংরক্ষণের সুবিধার্থ স্থাপিত হইয়াছিল। এ সময়ের পূর্ব্বেও যে ঐ দুই প্রদেশ সেনবংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণের ১০।১২ পুরুষে যেরূপ বংশ বিস্তার হওয়া সম্ভবপর, বল্লালের সময় তাহাই হইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গে ব্রাহ্মণবসতির প্রয়োজন অপেক্ষা মসীজীবী কায়স্থের বসতি রাজকার্য্যনির্ব্বাহার্থ প্রয়োজন হইয়াছিল এবং এই প্রয়োজন মত কার্য্য হইয়াছে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে সকল রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস দৃষ্ট হয়, তাহা বল্লালের সময় ও কতক গৌড়ের সিংহাসন মুসলমানাধিকার হওয়ার পরই হইয়াছে।

বারেন্দ্র বিপ্রগণের কুলগ্রন্থে কায়স্থপঞ্চকের নাম আদৌ নাই। পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ বরেন্দ্রে বাস করেন নাই। বরেন্দ্রবাসী কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণগণের বিভাগের সহিত ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য-স্বরূপ পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণেরও কোনই বিভাগ হয় নাই? পঞ্চকায়স্থ ভৃত্য হইয়া আগমন করিলে বল্লাল কর্ত্তৃক তদনুরূপ বিভাগ হওয়াই সম্ভবপর ছিল। গৌড় রাজধানীর সন্নিকটস্থ বরেন্দ্র ও রাঢ় প্রদেশে পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ না থাকিয়া বঙ্গে বা বিক্রমপুরাঞ্চলে ও বাগড়ী বা দক্ষিণ রাঢ়ে ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বেই তাঁহারা বসতি আরম্ভ করিয়াছেন। পঞ্চকায়স্থ ও তদীয় বংশধরগণ বল্লালের সময় পর্য্যন্ত রাজামাত্য ছিলেন। বিপ্রগণের ভৃত্যত্ব বঙ্গ রাজা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেন এবং এই প্রকার ভৃত্যত্ব জ্ঞান যে কিরূপ মহাসম্পন্ন, তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণেতর জাতির সম্বন্ধ চিরকালই অতি উচ্চভাবে বিদ্যমান আছে। এইরূপ উচ্চ-জ্ঞানের জন্যই এখনও পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ "মহারাজ" "বাবাজী" প্রভৃতি উচ্চ সম্বোধন করিয়া থাকেন। এতদ্দেশেও "ঠাকুর মহাশয়" শব্দ অতিশ্রেষ্ঠ ও উচ্চ সম্মানবোধক।

আর একটী কথা। বিপ্রগণ গোযানে ও পঞ্চকায়স্থ অশ্ব গজ ও নরযানে আগমন করেন। এরূপ অবস্থায় কায়স্থপঞ্চককে সামান্য ভৃত্য জ্ঞান করা যে অতীব অসঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বারেন্দ্র-সমাজের ঢাকুর গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিত হইয়াছে যে, পঞ্চকায়স্থের আগমনের পর কাশীরাম দাস কুলজী গ্রন্থ রচনা করেন। পঞ্চকায়স্থ এ দেশবাসী হইলে তাঁহাদের আদানপ্রদানের সৌকর্য্যার্থ কায়স্থের গণনা ও কুলাকুল নির্ণয় আবশ্যক হইয়াছিল। এ সময় বিপ্রগণের কুলগ্রন্থের অস্তিত্ব না থাকিলেও কায়স্থসমাজে তাহার বিদ্যমানতা প্রমাণ হইতেছে। ইহাও ক্ষত্রিয়ত্ব ও মসিজীবিকা-পরিচায়ক বটে।

বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের কুলগ্রন্থ স্ব স্ব সমাজপ্রমুখ ব্যক্তিগণের আয়ত্তাধীন ছিল। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ঢাকুর নামক কুল-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পঞ্চবিপ্রের সহিত কায়স্থপঞ্চকের আগমনের পর ...নগরনিবাসী কাশীরাম দাস প্রথমে কুলজী রচনা করেন। এই কাশী-রামের কুলজী মূল কুলজীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চকায়স্থের আগমনের

পর হইতেই যে এ দেশে কায়স্থজাতির সমাজ সংগঠন আরব্ধ হইয়াছে, তাহা ঢাকুর পাঠে বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি হয়। (৪)

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের ব্যাসদেব সিংহ ও বারেন্দ্র-সমাজের ভৃগুনন্দী প্রভৃতি মহারাজ বল্লালসেনের অমাত্য ছিলেন। উক্ত উভয় মহাত্মাই বল্লালসেনের কতিপয় অসদাচরণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত মহাত্মার শিরশ্ছেদন হয় এবং শেষোক্ত মহাত্মা বন্দী হইয়াছিলেন। সুতরাং এই উভয় মহাত্মার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ বল্লালী মর্য্যাদা গ্রহণ না করিয়া যে পৃথক্ সমাজ সংগঠন করিবেন, সেই কথাই যুক্তিযুক্ত বটে এবং এই কারণেই এই উভয় সমাজ মধ্যে পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ পরিদৃষ্ট হয় না। বারেন্দ্র-সমাজের ঢাকুর গ্রন্থদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভৃগুনন্দী একদা বল্লালসেনের অসদাচরণের প্রতিবাদ করার পর সমাজ গঠন হয়।

বল্লালসেনের সময় তদীয় রাজত্ব বঙ্গ বা বিক্রমপুর প্রদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তদ্বিষয় বিক্রমপুরপ্রদেশস্থ রাজধানী হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। বিজেতা মুসলমানগণও শতাধিক বর্ষ এই প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আবার এই প্রদেশে মুসলমান-শাসন বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত ঢাকা নগরীতেও কিয়ৎকাল রাজধানী স্থাপিত ছিল। ফলতঃ বল্লালের সময়েই বঙ্গে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বসতি অধিকতররূপে পরিলক্ষিত হইতেছে।

আদিশূরের পরবর্ত্তী সময় হইতে বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত উপনিবেশী কায়স্থগণ কনৌজী ভাবে আদানপ্রদান করিতেন এবং গৌড়ীয় কায়স্থগণের সহিত অধিকতররূপে সংমিশ্রিত হয়েন নাই, কুলগ্রন্থপাঠে অনুমান হয়। এই সময়ে যেরূপ ভাবে আদানপ্রদান হইত, তদ্বিষয় বারেন্দ্র সমাজের ঢাকুর পাঠে কতকটা উপলব্ধি হইবে। ঢাকুরে (৫) লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে এক মিছিল অর্থাৎ এক শ্রেণীতে আদানপ্রদান নির্ব্বাহ হইত। কায়স্থগণ যে পর্য্যন্ত রাজকার্য্যব্যপদেশে বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন নাই, তৎকাল পর্য্যন্ত "এক মিছিলেই" আদানপ্রদান হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু ও কতিপয় ব্যক্তির প্রাধান্যনিবন্ধন বিভিন্ন প্রদেশবাসী গৌড়ীয় কায়স্থগণের সহিত আদানপ্রদান আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই প্রকারের আদানপ্রদান প্রচলিত হইবার পর বল্লালসেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হয়।

(৪) ঢাকুর গ্রন্থের ১ম হইতে পঞ্চম পয়ার দ্রষ্টব্য।

(৫) "পূর্ব্বে আছিল এক মিছিলে করণ।
অধমে উত্তমে হইল কার্য্য প্রয়োজন ॥"

আদিশূর হইতে বল্লালের সমকাল পর্য্যন্ত যে সকল কনৌজী কায়স্থ এ দেশে বসতি করিয়াছেন, তাঁহারাই এ স্থলে এক মিছিল শব্দে উক্ত হইয়াছেন।

শ্রেণীবিভাগ ও কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রাপ্তি দ্বারা কুলীনগণ পরবর্ত্তী সময়ে অসদাচরণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় বিপ্রসমাজের বহু-বিবাহ-প্রথা তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিপ্রসমাজে এই বহুবিবাহপ্রথা যেরূপ পূর্ণপ্রসার লাভ করে, কায়স্থসমাজে তদ্রূপ করিতে পারে নাই। ইহা অবশ্যই কায়স্থসমাজের শ্লাঘার বিষয় বটে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-ঘটকগণের উক্তি মতেই বল্লালসেন কর্ত্তৃক কায়স্থজাতি মধ্যে শ্রেণীচতুষ্টয়ের বিভাগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-ঘটকগণ স্বকীয় সমাজ ভিন্ন কায়স্থজাতি সম্বন্ধে বিশেষ উক্তি করেন নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতেই বরেন্দ্রে বৈষয়িক বিষয়ে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ-ঘটকগণ যে কায়স্থজাতির প্রতি অসূয়াপরবশ হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ কার্য্যকারিতায় তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই সময় হইতে যাঁহারা ঘটকের কার্য্য করিতেন, তাঁহারাই নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং কায়স্থসমাজের কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা অতীব দুষণীয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের ঢাকুর গ্রন্থের উক্তি অনুসারে, বল্লালসেনের অসদাচরণে ভৃগুনন্দিপ্রমুখ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের গঠনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ফলতঃ এই উক্তি এককালীন ভিত্তিহীন নহে। ঢাকুরের উক্তি,—

"বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লালমর্য্যাদা নাহি লৈলা তিন জন ॥"

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের উত্তর বারেন্দ্রবিভাগের বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলাতেই উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সমাজস্থান বিদ্যমান আছে। তথায় বৌদ্ধাধিকারের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এতদ্ভিন্ন আত্রেয়ী নদীর পূর্ব্বাংশ ও করতোয়া নদীর পশ্চিমাংশ স্থান মধ্যে বর্ত্তমান রাজশাহী ও পাবনা জেলার অধিকারভুক্ত কতিপয় স্থানে বৌদ্ধাধিকারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। আবার এই সকল স্থানে বৌদ্ধাধিকারের পর যে হিন্দুগণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তাহাও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং কেবল উত্তর বরেন্দ্র নহে, পূর্ব্ব বরেন্দ্রের আত্রেয়ী ও করতোয়ার মধ্যস্থলও পালরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বরেন্দ্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদিগের অধিকারবিস্তার হেতু ঘোরতর বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার ফল—প্রবলপক্ষ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলপক্ষ বিতাড়িত হওয়া। ফলতঃ ঐ প্রদেশে পাল রাজগণের পর হিন্দুপ্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, পালরাজগণ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। (১) বল্লাল-সেনের সময় সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এইরূপ মতভেদ সত্ত্বেও আমাদিগের সামাজিক কাহিনীর সহিত বিশেষ অসামঞ্জস্য কিছুই হয় না।

কায়স্থজাতির উপজীবিকা মসীব্যবসা। সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব-কালেও কায়স্থজাতি রাজকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কায়স্থ আদিশূর হইতে বল্লালের সময় পর্য্যন্ত যে সকল কায়স্থ মসীব্যবসা উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারাই কিন্তু শ্রেষ্ঠ রাজপদ লাভ করিয়া ধনসম্পদ-সম্পন্ন ও গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কেবল ইদানীন্তন সময়ে কায়স্থসমাজে নহে, তৎপরবর্ত্তী মুসলমান-শাসন সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। বঙ্গের চারি প্রদেশেই কায়স্থ জাতি রাজকর্ম্মব্যপদেশে ক্ষমতাশালী হইয়া পড়েন। বল্লালের সময় কায়স্থজাতি এইরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়াই, কায়স্থজাতি মধ্যেই চারি সমাজের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

পঠীবন্ধন সময় কায়স্থজাতির কোন সমাজেই বাহাত্তরে কায়স্থগণ এক-কালীন পরিগৃহীত হয়েন নাই। সুতরাং পঠীবন্ধনের পূর্ব্বে কায়স্থগণ এক-শ্রেণীতে আদান প্রদান করিতেন, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। বাহাত্তর ঘরের

(১) Indo Aryans, Vol II p. 26.

অধিকাংশই সদাচারপরিভ্রষ্ট হওয়াতেই সামাজিক কায়স্থগণের তৎপ্রতি অশ্রদ্ধার কারণ। সদাচার ও ধনসম্পদ্ দ্বারা সর্ব্বত্রই গৌরব পরিবর্দ্ধিত হয়। আর্য্যজাতির আর্য্যত্বই সদাচারপ্রসূত। ব্রাহ্মণজাতি সদাচারী ছিলেন বলিয়াই হিন্দুসমাজে মুকুটস্বরূপ। কায়স্থসমাজের পূর্ব্বতন সামাজিক ব্যক্তিগণ সদাচার পরিরক্ষণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর ছিলেন। তন্নিমিত্তই সামাজিক কায়স্থ-গণের মধ্যে সদাচার পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

দেবীদাস খাঁ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেবীদাস খাঁর সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরাগত জনশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন করা অতীব কর্ত্তব্য। এই জনশ্রুতি, বংশাবলীর পর্য্যায় হিসাব দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। দেবীদাস খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের বংশে অধস্তন যত পর্য্যায় হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে সুজার সময় অবশ্যই নিরূপিত হয়। দেবীদাসের বংশে এইক্ষণ ১১শ পর্য্যায় হইয়াছে। এই পর্য্যায়ের সহিত জনশ্রুতির ঐক্য আছে।

দেবীদাসের "খাঁ" উপাধি লাভ সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। তদ্দ্বারায়ও তিনি সুজার সমসাময়িক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়েন।

একদা দিল্লীশ্বর সুজা বাঙ্গালার হিসাব নিকাশের কাগজ পত্রসহ সুবা-দারকে তলব করিয়া পাঠান। সুবাদার তাঁহার দেওয়ানসহ দিল্লীতে গমন করেন। দেবীদাস ঢাকায় অবস্থানকালে সুবাদার ও দেওয়ানের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। উভয়েই রাজকার্য্যে দেবীদাসের পরামর্শ গ্রহণ করি-তেন। দেওয়ান স্বীয় বার্দ্ধক্যহেতু এবং দেবীদাসকে "প্রগাঢ় বুদ্ধিমান্" জানিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা সুবাদারের নিকট প্রকাশ করায়

সুবাদার তাহা অনুমোদন করেন। সুবাদারের সহিত দেবীদাসও দিল্লীতে গমন করেন। কাশীধামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী আকস্মিক পীড়ায় দেওয়ানের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সুবাদার দেওয়ানের পরলোকপ্রাপ্তিতে নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের নিকট তিনি নিকাশ দিতে অসমর্থ হইবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ হইল। সুবাদার দেবীদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, দেওয়ান সমস্ত বিষয় অবগত ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। দেওয়ানের মৃত্যু হেতু তাঁহারই বিপদ্, কারণ সুবার নিকাশ পরিষ্কার না হইলে তাঁহার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব। দেবীদাস সুবাদারকে অতিশয় বিমর্ষ দেখিয়া প্রকাশ করেন যে, দেওয়ানের অকস্মাৎ মৃত্যুতে নিকাশ বুঝাইয়া দিতে একটু সময় আবশ্যক মাত্র। অনুমতি করিলে সমস্তই দিল্লীর দরবারে আমি বুঝাইয়া দিতে পারিব এবং আপনাকেও কোন বিষয়ে দায়ী হইতে হইবে না।

সুবাদার দেবীদাসের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দুই বৎসর কাল দেবীদাস দিল্লীতে অবস্থান করেন। দিল্লীর দরবারের সমস্ত লোকই দেবীদাসের বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হয়েন। দেবীদাস দেওয়ানের কার্য্য করেন নাই, অথচ সুবা বাঙ্গালার হিসাব নিকাশ অতি পরিশুদ্ধ ভাবে বুঝাইয়া দিলে, পাতসাহ ও তাঁহার দরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই দেবীদাসের ভূয়সী প্রসংসা করেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে পাতসাহ প্রীত হইয়া তাঁহাকে খাঁ উপাধি (১) ও খেলাত প্রদান পূর্ব্বক বাঙ্গালার রাজস্বসচিবের পদে অভিষিক্ত করেন।

ইতিহাসপাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়। সম্রাট্ শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা ১০৪৯ সালে (১৬৩৯ খৃঃ) পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সুলতান সুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। এই

(১) যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় ও অন্যান্য ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারাই "খাঁ।" উপাধিতে সম্মানিত হইতেন। কেবল উপাধিতে সম্মানিত নহে, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত রাজপদও প্রদত্ত হইত। ইংরাজরাজের "সার" উপাধি খাঁ উপাধির সদৃশ বটে। তবে "সার" উপাধির সহিত কোন রাজপদ প্রদত্ত হয় না।

সময় মধ্যে তিনি যে দুই বর্ষকাল আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে*। সুতরাং উপরোক্ত প্রবাদ যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ স্থলে মুরসীদকুলী খাঁর সমসাময়িক দুই একটী কুর্শীনামা হইতে পর্য্যায়ের সংখ্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। মুরসীদকুলীর সময় দর্পনারায়ণ রায় কানুনগো ছিলেন। তাঁহার অধস্তন ৭ম পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। গৌড়দিগের বংশেরও এইরূপ পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে। মুরসীদকুলীর সময়ে যে সকল ব্যক্তি রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তৎকালে কাহারও পুত্র বা পৌত্রের জন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

দেবীদাস খাঁ পোতাজিয়া হইতে ভাগীরথীতীরস্থ মহেশপুর ** নামক স্থানে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। সুলতান সুজা কর্ত্তৃক রাজমহলে পুনরায় রাজধানী সংস্থাপনের সংকল্পহেতু এবং গঙ্গাতীরে বাস ও রাজধানী সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থান জন্যই তিনি মহিমাপুরে আসিয়া বাস করেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে মহারাষ্ট্রীয় দস্যু ভয় অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই সময়ে দেবীদাসের বংশধরগণ অন্যত্র পলায়নপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবীদাসের প্রপৌত্র কিশোরকৃষ্ণ রায়, তাঁহার বিনোদ রায় ও নিত্যানন্দ রায় নামক পুত্রদ্বয় সহ বর্ত্তমান জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত বাঘুটীয়া নামক স্থানে বসতি করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের দ্বিতীয় পুত্র রামানন্দের সহিত বর্দ্ধনকুঠীর রাজকন্যার পরিণয় হয়। রাজকন্যা শ্বশুরালয়ে গমনোদ্দেশে বর্দ্ধনকুঠী হইতে নৌকাপথে বর্ত্তমান [illegible] আসিয়া পদ্মানদীর সুবিস্তৃত আয়তন সন্দর্শনে পদ্মা পার হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এজন্য রামানন্দ বাঘুটিয়া

* মেঃ মার্শমান সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস।

** জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বর্ত্তমান নশীপুরের উত্তরদিকে ও নবাব-বাড়ীর চকের দক্ষিণদিকে মহিমাপুর নামক পল্লী ছিল। মহিমাপুরের অধিকাংশই ভাঙ্গনে ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ সহরে সে সময় রাজধানী সংস্থাপিত না হইলেও, রাজমহল ও ঢাকায় রাজধানী থাকায় এবং গঙ্গাতীরে বাস ও বিষয়কর্ম্মের সুবিধা জন্য ঐ প্রদেশে বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বসবাস করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ প্রদেশে খামরা, কালাই, মহিমাপুর প্রভৃতি স্থানে এই কারণেই বারেন্দ্র-কায়স্থগণের বসতি হইয়াছিল।

হইতে বর্ত্তমান পাবনা সহরের নিকটবর্ত্তী সুরপুর নামকস্থানে ভ্রাতৃগণ সহ বসতি করেন। রামানন্দ নির্ব্বংশ, তদীয় জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দের বংশ বর্ত্তমান আছে। দেবীদাসের অপর প্রপৌত্র সুপ্রসিদ্ধ রঞ্জিত রায়ের বংশ লোপ পাইয়াছে। অন্যান্য প্রপৌত্র ও বৃদ্ধপ্রপৌত্রগণ ঐ সময় অন্যান্য স্থানে যাইয়া পড়েন।

দেবীদাস খাঁ বাঙ্গালার নবাব-সরকারের প্রধানতম কর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নগদ টাকা ব্যতীত তাঁহার ভূসম্পত্তি অতি অল্পই ছিল। প্রবাদ আছে যে, দেবীদাস খাঁ প্রচুর অর্থবলে সুবর্ণনির্ম্মিত বিগ্রহ মূর্ত্তি ও স্বর্ণরৌপ্যাদি-মণ্ডিত সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। দেবীদাসের ঐশ্বর্য্যবলে তদীয় বাটীর ঢেঁকি পর্য্যন্তও পিত্তল-নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ দেবীদাসের পদগৌরবে ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে মহিমাপুরের মহিমা বিকাশ পায়। ঐ সময় মহিমাপুরে বৃহৎ পল্লী থাকিবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। দেবীদাসের বিগ্রহবাটীতে এবং তাঁহার দেউড়ীতে সর্ব্বদাই বাদ্য বাজিত। মহিমাপুর ও দেবীদাসের বাটীর বর্ণনাযুক্ত একটী কবিতা প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ কবিতাটী এখন কাহারও কণ্ঠস্থ নাই। যে সামান্য অংশ শুনা গিয়াছে, তাহাই লিখিত হইল :—

"দোশত ঘর মুসলমান হিন্দু তামাম।
বাহক মে মহারাজ গোপাল সিং
সবরোজ মৃদঙ্গ তা তিঙ্গ ধিঙ্গ ॥" *

রাজকীয় ভাষার বিশেষ অনুশীলন জন্য দেবীদাস অনেকাংশে মুসলমান-পরিচ্ছেদের অনুকরণপ্রিয় ছিলেন। দুই বৎসর কাল দিল্লীর রাজদরবারে থাকিয়া তিনি কথাবার্ত্তা ও হাবভাব সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুস্থানী ও মৌলবী হইয়াছিলেন। তিনি কেবল নিজে ঐরূপ পরিচ্ছদের অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত

* কেহ কেহ এই কবিতা রঞ্জিৎ রায়ের রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। যাহাই হউক, দেবীদাসের সময় মহিমাপুর সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লী ছিল। তৎসময়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে ঐ কবিতা রঞ্জিৎ রায়ের রচনা বলিয়া ধারণা হয়।

হইলেন না। পাতশাহ ও আমির-ওমরাহ-মহিলাগণ যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, দেবীদাস স্বীয় অন্তঃপুরেও সেই রূপ পরিচ্ছদ প্রচলন করেন। এজন্য তদীয় বংশধরগণকে অদ্যাপিও সমাজে দুই একটী কথা শুনিতে হয়।

দেবীদাসের পরিচ্ছদাদি বিষয়ে মুসলমানী ঢঙ্গ থাকিলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। শুনা যায় যে, দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি নিরামিষভোজী হয়েন। দেবীদাসের পদগৌরবে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া সামাজিক ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে কুক্রিয়াদ্বিত বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার কুক্রিয়ার অবশ্যই বিশেষত্ব আছে। অন্য সমাজের সহিত আদান-প্রদান প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট প্রধান কুক্রিয়ার বিষয় হইতে পারে। নতুবা রাজকীয় ভাষার অনুশীলন ও তদানুষঙ্গিক অনুকরণপ্রিয়তা তৎকালে সকল সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইত। হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ এক্ষণ বাঙ্গালীর চক্ষুঃশূল হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে ঐরূপ পরিচ্ছেদেরও সমাদর ছিল। মুসলমান-অধিকারকালে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ যবনপরিচ্ছদের যে অনুকরণ করিতেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কেন না, রাজদরবারে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবার ঐ প্রকার অনুকরণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তৎকালে ঐরূপ অনুকরণে জাতীয় চরিত্র যতদূর ক্ষুণ্ণ ছিল, অধুনা পাশ্চাত্যশিক্ষায় তদ্রূপ হইতেছে না। সে কাল ও একালের পরিবর্ত্তনে, সে কালের সমস্তই আমাদিগের নিকট অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়।

মুসলমানদিগের শাসনসময় এ দেশে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানিত না, এরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। বিক্রমকেশরী অকবরের সময় হইতে একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। মোগলকেশরীর সহিত ক্ষত্রিয়-রাজকন্যার পরিণয়ে হিন্দু-সমাজের ইষ্টানিষ্টের বিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে। কিন্তু এই সময়েও আমীর, ওমরাহ ও জমিদার প্রভৃতিও সম্রাটের অন্তঃপুরের অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এ দেশের জমিদারগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয় যে, জমিদার ও ধনীদিগের মহিলাগণ মধ্যে সামান্য লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল। পুস্তকাদি পাঠ করিবার জ্ঞান সামান্য হইলেও চরিত্রগঠনোপযোগী বিবিধ সৎশিক্ষার অনু-

শীলনে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিত। উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার যে সকল সুযোগ ও সুবিধা ছিল, মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের তদ্রূপ না থাকিলেও, উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের আবাসে পুরাণাদিপাঠ ও বিবৃতির দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণেই পারমার্থিক জ্ঞানসঞ্চয়ে অধিকারী ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের পর হইতে বঙ্গভাষায় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। বাঙ্গালাভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের প্রচারহেতু, তৎকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতিপয় মহিলা ঐ সকল গ্রন্থ যে পাঠ করিতেন, তাহা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-দিগের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

দেবীদাস খাঁ অন্তঃপুরের মহিলাগণকে ঘাঘরা ওড়না বা জুতা পরাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তদীয় অন্তঃপুরের মহিলাগণকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইত। সমাজের প্রাচীন ব্যক্তিগণ এইরূপ আচরণের নিন্দাবাদ করিতেন, তাহা আমরাও শুনিয়াছি। দেবীদাসের বংশীয় কতিপয় ব্যক্তির মুখে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, কোন কোন মহিলা পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। একদা সুবাদারের কন্যা তদীয় অন্তঃপুরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। পাতসাহ-অন্তঃপুরের মহিলাগণের সহিত কথাবার্ত্তার পারদর্শিতালাভের জন্য তদুপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন হইত।

রাজকার্য্যে দেবীদাস খাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল। বৃদ্ধ দেওয়ানের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর, তিনি দিল্লী-দরবারে সুবা-বাঙ্গালার নিকাশ পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেন। [illegible] সহিত আসীন থাকিতে পারিয়াছিলেন। সুজার সময় সুবা বাঙ্গালার রাজস্ব অবধারিত হইয়া রাজস্ববৃদ্ধির দ্বারা সম্রাটের হিতসাধিত হয়। রাজস্বসংক্রান্ত এইরূপ শ্রীবৃদ্ধির মূল দেবীদাস খাঁ বটেন। ফলতঃ দেবীদাসের অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতাবলেই শ্রীবৃদ্ধি সুসিদ্ধ হইয়াছিল। সুবা বাঙ্গলার রাজস্বসংক্রান্ত শ্রীবৃদ্ধি যে যে সময় [illegible], তাহার ইতিহাস গবেষণা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কায়স্থজাতীয় ব্যক্তিগণই একার্য্যের প্রধান অগ্রণী ছিলেন। সুবাদার ও নবাবগণমধ্যে যিনিই অধিকতররূপে হিন্দুজাতির প্রতি আস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সম্রাট্ অকবরের শাসননীতি, সুবাদার সুজা ও সায়েস্তা খাঁর কৃতিত্ব এবং মুরশীদকুলী খাঁর প্রাধান্য ইত্যাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাহাই প্রতীয়মান হয়।

দেবীদাস খাঁ বিভিন্ন কায়স্থসমাজের সহিত আদান-প্রদানে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তিনি স্বয়ং উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এ সময় বিভিন্ন সমাজের কায়স্থগণ রাজদরবারে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। একত্র অবস্থানহেতু তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপনের জন্য যেরূপ যত্ন হইত, সমাজস্থ মফস্বলবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সে ভাব স্থানপ্রাপ্ত হইত না। তাঁহারা স্ব স্ব সমাজ ও স্ব স্ব দলের প্রাধান্যরক্ষার জন্যই যত্ন করিতেন। দেবীদাসের দৃষ্টান্তে অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন সমাজের সহিত আদানপ্রদান করিয়াছিলেন, এ রূপ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধনকুঠীর রাজা বিশ্বনাথ রায় বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করেন। অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন সমাজে আদানপ্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় ঢাকুর-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। রাজদরবারে একদল লোক যেমন পরস্পর প্রীতি ও সহানুভূতির জন্য ব্যগ্র ছিলেন, অপর দল আবার পরস্পর অসূয়ার বশবর্ত্তী ছিলেন। যবন-রাজসরকারের কার্য্যকলাপপদ্ধতি অনুসারে পরস্পর ...য়াপ্রবৃত্তির ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হয়। তাহার ফল আজ সকল সমাজেই পরিলক্ষিত হইতেছে।

ঢাকুরগ্রন্থে প্রথমে দেবীদাস খাঁর বর্ণনার পর কাশীশ্বর রায়ের বিষয় ...িত হইয়াছে। এ জন্য দেবীকান্ত ও দেবীদাস একই ব্যক্তি নহেন, এরূপ বোধ হওয়া অসম্ভব নহে। স্বর্গীয় গোবিন্দমোহন রায় মহাশয়ের প্রকাশিত ...শীনামায় দেবীকান্তের অধস্তন বিনোদ ও নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত দুইটী নাম পরিদৃষ্ট হয়। নিত্যানন্দের অধস্তন বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলেই ...বিষয়ের কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না।

"কটকে চাকুরী কৈল মাধবসন্তান।
পোতাজিয়া থাকি কৈল সমাজ প্রধান॥

* দেবীদাসের বংশধর সুরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায় মহাশয় ও কতিপয় প্রাচীন ...লোর নিকট হইতে এই সকল বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

তথা হইতে দেবীদাস খাঁ মহাশয়।
রহিলা মহিমাপুরে জাহ্নবী আশ্রয়॥"

ঢাকুরগ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত উক্তিহেতু, দেবীদাস খাঁ কাশীশ্বর রায়ের ভ্রাতৃবংশসম্ভূত বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার সুবাদার দাউদ খাঁ গৌড়ের সিংহাসনচ্যুত হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। এ সময় কাশীশ্বরের ভ্রাতা কটকে দাউদের অধীনে কর্ম্ম করেন। সে বংশে দেবীদাস নামক কোন ব্যক্তি বা দেবীদাসের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।

রঞ্জিৎ রায় মুরশীদকুলী খাঁর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রঞ্জিতের একটী দৌহায় তাড়াশের হরিদেব রায়ের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। মুর্শিদ কুলী খাঁর পরে সুজা খাঁর শাসনকাল। সুজা খাঁর সময়ে যে, পরগণা বড় বাহু হোসেন সাহীর চারিআনা অংশ মধ্যে তাড়াশের উক্ত হরিদেব রায় ও রঘুরাম রায় প্রভৃতির জমিদারী ছিল, তদ্বিষয় সুজা খাঁর সময়ের রাজস্বসংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠে প্রতীয়মান হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল প্রমাণ আছে, তাহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। প্রস্তাববাহুল্যভয়ে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হইল না।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

ক্ষত্রিয়-সমস্যা।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় মূলতঃ একবর্ণান্তর্গত হইলেও সত্যযুগের শেষাংশে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া ভারতে চারি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখনও ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে আদানপ্রদানপ্রথা সমাজে প্রচলিত থাকায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় পরস্পরের আত্মীয়-কুটুম্ব-রূপে সমাদৃত হইতেন। কালবশে যে এই আত্মীয়তানিবন্ধন পরস্পরের সামাজিক অবস্থাদির উন্নতির প্রতি দ্বেষ বিদ্বেষ ছিল না, এমন নহে। তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ যেমন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা হইয়া সমাজে উচ্চতর আসনলাভে যত্নপর ছিলেন, তেমনি ক্ষত্রিয়-রাজগণ উপনিষদ্‌নিচয় প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা যে ব্রাহ্মণাপেক্ষা হীন ছিলেন না, তাহা দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। পরন্তু বৈদিক জ্ঞান ও শিক্ষাও লইয়া উভয় বর্ণমধ্যে একটা মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিবাদ বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। এই বিবাদ কখন কখন অতি অল্পকাল মধ্যে মিটিয়া যাইত, আবার কোন কোন সময় ইহা এমন ভীষণতর হইত, যে শতবর্ষ কাল পর্য্যন্ত সেই বিবাদের জের মিটিত না। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে, এই বিবাদের পরিণাম অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। ঐ সময় ভগবান্ বিষ্ণু পাপাচারী দুর্বৃত্ত নৃপালবর্গের উচ্ছেদ করিতে অভিলাষী হইয়া ভার্গববংশীয় মহাতপা জমদগ্নির ঔরসে বিদর্ভরাজদুহিতা রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাহার সহিত এক সহজ পরশু প্রসূত হয়। জননী ক্ষত্রিয়তনয়া— জনক ব্রাহ্মণ তপস্বী; এই কারণে তিনি উভয়গুণাক্রান্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণের ন্যায় তপস্বী ও বেদবিৎ এবং ক্ষত্রিয়ের মত শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ তথা বীরধর্ম্মী হইয়াছিলেন। (১) এই অগ্নিসম তেজস্বী রাম স্বভুজবীর্য্যবলে নিখিল ক্ষত্রিয়কুল উৎসাদন করিয়া তাঁহাদের রুধিরে স্যমন্তপঞ্চকে পাঁচটী শোণিতময় হ্রদ প্রস্তুত করেন। তথায় তিনি স্বীয় পিতৃগণের তর্পণ করিয়া নিদারুণ ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। (২)

(১) কালিকাপুরাণ ৮৫ অ০।

(২) মহাভারত আদি ২য় অধ্যায় ও বনপর্ব্ব ১১৭শ অ০।

ব্রাহ্মণসহ ক্ষত্রিয়ের বিবাদের কারণসম্বন্ধে পুরাণাবলীতে মতান্তর নাই। সকল পুরাণেই ক্ষত্রিয়গণের দোষে যে এই সমস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। পুরাণসঙ্কলয়িতৃগণ ব্রাহ্মণ—ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মোচ্ছেদসাধনের পর যৎকালে ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই এই সকল পুরাণাবলী লোকসমাজে প্রচার করেন, এই কারণে আর্ষপুরাণসমূহে বহু আধুনিক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সময় হইতেই জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে বদ্ধমূল হয়। সাধারণ জনগণের হৃদয়ে অতর্কিত ভাবে সহজে কতিপয় কুসংস্কারবীজও এই সময়েই রোপিত হয়। ব্রাহ্মণগণেরই প্রাধান্য—সমাজমধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের আচরণ—ধর্ম্মসঙ্গত ও বেদবিহিত, ইত্যাদি দেখাইতে যাইয়া পুরাণে বহুবিধ উপাখ্যান ও বিষয়াদি সংযোজিত হইয়াছে। আবার অনেক স্থলে কোন কোন ঘটনার বর্ণনা গ্রন্থান্তরে অন্যরূপে বিবৃত হওয়ায় তাহাদের মৌলিকত্বসম্বন্ধে সদ্বিবেচক পাঠকের সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে। উহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি, তাহা পৌরাণিক সমালোচকগণের অবিদিত নাই।

পৌরাণিক ঘটনার সময়-নিরূপণ বড় সহজ নহে। এক পুরাণের কোন এক বংশের বংশলতা পুরাণান্তরে সেই বংশের বংশলতার সহিত মিলাইতে গেলে অনেক নামের গোলযোগ দেখা যায়। কোন কোন গ্রন্থে দুই চারিটী নাম কমাইয়া দিয়াছেন, আবার কোন কোন পুরাণে ঐ রূপ নাম দুই একটী বাড়াইয়াছেন। ফলতঃ আঠারখানি পুরাণের বংশলতাগুলি আঠার রকমের। এই সকলের সামঞ্জস্য করিয়া সময়-নিরূপণ সুখসাধ্য নহে, সুতরাং এইরূপ উপকরণ-সাহায্যে পৌরাণিক ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা অনেক সময়ে ঠিক হয় না। পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে গোলযোগ পদে পদে ঘটে। উপস্থিত এই প্রবন্ধে যে সকল পৌরাণিক ঘটনাবলী বিবৃত হইতেছে, তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যের যে গোলযোগ নাই, তাহা বলা সুকঠিন, তবে যথাসাধ্য চেষ্টায় যাহা পূর্ব্বাপর বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা তদনুরূপ ভাবে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইতেছি।

ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের প্রথম সংঘর্ষ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঘটে। এই সময়ে নরপতি বেণ মোহ ও অহঙ্কারবশতঃ শিষ্টাচার প্রদর্শনে একান্ত অসমর্থ

হলে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিগৃহীত করত তাঁহার দক্ষিণ উরু মন্থনে প্রবৃত্ত হন। তখন তাঁহার উরুদেশ হইতে নিষাদের উৎপত্তি হয়। অনন্তর দক্ষিণ বাহু মন্থন করায় মহারাজ পৃথু উৎপন্ন হন। বেণ মাতামহ-দোষে স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে নিতান্ত লোলুপ হইয়া উঠেন। তাঁহার শাসনকালে যজ্ঞস্থলে বেদাধ্যয়ন ও প্রণবোচ্চারণের প্রসঙ্গও ছিল না। সুতরাং দেবতারা যজ্ঞে সোমরস পান পরিত্যাগ করেন। তিনি "তাহার রাজ্যে কেহ যজ্ঞ বা হোম করিতে পারিবে না" এইরূপ আদেশ ঘোষণা করেন। (৩)

দ্বিতীয় সংঘর্ষ বৈবস্বত মন্বন্তরে ঘটে। এ সম্বন্ধে মহাভারতে আছে,—

"বিপ্রৈঃ স বিগ্রহং চক্রে বীর্য্যোন্মত্তঃ পুরূরবাঃ।
জহার চ বিপ্রাণাং রত্নান্যুৎক্রোশতামপি॥
সনৎকুমারস্তং রাজন্ ব্রহ্মলোকাদুপেত্য চ।
অনুদর্শং ততশ্চক্রে প্রত্যগৃহ্ণান্নচাপ্যসৌ॥
তত মহর্ষিভিঃ ক্রুদ্ধৈঃ সদ্য শপ্তো ব্যনশ্যত।
লোভান্বিতো বলমদান্নষ্টসংজ্ঞো নরাধিপঃ॥" (মহাভারত আদি ৭৫ অ০)

মহারাজ পুরূরবা বীর্য্যোন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সহ বিগ্রহ করেন। তাহাতে বিপ্রগণ আর্ত্তস্বরে রোদন করিলেও তিনি তাঁহাদের রত্ন সকল হরণ করেন। সনৎকুমার আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করায় মহর্ষিগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন। বলগর্ব্বিত লোভান্বিত রাজা শাপগ্রস্ত হইবামাত্র হতচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হন।

ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের তৃতীয় সংঘর্ষের উল্লেখ মৎস্যপুরাণে এইরূপ আছে,—

"ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতম্।
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কর্ম্মণা ॥৪৬
গত্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম্মং সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ ॥৪৭

(৩) হরিবংশ পঞ্চম অধ্যায়

বেদত্রয়ী পরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ।
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্ ॥৪৮
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্ব্বান্ ধর্ম্মবহিষ্কৃতান্।" (মৎস্য০ ২৪ অঃ)

হরিবংশে এই ঘটনা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—নরপতি রজি চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার পৌত্র। মহীপাল আয়ুর ঔরসে রাহুকন্যা প্রভার গর্ভে রজি জন্মগ্রহণ করেন। নহুষ ইঁহার সহোদর। রজির সন্তানেরা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লোপ করায় বৃহস্পতি ইন্দ্রের তেজোবর্দ্ধন তথা রজিপুত্রগণের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ার্থ এক খানি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। উহাতে ঈশ্বরের ও অর্থশাস্ত্রের কোন রূপ প্রসঙ্গ ছিল না, কেবল ধর্ম্মদ্বেষে পূর্ণ। উক্ত শাস্ত্র নিতান্ত অসৎ হইলেও রাজেয়গণের একান্ত মনোরম হয়। ক্রমশঃ তাঁহারা যখন নিতান্ত বিমূঢ় রাগোন্মত্ত ও একান্ত অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্বেষী হইয়া উঠেন, তখন তাঁহাদের বীর্য্য ও পরাক্রম ক্ষীণ হইতে থাকে। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় দুষ্প্রাপ্য ত্রৈলোক্য রাজ্য গ্রহণ করেন। (হরিবংশ ২৯ অঃ বিষ্ণুপু০ ৪ অংশ ৯ অঃ, মৎস্যপুরাণ ২৪ অঃ)

ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের চতুর্থ সংঘর্ষ ভাগবতের নবমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকুনন্দন নিমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঋত্বিক্ বরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ইন্দ্র বরণ করায় তিনি রাজাকে ইন্দ্রের যজ্ঞসমাপ্তিকালপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলেন। আত্মজ্ঞ নিমি জীবন অতিশয় চঞ্চল ভাবিয়া কুলগুরুর প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই অন্য পুরোহিতদ্বারা যজ্ঞারম্ভ করেন। এদিকে বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন করিয়া নিমির গৃহে আসিলেন। তিনি রাজাকে এইরূপ অন্যায়াচারী দেখিয়া কোপে শাপ দিলেন যে, পণ্ডিতাভিমানী নিমির দেহ পতিত হউক। কুলগুরুর এরূপ অধর্ম্মাচরণে রাজাও তাঁহাকে প্রতিশাপ দেন যে, মহর্ষি লোভপরবশ হইয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না রাখায় তাঁহারও শরীর পতিত হইবে। রাজা কুলগুরুকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া নিজ দেহ বিসর্জ্জন করেন। বশিষ্ঠদেবও রাজর্ষির শাপপ্রভাবে দেহান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক মিত্রাবরুণের যজ্ঞে উর্ব্বশী হইতে উৎপন্ন হন।

মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণসহ ক্ষত্রিয়ের পঞ্চম সংঘর্ষের বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়;—সোম হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজর্ষি নহুষ

যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম ও বিক্রম দ্বারা অনায়াসে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তখন তাদৃশ ঐশ্বর্য্য পাইয়া তাঁহার মনে সাতিশয় দর্প জন্মে। এই সময় সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার শিবিকা বহন করিত। কালে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া দ্বিজগণকে অবজ্ঞা করিতে থাকিলে, মহাত্মা অগস্ত্য হইতে অজগরত্ব প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ৬ষ্ঠ সংঘর্ষের কারণ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় একদিন মৃগয়ায় যাইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠের আশ্রমপদে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠদেব তাঁহার যথোচিত সৎকার করায় তিনি সাতিশয় পরিতোষ লাভ করেন। ভগবান্ বশিষ্ঠের শবলা নাম্নী একটী কামধেনু ছিল। বিশ্বামিত্র ঐ কামধেনুর অসামান্য শক্তিদর্শনে লোভপরবশ হইয়া উহা বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ উহা দিতে অসম্মত হওয়ায় রাজা বলপূর্ব্বক সেই ধেনুটীকে লইয়া যান। লইয়া যাইবার সময় ধেনুর নয়নজল নিপতিত হইতে লাগিল, সে দুঃখিত মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাঁহাকে কি মহর্ষি স্বয়ংই ত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই ধেনু রক্ষীদিগের হস্ত অতিক্রম করিয়া সবেগে মহর্ষির নিকট গিয়া, কেন তাহাকে রাজভৃত্যগণ লইয়া যাইতেছে, জিজ্ঞাসা করে। তখন বশিষ্ঠ কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "শবলে! আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই, মহাবল এই নৃপতি বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমার তত্তুল্য বল নাই, বিশেষতঃ তিনি রাজা, বলবান, জাতিতে ক্ষত্রিয়, আবার পৃথিবীর অধিপতি। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই রাজার চতুরঙ্গ সেনা থাকায় ইনি আমা অপেক্ষা বলবান্।" তখন কামধেনু বশিষ্ঠকে বলিলেন, "দেব, আমাকে বলসৃষ্টি করিতে আদেশ করুন—আমি বিশ্বামিত্রের দর্প সংহার করিব।" বশিষ্ঠ তদনুরূপ আদেশ দেওয়ায় সেই ধেনু অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করে। ঐ সৃষ্ট সৈন্যদলে পহ্লব, শক, যবন, কাম্বোজ বর্ব্বরাদি জাতি দেখা দিল। উহাদের সহিত যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের চতুরঙ্গ সেনা পরাজিত হয়। তখন মনঃক্ষোভে বিশ্বামিত্র এক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া হিমালয়শিখরে মহাদেবের আরাধনার্থ তপস্যা অভিনিবেশ করেন। কালে মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাঙ্গো-

পাঙ্গ মন্ত্রসহ রহস্যযুক্ত ধনুর্ব্বেদ দিন। অস্ত্রলাভে বিশ্বামিত্র দৃপ্ত হইয়া পুনরায় বশিষ্ঠাশ্রমে যান। তথায় বশিষ্ঠসহ বিশ্বামিত্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধেও বিশ্বামিত্র পরাভূত হন। তখন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশে তপস্যায় মনঃসংযোগ করেন। যথাকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করেন। (৪)

মার্কণ্ডেয়পুরাণ নবম অধ্যায়ে ও হরিবংশের ১৯১ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে দ্বিতীয় সংঘর্ষের কারণ রাজসূয়যজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র এই মহাক্রতু রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে বশিষ্ঠদেব আড়ি ও মহর্ষি বিশ্বামিত্র বকরূপ ধারণ করায় যে ক্ষত্রিয়নাশন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এই রাজসূয় যজ্ঞই তাহার কারণ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিবাদ যে আরও দুই তিনবার হইয়াছিল তাহা মহাভারত হইতে পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৫৭ অধ্যায়ে আছে, ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণাজিন পরিয়া তালজঙ্ঘ নামক ক্ষত্রিয়গণকে (৫), অঙ্গিরাতনয় বৃহস্পতি নীপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে এবং ভারদ্বাজ বৈতহব্য ঐল চিত্রায়ুধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে জয় করেন। (৬)

ব্রাহ্মণগণ সহ ক্ষত্রিয়গণের বিরোধ একাদশবারে যে রূপে ঘটিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে এইরূপ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে মাহিষ্মতী পুরীতে কৃতবীর্য্য নামে রাজা বেদজ্ঞ ভৃগু-বংশের যজমান ছিলেন। তিনি সামযাগ সমাপনান্তে অগ্রভুক্ ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধনধান্যদ্বারা পরিতুষ্ট করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় রাজগণের অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন তাঁহারা ভার্গবগণের প্রচুর ধন আছে জানিয়া যাচকভাবে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হন। ভার্গবদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় ধনক্ষয় না হয়, এই বিবেচনায় উহা ভূগর্ভে নিখাত করেন। কেহ বা ক্ষত্রিয় হইতে ভীত হইয়া স্বীয় ধন বিপ্রসাৎ করেন, কেহ বা কারণান্তর

(৪) রামায়ণ, বালকাণ্ড ৫১-৬৫অঃ।

(৫) তালজঙ্ঘ নামক মহাক্ষত্রিয় একমাত্র মহাত্মা ঔর্ব্ব কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন।—মহাভারত অনুশাসন ১৫৩ অধ্যায়।

(৬) মহাভারত অনুশাসন ১৪ অধ্যায়।

বিবেচনায় যাচক ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ ধন দান করেন। এই সময়ে কোন ক্ষত্রিয় লোভপরবশ ও সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া কোন ভার্গবের গৃহতল খনন করায় বিপুল অর্থ পাইয়া উহা অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের নিকট প্রচার করেন। অর্থলোলুপ ক্ষত্রিয়গণ তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া শরণাগত ভার্গবগণেরও সমুদয় রত্ন হরণপূর্ব্বক শাণিত শরনিকরদ্বারা প্রাণ-সংহার করে। এমন কি, ভার্গবগণের গর্ভস্থ বালক পর্য্যন্ত বধ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এইরূপে ভৃগুকুল উচ্ছিদ্যমান হইলে ভার্গবপত্নীরা ভয়ার্ত্তা হইয়া দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতে পলাইয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে কোন এক ব্রাহ্মণী স্বকুলরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ভয়ে এক উরু মধ্যে মহাবীর্য্যসম্পন্ন গর্ভধারণ করেন। অপরা কোন ব্রাহ্মণী এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ভয়হেতু তৎ-ক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়গণের নিকট গিয়া প্রকাশ করেন। দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রবন্ধুগণ কাল বিলম্ব না করিয়া সেই গর্ভ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া সেই ব্রাহ্মণীর নিকট যাইয়া দেখেন যে, সেই ব্রাহ্মণী স্বীয় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমানা হইয়া আছেন। নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়গণ যেমন সেই গর্ভবতী রমণীর উপর অত্যাচার করিবার উপক্রম করিবে, অমনি সেই গর্ভস্থ বালক মাতার উরুভেদ করিয়া মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের দৃষ্টিলোপ করত নির্গত হন।(৭) রাজগণ চক্ষুবিহীন-প্রযুক্ত হতদৃষ্টি হওয়ায় মোহাভিভূত হইয়া দুর্গম পর্ব্বতে ঘুরিতে লাগিলেন। পরে দৃষ্টিলাভাশায় সেই ব্রাহ্মণীর শরণাপন্ন হইলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণী শরণাগত রাজগণকে বলেন "রাজগণ, আমি রোষান্বিত হই নাই, কিংবা আপনাদের দৃষ্টিশক্তিও হরণ করি নাই। পরন্তু আমার উরুজাত ভৃগুবংশীয় এই কুমার বন্ধুগণের বিনাশে আপনাদের উপর কুপিত হইয়া আপনাদের চক্ষু হরণ করিয়াছেন। আপনারা যখন ভার্গবগণের গর্ভস্থবালক পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, আমি তখন অবধি উরুতে এই গর্ভ শতবৎসর

(৭) মৎস্যপুরাণ ও হরিবংশে ইহার উৎপত্তির কারণ অন্যরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় মতে ব্রহ্মবিজন্মা ঊর্ব্ব ঋষির উরুভেদ করিয়া ঔর্ব্বের উৎপত্তি হয়। ঔর্ব্ব জাতমাত্র ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হওয়ায়, ব্রহ্মা আসিয়া তাহাকে বড়বামুখাকৃতি সমুদ্রমুখে স্থান দেন। তদবধি তিনি ঔর্ব্বানল নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

(হরিবংশ ৪৬ অঃ, মৎস্যপুরাণ ১৭৫ অঃ)

ধারণ করিয়াছি। ষড়ঙ্গসহ সমস্ত বেদ এই বালকের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট আছে। এই বালক পিতৃবধহেতু রুষ্ট হইয়া নিশ্চয় আপনাদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইঁহারই দিব্য তেজোবলে আপনাদের চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। অতএব আপনারা এই সদ্যোজাত বালককে প্রসন্ন করুন, চক্ষুষ্মান হইবেন।" তখন সেই সেই রাজগণ সদ্যোজাত শিশুকে প্রসন্ন করায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

এই ঘটনার পরে ঔর্ব্ব ত্রৈলোক্যনাশার্থ উগ্র তপস্যায় নিরত হইলে তদীয় পিতৃগণ আসিয়া বলেন, "হে ঔর্ব্ব, তুমি তপোবলে উগ্র হইয়াছ। তোমার প্রভাব আমরা দেখিয়াছি। ক্রোধ ত্যাগ কর। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যখন ভার্গবগণের হিংসা করেন, তখন জিতেন্দ্রিয় ভার্গবেরা আপনাদের বধ উপেক্ষা করায়, ভাবিও না যে তাঁহারা তৎপ্রতিবিধানে অসমর্থ ছিলেন। পরমায়ু অতিশয় দীর্ঘ হওয়ায় যখন তাঁহাদের ক্লেশবোধ হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা স্বয়ংই ক্ষত্রিয়দ্বারা ঐরূপে বধাভিলাষ করেন। তাই ভার্গবেরা ক্ষত্রিয়সহ বৈর উৎপাদন জন্য গৃহে ধন প্রোথিত করিয়া তাঁহাদিগকে কুপিত করেন। * * যখন তাঁহারা দেখেন, মৃত্যু কোন মতেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহারা সেই উপায়কে শ্রেয়োজ্ঞান করেন। কারণ আত্মঘাতী পুরুষ শুভলোক লাভে অসমর্থ। তাহা ভাবিয়া তাঁহারা আত্মহত্যা করেন নাই। * * * * তাই বলি ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিও না।"

শেষোক্ত ঘটনাটী আবার অনুশাসনপর্ব্বের ৫৬ অধ্যায়ে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—"ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুবংশীয়দিগের যাজ্য, ইহা নিয়তই আছে। দৈবকারণবশতঃ তাঁহারা বিভিন্ন হইবে। তাঁহারা দৈবদণ্ডদ্বারা নিপীড়িত হইয়া গর্ভাবধি ছেদন করত ভৃগুবংশীয়গণের বধসাধন করিবে। তখন উর্ব্ব নামে এক মহাতেজস্বী পুরুষ উৎপন্ন হইবেন। তিনি ত্রৈলোক্যনাশার্থ কোপানল সৃষ্টি করিবেন। তাহাতে সকাননাচল ধরণীমণ্ডল ভস্মসাৎ হইবে। ঔর্ব্ব সমুদ্রমধ্যে বড়বামুখে বহ্নিকে নিক্ষেপ করিয়া কিছুকালের জন্য তাহাকে শান্ত রাখিবেন। তৎপুত্র ঋচীকের নিকট সাক্ষাৎ সমস্ত ধনুর্ব্বেদ উপস্থিত হইবে। দৈবকারণ নিবন্ধন ক্ষত্রিয়গণের অভাবহেতু তিনি সেই ধনুর্ব্বেদ প্রতিগ্রহ করিয়া পরে উহা তৎপুত্র জমদগ্নিতে সংক্রামিত করিবেন। জমদগ্নি সেই ধনুর্ব্বেদ ধারণ করিবেন। তিনি তোমার বংশ হইতে কন্যাগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বংশের উদ্ভাবনার্থ তাঁহাকে পরিণয় করিবেন। জমদগ্নি তোমার পৌত্রী গাধিদুহিতা সত্যবতীকে লাভ করিয়া তাঁহাতে ক্ষত্রধর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ পুত্র উৎপাদন এবং তোমার বংশে গাধির ঔরসে ধার্ম্মিক মহাতপস্বী বিপ্রকর্ম্মা বিশ্বামিত্র নামক পুত্র প্রদান করিবেন। * * তৃতীয় পুরুষে তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব হইবে। তুমি শুদ্ধচিত্ত ভার্গবগণের সম্বন্ধী হইবে।"

হরিবংশোক্ত ঔর্ব্ব ও ইনি একই ঋষি বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এই ঔর্ব্ব কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি পাঠে জানা যায় যে, ঔর্ব্ব মাতার উরুদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হন। হরিবংশ মতে পিতার উরু হইতে ঔর্ব্বানলের উৎপত্তি। উভয় গ্রন্থে ইঁহাকে অযোনিসম্ভব বলা হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাযশা ঔর্ব্ব মনুকন্যা আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চ্যবন, পিতামহ ভৃগু। চ্যবনমুনিও রোষান্বিত হইয়া রাক্ষসহস্ত হইতে মাতার মুক্তির নিমিত্ত গর্ভ হইতে চ্যুত হন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক, তৎপুত্র জমদগ্নি। ভৃগুবংশের এই বংশলতাসম্বন্ধে পুরাণাবলীর ঐক্য নাই। গ্রন্থান্তরে মহর্ষি ঋচীক সত্যবতীকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করেন। তাঁহাদের সন্তান মহর্ষি জমদগ্নি। জমদগ্নি বিদর্ভরাজদুহিতা রেণুকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে পরশুরাম জন্মেন।

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে (৫৫ অঃ) কুশিক-চ্যবন-সংবাদ-সম্বলিত উপাখ্যান-পাঠে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষসম্বন্ধে এইরূপ একটী ভবিষ্যৎ বাণী পাওয়া যায়। মহর্ষি চ্যবন রাজর্ষি কুশিককে বলিতেছেন,—"পুরাকালে দেবতার শুনিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধহেতু কুলসঙ্কর হইবে। তেজঃসম্পন্ন তোমার এক পৌত্র জন্মিবে। তাই আমি তোমার বংশনাশার্থ তোমার নিকট আসিয়াছি। কুশিকবংশের উচ্ছেদ কামনায় তোমার বংশদগ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল। তাই তোমার ছিদ্রান্বেষণজন্য এতকাল তোমায় কষ্ট দিয়াছি। তোমার মনোভাব বুঝিয়াছি, তুমি ব্রাহ্মণত্ব ও তপস্যা আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে। কুশিক হইতে কৌশিক দ্বিজ জন্মিবে।"

অনুশাসন পর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতে মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশের উচ্ছেদার্থ তদীয় রাজধানীতে শুভাগমন করিয়া তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে যত্নপর ছিলেন। উচ্ছেদের কারণ কুলসঙ্কর পাছে ঘটে—প্রভুর কি দয়া, ভবিষ্যতে কুলসঙ্কর ঘটিবে এই আশঙ্কায় বর্ত্তমান বংশকর্ত্তার বিনাশ, কোন্ ধর্ম্মসঙ্গত বুঝিলাম না। আমার বিবেচনায় কুলসঙ্কর অর্থে ক্ষত্রিয় হইতে অপক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্বলাভই চ্যবন মুনির দ্বেষের কারণ। প্রথমাংশে (৫৬ অ) আছে, "দৈব-কারণবশতঃ তাঁহারা (ক্ষত্রিয় ও ভার্গবগণ) বিভিন্ন হইবে।" কিন্তু কি কারণে, তাহার উল্লেখ নাই—ইহারই বা কারণ কি? আবার "দৈব কারণ নিবন্ধন ক্ষত্রিয়গণের অভাবহেতু তিনি সেই ধনুর্ব্বেদ প্রতিগ্রহ করিবামাত্র তৎপুত্র জমদগ্নিতে সংক্রামিত করিবেক।" এই বাক্যেরই বা অর্থ কি? ইহা হইতে বুঝা যায়, ক্ষত্রিয়গণের অভাব পূর্ব্বে আর একবার ঘটিয়াছিল। ধনুর্ব্বেদ ঋচীক পাইলেন, আমরা জানি মহর্ষি ভৃগুই ধনুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন। (৮) ভৃগু ঋচীকের পূর্ব্বপুরুষ, সুতরাং উহা যে, পিতৃগণ হইতে লাভ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ব্রাহ্মণগণ বরাবরই আগ্নেয়াস্ত্র নিজেদের হস্তে রাখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও পুরাণাবলীতে যথেষ্ট আছে। বড়বানলের সৃষ্টিবিষয়ক ব্যাপারটা কি? উহাও বোধ হয় একরূপ আগ্নেয়াস্ত্র, যাহার প্রয়োগ প্রতিসংহারাদি ভার্গববংশীয় ঔর্ব্বের জানা ছিল। "গর্ভাবধি ছেদন" বিধি যুদ্ধবিগ্রহের অঙ্গ। পরাজিতগণের উপর এরূপ নিদারুণ নিষ্ঠুরতা জগতের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা জগতের সহিত যাইবে। যেমন ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণীর গর্ভ বিদারণপূর্ব্বক গর্ভজাত শিশু হনন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, তদ্রূপ ভগবানের অবতার পরশুরামও তাহার নিক্তি ওজনে শোধ লইয়াছিলেন—

"গর্ভস্থং মাতৃক্রোড়স্থং শিশুং বৃদ্ধঞ্চ মধ্যমম্।
জঘান ক্ষত্রিয়ং রামঃ প্রতিজ্ঞাপালনায় বৈঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড ৪০ অঃ)

দ্বাদশ বারে ব্রাহ্মণসহ ক্ষত্রিয়ের বিবাদ যে জন্য ঘটে, তাহা মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১৭৭ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব কল্মাষপাদ রাজা

(৮) বিষ্ণু পু০ ৩৬।

একদা মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বশিষ্ঠতনয় শক্তি তাঁহার পথরোধ করায়, তিনি তাঁহাকে পথ হইতে অপসৃত হইতে আদেশ করেন। শক্তি তাহা পালন না করায় রাজা মোহবশে তাঁহাকে কশাঘাত করেন। তন্নিবন্ধন মুনি তাঁহাকে "রাক্ষস হইবে" বলিয়া শাপ দেন। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ রাজার যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া যখন রাজা ও শক্তি, ঐরূপ পথ লইয়া বিবাদ করিতেছেন, তখন তথায় উপস্থিত হইয়া নৃপতির ভাব বুঝিয়া কিঙ্করনামা জনৈক আজ্ঞানুবর্ত্তী রাক্ষসকে রাজশরীরে আবিষ্ট হইতে আদেশ করেন। রাজা রাক্ষসাক্রান্ত হওয়ায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ বিনাশ করেন। এই সময় তিনি বশিষ্ঠের শক্তি-প্রমুখ শতপুত্রের মাংস ভক্ষণ করিয়া নিদারুণ ক্ষুধার উপশম করেন। বশিষ্ঠের এবংবিধ সর্ব্বনাশ যে বিশ্বামিত্রের উত্তেজনায় ঘটিয়াছিল, তাহাও মহামুনি জানিতেন।

এতদ্ভিন্ন আরো তিনটী সংঘর্ষের কথা মহাভারত ও রামায়ণে উল্লেখ আছে। তাহা এই—

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৩৫০ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, দণ্ডক নৃপগণের রাজ্য ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ইহার বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়:—বৈবস্বত মনুতনয় ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র জন্মে, সর্ব্ব কনিষ্ঠটি মূঢ় ও মূর্খ হওয়ায় জ্যেষ্ঠদিগকে মান্য করেন নাই। অবশ্যই তাহার দণ্ড হইবে, ইহা ভাবিয়া ইক্ষ্বাকু তাঁহার নাম দণ্ড রাখিলেন। বিন্ধ্য ও শৈবাল পর্ব্বতের মধ্যভাগে তাঁহার রাজ্য হইল। দণ্ড সেই মনোরম পর্ব্বত-প্রদেশে রাজা হইয়া মধুমন্ত নামে একটী উত্তম নগর স্থাপনপূর্ব্বক দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। এইরূপে রাজ্য স্থাপন করিয়া সপুরোহিত রাজা দণ্ড, স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ ঐ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা একদিন মধুর চৈত্রমাসে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঋষি আশ্রমে ছিলেন না, তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্যবতী কুমারী কন্যা অরজা বনভূমিতে বেড়াইতেছিল। রাজা দণ্ড ঐ কন্যারত্ন দেখিতে পান। দেখিয়াই কামে উন্মত্ত হইয়া তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করিলেন ও

পরে স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। অরজা আশ্রমের অনতিদূরে বনমধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক ক্রন্দন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে দেবসন্নিভ জনকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শিষ্যমুখে অরজা-বৃত্তান্ত শুনিয়া, শুক্রাচার্য্য শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া নিজ আশ্রমে ফিরিলেন এবং অরজাকে দীনা, ধূলি-ধূসরিতা ও প্রত্যুষসময়ে গ্রহগ্রস্তা জোৎস্নার ন্যায় দেখিলেন। ঋষি একে ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, তাহাতে আবার কন্যার তাদৃশী দুর্দ্দশা দেখিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অভিশাপ দিলেন, "দুর্ম্মতি রাজা দণ্ড পাপাচারী—সপ্তরাত্রের মধ্যে পুত্র সৈন্য ও বাহনগণের সহিত বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র সুমহৎ পাংশু বর্ষণ করিয়া এই দুর্ম্মতির রাজ্যের শত যোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন। যত দূর পর্য্যন্ত দণ্ডের রাজ্য বিস্তৃত আছে, ততদূর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী অবদাহ-বর্ষণে বিনষ্ট হইবে।" তিনি স্বীয় আশ্রমস্থ জনগণকে রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া অবস্থিতি করিতে বলিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মর্ষির বাক্য শুনিয়া সেই আশ্রম ছাড়িয়া দণ্ড রাজ্যের সীমার বাহিরে যাইয়া বাস করিলেন। তখন তিনি কন্যাকে সেইস্থানে রাখিয়া নিজ বাসজন্য অন্যত্র যান। সেই ব্রহ্মর্ষির বাক্যমত রাজা দণ্ডের সমগ্র রাজ্য, ভৃত্য বল ও বাহনগণের সহিত সপ্তরাত্র মধ্যে ভস্মসাৎ হইল। সত্যযুগে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডের রাজ্য সেই দুরাত্মার অপরাধবশতঃ ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অরণ্যে পরিণত হয়। তদবধি ঐ স্থান দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত হইল।

(রামায়ণ উত্তর ৯২-৯৫)

সূর্য্যবংশীয় সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞাশ্ব রাখিতে ষাট হাজার পুত্রকে নিয়োগ করেন। রাক্ষস মূর্ত্তি ধরিয়া ইন্দ্র ঐ যজ্ঞাশ্বটী হরণ করিয়া পাতালে লইয়া যান। পিতা যজ্ঞাশ্বের হরণবৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্রগণকে পৃথিবী খুঁড়িয়া পাতাল হইতে অশ্বের উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। পিতার আদেশমত প্রত্যেকে এক যোজন করিয়া পৃথিবী খুঁড়িয়া পাতালে অশ্ব আনিতে যান। তথায় তাঁহারা কপিলদেবের নিকট যজ্ঞীয় অশ্বটী দেখিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞদ্বেষ্টা ভাবিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করায়, তাঁহার হুঙ্কারে সকলেই ভস্মাবশেষ হন। (রামায়ণ, বালকাণ্ড ৪৩-৪৪ সর্গ, ভারত, বন ১০৭ অ০)

রাজর্ষি নৃগ ব্রাহ্মণভক্ত ও মহাযশস্বী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বারংবার

শত সহস্র, শত শত অষ্টশত ও অযুত গো দান করিয়াছিলেন। কোন সময় পুষ্করতীর্থে ইনি এক কোটি গাভী সম্প্রদান করেন, তাহাতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী সবৎসা ধেনু দৈবাৎ সেই গাভী সকলের সহিত প্রদত্ত হয়। যাহার ধেনু হারাইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ দেশ দেশান্তরে আপন গাভী অন্বেষণ করিতে করিতে কনখল দেশে এক পণ্ডিতের গৃহে সেটীকে দেখিতে পান। দেখিয়া ডাক দিবামাত্র গাভীটী পূর্ব্বস্বামীর অনুসরণ করিল। তখন যে সেটীকে পালন করিতেছিল, সে কহিল, "এ গাভী আমার, মহাত্মা নৃগ নৃপতি দিয়াছেন।" বিবাদ মিটাইবার জন্য উভয়ে নৃগ রাজার নিকটে যান। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিবস অপেক্ষা করিয়াও প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায়, উভয়েই কুপিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "আমরা প্রয়োজনবশতঃ অর্থী হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তুমি রাজা হইয়া আমাদিগকে দেখা দিলে না, অতএব তুমি কৃকলাস হও, কৃকলাস হইয়া বহু বহু সহস্র বর্ষ গর্ত্তমধ্যে সর্ব্বজীবে অদৃশ্য হইয়া বাস কর। কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষ্ণু মনুষ্যবিগ্রহধারী হইয়া বাসুদেব নামে যদুকুলে উৎপন্ন হইবেন, পৃথিবীর ভার হরণে অবতীর্ণ সেই নর-নারায়ণ ঋষিই তোমাকে শাপ মুক্ত করিবেন।" (রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড ৫৩ অধ্যায় ; মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ১৭০ অধ্যায়) রাজর্ষি নৃগ ব্রহ্মশাপনিবন্ধন কৃকলাস হইলেন। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ১৭২ অধ্যায়ে নৃগ রাজার এইরূপ দুর্দ্দশা কারণ যে অজ্ঞানতা "তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ে আছে "মহাত্মা নৃগ নৃপতি একমাত্র অজ্ঞানরূপ অপরাধবশতঃ মহদ্দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন।" আবার উক্ত মহাগ্রন্থের অনুশাসনপর্ব্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে আছে, "রাজর্ষি নৃগ মহামখে ব্রাহ্মণগণকে গো-দান করিয়া অনর্থক কৃকলাসত্ব প্রাপ্ত হন।" বাস্তবিক ধরিতে গেলে এ বিষয়ে রাজর্ষির কোন দোষ নাই। রাজর্ষি যখন কৃষ্ণের নিকট তাহার অপরাধ সম্বন্ধে নিবেদন করিতেছেন, তখন ও তিনি বলিয়াছেন "প্রোষিত অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের একটী গো পরিভ্রষ্ট হইয়া আমার গো-ধন মধ্যে পরিভ্রষ্ট হয়। আমার পশুপালগণ সেই গোকে আমার গো সহস্র মধ্যে সংখ্যা করে। আমি পরলোকের ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই গোদান করি।" ইহা হইতে রাজার দোষ কিরূপে বুঝা যায়—সহস্র

গো মধ্যে কোনটী রাজার, কোনটী অপরের তাহা রাজা কি করিয়া বলিবেন? তাঁহার পশুপালের উহা বলিতে পারা সম্ভবপর। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের রোষ কি ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছিল? তবে কর্ম্মচারীর দোষে অনেক সময়ে কর্ত্তাকে বিপন্ন হইতে হয়। এ স্থলে নৃগ নৃপতি তাহার উদাহরণস্থল। গো অর্থে পৃথিবী সুতরাং ভূমি খণ্ড ভাবিয়া লইলে ইহার অর্থ অন্যরূপ দাঁড়ায়। কোন ব্রাহ্মণের ভূসম্পত্তি লইয়া এইরূপ রাজার অনর্থ ঘটা সম্ভবপর নহে কি?

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ কেবল পরশুরামের সময়ে হইয়াছিল এমন নহে। ভগবান্ পরশুরামের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে উহাদের বিবাদ-বিসংবাদে মধ্যে মধ্যে ভারতের শান্তিভঙ্গ হইত। যতক্ষণ না একদল বিজিত হইত, ততক্ষণ এই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। একাদশবারের যুদ্ধে কৃতবীর্য্য সন্তানগণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করেন,—তাহার কারণও সুস্পষ্টভাবে মহাভারতে লিখিত আছে। ভার্গবেরা স্বেচ্ছায় যে ঐ গোলযোগ বাঁধাইয়াছিলেন, তাহাও ঔর্ব্বের পিতৃগণ-মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বৈরতা যে শতবর্ষব্যাপী ছিল, তাহার প্রমাণও ঔর্ব্বের মাতৃগর্ভে শতবর্ষকাল স্থিতি হইতে বুঝা যায়। ইহার পরে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যে আর একবার ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল—তাহার নায়ক পরশুরাম, প্রতিনায়ক কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন। পরশুরাম মহর্ষি ভৃগু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ ও ঔর্ব্ব হইতে চতুর্থ, কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য সোমদেব হইতে অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ। সোমদেবের পিতা মহর্ষি অত্রি মহর্ষি ভৃগুর অনুজ। উভয়েই ভগবান্ কমলযোনির মানসপুত্র ও প্রজাপতি। আবার মিথিলাপতি গাধিরাজ সোমদেব হইতে অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ। বিশ্বামিত্র এই নরপাল গাধির পুত্র, পরশুরামজনক মহামুনি জমদগ্নির মাতুল। রামায়ণমতে অযোধ্যাধিপ অম্বরীষ গাধির সমসাময়িক(৯)। ভাগবত মতে অম্বরীষ ইক্ষ্বাকু হইতে অধস্তন বিংশ পুরুষ। অম্বরীষ ভ্রাতা পুরুকুৎস গাধির মাতামহ। (১০) এদিকে তালজঙ্ঘ মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পৌত্র,

(৯) রামায়ণ বালকাণ্ড ৬১ অঃ।

(১০) হরিবংশ, ২৭ অ০ ভাগ০ ৯।১৫ অঃ।

ঋষি ঔর্ব্ব ইহাকে সংহার করেন। (১১) আবার এই মহর্ষিই নরপতি সগরের গুরু, সগর সূর্য্যবংশীয় পুরুকুৎস হইতে অধস্তন ঊনবিংশ পুরুষ।

এই সকল বিষয় হইতে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পৌরাণিক সময় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে যে সময়ে সময়ে বিবাদ ঘটিত, ইহাই বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রহস্য উদ্ঘাটন অসম্ভব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কুটুম্বিতা ছিল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। বিশেষতঃ ভার্গববংশীয় ব্রাহ্মণগণসহ ক্ষত্রিয়গণ যে বৈবাহিক সূত্রে গ্রথিত হইতেন, তাহার প্রমাণ পুরাণাবলীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। তিনি চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির করে স্বীয় কন্যা দেবযানিকে দান করেন। ভৃগুতনয় চ্যবন মনুকন্যা আরুষীকে এবং শর্য্যাতি কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেন। ভার্গব ঋচীক রাজর্ষি কুশিকতনয়া সত্যবতীকে এবং ঋচীকতনয় জমদগ্নি বিদর্ভরাজদুহিতা রেণুকাকে বিবাহ করেন। ভার্গববংশীয় ব্রাহ্মণেরাই যে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতেন, এমন নহে, মহর্ষি সৌভরী, অগস্ত্য প্রভৃতি উদারধী লোকপূজিত ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়তনয়া বিবাহ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণবংশের বিস্তার করিয়াছেন। এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ বরাবর অতীব ঘনিষ্ঠ ছিল। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধনিবন্ধন, বিবাদ-বিসংবাদ, পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, আত্মবিগ্রহাদি যে ঘটিত না, তাহা ভাবাই ভুল। কারণ মানবপ্রকৃতি সকল সময়েই একরূপ। "কাল-মাহাত্ম্যের দোহাই" সদ্বিবেচকগণ স্বীকার করিতে পারেন না। সত্যযুগে বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ বা জাতিত্বনিবন্ধন জ্ঞাতিবিরোধ, স্বার্থহানিভয়ে পরস্পর বৈরতা ঘটিত না, তাহা কখন স্বীকার্য্য নহে। তবে আজ কাল যত বাড়াবাড়ী, মাত্রাধিক্য, তখন ততটা না থাকিতে পারে কিন্তু একেবারে ছিল না, একথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মানিবেন না। কারণ জগতে যাহা একদিন ছিল, তাহা সর্ব্বকালই থাকিবে, যাহা নাই তাহা আসিবে কোথা হইতে? বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আরম্ভ—প্রমাণ দেবাসুরের যুদ্ধ। স্বার্থের জন্য সকলেই ব্যস্ত—প্রমাণ সমুদ্রমন্থন। এই সমুদ্র-মন্থনকালে দেবা-

(১১) হরিবংশ ১৩ ও ১৪ অ০, বিষ্ণু পু০ ৪।৩, মহাভারত অনুশাসন ১৫৩ অ০।

সুরের যত্ন ও অধ্যবসায় সমান থাকিলেও দেবগণ অমৃত পাইলেন, অসুরেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। উভয় দলের পরিশ্রমলব্ধ ধনে উভয়ের সমান স্বত্ব থাকা ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত। দেবগণ কি তাহা পালন করিয়াছিলেন? দেবরাজ ইন্দ্র কোন্ ধর্ম্মমতে দিতিতনয় মরুৎদেবকে ৪৯শ খণ্ডে বিভক্ত করেন? কেনই বা দৈত্য দানবগণকে স্বর্গের সিংহাসনের ভাগ দিতে কুণ্ঠিত? এই সকল ঘটনাবলী কি সত্য যুগের নহে? তখন কি চতুষ্পাদ ধর্ম্ম জগতে বিরাজিত ছিল না? তবে কেন এমন ঘটনা ঘটিত? স্বার্থতরে দেবগণও কেন বৈমাত্রেয়গণকে বঞ্চিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না? ইহার যথার্থ যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত সদুত্তর দেওয়া—দেবগণের দোষ ক্ষালন করা, আমার মতে সুকঠিন। গোড়ামী করিলে নাচার। তাই ভাবি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদ মাতামহদত্ত কোন স্বত্ব লইয়া যে হইত না, বা জাতিত্ব-নিবন্ধন ঘটিত না, তাহাই বা কি করিয়া বুঝিব? আবার রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতা থাকায় কতিপয় সঙ্কীর্ণমনা রাজ-আত্মীয়গণের বিসদৃশ আচার-ব্যবহারে তৎকালে শান্ত জনপদমধ্যে অশান্তির অনল জ্বলিত না বা জ্বলন সম্ভবপর ছিল না, তাহাই বা ভাবি কি রূপে? যাহা হউক এরূপ কোন না কোন কারণে ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণে বিবাদ ঘটিলে সাধারণে বর্ণশ্রেষ্ঠের দোষ স্বীকার করিতে সাহসী হইত না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারা পাপের ভয় দেখাইয়া সাধারণের মুখবন্ধ করিয়াছিলেন। আবার, তাঁহারাই পুরাণকার ছিলেন, সত্যাসত্য প্রকাশ, আত্মদোষগোপন, পরের কার্য্যে দোষারোপ প্রভৃতি স্বার্থরক্ষার অঙ্গনিচয় যে তাঁহারা উপেক্ষা করিতেন, ইহা অনুমান করা যুক্তি সঙ্গত নহে। আজ কালের ঐতিহাসিকগণ (অবশ্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কথা স্বতন্ত্র) কি সকল সত্যই লিপিবদ্ধ করেন? দোষের কোনটাও কি বাদ দিতে ভুলেন না? তাহা সহৃদয়মাত্রেই বুঝিয়া লউন। সেইরূপ মানবপ্রকৃতি পৌরাণিক কালে ছিল না, ইহা কখন স্বীকার করা যায় না। মানব সর্ব্বকালই মানব। প্রকৃতি তাঁহার সহজাত, তাহার বিরুদ্ধাচরণ সুকঠিন। তাই বলি পুরাণে স্বার্থসম্বন্ধীয় ঘটনায় বিবৃতি সন্দেহমূলক—সংশয়াত্মক। যাহা হউক, যখন উহাতে ক্ষত্রিয়ের দোষ লিখিত আছে, তখন ক্ষত্রিয়ের দোষে এইরূপ সমাজে মধ্যে মধ্যে বিগ্রহ ঘটিত, অবশ্য

বীতার করিতে হইবে। মূলতঃ প্রাধান্য লইয়াই ঘটিত। স্বার্থে হানি পড়িলে মানবের চীৎকার স্বতঃসিদ্ধ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ষোড়শ সংঘর্ষসম্বন্ধে প্রায় সকল পুরাণই অল্পবিস্তর উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে যে মতান্তর নাই, ইহা কি করিয়া বলিব? যাহা হউক, উহার সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আগে সকল মতামতগুলি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিতেছি; তাঁহারাই নিরপেক্ষভাবে ঐ সকল পাঠ ও পাঠান্তর হইতে ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছিল, বুঝিয়া লইবেন।

এই ষোড়শ সংঘর্ষের নায়ক :পরশুরাম। ইনি যে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে ব্রাহ্মণ-পিতার ঔরসে ও ক্ষত্রিয়া জননীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে পুরাণাদীর মতভেদ নাই। তবে অবতারের সংখ্যা লইয়াই কিঞ্চিৎ গোলমাল ও মাতামহের নাম লইয়া সামান্য মতান্তর দৃষ্ট হয়। অবতারসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ইনি ভগবানের ষোড়শ অবতার, মৎস্য পুরাণাদি মতে ষষ্ঠ।

"অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২০)

"একোনবিংশ্যাং ত্রেতায়াং সর্ব্বক্ষত্রান্তকৃদ্বিভুঃ।
জামদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ॥" (মৎস্য ৪৭।২৪৪)

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্ব ৫৬ অধ্যায়ে মহর্ষি চ্যবন কুশিক নরপতিকে বলিতেছেন যে, "ঋচীকতনয় জমদগ্নি তোমার পৌত্রী গাধি-দুহিতাকে লাভ করিয়া তাঁহাতে ক্ষত্রধর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণপুত্র উৎপাদন করিবেন।" আবার বনপর্ব্বে ১১৬ অধ্যায়ে আছে, "মহামুনি জমদগ্নি প্রসেনজিতের নিকট, রেণুকাকে প্রার্থনা করায় নৃপতি তাঁহাকে কন্যাদান করেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার রুমণ্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু, ও রাম নামে পাঁচটী পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণে ৪।৭।১৭ আছে, "জমদগ্নি ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিয়া তদ্গর্ভে অশেষ ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদকারী সকললোকগুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরামকে উৎপাদন করেন। হরিবংশ ২৭শ অধ্যায় আছে, ইক্ষ্বাকু বংশে রেণু নামে খ্যাত এক বিখ্যাত নরপতি ছিলেন।" তাহার কন্যার নাম কামলী রেণুকা কামলীর গর্ভে জমদগ্নির এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র সমস্ত

বিদ্যা বিশেষতঃ ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী ও ক্ষত্রিয়হন্তা রাম এই নামে বিখ্যাত।" কালিকা-পুরাণ ৮৫ অধ্যায় পাঠে জানা যায়, "মহাতপা জমদগ্নি স্বয়ং জয় করিয়া বিদর্ভ রাজদুহিতা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। রুমণ্বান্, সুষেণ, বিশ্ব ও বিশ্বাবসু নামে তাঁহাদের চারিটী পুত্র জন্মে। পরে সমস্ত দেবগণ কার্ত্তবীর্য্যবধের জন্য মধুসূদনের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।"

উদ্ধৃত অংশনিচয় হইতে ভগবান্ পরশুরামের অবতারত্ব তথা মাতৃত্ব সম্বন্ধে মতবৈষম্য দর্শিত হইল। এক্ষণে পুরাণাবলী হইতে ইহার কার্য্যাদি উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিসময়ে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভগবান্ পরশুরাম ক্রোধপরবশ হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নিসম তেজস্বী রাম স্বভুজবীর্য্যবলে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদের রুধিরে সমন্তপঞ্চকে পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করেন।

(মহাভারত আদিপর্ব্ব ২য় অধ্যায়।)

(২) পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য এই ভূমণ্ডল একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। (ঐ ৬৪ অঃ)

(৩) পূর্ব্বকালে জমদগ্নিকুমার রাম পিতৃবধে অমর্ষান্বিত হইয়া পরশু দ্বারা হৈহয়দেশাধিপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ... তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণে ভূমণ্ডল জয়ার্থ বাহির হইয়া ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক মহাস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিলেন। সেই মহাত্মা বিবিধ অস্ত্রদ্বারা একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

(মহাভারত, আদি, ১০৪ অধ্যায়।)

(৪) জামদগ্ন্য পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে লোকে যাহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইঁহারা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (মহা, সভা, ১৩ অঃ)

(৫) ঋচীকনন্দন রাম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কুলের অন্তক সেই দিব্যকার্ম্মুক লইয়া অযোধ্যায় আসিলেন। (মহা. বন, ৯৯ অঃ)

(৬) প্রথমতঃ তিনি কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণকে সংহার করিলেন। যে

সকল ক্ষত্রিয়েরা যাহাদিগের অনুগত ছিল, রাম তাহাদিগের সমুদায়কেই নিপীড়িত করিলেন। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমন্ত-পঞ্চককে শোণিতময় পঞ্চহ্রদে পরিণত করিলেন এবং সেই হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহার পিতামহ ঋচীককে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তিনি রামকে ক্ষত্রিয় বধ করিতে নিবারণ করিলেন। ... অমিততেজা রাম এইরূপে পৃথিবী জয় করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষত্রিয়সহ বৈর উৎপাদন হইয়াছিল।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৬-৭ অঃ)

(৭) পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া আপনি ব্রাহ্মণগণসমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি শূদ্র যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম-দ্বেষী হইবে, তাহাকে বিনাশ করিব। (মহাভারত, উদ্যোগ, ১৭৮ অঃ।)

(৮) হে ভার্গব, "আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করিয়াছি, "বহুকাল হইতে আপনি যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শুনুন; তৎকালে ভীষ্ম বা তৎসদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে তপোধন! আপনি কেবল তৃণরাশিমধ্যেই জ্বলিত হইয়াছিলেন, তেজঃ-পুঞ্জ কলেবর ক্ষত্রিয়সকল পশ্চাৎ জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদনে সমর্থ, সেই পরপুরবিজয়ী ভীষ্ম এখন জন্মিয়াছে, হে রাম, সমরে আমি অবশ্যই আপনার দর্পাপনোদন করিব, সন্দেহ নাই।"

(মহাভারত, উদ্যোগ, ১৭৯ অ০)

(৯) গঙ্গা কহিলেন,—হরবিক্রমশালী পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুলসংহার-কারী, তাহা কি তোমার বিদিত নাই যে, তাহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ! (মহা০ উদ্যোগ ১৮০ অঃ)

(১০) অতুলবলশালী ভৃগুনন্দন রামসহ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ত্রৈলোক্য বিখ্যাত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জ্ঞাতিবান্ধবসহ সমরে নিহত হইয়াছেন।

(মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৫ অঃ)

(১১) পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে ভৃগুনন্দন মহাতপস্বী পরশুরাম বারংবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করত জয় করিয়া মুনিসত্তম উপাধ্যায় কশ্যপকে পুরস্কার-পূর্ব্বক বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে উক্ত মহানুভব সসাগরা ধরাকে দক্ষিণাস্বরূপ সম্প্রদান করেন। (মহাভারত, শল্যপর্ব্ব ৪০ অঃ)

বিদ্যা বিশেষতঃ ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী ও ক্ষত্রিয়হন্তা রাম এই নামে বিখ্যাত।" কালিকা-পুরাণ ৮৫ অধ্যায় পাঠে জানা যায়, "মহাতপা জমদগ্নি স্বয়ং জয় করিয়া বিদর্ভ রাজদুহিতা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। রুমণ্বান্, সুষেণ, বিশ্ব ও বিশ্বাবসু নামে তাঁহাদের চারিটী পুত্র জন্মে। পরে সমস্ত দেবগণ কার্ত্তবীর্য্যবধের জন্য মধুসূদনের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।"

উদ্ধৃত অংশনিচয় হইতে ভগবান্ পরশুরামের অবতারত্ব তথা মাতৃত্ব সম্বন্ধে মতবৈষম্য দর্শিত হইল। এক্ষণে পুরাণাবলী হইতে ইহার কার্য্যাদি উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিসময়ে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভগবান্ পরশুরাম ক্রোধপরবশ হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নিসম তেজস্বী রাম স্বভুজবীর্য্যবলে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদের রুধিরে সমন্তপঞ্চকে পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করেন।

(মহাভারত আদিপর্ব্ব ২য় অধ্যায়।)

(২) পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য এই ভূমণ্ডল একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। (ঐ ৬৪ অঃ)

(৩) পূর্ব্বকালে জমদগ্নিকুমার রাম পিতৃবধে অমর্ষান্বিত হইয়া পরশু দ্বারা হৈহয়দেশাধিপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ... তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণে ভূমণ্ডল জয়ার্থ বাহির হইয়া ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক মহাস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিলেন। সেই মহাত্মা বিবিধ অস্ত্রদ্বারা একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

(মহাভারত, আদি, ১০৪ অধ্যায়।)

(৪) জামদগ্ন্য পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে লোকে যাহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইঁহারা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (মহা, সভা, ১৩ অঃ)

(৫) ঋচীকনন্দন রাম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কুলের অন্তক সেই দিব্য কার্ম্মুক লইয়া অযোধ্যায় আসিলেন। (মহা. বন. ৯৯ অঃ)

(৬) প্রথমতঃ তিনি কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণকে সংহার করিলেন। যে

সকল ক্ষত্রিয়েরা যাহাদিগের অনুগত ছিল, রাম তাহাদিগের সমুদায়কেই নিপীড়িত করিলেন। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমন্তপঞ্চককে শোণিতময় পঞ্চহ্রদে পরিণত করিলেন এবং সেই হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহার পিতামহ ঋচীককে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তিনি রামকে ক্ষত্রিয় বধ করিতে নিবারণ করিলেন। ... অমিততেজা রাম এইরূপে পৃথিবী জয় করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষত্রিয়সহ বৈর উৎপাদন হইয়াছিল।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৬-৭ অঃ)

(৭) পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া আপনি ব্রাহ্মণগণসমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি শূদ্র যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মদ্বেষী হইবে, তাহাকে বিনাশ করিব। (মহাভারত, উদ্যোগ, ১৭৮ অঃ।)

(৮) হে ভার্গব, "আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করিয়াছি, "বহুকাল হইতে আপনি যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শুনুন; তৎকালে ভীষ্ম বা তৎসদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে তপোধন! আপনি কেবল তৃণরাশিমধ্যেই জ্বলিত হইয়াছিলেন, তেজঃপুঞ্জ কলেবর ক্ষত্রিয়সকল পশ্চাৎ জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদনে সমর্থ, সেই পরপুরবিজয়ী ভীষ্ম এখন জন্মিয়াছে, হে রাম, সমরে আমি অবশ্যই আপনার দর্পাপনোদন করিব, সন্দেহ নাই।"

(মহাভারত, উদ্যোগ, ১৭৯ অ০)

(৯) গঙ্গা কহিলেন,—হরবিক্রমশালী পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুলসংহারকারী, তাহা কি তোমার বিদিত নাই যে, তাহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ!

(মহা০ উদ্যোগ ১৮০ অঃ)

(১০) অতুলবলশালী ভৃগুনন্দন রামসহ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ত্রৈলোক্য বিখ্যাত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জ্ঞাতিবান্ধবসহ সমরে নিহত হইয়াছেন।

(মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৫ অঃ)

(১১) পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে ভৃগুনন্দন মহাতপস্বী পরশুরাম বারংবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করত জয় করিয়া মুনিসত্তম উপাধ্যায় কশ্যপকে পুরস্কারপূর্ব্বক বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে উক্ত মহানুভব সসাগরা ধরাকে দক্ষিণাস্বরূপ সম্প্রদান করেন। (মহাভারত, শল্যপর্ব্ব ৪০ অঃ)

(১২) সেই মহাত্মা একাবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া এক্ষণে সেই ক্রূর কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছেন। (শান্তিপর্ব্ব ৪৮ অঃ)

(১৩) যদি রাম শস্ত্রানলে সমস্ত ক্ষত্রিয়বীজই দগ্ধ করিয়াছিলেন, তবে কি প্রকারে তাহার পুনরায় উৎপত্তি হইল? অপিচ কোটি কোটি ক্ষত্রিয় সুমহৎ রথযুদ্ধে নিহত হইয়া যে স্ব স্ব শরীরদ্বারা মহীতল সমাকীর্ণ করিল, মহাত্মা ভগবান্ রাম একাকী কিরূপে তাদৃশ ক্ষত্রকুল উৎসাদিত করিলেন? আবার কিরূপেই বা বৃদ্ধি পাইল? (মহাশান্তি ৪৮ অঃ)

(১৪) ঋচীকপুত্র তপোনিধি জমদগ্নির এক সুদারুণ পুত্র উৎপন্ন হইল। বয়ঃপ্রাপ্তে সেই পুত্রই প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ তেজস্বী ও ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ক্ষত্রিয়হন্তা রামনামে প্রথিত হন। (মহাশান্তিপর্ব্ব ৪৯ অঃ)

(১৫) পরশুরাম পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া "আমি এই পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করতঃ শস্ত্রগ্রহণ ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অচিরে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র ও পৌত্রাদি সমস্ত বিনাশ করেন। ক্রোধদৃপ্ত রাম সহস্র সহস্র হৈহয়বংশীয়গণের সংহারপূর্ব্বক তাহাদের শোণিতদ্বারা মহাতল কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করত অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া বনে প্রবেশ করেন। বনে তাঁহার কয়েক সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইলে বিশ্বামিত্রের পৌত্র রৈভ্য-পুত্র মহাতপা পরাবসু জনসমাজমধ্যে নিন্দাপূর্ব্বক কহিলেন, "রাম! স্বর্গচ্যুত যযাতি রাজার পুনঃস্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তদুপলক্ষে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি যে সকল নরপতি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নয়? তুমি যে জনসমাজে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিব বলিয়া শ্লাঘা করিয়াছিলে, তোমার সেই প্রতিজ্ঞাই মিথ্যা। যে হেতু পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়গণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; বুঝিলাম তুমি সেই সকল ক্ষত্রিয় বীরগণের ভয়ে এই পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছ। কোপনস্বভাব রাম পরাবসুর এইরূপ নিন্দাবাদশ্রবণে অত্যন্ত অবমাননা বোধ করত পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে রামের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত মহাবীর্য্য ক্ষত্রিয়গণই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ঐ সময় পৃথিবীশ্বর হইয়াছিলেন। ভার্গব অবিলম্বে তাঁহাদিগকে

ও তাঁহাদিগের বালক পুত্র পৌত্রাদি যাহা ছিল, তৎসমস্ত সংহার করিলেন। তদনন্তর যাহারা গর্ভস্থ ছিল, সেই সকল ক্ষত্রিয় বালকদ্বারা পুনরায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইলে তিনি আবার তাহাদিগকে নিহত করিলেন। এইরূপ যতবার ক্ষত্রিয় সন্তান উৎপন্ন হয়, রাম তত বারই সংহার করেন। পরন্তু সেই সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়স্ত্রী অতিশয় কৌশলদ্বারা নিজ নিজ শিশুসন্তানগণকে রক্ষা করেন। এদিকে মহাপ্রভব রামও ক্রমশঃ এক বিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দক্ষিণা-উপলক্ষে মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দান করেন। কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বালকদিগের রক্ষার্থে স্রুক্‌পাণি হইয়া উহা প্রতিগ্রহ করতঃ কহিলেন; রাম এক্ষণে এই-সমস্ত পৃথিবী আমার হইয়াছে, অতএব ইহাতে কদাচ তোমার আর বাস করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি শীঘ্র দক্ষিণসাগরকূলে যাও। (মহা॰শান্তি॰ ৪৯ অঃ)

(১৬) "আমি ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে রামরূপে অবতীর্ণ হইব এবং তৎকালে সমৃদ্ধিশালী বলবাহনসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণকে উৎসাদন করিব।" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯ অধ্যায়।)

(১৭) অন্তঃপুরস্থিত বৎস পরশুরাম কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে শুনিয়া ধর্ষণ ও রোষসমান্বিত কার্ত্তবীর্য্যসুত সকল হত হয়। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবল কার্ত্তবীর্য্য রোষবশতঃ সংগ্রামে জমদগ্নিতনয় রামকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। (মহাভারত শান্তি ৩৬০ অঃ)

(১৮) পূর্ব্বে মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া রামকে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কর যে তীক্ষ্ণধার পরশু প্রদান করেন, মহারণে চক্রবর্ত্তী নৃপতি কার্ত্তবীর্য্য তদ্দ্বারা নিহত হন। অক্লিষ্টকর্ম্মা জামদগ্ন্য রাম যদ্দ্বারা একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন, সেই দীপ্তধার অতিরৌদ্রমুখ সর্পকণ্ঠাগ্র প্রদীপ্তবহ্নি-শিখোপম পরশু শূলপাণির সমীপে ছিল। (মহাভারত অনুশাসন ১৪ অঃ)

(১৯) পুরাকালে তীব্র রোষান্বিত জামদগ্ন্য রাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। (মহাভারত অনুশাসন ৮৪ অঃ)

(২০) রাম এইরূপে একবিংশতিবার সেই যুদ্ধযজ্ঞ সম্পন্ন করিলে পরিশেষে দৈববাণী হইল "রাম, তুমি বারংবার এই ক্ষত্রবন্ধু সকলকে বিনষ্ট করিয়া কি গুণ অবলোকন করিতেছ? তাত! তুমি এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত

হও।" তখন ঋচীক প্রভৃতি পিতামহগণও সেই মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিলেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়বধে ক্ষান্ত না হইয়া ঋষিসকলকে কহিলেন "হে পিতামহগণ এ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করা আপনাদের অনুচিত।" পিতৃগণ কহিলেন, হে বিজয়িপ্রবর, এই ক্ষত্রবন্ধু সকল তোমার বধের যোগ্য নহে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়বধ করা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।" (মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ২৯ অঃ)

(২১) রাম তুমি ইহা (যোগাপেক্ষা সুখকর আর কিছুই নহে) বিশেষরূপে বিদিত এবং ক্ষত্রিয়বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি শ্রেয়ো লাভ করিবে। (মহা,অশ্বমেধ ৩১অঃ)

(২২) পরশুরাম ক্ষত্রকুলান্তকারী। • • • • পিতৃবধনিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রকুল কি নির্ম্মূল করিবেন ? (১২) পূর্ব্বে (একবার) ক্ষত্রকুল সংহার করিয়া (১৩) ইহাঁর ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে কি পুনর্ব্বার সেই বীভৎস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। (রামায়ণ বালকাণ্ড ৭৪।১৭ ২২)

(২৩) ভার্গব জমদগ্নি রেণুকা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ঋষির বসুমৎ প্রভৃতি পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের যিনি কনিষ্ঠ হইয়া উৎপন্ন হন, তিনি রাম নামে বিখ্যাত; তিনি হৈহয়দিগের কুলনাশ করেন, তাঁহাকে বাসুদেবের অংশ কহিয়া থাকে। তিনি এই পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়গণ রজঃ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হন ; সুতরাং পৃথিবীর মহদ্ ভার হইয়া উঠেন। অতএব তাঁহাদের অপরাধ অল্প হইলেও রাম তাঁহাদিগকে সংহার করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৫ অঃ)

(২৪) ক্ষত্রকুল অনিষ্টকর হওয়াতে পিতৃবধকে হেতু করিয়া তাহাদিগের শোণিতে ব্রহ্মদ্বেষীদিগের ভয়াবহ এক ভয়ানক নদী করিলেন। প্রভু এক-

(১২) পরশুরাম পিতৃনিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধভরে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন—পাঠান্তর রামায়ণ বালকাণ্ড ৭৪ সর্গ।

(১৩) "হৈহয়গণ কর্ত্তৃক পিতৃনিধনে জাতক্রোধ হইয়া ইনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন।" পাঠান্তর—জাতাজাত ক্ষত্রিয় বধ করেন। গর্ভস্থ শিশুও ছাড়েন নাই। রামায়ণে এরূপ বার নাই, অনেকবার আছে। (রামায়ণতত্ত্ব ১ ভাগ ৪৪ পৃষ্ঠা)

বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমন্তপঞ্চক প্রদেশে নয়টী শোণিত-সলিল হ্রদ নির্ম্মাণ করিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত-৯ম স্কন্ধ ১৬ অধ্যায়)

(২৫) কামলীর গর্ভে জমদগ্নির একপুত্র জন্মে। ঐ পুত্র সমস্ত বিদ্যা বিশেষতঃ ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী ও ক্ষত্রিয়হন্তা রাম এই নামে বিখ্যাত।

(হরিবংশ ২৭শ অধ্যায়)

(২৬) জামদগ্ন্য অবতারে ভগবান্ রামরূপ ধরিয়া সহস্রবাহু রণদুর্জ্জয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিপাতিত করেন। • • • তিনি এক পরশুসহায়ে কোটি কোটি ক্ষত্রিয়সমাকীর্ণ এই পৃথিবী একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় করেন।

(হরিবংশ ৪১ অধ্যায়)

(২৭) হৈহয় কার্ত্তবীর্য্য যিনি ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সমরে সহস্র বাহু লাভ করিয়া ঘোরতর দর্পিত ও সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হন, রেণুকাগর্ভসম্ভূত জমদগ্নিতনয় তাঁহাকে নিহত করেন।

(হরিবংশ ১০৫ অধ্যায়)

(২৮) জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিয়া তদ্গর্ভে অশেষ ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদকারী সকললোকগুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরামকে উৎপাদন করেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৭।১৭)

(২৯) রামচন্দ্র বিবাহান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে সকল ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারী অশেষ হৈহয়কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের বীর্য্য ও বলজ চিত্ত গর্ব্বকে খর্ব্ব করিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪।৪৩)

(৩০) জগৎপ্রভু হরি জামদগ্ন্য রামরূপে আবির্ভূত হইয়া একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার ও কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে অবস্থান করিলেন। (গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১৪৬অঃ)

(৩১) পিতার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে ক্রোধাভিভূত হইয়া পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়শোণিত দ্বারা পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পঞ্চকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পিতৃতর্পণ করেন।

(অগ্নিপুরাণ ৪ অধ্যায়)

(৩২) পরশুরাম দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিয়াছিলেন।

(অগ্নিপুরাণ ২৮৩ অধ্যায়)

(৩৩) রাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া, অর্জ্জুনতনয়গণকর্ত্তৃক পিতা নিদারুণভাবে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া, প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের রাজধানীতে যাইয়া কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র ও পৌত্রগণকে সংহার করিয়া পৃথ্বী ক্ষত্রশূন্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পিতৃদেহে ২১টী অস্ত্রাঘাত থাকায় তিনিও একবিংশতিবার যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবেন, প্রতিজ্ঞা করেন। * * * একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়সহ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কুল নির্ম্মূল করেন, পরিশেষে চ্যবনাদি মুনিরা আসিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয়বধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলায় তিনি কশ্যপকে পৃথ্বীদান করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করেন।

(শিবপুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ৩৫ অ০)

(৩৪) রাম পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন "আমি একবিংশতিবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়গণের রুধিরে পিতৃতর্পণ ও সেই কার্ত্তবীর্য্যকে পশুবৎ হনন করিব।

"ত্রিসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি ধ্রুবং মহীম্ ॥৪৫
কার্ত্তবীর্য্যং হনিষ্যামি লীলয়া ক্ষত্রিয়াধমম্।
পিতৃংশ্চ তর্পয়িষ্যামি ক্ষত্রিয়ক্ষতজেন চ ॥" ৪৬

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড ২৭ অ০)

(৩৫) রাম পরশু দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সংহার করিলেন। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। এবং নিজ প্রতিজ্ঞা নির্ব্বিঘ্নরূপে প্রতিপালনার্থ গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়শিশু, মাতৃক্রোড়স্থ বালক, বৃদ্ধ ও যুবা প্রভৃতি সকল ক্ষত্রিয়কেই বিনাশ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড ৪ অধ্যায়)

[৩৬] একবিংশ ত্রেতায় ষষ্ঠ অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু জামদগ্ন্যরূপে সকল ক্ষত্রিয়ের অন্তকারী হন। (মৎস্য ৪৭০ অঃ)

(৩৭) যখন মহাবলশালী হৈহয় প্রভৃতি ভূপতিগণ বিষয়মদে মত্ত হইয়া ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন, তখন আপনি তাহাদের নিধনার্থ ভৃগুবংশে জমদগ্নির ঔরসে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনন্তর দুরাচার রাজা কার্ত্তবীর্য্য আপনার জনক জমদগ্নির হোমধেনু অপহরণ করিলে সেই ক্রোধে আপনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছেন।

[কল্কিপুরাণ ১ম অংশ ৩য় অ০]

(৩৮) পরশুরাম চক্রতীর্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে স্তব করায় তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখন তোমার পিতৃহন্তা হৈহয়পুঙ্গব কার্ত্তবীর্য্যকে নিহত কর। অনন্তর একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়মণ্ডল নিঃশেষিত করিয়া সমগ্র বসুমতী কশ্যপকে দিয়া শান্তিলাভ করিও।" (অধ্যাত্ম রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ৮ম অ০)

উপরে উদ্ধৃত অংশনিচয় পাঠে বুঝা যায় যে, পরশুরামসহ ক্ষত্রিয়গণের এক সময়ে ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই নিদারুণ যুদ্ধে, কোটি কোটি ক্ষত্রিয়বীর সমরস্থলে প্রাণত্যাগ করেন, মহাভারত ও হরিবংশ মতে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিসময়ে, মৎস্যপুরাণ মতে—ঊনবিংশ ত্রেতায় সংঘটিত হয়(১৪)। আবার মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৩৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়, ইহা ত্রেতাযুগে সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের উক্ত পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ে আছে। রাম কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রপৌত্রাদি তথা সহস্র সহস্র হৈহয়বংশীয়গণের প্রাণসংহার করিয়া তাহাদের শোণিতে মহীতল কর্দ্দমাক্ত করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় সহস্র বর্ষ অতীত হইলে, একদিন বিশ্বামিত্রবংশীয় পরাবসু তাঁহাকে জন সমাজে বিদ্রূপ করায় পুনরায় ক্ষত্রিয়সংহারে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ রামের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবার আর এড়াইতে পারিলেন না। ভার্গব হস্তে তাহারা অচিরে নিহত হইলেন। ভার্গব তাহাদিগকে বধ করিয়া যে নিরস্ত হইবেন এরূপ অভিপ্রায় তাহার মনোমধ্যে না থাকায়—তিনি তাহাদিগের বালক পুত্রপৌত্রাদিকে শাণিত কুঠারাঘাতে যমপথের পথিক করিতে ভুলেন নাই। এই কয়টী উদ্ধৃতাংশ হইতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক একটী সময় নির্দ্ধারণ করুন। পরশুরামের সহস্রবর্ষকাল বাঁচিয়া থাকাও আশ্চর্য্যকর নহে। তিনি ভগবান্ শূলপাণির বরে অজর ও অমর। (১৫)

(ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু।

(১৪) (১)(২৭) (৩৫) সংখ্যক উদ্ধৃতাংশ নিচয় দেখুন।
(১৫) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮ অধ্যায়।

বলরাম রায়।

বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জেলা পাবনা ও পরগণা কাটার মহলায় অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে

(১) তাড়াশ অঞ্চলের অবস্থার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে। প্রসিদ্ধ চলন-বিলের একপার্শ্বে তাড়াশগ্রাম। ইহার পূর্ব্বদিকে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ-পূর্ণ নিম-গাছী নামক স্থান বিলুপ্ত করতোয়াতটে সংস্থাপিত। নিমগাছীকে সাধারণে বিরাটের দক্ষিণ-গোগৃহ নামে অভিহিত করেন। তথায় জয়সাগর নামক সুদীর্ঘ জলাশয় ও অট্টালিকার ভগ্না-বশেষ, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মরিচপুরাণ নামক স্থানে মোগলসাম্রাজ্যের প্রারম্ভে সেনানিবাস ও ফৌজদারের কাছারী ছিল। এই স্থানের সন্নিকটেই বিলুপ্ত করতোয়া বর্ত্তমান। এইস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে যমুনা-নদীর পূর্ব্বতট ও গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ভূভাগের প্রাচীন অবস্থা গবেষণা করিলে, এইস্থানে মুরচা বা সেনানিবাস থাকা সম্ভবপর। সুপ্রসিদ্ধ রাজা মানসিংহের সময় করতোয়াতটস্থ সেরপুর নামক স্থানে কাছারী ও সেনানিবাস সংস্থাপন হওয়ায় এই স্থানের "মুরচা পুরাণ" শব্দের রূপান্তরে মরিচপুরাণ নাম হইয়াছে। আকবর-নামায় এই মুরচার বিষয় বর্ণিত আছে।

তাড়াশ ও মরিচপুরাণের নিকটবর্ত্তী কৌহিত, বিনসরা, সদগুণা, মাগুরা, বস্তগ্রাম, চৌপাথিয়া, মহেশরৌহালী, হাণ্ডিয়াল, কমলমরিচ, সুবুদ্ধি মরিচ, নবগ্রাম, মৈদানদীঘী, হাংগুড় প্রভৃতি প্রাচীন পল্লীসমূহে বিস্তর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসতি ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন পল্লীতে সাতৈলের রাজার সময়েও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শতাধিক টোল বর্ত্তমান ছিল। করতোয়ার অন্তর্দ্ধান ও তদানুষঙ্গিক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে লোকসংখ্যার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ বেণীরায়ের জন্মভূমি কৌহিত। চণ্ডীপুর নামক পল্লীতে সা সরিফের দুইটী মসজিদে পারস্যলিপি বর্ত্তমান আছে। শাজাহান বাদশাহের প্রদত্ত ১৫০ বিঘা পীরত্রাণ দ্বারা পীরের সেবা নির্ব্বাহ হয়।

রাণীভবানীর নির্ম্মিত জাঙ্গালের ভগ্নাবশেষ রামরায়ের দীঘী হইতে রাণীর হাট ও ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। এই জাঙ্গালের স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী-যুক্ত পুষ্করিণী ও তীরে বিল্ববৃক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। অজ্ঞলোকেরা রাণীভবানীর পবিত্র নাম বিস্মৃত হইয়া উহাকে ভীমের জাঙ্গাল কহে। চলনবিলের মধ্যে মসিন্দা নামক স্থানে যে তিনটী উচ্চ ঢিপি আছে, তাহাও অজ্ঞলোকের নিকট ভীমের উনুন নামে পরিচিত। যাহা কিছু শক্তিসামর্থ্যের পরিচায়ক, তাহাই ভীমের কার্য্য।

তাঁহার বাসস্থান। বলরাম ও তাঁহার জ্ঞাতিবংশ তাড়াশের জমিদার নামে পরিচিত।

উক্ত তাড়াশ গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় দশ মাইল দূরে দেবচড়িয়া নামক পল্লীতে শ্রীরামদেবের পুত্র নারায়ণদেব চৌধুরী বাস করিতেন। এ সময় রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারায়ণ-দেব একদা ঢাকা-গমনোদ্দেশে বর্ত্তমান তাড়াশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে তিনি একটী অনাবৃত বাণলিঙ্গের উপর কামধেনু কর্ত্তৃক দুগ্ধবর্ষণ সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হয়েন। তিনি কামধেনুকে দেখিবা-মাত্র সেই ধেনু অন্তর্হিত হইল। চলনবিলের একাংশে জনপ্রাণিশূন্য স্থানে এইরূপ ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক বটে। তিনি ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাণলিঙ্গ স্বীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। ঢাকায় যে উদ্দেশ্যে গমন করেন, তাহা সফল হওয়ায় বাণলিঙ্গের প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া তাহা উত্তোলনের জন্য যত্ন করেন। কিন্তু উক্ত বাণলিঙ্গের মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

নারায়ণদেবের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের নামানুসারে তদীয় ভদ্রাসন চড়িয়াগ্রাম চড়িয়া-গোপীনাথপুর নামে কথিত হইতেছে। সেই সময় হইতেই উক্ত বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি গোপীনাথপুর এবং চড়িয়া প্রভৃতি কয়েকখানি তালুক ছিল। নারায়ণদেব ও ঢাকুরগ্রন্থের শুকদেব একই ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকুরে লিখিত আছে :—

"চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।

* * * *

শুকদেব পুত্র বাসুদেব তালুকদার।

তাহার বংশের কথা শুনহ বিস্তার॥

ধনবান্ কান্তিবন্ত বিষয় ব্যাপারে।

তারপুত্র চাকুরী কৈলা নবাব-সরকারে॥

সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।

* * * *

বলরাম রায়।

বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জেলা পাবনা ও পরগণা কাটার মহলার অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে

(১) তাড়াশ অঞ্চলের অবস্থার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে। প্রসিদ্ধ চলনবিলের একপার্শ্বে তাড়াশগ্রাম। ইহার পূর্ব্বদিকে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ-পূর্ণ নিমগাছী নামক স্থান বিলুপ্ত করতোয়াতটে সংস্থাপিত। নিমগাছীকে সাধারণে বিরাটের দক্ষিণগোগৃহ নামে অভিহিত করেন। তথায় জয়সাগর নামক সুদীর্ঘ জলাশয় ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মরিচপুরাণ নামক স্থানে মোগলসাম্রাজ্যের প্রারম্ভে সেনানিবাস ও কৌজদারের কাছারী ছিল। এই স্থানের সন্নিকটেই বিলুপ্ত করতোয়া বর্ত্তমান। এইস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে যমুনানদীর পূর্ব্বতট ও গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ভূভাগের প্রাচীন অবস্থা গবেষণা করিলে, এইস্থানে মুরচা বা সেনানিবাস থাকা সম্ভবপর। সুপ্রসিদ্ধ রাজা মানসিংহের সময় করতোয়াতটস্থ সেরপুর নামক স্থানে কাছারী ও সেনানিবাস সংস্থাপন হওয়ায় এই স্থানের "মুরচা পুরাণ" শব্দের রূপান্তরে মরিচপুরাণ নাম হইয়াছে। আকবর-নামায় এই মুরচার বিষয় বর্ণিত আছে।

তাড়াশ ও মরিচপুরাণের নিকটবর্ত্তী কোহিত, বিনসরা, সদ্‌গুণা, মাগুরা, বরগ্রাম, চৌপাথিয়া, মহেশরোহালী, হাণ্ডিয়াল, কমলমরিচ, সুবুদ্ধি মরিচ, নবগ্রাম, মৈদানদীঘী, হাংপুর প্রভৃতি প্রাচীন পল্লীসমূহে বিস্তর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসতি ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন পল্লীতে সাতৈলের রাজার সময়েও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শতাধিক টোল বর্ত্তমান ছিল। করতোয়ার অন্তর্ধান ও তদানুষঙ্গিক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে লোকসংখ্যার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ বেণীরায়ের জন্মভূমি কোহিত। চণ্ডীপুর নামক পল্লীতে সা সরিকের দুইটী মস্‌জিদে পারস্যলিপি বর্ত্তমান আছে। শাজাহান বাদশাহের প্রদত্ত ১৫০ বিঘা পীরব্রাণ দ্বারা পীরের সেবা নির্ব্বাহ হয়।

রাণীভবানীর নির্ম্মিত জাঙ্গালের ভগ্নাবশেষ রামরায়ের দীঘী হইতে রাণীর হাট ও ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। এই জাঙ্গালের স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলীযুক্ত পুষ্করিণী ও তীরে বিল্ববৃক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। অজ্ঞলোকেরা রাণীভবানীর পবিত্র নাম বিস্মৃত হইয়া উহাকে ভীমের জাঙ্গাল কহে। চলনবিলের মধ্যে মসিন্দা নামক স্থানে যে তিনটী উচ্চ ঢিপি আছে, তাহাও অজ্ঞলোকের নিকট ভীমের উনুন নামে পরিচিত। যাহা কিছু শক্তিসামর্থ্যের পরিচায়ক, তাহাই ভীমের কার্য্য।

ইহার বাসস্থান। বলরাম ও তাঁহার জ্ঞাতিবংশ তাড়াশের জমিদার নামে পরিচিত।

উক্ত তাড়াশ গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় দশ মাইল দূরে দেবচড়িয়া নামক পল্লীতে শ্রীরামদেবের পুত্র নারায়ণদেব চৌধুরী বাস করিতেন। এসময় রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারায়ণদেব একদা ঢাকা-গমনোদ্দেশে বর্ত্তমান তাড়াশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে তিনি একটী অনাবৃত বাণলিঙ্গের উপর কামধেনু কর্ত্তৃক দুগ্ধবর্ষণ সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হয়েন। তিনি কামধেনুকে দেখিবামাত্র সেই ধেনু অন্তর্হিত হইল। চলনবিলের একাংশে জনপ্রাণিশূন্য স্থানে এইরূপ ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক বটে। তিনি ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাণলিঙ্গ স্বীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। ঢাকায় যে উদ্দেশ্যে গমন করেন, তাহা সফল হওয়ায় বাণলিঙ্গের প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া তাহা উত্তোলনের জন্য যত্ন করেন। কিন্তু উক্ত বাণলিঙ্গের মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

নারায়ণদেবের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের নামানুসারে তদীয় বাসস্থান চড়িয়াগ্রাম চড়িয়া-গোপীনাথপুর নামে কথিত হইতেছে। সেই সময় হইতেই উক্ত বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি গোপীনাথপুর এবং চড়িয়া প্রভৃতি কয়েকখানি তালুক ছিল। নারায়ণদেব ও ঢাকুরগ্রন্থের শুকদেব একই ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকুরে লিখিত আছে :—

"চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।
* * * *
শুকদেব পুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার বংশের কথা শুনহ বিস্তার॥
ধনবান্ কীর্ত্তিবন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তারপুত্র চাকুরী কৈলা নবাব-সরকারে॥
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।
* * * *

বাসুদেব কর্ত্তৃক তাড়াশের ভদ্রাসন নির্ম্মিত হয়। বাসুদেব পিতার নিকট উক্ত অনাদি বাণলিঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নারায়ণদেব সবিশেষ চেষ্টায় উক্ত বাণলিঙ্গ চড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বাসুদেব রাজকার্য্যবশতঃ ঢাকায় গমন করেন। উক্ত বাণলিঙ্গকে প্রণাম করিবার জন্ত তাড়াশে উপনীত হইয়া এক স্থলে একটী ভেক কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হওয়া সন্দর্শন করিয়া তথায় ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (১)

নারায়ণদেব ঢাকার নবাব-সরকারে কি কার্য্য করিতেন, তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহার নির্ম্মিত যে সকল অট্টালিকার ও পুষ্করিণীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা ও অতিথিসেবাদি নিত্যকর্ম্মের যে যশঃ-সৌরভ আছে, সেই সকলবিষয় বিবেচনা করিলে, নবাবসরকারের বিষয় নিতান্ত সামান্ত ছিল না, তাহাই প্রতীয়মান হয়। নারায়ণদেব কর্ত্তৃক প্রাগুক্ত বাণলিঙ্গের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাণলিঙ্গটী এ প্রদেশে অনাদি লিঙ্গ বলিয়াই খ্যাত এবং তাহা কপিলেশ্বর নামে পরিচিত। ঐ মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের বহির্দ্দিকে শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোক অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে :—

"শাকে বাজিশরাশুগেন্দুগণিতে শ্রীরামদেবাৎ পরঃ
শ্রীনারায়ণদেব এব সুকৃতিস্বর্লোকলোকোত্তরঃ।
প্রাসাদং শ্রুতিদৃষ্টিতো নিরুপমং ভক্ত্যা দদৌ শম্ভবে
মাতুঃ স্বর্গসুখপ্রয়াণকরণে সোপানমেকং ভুবি॥
ইতি শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৫৭। শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তি।"

সন ১২৯০ সালে সিরাজগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় মত দুইজন পণ্ডিতের সাহায্যে ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হয়। কয়েক বৎসর হইল, আর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার উদ্ধৃত

(১) তাড়াশের জমিদার-বাটীর যে স্থান মাজের বাটী নামে কথিত হয়, সেই স্থলে ভেক কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হওয়ায়, বাসুদেব কর্ত্তৃক তথায় মনসার বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বেদী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। চলনবিলের মধ্যে ভেকজাতির যে বৃহৎ অবয়ব দৃষ্ট হয়, তাহাতে ভেক কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। এরূপ ঘটনা সন্দর্শন করা ভাগ্যলক্ষ্মীর সুকৃপার পরিচায়ক ছিল। ঢোড়া সর্পগুলি জলে জলেই বাস করে। তাহারা ফণাহীন। তাহাদিগের ছোট ছোট গুলিকে ভেকে উদরস্থ করিতে পারে।

শ্লোকে "ইতি শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৫৭ ও শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তি" উদ্ধৃত হয় নাই। ১২৯০ সালে শ্লোক উদ্ধৃত সময়ে শেষ চরণ বিশেষরূপে লোণায় জীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং পাঠান্তর সংগঠন হওয়া অসম্ভব নহে। যাহাই হউক, মন্দিরটী ১৫৫৭ শকাব্দে নির্ম্মিত হওয়া "বাজিশরাশুগেন্দু" শব্দ দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে। বাসুদেবের নামান্তর নারায়ণদেব। শ্রীরামদেব তাঁহার পিতা ছিলেন।

প্রাগুক্ত শ্লোকটী একখানি ইষ্টকোপরি খোদিত আছে। তন্নিম্নে আর একখানি ইষ্টকে আর একটী শ্লোক খোদিত হইয়াছে। উভয় শ্লোকের অক্ষরগুলি দৃষ্টি করিলে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লিপিপ্রণালী স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। প্রথমোক্ত শ্লোকটী যেরূপ ভাবে লোণায় জীর্ণ হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী তদ্রূপ হয় নাই। এই শ্লোকের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে আমাদিগের একমত আছে।

বাসুদেব রায়ের প্রথম পুত্র জয়কৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পুত্র রামনাথ। ইহাঁরা দুই ভ্রাতা ঢাকার নবাব-সরকারে বিষয়কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই বিষয়কর্ম্ম হইতেই রায় চৌধুরী উপাধি হয়। বাসুদেবের কার্য্যে নবাব অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনিই প্রথমে চৌধুরাই "তাড়াশ" নামক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। পরগণে কাটাঁর মহল্লা তৎকালে সাতৈলের রাজার জমিদারী ছিল। তদন্তর্গত দুইশতেরও অধিক মৌজা লইয়া এই চৌধুরাই তাড়াশ নামক সম্পত্তি সৃষ্টি হয়। চৌধুরাই তাড়াশের অধিকাংশ মৌজাই তাড়াশের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী।

জয়কৃষ্ণরায়ের সাতটী পুত্র সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে বলরাম, রামদেব, ও রামরাম ভিন্ন অন্য কাহারও বংশবৃদ্ধি হয় নাই। রামদেব ৪র্থ ও বলরাম ৫ম এবং রামরাম ৭ম পুত্র ছিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ যে সময় নবাব, সেই সময়ই সম্রাট্-পৌত্র আজিম ওসামন বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আগমন করেন। বলরাম রায় এই সুবাদারের দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। (১)

(১) বাঙ্গালার নাজিম ও দেওয়ানের পদ পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। নাজিম আইন কানন দ্বারা দেশের শান্তি ও সৈন্য সামন্ত দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিতেন। রাজস্ব সংগ্রহপূর্ব্বক আয় ও

এ সময়ে রঘুনন্দনের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। মুরসীদাবাদ রাজধানী স্থাপিত হইলে কাননগো দপ্তরে তাঁহার একাধিপত্য ও "অতিবৃদ্ধি" আরম্ভ হইয়াছিল। পুঠিয়া রাজসংসারে কার্য্য করা হেতু তিনি সাতৈলের জমিদারীর বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। এজন্য সাতৈল জমিদারীর প্রতিই তাঁহার প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয়। সাতৈলের তদানীন্তন জমিদার রাণী সর্ব্বাণী অতি বৃদ্ধা ও রাজকার্য্যে অসমর্থা এবং তাঁহার জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অসদ্ভাব থাকায়, তিনিই তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করেন। নবাব মুরসীদ কুলীখাঁর সুদৃষ্টি রঘুনন্দনের প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইতে কেহ সাহস করেন নাই।

সাতৈল জমিদারীর সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালীর জন্য জনৈক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইয়াছিল। তাড়াশগ্রাম সাতৈল হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। জয়কৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি ও নবাব-সরকারের বিষয়কর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। রঘুনন্দন, সাতৈল জমিদারী পরিচালনের উপযুক্ত তৎপ্রদেশের প্রতিপত্তিশালী লোক বলরাম রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম-রাম রায়কেই নির্দ্দেশ করেন। বলরাম নবাব সরকারে বিষয়কর্ম্ম করিতেন, তৎকালে রাম রাম রায় বাটীতে থাকিয়া পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধান কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পৈতৃক বিষয়কর্ম্ম তত্ত্বাবধান জন্যই তাঁহার জমিদারী পরিচালনের যশঃসৌরভ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।

ব্যয়ের ভার দেওয়ানের প্রতি অর্পিত ছিল। সম্রাট্ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মুরসীদ কুলী খাঁকে বাঙ্গালা ও বেহারের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। আজিম ওসানের সহিত মনান্তরহেতু মুরসীদ কুলী খাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদে চলিয়া আসেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আরঙ্গজীবের মুমূর্ষাবস্থা শ্রবণে আজিম ওসান দিল্লীতে গমন করিলে তৎপুত্র ফেরোক-সিয়ার তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুরসিদাবাদে অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্র, রাজা রামজীবনের বিপুল জমিদারী অর্জ্জনের সময় ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি প্রামাণিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরাও রাণী সর্ব্বাণীর দত্ত ১১১১ সালের একখণ্ড লাখেরাজ পত্র দৃষ্ট করিয়াছি। সুতরাং ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত রাণী সর্ব্বাণী ও তৎপর ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সাতৈলের সম্পত্তি রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়াছে।

রঘুনন্দন যে সময় রামরামরায়কে স্বীয় ভ্রাতা রাজা রামজীবনের দেওয়ানীপদে নিয়োগার্থ নির্ব্বাচন করেন (১) তৎকালে বলরাম রায়ের ঢাকায় অবস্থানহেতু রামরাম রায় জ্যেষ্ঠের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তৎকালে সাতৈল প্রভৃতি জমিদারী যেরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে রামরাম কেন, এদেশের অনেক জমীদারই ভীত হইয়াছিলেন। তিনি ঢাকা হইতেই তদীয় ভ্রাতা রামজীবন বা রঘুনন্দনের দেওয়ানী কার্য্য গ্রহণের বিষয় শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া ভ্রাতার মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া পত্র লেখেন।

বলরাম রায় ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল বাটীতে আগমন করেন নাই। তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীতে আগমন না করায় মাতৃবিয়োগর সময়ে জননীর চরণ দর্শন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত করিতে হইবে এবং সেই কার্য্যের ব্যয় সংসার হইতে বা ভ্রাতা কর্ত্তৃক সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন যে "তুমি সামান্য জমিদারের কর্ম্ম কর। একটী বৃহৎ দানসাগরশ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তোমার সাধ্য হইবে না। অতএব সামান্য মত একটী শ্রাদ্ধের আয়োজন করিবে। আমি বাটীতে উপস্থিত হইয়া যথাকালে দানসাগরের আয়োজন করিব।"

রাজা রামজীবন এই পত্রের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়ান মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগরের আয়োজনে অসমর্থ একথা তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। রঘুনন্দনের সাহায্যে জমিদারী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে জানিয়া তাঁহার উপর যথেষ্ট কৃপা হইয়াছিল। রাজা রামজীবনের হৃদয় অতি-

(১) প্রবাদ আছে যে, রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতার দেওয়ানের জন্য কাশীমপুর, লালোর প্রভৃতির বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে যে সকল উপযুক্ত লোক ছিলেন, তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহারা তৎকালে কেহই রামজীবনের দেওয়ানী পদগ্রহণ শ্লাঘার বিষয় মনে করেন নাই। হয় ত সাতৈল রাজ্যগ্রহণের পর রামজীবন যে বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ এবং বঙ্গদেশে জমিদার শ্রেণী মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইবেন, তদ্বিষয় কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

শয় উচ্চ ছিল। তিনি আদেশ প্রচার করেন যে, নিরূপিত দিবসে যেও-য়ানের মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর ব্যাপারের আয়োজন করিতে হইবে। রাজার অমাত্যগণ শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েন। অত্যল্প কাল মধ্যেই বিবিধ সামগ্রীতে তাড়াশভবন পূর্ণ হইয়াছিল।

বলরাম মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয় করার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি একটী নীল বৃষ মাত্র ও নগদ অর্থ সঙ্গে করিয়া শ্রাদ্ধের কয়েক দিবস পূর্ব্বে ঘাটীতে উপনীত হয়েন। তৎকালে রাজা রামজীবনের জমিদারীর প্রত্যেক গ্রাম হইতে দ্রব্যাদি সহ বহুতর নৌকা তাড়াশে উপনীত হইয়াছিল এবং সমস্ত দ্রব্য রাখিবার সংকুলন না হওয়ায় অধিকাংশ দ্রব্য নৌকাতেই ছিল। বলরাম রায় দানসাগর শ্রাদ্ধের প্রচুর আয়োজন দৃষ্ট করিয়া ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, "দানসাগরের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। এ সমস্তই তোমার কর্ম্ম। অভাবের মধ্যে একটী নীল বৃষ দেখিতেছি। মাতৃশ্রাদ্ধে কেবল এই সামগ্রী সংগ্রহ করাই আমার অদৃষ্টে ছিল।"

বলরাম রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ তদীয় কনিষ্ঠ রামরাম রায় কর্ত্তৃক রাজা রামজীবনের সাহায্যে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বলরাম রায় মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ জননীর স্বর্গসুখকামনায় দানসাগর শ্রাদ্ধে যে লক্ষ টাকা ব্যয় করা সংকল্প করিয়াছেন, ঐ টাকা মাতৃভক্তির স্মৃতিস্থাপনার্থ ব্যয় করাই উচিত মনে করেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি রসিকরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন নামক দীঘী স্থাপন পুষ্করিণী খনন, দোলমঞ্চ নামক মন্দির নির্ম্মাণ, কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্করণ এবং কাশী, গয়া ও বৃন্দাবন ধামে ছত্র-স্থাপন করেন।

কপিলেশ্বরের মন্দিরে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের নিম্নে এই শ্লোকটী বিদ্যমান আছে :—

"কালাগ্নিতর্কেন্দুমিতে শকাব্দে
বরং শিবস্থালয়মিষ্টকাষ্টৈঃ।
জীর্ণং স্ফুটঞ্চোদ্ধরতে তু ভক্ত্যা
তস্মিন্ প্রাচীনো বলরামদাসঃ॥"

কাল-অগ্নি-তর্ক-ইন্দু শব্দ দ্বারা ১৬৩৬ শকাব্দ লব্ধ হইতেছে। (১৭১৪খৃঃঅঃ)

বলরাম রায় মাতৃবিয়োগের পর নিজভবনে শ্রীশ্রীরসিক রায় নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে ভক্ত বলরাম রায়ের নাম লিখিত আছে। বলরাম উক্ত বিগ্রহের জন্য ত্রিতল দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে নিম্নোক্ত শ্লোক আছে :—

"শাকেঽভ্রবেদতর্কেন্দুমিতে প্রাসাদমুত্তমং।
শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীলবলরামো মহাত্মনে॥" শকাব্দাঃ ১৬৪০

শ্রীশ্রীরসিক রায় বিগ্রহের শ্রীমন্দির রামরাম রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। শ্রীমন্দিরটী দ্বিতল গৃহ। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"রসবেদঋতুক্ষৌণীমিতশাকে মহামলশ্রীকৃষ্ণায় দদৌ
শ্রীলরামরায়ো গৃহং শুভম্।"

রস, বেদ, ঋতু, ক্ষৌণী শব্দ দ্বারা ১৬৪৬ শকাব্দ হইতেছে।

বলরাম রায় পরগণে বড়বাজু হুসেনসাহীর হিস্যা জমিদারী অর্জ্জন করেন। মুরসীদ কুলীর পর সুজা খাঁ যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার কাগজপত্র মধ্যে বলরামের পুত্র রঘুরাম ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়।

বলরাম রায় কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ ও পরলোক গমন করেন, তাহা নিশ্চয়রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। মৃত্যু সময়ে তিনি পৌত্রমুখ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ১১৪১ সালে তিনি জীবিত ছিলেন না, তদ্বিষয় প্রতীতি হয়। কারণ এ সময়ে সাংসারিক বিষয়ে রামরাম রায়ের কর্ত্তৃত্ব থাকাই প্রমাণ হইতেছে। (১)

বলরাম রায় অতি পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার যত্নে এই প্রদেশের অনেক লোক ও কতিপয় আত্মীয় স্বজন নবাব-সরকারে বিষয়কর্ম্ম লাভ করেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে তাঁহার অতিশয় আস্থা ছিল। প্রত্যুত এতদ্দেশে তৎকালে ঐ সকল কার্য্যই একমাত্র সদনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। বলরাম রায়ের পরলোকগমনের কিছুদিন

(১) জেলা রাজসাহীর সবজজ আদালতের ১৮৯৭ সালের ২১৯নং মোকদ্দমায় বাদী রায় বনমালী রায় বাহাদুর প্রতিবাদী কাশীপ্রসন্ন ঠাকুর প্রভৃতি। এই মোকদ্দামায় রামরাম রায়ের দত্ত ১১৪১ সালের লিখিত চৌধুরাই তাড়াশ মহলের অন্তর্গত নিশি আপন দীঘী মৌজার তালুকদানা পত্র উপস্থিত হইয়াছিল। ষোল আনা মৌজাই তালুক দান করা হয়।

পরও তদীয় পুত্র পিতৃব্যগণসহ একত্র ছিলেন। বলরাম রামদেব ও রামরাম রায়ের পুত্রগণ পরে পৃথক্ হইয়াছিলেন। বলরামের বংশ বড় তরফ, রামদেবের বংশ মধ্যম তরফ ও রামরায়ের বংশ ছোট তরফ,(১) নামে পরিচিত।

বলরাম রায়ের সময় নির্দ্ধারণসম্বন্ধে অনেকেই গোলযোগ করিয়াছেন২।

(১) এত যেখানে পুলিশ আউট পোষ্ট আছে, তথায় রাম দেবের পুত্র হরিদেব কর্ত্তৃক বাসস্থল নির্ম্মিত হয়। হরিদেব অতিশয় কলহপ্রিয় ও আধিপত্যবিস্তারের প্রয়াসী ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, নবাব-সরকারে যথাকালে রাজস্ব প্রদান না করায় মারীচ পুরাণের ফৌজদার তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। জমিদারদিগের রাজস্ব বাকী আদায় জন্য তৎকালে মুরসীদাবাদ সহর হইতে কতিপয় কার্য্যকারক নিয়ত ভ্রমণ করিতেন। মহিমাপুরনিবাসী রঞ্জিৎরায় এই ব্যপদেশে তাড়াশে উপস্থিত হইয়া হরিদেব সম্বন্ধে যে দোঁহা রচনা করেন, তাহা রঞ্জিতের দোঁহা মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

(২) কায়স্থ-পত্রিকা ১ম বর্ষ ২৫৭,২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এস্থলে যে সময় নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। বলরামের পিতা জয়কৃষ্ণ চৌধুরী ও বলরাম উভয়েই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী লোক এবং বলরাম রায় প্রাতঃস্মরণীয় রাণীভবানীর দেওয়ান ছিলেন না। রামনাথ রায় চৌধুরীও সিরাজ উদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। ইনি ঢাকায় রায় রাঁয়া ছিলেন। রাণী ভবানীর সম্বন্ধপত্রে স্বাক্ষর করায় প্রবন্ধের কর্ত্তা বলরাম নহেন। সে সময় রামরায় রায় রাজা রামজীবনের দেওয়ান।

শ্রীযুক্ত কালীমোহন চৌধুরি-প্রণীত রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে বলরাম কর্ত্তৃক কুশুম্বী পরগণা অর্জ্জিত হওয়ায় বিষয় যে লিখিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। এই সম্পত্তি ও নিজ নিমগাছী ও অন্যান্য সম্পত্তি বলরাম রায়ের প্রপৌত্র রামসুন্দর রায়ের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দবস্তের অব্যবহিত পরে অর্জ্জিত হয়।

বলরামের অধস্তন এক শাখায় (বলরাম হইতে) রায় বনমালী রায় বাহাদুরের পুত্র ক্ষিতীশ ভূষণ ও রাধাপর্য্যন্ত ৯ পুরুষ ও অপর শাখায় রাধিকা প্রসাদ পর্য্যন্ত ৮ পুরুষ হইয়াছে। রাধিকা-প্রসাদের পিতা সীতানাথ রায়ের সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বনমালী রায়। ইনি অপর বাদথায় দত্তক পুত্র গৃহীত হইয়াছেন। বলরামের অন্যান্য শাখায় দত্তকপুত্র ও দৌহিত্র হইলেও বলরাম হইতে রাধিকাপ্রসাদ পর্য্যন্ত সকলেই ঔরস পুত্র।

বলরাম ও রামরামরায়ের পর যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিখ্যাত হইয়াছেন, তদ্বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। ঐ সকল বিষয় আলোচিত হইলে প্রবন্ধ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কারণ তাহাতে উল্লেখযোগ্য বিবিধ ঘটনা আছে।

কিন্তু তাঁহার সময় নির্দ্ধারণ অবিসম্বাদিতরূপেই স্থির করা যাইতে পারে। রাজা রামজীবনের জমিদারী লাভের পর তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে। মাতৃশ্রাদ্ধের পর তিনি কপিলেশ্বর দেবের মন্দির-সংস্করণ ও দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। কপিলেশ্বরের মন্দিরের শ্লোকের দ্বারা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে জীর্ণ সংস্কার ও দোলমঞ্চের শ্লোক দ্বারা ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হওয়া প্রমাণ হইতেছে। মাতৃশ্রাদ্ধের অব্যবহিত পরেই পুরাতন কুঞ্জবন নামক দীর্ঘিকা খনন হইতে পারে; কিন্তু অট্টালিকার উপযোগী উপকরণ প্রস্তুত ও সংগ্রহের জন্য যে ২।৩ বৎসরের সময় প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামরাম রায়ের উদারতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে ২।১টী উল্লেখ করা আবশ্যক। রামরামের দিঘির 'চেতল মাছের সিংড়ি নাই" এই প্রবাদ আছে। তাঁহার লোকজনে ভাল মৎস্য আহার করিত। কিন্তু নিজে ভাল আহারের জন্য কখন লোলুপ ছিলেন না। শীতকালে শৃগালের ক্রন্দন শুনিয়া প্রতিবেশী ও চাকরদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, শৃগালের ক্রন্দন নিবারণ হয় কেমন করিয়া? শীতবস্ত্র হইলেই শৃগাল রক্ষা হইতে পারে শুনিয়া শৃগালকে বিতরণের জন্য ঐ সকল ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র দান করিতেন। তিনি যে সময় রাজা রামজীবনের দেওয়ান, তৎকালে তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তি মুন্সী ছিলেন। তিনি রামরায়কে অপদস্থ করিবার জন্য অনেক কাগজের মধ্যে একখানি তালুক দানপত্র সহি করিয়া লয়েন। তিনি তাহাতে "বরাত আশমান" কথা লিখিয়া দেন। রাজা রামজীবন মুন্সীর নিকট দেওয়ানের দানের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন; কিন্তু পরে প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তোষলাভ করেন।

রামরাম রায় নাটর-জমিদারীর সৃষ্টি হইতে রাজা রামজীবনের পরলোকগমনের পরও অত্যল্প কাল দেওয়ানী কার্য্য করেন। রাজা রামকান্ত

বলরামের পুত্র রঘুনাথ রায় রামরাম রায়ের মৃত্যুর পর অতি অল্পকাল দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। বলরামের পৌত্র রামচন্দ্র রায় রাণীভবানী ও রাজা রামকৃষ্ণের সময় এবং রামসুন্দর রায় রাজা রামকৃষ্ণ ও রাজা বিশ্বনাথের সময় পর্য্যন্ত দেওয়ান ছিলেন। দশ-শালা বন্দবস্তের সময়ও রামসুন্দর রায়ের দেওয়ান থাকা কাগজপত্রদৃষ্টে প্রকাশ পায়।

DOUBLE COLOUR

যৌবনের প্রারম্ভে প্রাচীনদিগের সৎপরামর্শ অবহেলা করায় ও রামরামের বার্দ্ধক্য বশতঃ তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। (১)

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

---

(১) রাজা রামজীবনের মৃত্যুর "সময়" কেহ কেহ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ নিরূপণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ নির্ণীত হইয়াছে। নীলিখাপনদিঘির মৌজার পর্য্যায় দ্বারা ও কয়েকখানি ব্রহ্মোত্তরপত্রের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে (১১৪১ সালে) রামরাম রায় জীবিত ছিলেন।

রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসলেখক বলেন যে, রাণীভবানীর বিবাহের সম্বন্ধপত্রে দিঘাপতিয়ার দয়ারাম স্বাক্ষর করেন। রাজা রামজীবনের সময় দয়ারাম রায় দেওয়ান কি প্রকারে হইতে পারেন? উক্ত লেখকের মতে রাজা রামজীবন কলম হইতে যে দুইটী বালক আনয়ন করেন, তন্মধ্যে একটী দয়ারাম। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামজীবনের জমিদারী অর্জ্জনের ও ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার পরলোক গমনের সময়। হিসাব করিলে এ সময়ে দয়ারামের বৃদ্ধবয়স সঙ্কুলন হয় না। দিঘাপতিয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ দয়ারামরায় রাজা রামকান্ত ও রাণীভবানীর সময়ে যে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তাহাই প্রামাণিক কথা।

অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জমিদারের পারিবারিক প্রথা আলোচনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তাঁহার বা তাঁহাদিগের জাতিবর্গ কেহ সম্বন্ধপত্রস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিলে গুরু কিম্বা পুরোহিত কর্ত্তৃক সম্বন্ধপত্র স্বাক্ষরিত হয়। অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত প্রবাদকেও নির্ভুল মনে করা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী খ্যাতনামা ব্যক্তিসম্পর্কীয় প্রবাদ বা কীর্ত্তিকলাপ পরবর্ত্তী খ্যাত ব্যক্তির কীর্ত্তির সহিত মিশিয়া যায়।

কন্যাদায়।

বিবাহে শুল্কগ্রহণ হিন্দুশাস্ত্রে চিরকাল নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। মনু বলিয়াছেন :—

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥"

অর্থাৎ পুত্রকন্যার বিবাহে পণগ্রহণ করিলে পিতামাতা অপত্যবিক্রয়ী হন ও চিরকালের জন্য নরকগামী হইয়া থাকেন। মনু আমাদিগের আদি ও প্রধান শাস্ত্রকর্ত্তা, তিনি ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করা সত্ত্বেও আমরা এরূপ গর্হিত আচরণ করি কেন? তাহার উত্তর এই যে, আমরা জনসমাজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ হিন্দুর আচার পালনে আমাদের তাদৃশ আস্থা নাই। আমরা লোভপরবশ হইয়া নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় মনুর পরবর্ত্তী শাস্ত্রকর্ত্তৃগণের যে যে বিধান আমাদিগের স্বার্থের সহায়তা করে, আমরা কেবল মাত্র সেই বিধিগুলিই গ্রহণ করিয়া থাকি।

যে স্থলে স্বতঃপ্রবৃত্তির অভাব, সে স্থলে এক পক্ষ অপর পক্ষকে নিতান্ত বিব্রত করিতে না পারিলে, তাহার নিকট বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক দ্রব্যেরই মূল্য অভাব ও দুর্লভতার উপর নির্ভর করে, ইহাকে ইংরাজীতে Principle of supplya nd demand কহে। অধিক পরিমাণে কন্যার Supply এবং বরের Demand অধিক হওয়াতেই যে এই কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বলাবাহুল্য। কি কারণে যে কন্যার Supply এবং বরের Demand অধিক হইল, তাহাই একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এ সম্বন্ধে নানালোক নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু সে গুলির কতকগুলি অবান্তর কারণরূপে পরিগণিত হইলেও আমার মতে সে গুলি মুখ্য কারণ নহে। ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও গভীরতর স্তরে অবতরণ করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় বিবাহে কন্যার কাল-নির্দ্ধারণ এই কুপ্রথার একটি বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

পরাশর বলিয়াছেন,—

"অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥"

অর্থাৎ অষ্টম বর্ষীয় কন্যাকে গৌরী, নববর্ষীয়াকে রোহিণী, দশম বর্ষীয়াকে কন্যা ও তদূর্দ্ধ বয়স্কাকে রজস্বলা কহে। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে যিনি কন্যা পাত্রস্থ না করেন, তিনি মাসে মাসে ঐ কন্যার আর্ত্তব শোণিত পান করেন, এবং ঐ কন্যার মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা এই তিন ব্যক্তি নরকগামী হন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পরাশরের এই ব্যবস্থাটি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে এই বিপৎপাতের সূচনা করিয়াছেন। বিবাহে কন্যার বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়ার ফল এই হইয়াছে, যে কন্যা দশম বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই কন্যার পিতা কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে যে রূপেই হউক কন্যা পাত্রস্থ করেন। কিন্তু পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ বাঁধাবাঁধি কিছুই নাই। বরের পিতা স্বেচ্ছানুসারে স্বীয় পুত্রের বিবাহকাল নির্ব্বাচিত করিতে পারেন, এমন কি বিবাহ না দিয়াও চিরকাল রাখিতে পারেন। ইহাতেই কন্যাপক্ষ দুর্ব্বল ও পাত্রপক্ষ বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। এবং অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিগণ পুত্রের বিবাহে কন্যা-পক্ষকে অযথানিপীড়িত করিয়া তাহাদের হৃদয়শোণিত পান করিতে ক্ষমবান্ হইয়াছেন। যদি পুত্রের বিবাহে বয়োনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের ঐরূপ শাসনবাক্য থাকিত, তাহা হইলে পুত্রের পিতা ও কন্যার পিতা একই ভাবাপন্ন হইতেন ও কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ হইতেন না। অথবা বর ও কন্যা উভয়েরই যদি কোন বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট না থাকিত, তাহা হইলেও এই পাপপ্রথা কখন এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। মনুর সময়ে কন্যার বিবাহের একটা নির্দ্দিষ্ট কাল ছিল না। তিনি বলিয়াছেন :—

"বরং পিতৃ-গৃহে কন্যা চানৃতাপি চিরং বসেৎ।
নত্বপাত্রেণ মূর্খেণ মতিমাংস্তাং নিয়োজয়েৎ॥"

কন্যা পিতৃ গৃহে চিরকাল অনূঢ়া অবস্থায় বাস করিবে, তাহাও বরং ভাল, কিন্তু পিতা যেন কখন কন্যাকে অপাত্রে বা মূর্খে সমর্পণ না করেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পাত্র না পাইলে কন্যাকে যতদিন ইচ্ছা অনূঢ়া অবস্থায় রাখা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরাশরের সহিত এস্থলে মনুর বিরোধ উপস্থিত। এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে কি করিতে হইবে, তাহাও শাস্ত্রে আছে। মনুর সহিত অন্য শাস্ত্রকারগণের বিরোধ হইলে মনুর মতই প্রবল বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে :—

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।" (বৃহস্পতি)

যদি আমরা বিবাহে কন্যার বয়োনির্দ্দেশ সম্বন্ধে বিশেষ আঁটাআঁটি না করি, তাহা হইলেই বিবাহে অর্থগ্রহণ কুপ্রথা অচিরে বঙ্গীয় সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব আমি অনুরোধ করি, কায়স্থসভা হইতে এইরূপ একটি মন্তব্য বিধিবদ্ধ হউক যে, পিতা স্বেচ্ছানুসারে সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন, তাহাতে কন্যা বয়োধিকা হইলেও তিনি সমাজে নিন্দনীয় বা পতিত হইবেন না। ইহা ব্যতীত এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার আর অন্য সহজ উপায় দেখা যাইতেছে না। অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে অল্প বয়সে সন্তান উৎপাদন হইয়া থাকে। দশ এগার বৎসর বয়ঃক্রমের বালিকারও সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। এই অল্পবয়সে সন্তান জন্মিবার বিষময় ফলে অনেক বালিকা সূতিকাদি রোগগ্রস্তা হইয়া অকালে কালকবলে পতিতা হইয়াছেন, এবং পিতৃমাতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের আত্মীয়গণকে শোকসাগরে ভাসাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত ঐরূপ অপরিপক্ক বয়সে উৎপাদিত সন্তানগণকে প্রায়শঃই পীড়াগ্রস্ত, দুর্ব্বল, ও অকর্ম্মণ্য হইতে দেখা যায়। এই বঙ্গদেশে এমন পরিবার নাই, যাহারা অল্পবয়সে সন্তানউৎপাদনের বিষময় ফল অল্পাধিকরূপে ভোগ না করেন।

অতএব কায়স্থসভা হইতে এরূপ একটি মন্তব্য প্রকাশিত হওয়া উচিত যে, পুত্রের বিবাহে কেহ কন্যাকর্ত্তার নিকট তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে কোনরূপে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যদি করেন তবে তাঁহার নাম কায়স্থ-

পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ও তিনি যত টাকা কন্যাপক্ষের নিকট অত্যাচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বা তাঁহার বংশের কোন কন্যার বিবাহে বরপক্ষ ঐরূপ অর্থ তাঁহাদের নিকট গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলে ও তদনুসারে কার্য্য করিলে ক্রমশঃ যে এই কুপ্রথার লোপ হইবে, এমন আশা করা যাইতে পারে।

সামাজিকগণ একবার ভাবিয়া দেখুন যে, বিবাহে অর্থগ্রহণপ্রথা আমাদের সমাজে কিরূপ অনিষ্ট সংঘটন করিয়াছে। পিতামাতার নিকট পুত্র ও কন্যা সমান আদরের বস্তু ও স্নেহের জিনিষ, কিন্তু কন্যার বিবাহ দিবার সময় পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, এই দুশ্চিন্তা পিতা ও মাতার মনে অপত্য-স্নেহেরও বিকৃতি-সাধন করিয়াছে। কন্যা জন্মিয়াছে শুনিলে, পিতাও তদীয় আত্মীয়গণ আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিমর্ষভাবাপন্ন হন; এবং মনে করেন, কি যেন এক বিপদ উপস্থিত হইল। বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এমন অনেক অধম পিতা আছেন, যাঁহারা এই পাপ প্রথার প্রভাবে মনুষ্যত্ব হারাইয়া অপত্যস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় অনূঢ়া দুহিতার অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ দুর্ঘটনাকে সাংসারিক-চক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন। এই কুপ্রথা রাজপুতনায় এককালে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, রাজপুতগণ কন্যা হইবামাত্র রাক্ষসের ন্যায় তাহাদিগের বধসাধন করিত। সম্প্রতি ইংরেজ রাজপুরুষগণ কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়া রাজপুতগণের মধ্যে কন্যাহননপ্রবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেখুন দেখি, ইহা হইতে মনুষ্য সমাজের অধঃপতন আর কি ঘটিতে পারে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আপনারা এই কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে আর জনসমাজে গৌরবান্বিত হিন্দু সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া পবিত্র হিন্দু নামে কলঙ্ক অর্পণ করিবেন না।

শ্রীপ্রসন্ননাথ রায়।

পাশ্চাত্য ও বঙ্গীয় কায়স্থে সম্বন্ধ।

অনেকেরই ভ্রান্ত বিশ্বাস, আদিশূরের সময় যে পঞ্চ কায়স্থপ্রবর এদেশে আগমন করেন, কেবল তাঁহারাই প্রকৃত পশ্চিমাঞ্চলবাসী ছিলেন; তদ্ব্যতীত যে আর যে সকল বিভিন্ন উপাধিধারী কায়স্থের বাস আছে, তাঁহারা সকলেই এদেশীয় অর্থাৎ এই বাঙ্গালাই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মভূমি। কুল-পরিচয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদন করিবার জন্য গত ১৩০৯ সালের আশ্বিন মাসের কায়স্থপত্রিকায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গজ-কায়স্থ কারিকার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া ছিলেন, যে বঙ্গদেশীয় ৮৭ ঘর বিশুদ্ধ কায়স্থই চিত্রগুপ্তের সন্তান; তাঁহার প্রবন্ধে কেবল বঙ্গজকারিকা উদ্ধৃত হওয়ায় ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ ও অপর অনেকেই তাহা একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, যখন সকল সমাজেরই কারিকা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে এবং সকল শ্রেণীর কায়স্থই যদি পশ্চিমাঞ্চলবাসী হইয়া থাকেন, তখন সকল সমাজের প্রাচীন কারিকাতেই সকল শ্রেণীর কায়স্থেরই বঙ্গাগমন-সম্বন্ধে ঐরূপ কোন না কোন প্রসঙ্গ থাকিত বা থাকা উচিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ও সকল সমাজের কায়স্থগণের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে ঐরূপ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগাদি প্রকাশিত না হওয়ায়, উদ্ধৃত বঙ্গজ কারিকার মৌলিকতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন। আজ আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, সাধারণের এই বৃথা সন্দেহ দূর করিবার জন্য কায়স্থ-পত্রিকা-সম্পাদক সম্প্রতি "কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়ের" নূতন ও সুলভ সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন। বর্ণ-নির্ণয়ের পূর্ব্ব সংস্করণে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই ছিল না, উহাতে স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশীয় কায়স্থগণের আচার ব্যবহার আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে; কায়স্থ জাতি শূদ্র বা বৈশ্য বর্ণান্তর্গত হইতে পারেন না; তাঁহারা নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বর্ণান্তর্গত ছিলেন। তিনি "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" কায়স্থকাণ্ডে বঙ্গদেশীয়

কায়স্থগণের সবিস্তার ইতিহাস প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোধ হয়, এই কারণেই তিনি বর্ণ-নির্ণয়ের প্রথম সংস্করণে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করেন নাই, কিন্তু বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজ স্বয় পূর্ব্ব পরিচয় অবগত হইবার জন্য যেরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, চারিদিকে যেরূপ জাতীয় আন্দোলন চলিয়াছে, তাহাতে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের পূর্ব্ব কুলবিবরণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কায়স্থপত্রিকায় পূর্ব্ব কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ হইলেও তাহা সাধারণের প্রীতিকর বা উপযোগী হয় নাই। এই সকল কারণে এবং বহু বিস্তৃত কায়স্থকাণ্ডে ঐ সকল বিবরণ প্রকাশ হইতে বহুসময়সাপেক্ষ ভাবিয়া নব প্রকাশিত "কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়ের" দ্বিতীয় সংস্করণে চারি শ্রেণীস্থ কায়স্থ-গণের কুলকারিকা হইতে পূর্ব্বপরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীর কায়স্থ—কি কুলীন কি মৌলিক সকলেই এক সময় পশ্চিমাঞ্চলবাসী ছিলেন; এখন যে আমরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে শ্রীবাস্তবাদি দ্বাদশ শাখার কায়স্থ দেখিতে পাই, এদেশীয় কায়স্থগণও ঐ সকল বিভিন্ন শাখাসমুদ্ভূত; তাহা চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের কুলগ্রন্থ হইতেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য আমরা সংক্ষেপে সেই প্রাচীন কুলকাহিনী উদ্ধৃত করিতেছি।

উত্তরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় ইহাঁদের গৌড়াগমন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বিপ্রপঞ্চ করণপঞ্চ ভৃত্যপঞ্চ তায়।
ত্রিপঞ্চকে উপনীত রাজার সভায়॥
রাজা জিজ্ঞাসিল গোঁসাই সঙ্গে কোন জন।
মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ॥
শ্রীকরণ করণখ্যাতি কেবল মসিজীবি।
পূর্ব্বে নীত স্বধর্ম্মিত কেবল বিপ্রসেবী॥
অনাদিবর সিংহ সোম ঘোষের পদ্ধতি।
পুরুষোত্তম দাস সুদর্শন মিত্রখ্যাতি॥
দেবদত্ত মহাতপ ইতি পঞ্চনাম।
কান্যকুব্জে সমুপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ধাম॥"

উক্ত পঞ্চজন চিত্রগুপ্তের কোন্ ধারার বংশ সে সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পূজিতঃ।
সেনীপুত্রাহষ্টকাঃ পৃথ্যাং সর্ব্বসম্পত্তিসংযুতাঃ॥১৫
গৌড়াখ্যো মাথুরশ্চৈব সক্‌সেনো ভট্টনাগরঃ।
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে॥১৬
পুত্রাণামষ্টকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ কর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীকর্ণ ইতিসংজ্ঞঃ স বিখ্যাতো ভুবি সর্ব্বতঃ॥১৭
তস্য বংশে সমুদ্ভূতাঃ পঞ্চ বিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রোহনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ॥১৮
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা॥"১৯

(ঘটককেশরীকৃত উত্তররাঢ়ীয়-কুলদীপিকা)

অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ চিত্রগুপ্ত সর্ব্বশাস্ত্রেই পূজিত হইয়াছেন। এই পৃথিবীতে সেনীর সর্ব্বসম্পত্তিশালী ৮টী পুত্র জন্মে, তাঁহারা গৌড়, মাথুর, সক্‌সেন, ভট্ট-নাগর, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব্য, করণ ও উপকরণ নামে খ্যাত। এই আটজনের মধ্যে কর্ণ বা করণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত, সে জন্য তিনি এই পৃথিবীতে শ্রীকরণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বংশে ৫ জন বিজ্ঞ মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। এই পঞ্চের নাম বাৎস্য গোত্র অনাদিবর, সৌকালীন সোম, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র, সুদর্শন ও কাশ্যপ দেব।

উদ্ধৃত উত্তররাঢ়ীয়কারিকার অনুরূপ বচনের উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠেয় চিত্রগুপ্তপূজা ও ব্রতকথা মধ্যেও এরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টকরণসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যাঃ শৈকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাত্মা নরাধিপ॥"

অর্থাৎ হে নরাধিপ! চিত্রগুপ্তদেবের বংশে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহাদের নাম বলিতেছি শুনুন,—সর্ব্বশাস্ত্রে কুশল গৌড়, মাথুর, ভট্ট, করণ, সেনক,

অহিষ্ঠান, শ্রীবাস্তব্য, শৈকসেন ও অম্বষ্ঠাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করণ বা শ্রীকরণ হইতে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের উৎপত্তি। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বিশেষতঃ অযোধ্যা অঞ্চলে এখনও করণ-শ্রেণীর কায়স্থের বাস দেখা যায়। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা-মতে সোম ঘোষ প্রভৃতি অযোধ্যা অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন, এরূপ স্থলে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থশ্রেণী পশ্চিমাঞ্চলের করণশ্রেণীরই একটী শাখা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটক-কারিকায় আছে—

"পুরন্দর করিল যজ্ঞ শুন বিবরণ।
তিন কন্যা উৎপত্তি হইল সুলক্ষণ॥
চিত্রা বিশাখা পতাকা নাম হইল।
তিন ভাই তিন কন্যা বিবাহ করিল॥
সেনীপত্নী পতাকা শুন সর্ব্বজন।
সেনীর হইল বংশ দ্বাদশ নন্দন॥
রূপে গুণে অনিন্দিত আছিল দ্বাদশ।
মর্ত্ত্যভূমে যার গুণে সভে হইল বশ॥
বিন্দ অরবিন্দ আস্তিক শ্রীকরণ।
মাধব অনঙ্গ ভৈরব সুলোচন॥
স্বয়ম্ভূ সুরীতি দর্পণে সানন্দ।
বিচিত্র দ্বাদশ পুত্র গণনে নির্ব্বন্ধ॥
কান্যকুব্জে করণৈবাস কোলঞ্চ নগরে।
পূর্ব্বেতে আছিল যত কায়স্থ সভারে॥
যার যেই শিষ্য তার সেই গোত্র।
নাম প্রবর পাইল সকল কায়স্থ॥
বিন্দের সন্তান ঘোষ বলি যারে কহ।
অরবিন্দ কুলে বসু শ্রীবাস্তব জানিহ॥
শ্রীকরণ করণবংশ মিত্র যারে কহ।
এই তিন জনে ভাই কুলীন জানিহ॥

দে মাধব, দত্ত অনঙ্গ, ভৈরব বংশে কর।
সুলোচন সন্তান পালিত শম্ভু সিংহবর॥
সুরীতি সেনেতে স্থিতি দর্পণেতে দাস।
সানন্দ সন্তান গুহ রাঢ়ীর প্রকাশ॥
ঘোষ সিংহ মিত্র দাস বিবাদ করিয়া।
উত্তর দেশেতে গেল পৃথক্ হইয়া॥
ঘোষ, মিত্র সিংহ দাস দত্ত।
শ্রীকরণ কর বড় হইল সক্ত॥
করণ করণে খাট দেএর নন্দন।
উত্তররাঢ়ীয় কার্য্য ভাই পঞ্চম করণ॥
উত্তরে করিয়া বাস তাহারা সকলে।
দাসত্ব স্বীকার আগে কভু নাহি কৈলে॥
দক্ষিণে করিএ বাস ভাই একাদশ।
ধনে লক্ষপতি খ্যাতি অতি পুণ্যযশ॥
দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থেরা গুণেতে অতুল।
দাসত্ব স্বীকার কৈল জানি শুদ্ধ মূল॥
দয়া চ সর্ব্বভূতেষু দৃঢ়ভক্তিশ্চ কেশবে।
দ্বিজসেবা ক্রতুপূর্ব্বং এতদ্দাসস্য লক্ষণম্॥"

দাসত্বস্বীকারের কারণ—"আদিশূর করিলেন কামেষ্টি আরম্ভন।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন ঋষি পঞ্চজন॥
সভাতে বসিল তবে মুনি পঞ্চজন।
পাত্র মিত্র সভাসদ সহিত রাজন্॥
পঞ্চজন কায়স্থ আসে নৃপতি সদন।
সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে।
এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চ জন হয় কায়স্থ কুমার।
জিজ্ঞাসহ ইহাদিগে কি কহে উত্তর॥

দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়।
শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয়॥
দক্ষ দ্বিজ আদি করি মুনি পঞ্চজন।
ইহাদের দাস হৈনু শুন সর্ব্ব জন॥
পুরুষোত্তম দত্ত কহে করপুটে।
তোমা দরশনে আইলাম মুনি সঙ্গে বটে॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।
একগ্রামে বসতি আছয়ে বহুকাল॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি।
রাঢ়দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি॥
এত শুনি কহে মুনি হয়ে অগ্নিবৎ।
আমাদের সঙ্গে আসি অহঙ্কার এত॥
দাস বলে পরিচয় কেন নাহি দিলে।
এখনি তাহার ফল পাইবে অচিরে॥
গুহকে জিজ্ঞাসিলে কহে হর্ষশিষ্য আমি।
তায় তুষ্ট নৃপ কহে ভাল বট তুমি॥
ঘোষ বসু মিত্র রাঢ়ে বঙ্গে কুলীন গুহ।
এই তিন কুলীন হইল নিশ্চয় জানিহ॥
ঘোষ বসু মিত্র গুহ কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি॥
কাতর দেখিয়া দত্তে কহেন রাজন্।
সন্মৌলিক হইলে তুমি শুন পুরুষোত্তম॥
এতবলি আশীর্ব্বাদ দিল পঞ্চজনে।
মুনি সঙ্গে রহিলেন ধর্ম্মের রক্ষণে॥

* * * *

আর যত কায়স্থ আইলেন তবে॥
পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সভাকে।
পশ্চিম হইতে আইলা গৌড়দেশ পরে॥

সপ্তগ্রামে মেলিল মৌলিক আসি যত।
আর যত কায়স্থ আইল তবে তত॥

(দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির কারিকা)

(ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের নিকট কায়স্থের সম্মান।)

৮৯২ সনে মুলুক দেখিতে।
বাঙ্গালায় বাদশা আইল দিল্লী হৈতে॥
নবাব আইল সঙ্গে লয়া সেনাগণ।
হস্তী ঘোড়া পদাতিক না যায় গণন॥
ঘোঁ ঘোঁ দামামা বাজে উটের উপর ডঙ্কা।
সমরেতে সুরসেন নাহি করে শঙ্কা॥
সুরসিংহ ভদ্রসিংহ আইল যেন যমদূত।
দলপতি গজপতি ছত্রি-রজপুত॥
সুরসিংহ ছত্র সিংহ দলের সর্দ্দার।
বাদশা খেয়াতি দুই দিলেন দুহার॥
পূর্ব্বনাম লুপ্ত হইল কার্য্য অনুক্রমে।
দলপতি গজপতি সর্ব্বলোকে জানে॥
নানাদেশ ফিরি ঘুরে আইলা রায়নাতে।
পুরন্দর খাঁ বসু আইলা বঙ্গ দেশ হৈতে॥
মর্য্যাদা সাগর তুল্য সবে সবিনয়।
লেখা পড়ার কর্ত্তা হন ঈশান তনয়॥
আর যত কায়স্থ আছয়ে মুহুরী।
লেখা পড়া করে সভে বসু আজ্ঞাকারী॥
রায়নায় আসি সভে হইল উপস্থিত।
দিব্য স্থান দেখিয়া তবে মনে পাইলা প্রীত॥
বার দিয়া পুরন্দর বৈঠকে বসিল।
দূর্ব্বাফুল দিয়া ব্রাহ্মণে আশীষ কৈল॥
ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র আসি করে নমস্কার।
মর্য্যাদা দেখিয়া ভাবে সুরসিং কোঁয়ার॥

পুরন্দর খাঁ বসু যেন মলয় চন্দন।
যাহায় পরস হৈলে কায়স্থ শোভন॥
দুই ভাই দেখিলেন তাহার সম্মান।
দেখিয়া শুনিয়া তাদের উল্লাসিত প্রাণ॥
তাহা শুনি দুই ভাই বাঙ্গলা ভিতরে।
কায়স্থ হইব বলি কহিলা তাঁহারে॥
যত টাকা লাগে আমি দিব এইখানে।
কৃপা করি কায়স্থ করহ সর্ব্বজনে॥
টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তারে।
মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অনুসারে॥
ঘোষ বসু মিত্র আর মৌলিক যত।
ব্রাহ্মণ দিলেন সায় হয়া হরষিত॥
সমাজ ভাবিয়া না পান কোন স্থান।
ষোল সমাজ মৌলিকের স্থানেতে প্রধান॥
রায়নার দত্ত হৈলে বলে সর্ব্বজন।
আজি হৈতে হইলেন জাতি শ্রীকরণ॥
এই মতে হইলেন রায়নার দত্ত।
ঘটক মালাধর করিল বিরচিত॥"

এ সম্বন্ধে ঘটক কেশরী বিরচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকাতেও এইরূপ পাওয়া যায়—

"দশরথ গুহ আর পুরুষোত্তম দত্ত।
কহিতে লাগিল দোঁহে আপনার তত্ত্ব॥
প্রতিবাসী দুই দ্বিজ সঙ্গে আগমন।
মনের মানস যাই তীর্থ দরশন॥
এ দোঁহার বাক্যে রাজা চিত্তে অসন্তোষ।
আমার রাজ্যেতে পূজ্য বসু মিত্র ঘোষ॥
রাজা বলে বুঝিলাম তোমাদের মতি।
পুনর্ব্বার বল দেখি আমার পদ্ধতি॥

দর্প করি দশরথ কহে পুনর্ব্বার।
আমার পদ্ধতি শুহ রাজার কুমার॥
শুনিয়া হাসিল রাজা গর্ব্বিত বচন।
লজ্জা পেয়ে গুহ কৈল বঙ্গেতে গমন॥
দত্ত সুত তত্ত্ব বুঝি সুমতি হইল।
বিনতি প্রণতি করি দ্বিজে না ছাড়িল॥
ঘোষ বসু মিত্র দত্ত এই চারি জন।
দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন॥
তার পর ছয় জন মৌলিক আনাইল।
সম্মান করিয়া স্থান সভাকারে দিল॥
ইহাদের পরিজন পরে আনাইল।
বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে সদ্ভাবে থুইল॥

(ঘটককেশরীর রচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা।)

বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় কান্যকুব্জ হইতে কে কে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে এইরূপ পাওয়া যায়—

বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় আছে—

"চিত্রদেবসুতাশ্চাষ্টৌ সমভূবন্ মহাশয়াঃ।
তেষান্তু কল্পয়ামাস কশ্যপোজাতকর্ম্ম চ॥
একৈক বহুধা ভাতি গোত্রিণাং গোত্রদেবতা।
তেষাং মধ্যে প্রবরাশ্চ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ॥
সূর্য্যধ্বজো চন্দ্রহাশ্চন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহকাঃ।
রবিদাসো রবিরত্নো রবিধীরশ্চ গৌড়কঃ॥
ইতি চাষ্টসুতাঃ খ্যাতাঃ কুলানাং পতয়োঽভবন্।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশাখ্যায়াঞ্চ সংজ্ঞিতাঃ॥
ঘোষোসূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রহাসাদ্বসুস্তথা।
রবিরত্নাৎ গুহশ্চৈব চন্দ্রদেহাত্তু মিত্রকঃ॥
চন্দ্রার্দ্ধাৎকরণো জাতঃ রবিদাসাচ্চ দণ্ডকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্তু গৌড়াচ্চ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥

দাসকো নাগনাথৌ চ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়-সুতো জাতঃ দেব-সেনশ্চ পালিতঃ ॥
সিংহশ্চৈব তথাখ্যাতাঃ এতে পদ্ধতিকারকা।
মৃত্যুঞ্জয়-কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দ-নৃপেশ্বরঃ ॥
তস্মাপি বংশ-সংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলাচারপ্রভেদেন দ্বিসপ্তত্যচলাভবন্ ॥”

চিত্রগুপ্তদেবের আটটী মহাশয় পুত্র হইয়াছিল, কশ্যপ তাহাদের জাতকর্ম্ম করেন। সেই এক এক জন হইতে আবার বহুবংশ (গোত্র) উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২১ বংশই প্রধান বলিয়া গণ্য। সেই একবিংশতি বংশের মধ্যে সূর্য্যধ্বজ, চন্দ্রহাস, চন্দ্রার্দ্ধ, চন্দ্রদেহক, রবিদাস, রবিরত্ন; রবিধীর ও গৌড়ক এই অষ্ট বংশের পুত্রগণ কুলপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাঁদের সন্ততিবর্গ দেশ ও নামেও আখ্যাত। সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষ, চন্দ্রহাস হইতে বসু, রবিরত্ন হইতে গুহ, চন্দ্রদেহ হইতে মিত্র, চন্দ্রার্দ্ধ হইতে করণ, রবিদাস হইতে দত্তবংশ ও গৌড় হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার করণ হইতে নাগ, নাথ ও দাস এবং মৃত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ নামে প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকারগণ জন্মলাভ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বংশে নিত্যানন্দ নামে এক রাজা আবির্ভূত হন, তাঁহারই বংশে ৮৭ ঘর কায়স্থ উৎপত্তি; তন্মধ্যে ৭২ ঘর কুলাচারে প্রভেদ হেতু “অচলা” বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

“মকরন্দো মহাকৃতী ঘোষবংশশিরোমণিঃ।
দশরথ মহাশূরো বসুকুলস্য দীপকঃ ॥
গুহস্য ভূষণো ধীরো বিরাটশ্চ মহাবলী।
তথা মিত্রকুলাম্বুজঃ কালিদাসো মহাভুজঃ ॥
পুরুষোত্তমো ভাস্বরো দত্তকুলস্য ভাস্করঃ।
নাগস্য দীপকঃ সুধীঃ দেবদত্তো মহাযশাঃ ॥
চন্দ্রভানুর্মহাজ্ঞানী নাগস্য বংশশেখরঃ।
তথা সূক্ষ্মশ্চন্দ্রচূড়ো দাসস্য কুলভষণঃ ॥
অষ্টৌ খ্যাতাস্ত কায়স্থাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
অম্বষ্ঠস্য কুলমেকং সেনবংশপ্রসিদ্ধকং ॥

DOUBLE COLOUR

অম্বষ্ঠাৎ গৌড়মাসাদ্য ততো গৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তৎ কুলেষু সমুদ্ভূতো জয়ধরো মহাকৃতিঃ ॥
করস্য বংশসম্ভূতো ভূমিঞ্জয়ো মহাযশাঃ।
ভূধরো ভূধরসমঃ দামস্য কুলভূষণঃ ॥
জয়পালো মহাবাহুঃ পালস্য বংশচন্দ্রকঃ।
পালিতবংশসম্ভূতশ্চক্রী চক্রধরস্তথা।
চন্দ্রধ্বজো মহামানী চন্দ্রবংশস্য দীপকঃ ॥
রিপুঞ্জয়ো মহাপ্রাজ্ঞো রাহাবংশসমুদ্ভবঃ।
বীরভদ্রঃ সুশীলশ্চ ভদ্রকুলাম্বুজস্তথা ॥
দণ্ডধরো মহাবলী ধরস্য ভূষণঃ স্মৃতঃ।
তেজোধরঃ সুধীরশ্চ নন্দীবংশ-শিরোমণিঃ ॥
শিখিধ্বজো মহাবাহুর্দেববংশাজম্বুস্তথা।
বশিষ্ঠশ্চ কুণ্ডপতিঃ কুণ্ডবংশস্য চন্দ্রকঃ ॥
তথা ধীরো ভদ্রবাহুঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ।
সিংহকুলাম্বুজো বলী বীরবাহুর্মহাকৃতিঃ ॥
ইন্দুধরো মহাশূরো রক্ষিতকুল-ভূষণঃ।
অঙ্কুরবংশদীপশ্চ হরিবাহুঃ সুধীস্তথা ॥
বিষ্ণুবংশোদ্দীপকশ্চ লোমপাদো মহাযশাঃ।
বিশ্বচেতাঃ মহাজ্ঞানী আঢ্যস্য কুলসম্ভবঃ ॥
তথা মহীধরঃ প্রাজ্ঞো নন্দনকুলভূষণঃ।
একোনবিংশতিশ্চৈতে কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ ॥
স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাজরাট্ সপ্তপুরশ্চ রাজাপুরস্তথৈব চ ॥
বটগ্রামো মল্লপুরঃ পদ্মদীপশ্চ লোহিতঃ।
মল্লকোটির্লক্ষীপুরঃ কেশিনী চ কুমারকঃ ॥
কীর্ত্তিমতী নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা স্মৃতঃ।
বাটাজোড়ঃ স্বর্ণগ্রামো দক্ষপুরশ্চ মাণ্ডবঃ ॥
মণিকোটির্ভল্লকোটিঃ শম্ভুকোটিস্তথৈব চ ॥

সিংহপুরো মৎস্যপুরো মেঘনাদস্তথাপি চ।
ভল্লকুলী সিন্ধুরাঢ়ঃ সুরপুরী তথা স্মৃতঃ॥
সপ্তবিংশতিমানানি গ্রামাণি সমৃদ্ধানি চ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥
এতেষাঞ্চ সুতাঃ পুনর্দেশান্তরং গতাঃ ক্রমাৎ।
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ॥
উদগ্‌দক্ষিণ-রাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসিনাং॥
স্থানভেদাচ্চ তে সর্ব্বে আচারান্তরতাং গতাঃ।
যেষু স্থানেষু যদ্ধর্ম্মঃ কুলাচারশ্চ যাদৃশঃ॥
তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ।
কুলধর্ম্মস্ততস্তেষাং ভিন্নো ভিন্নো ব্যবস্থিতঃ॥

ঘোষ বংশের শিরোমণি মহাকৃতী মকরন্দ, বসুকুলের দীপক মহাশূর দশরথ, গুহ বংশের ভূষণ মহাবলী বিরাট, মিত্রকুলপঙ্কজ মহাবাহু কালিদাস, দত্তকুলসূর্য্য মহাবীর পুরুষোত্তম, নাগবংশদীপক মহৌজাঃ দেবদত্ত, নাথবংশশেখর মহাজ্ঞানী চন্দ্রভানু, দাসকুলের ভূষণ বৌদ্ধ চন্দ্রচূড়,—এই আট জন কায়স্থ কনৌজ হইতে আসিয়াছিলেন। অম্বষ্ঠকুলের প্রসিদ্ধ সেনবংশ অম্বষ্ঠ হইতে গৌড়ে আসিয়া গৌড় বলিয়া খ্যাত হন। এই বংশসম্ভূত মহাকৃতী জয়ধর, করবংশজ মহাযশস্বী ভূমিঞ্জয়, ভূধর তুল্য অটল দামকুলভূষণ ভূধর, পালবংশচন্দ্র মহাবাহু জয়পাল; পালিতবংশধর সুকৌশলী চক্রধর, চন্দ্রবংশদীপক মহামানী চন্দ্রধ্বজ, রাহাবংশজাত মহাপ্রাজ্ঞ রিপুঞ্জয়, ভদ্রকুলসম্ভূত সুশীল বীরভদ্র, ধরবংশাম্বুজ মহাবলী দণ্ডধর, নন্দীবংশের শিরোমণি তেজোধর, দেববংশাম্বুজ মহাবাহু শিখিধ্বজ, কুণ্ড বংশের চন্দ্র কুণ্ডপতি বশিষ্ঠ, সোমবংশধর ধীর ভদ্রবাহু, সিংহকুলোদ্ভব মহাকৃতী বীরবাহু, রক্ষিত কুলভূষণ মহাশূর ইন্দুধর, অঙ্কুর বংশের দীপক সুধী হরিবাহু, বিষ্ণুবংশের দীপক যশস্বী লোমপাদ, আত্মকুলজাত মহাজ্ঞানী বিশ্বচেতাঃ ও নন্দনকুলভূষণ প্রাজ্ঞ মহীধর, এই উনবিংশতি কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে আইসেন। আদিশূর তাঁহাদিগকে রাজরাট, সপ্তপুর, রাজাপুর, বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদীপ, লোহিত, মল্লকোটি,

ধন্যীপুর, কেশিনী, কুমার, কীর্ত্তিমতী, নন্দীগ্রাম, বাটাজোড়, স্বর্ণগ্রাম; দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটি, শম্ভুকোটি, সিংহপুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলী, সিন্ধুরাঢ়, ও সুরপুরী এই সপ্তবিংশতি গ্রাম বাসার্থ প্রদান করিয়া তথায় স্থাপন করেন। ইহাঁদের সন্তান সন্ততিগণ আবার দেশান্তর গমন করিয়া বাসস্থানানুরূপ উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি-শ্রেণীতে বিভক্ত হন এবং তদনুসারে তাঁহাদের কুলও চারি প্রকার হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস হেতু তাঁহাদের মধ্যে কৌলিক ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারেরও পরস্পর অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

গৌড়াগত কায়স্থগণ কে কোন্ আদিশাখার অন্তর্গত এ সম্বন্ধেও বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় এইরূপ দৃষ্ট হয়—

সুকৃতালিকৃতাম্বর এষ কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতির্দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং প্রথিতেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ॥
স সৌকালীন গোত্রজঃ শৈব এব তদ্‌গোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্যঃ সূর্য্যধ্বজধর ইহাপি শূরাগ্রগণ্যঃ"॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমে কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥"

স চ বৈদ্যকুলাম্বুজসোমসমঃ গৌতমগোত্রতঃশ্রী-
দক্ষশিষ্যো মহাত্মা সুধীরো ধার্ম্মিকমতির্নির্ম্মলান্তঃ॥"
"মহাতান্ত্রিকো বীরবর্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী।
অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্॥
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
বিরাটপুরুষসমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্॥
সুতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ।
স শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ
সদা দ্বিজালীপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ।
নিশম্য ভট্টেন গুহং প্রভাষিতং
নৃপালসভ্যৈরতি হাস্যমাশ্রিতং॥"

"অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্তকুলোদ্ভবঃ।
সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
মহাকৃতির্মহামানী কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ।
স আগতো বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ।
সচ সৈকসেনাধরো শৈববরঃ রথিনাঞ্চ রথী স মৌদ্গল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ ভাস্বরশ্চ বলী পিনাকপাণিঃ কুলদেবতা চ॥"

উদ্ধৃত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, কুলীন ও প্রধান প্রধান মৌলিকগণের আদিপুরুষগণ সকলেই কান্যকুব্জ হইতে এদেশে আসিয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় উভয় কুলগ্রন্থেই সেনী হইতে বিভিন্ন শ্রেণী ও শাখার উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে। কুলজ্ঞগণ সেনীকে কেহ চিত্রগুপ্তের পুত্র ও কেহ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ মতভেদের কারণ কি ?

চান্দ্রসেনী কায়স্থের সহিত চিত্রগুপ্ত কায়স্থের বহু পূর্ব্বকালে সম্বন্ধ ছিল, সেই সূত্রে কি "সেনী" নাম কথিত হইয়াছে! অধিক সম্ভব অতি প্রাচীন প্রবাদ পরম্পরায় পরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের কুলজ্ঞগণের নিকট ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু যখন আমরা ব্রতকথা মধ্যে পাইতেছি, তখন সেনক বা সেনীকে চিত্রগুপ্তের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম। প্রাচীন গ্রন্থে করণ ও সেনক নাম একত্র উক্ত থাকায় করণ কায়স্থও সেনের সন্তান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকিবে, উভয়শ্রেণীর কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয় করণ ও সেন এই দুইশ্রেণীর কায়স্থই প্রথমে গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এই কারণে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ সেন বা সেনী হইতে উদ্ভূত ও কান্যকুব্জবাসী করণাদির সন্তান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কুলগ্রন্থ হইতে আরও জানিতে পারিতেছি যে, ঘোষ মিত্রাদির আদিপুরুষগণ এক সময়ে সকলে বঙ্গে আগমন করেন নাই, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া এদেশে বসতি বিস্তার করেন। এই কারণেই আমরা বিভিন্নগোত্রীয় দত্ত ও বিভিন্নগোত্রীয় দাস প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণকে দেখিতে পাইতেছি।

উত্তররাঢ়ীয় আদি ৫ ঘর, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ২৭ ঘর এবং বারেন্দ্র ...র এই ৩৯ ঘর কায়স্থ যে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহাতে ...র সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য এই ৩৯ ঘরের ভিতরই আদান ...দানের ব্যবস্থা কুলগ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

অবশেষে বক্তব্য এই যে এ দেশীয় কায়স্থগণ যখন শ্রীবাস্তব, সকসেন, ...থানর, অম্বষ্ঠ, করণ, রাজবীনা প্রভৃতি শ্রেণীরই অন্তর্গত ও পশ্চিমাঞ্চল...বাসী উক্ত নামধেয় বিভিন্ন শ্রেণীরই জ্ঞাতি হইতেছেন, তখন উত্তর পশ্চিমা...ঞ্চলের কায়স্থের ন্যায় এ দেশীয় উপনিবেশী কায়স্থবর্গকেও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ...স্বীকার করিতে আর আপত্তি কি ?

—•—

বরেন্দ্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ।

সাতৈল রাজবংশের যথাযথ বংশতত্ত্ব দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বারেন্দ্র-বিপ্র-...মাজে এই বংশের সবিশেষ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কথিত আছে যে, ...সরকার বাজুহারের ত্রয়োদশটী পরগণা ইহাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ...ঐ সকল পরগণার আয়তন সামান্য ছিল না। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ...সময় বঙ্গে যে দ্বাদশ ভৌমিক ছিলেন, তন্মধ্যে সাতৈলরাজ অন্যতম।*

কালক্রমে সাতৈলরাজের নাম পর্য্যন্তও অনেকেই বিস্মৃত হইয়া...ছেন। সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী সত্যবতী ও রাণী সর্ব্বাণীর ...কীর্ত্তিরাজি, নাটরের রাজা রামজীবন ও রাণী ভবানীর কীর্ত্তিকলাপের দ্বারা

* সাতৈলের অধিকৃত জমিদারী সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। সরকার বাজুহা বর্ত্তমান ...রাজশাহী ও বগুড়া জেলার কথকাংশ এবং পাবনা ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। ...বাজু শব্দের বহুবচনে বাজুহা হইয়াছে। সরকার বাজুহার মধ্যেই বাজুরাস ও বাজুচম্প পরি-...লক্ষিত হয়। ব্লকম্যান সাহেব বলেন "Thus the country west of Pubna is called Bazuras and rest of it Bazu Champ—the corruption of Bazu is rast the right wing and Bazu-i chap the left wing"

বিজড়িত হইলেও মূল এ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই। রাণী সত্যবতী ও রাণী সর্ব্বাণী ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। রাণীভবানীর তুলনায় তাহা অবশ্যই ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও পরগণে ভাতুরিয়ার রাণী সর্ব্বাণীর নিষ্কর দানপত্র অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়।

রাণী সর্ব্বাণীর হস্ত হইতে নাটরের রঘুনন্দন রায় পরগণে ভাতুরিয়া-ওগয়রহের জমিদারী গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা রাজা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নাটর-রাজবাটীতে রক্ষিত সনন্দপাঠে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সম্রাট্ অরংজেবের সময় সাতৈলের রাজা বলরামের নামে বার্ষিক ২৫৩ ২৪৬ টাকা রাজস্বাবধারণে ভাতুরিয়া ওগয়রহ জমিদারী দেওয়া যাইত। রাজা রামকৃষ্ণের পত্নী উক্ত সর্ব্বাণী দেবী ১৭১০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিবার পর, সম্রাট্ সাহ আলম ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামজীবনকে সনন্দ প্রদান করেন। রাজা রামজীবন ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে বাণগাছির জমিদারী ও অতঃপর ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে উদিত নারায়ণ রায়ের রাজসাহী ও ভূষণা প্রভৃতি জমিদারী লাভ করেন। সনন্দদৃষ্টে প্রকাশ পায় যে, তপ্পো ভাতুরিয়া ওগয়রহের সম্পত্তি পাতসাহের কর্ম্মচারিগণের তন্‌খাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সাতৈল জমিদারের সময়ে জেলা বগুড়ার অধীন ভবানীপুর নামক স্থানের ভবানী মাতা, জেলা রাজসাহীর পুলিস ষ্টেসন সিংড়ার অন্তর্গত থালতা নামক স্থানের মহামাতা থাল্‌তেশ্বরী এবং জেলা পাবনার পুলিস ষ্টেসন রায়গড়ের অন্তর্গত চৈত্রহাটী নামক স্থানের কালিকামূর্ত্তির সেবার পারিপাট্য বিধানকার্য্যের সূত্রপাত হয়। সাতৈলের রাণী-সর্ব্বাণীর প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষস্মৃতিচিহ্ন প্রাগুক্ত স্থাননিচয়ে অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

ভবানীমাতার প্রসাদে সাতৈলরাজের জমিদারী বিস্তীর্ণ হইয়াছিল এবং তন্নিমিত্তই সাতৈলরাজ ভবানীমাতার সেবার প্রাচুর্য্য বিধান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, নাটরের রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দন পুটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ রায়ের সহিত ভবানীপুর গমন করেন। তৎপর হইতেই ভ্রাতৃদ্বয়ের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়েন। ভবানীমাতার দর্শনের পর হইতেই রঘুনন্দন বঙ্গের কাননগো দপ্তরে প্রবেশ ও রামজীবন জমিদারী লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা রামজীবন যে বিপুল জমিদারী লাভ করেন, তাহা শুনিতে আরব্য-উপন্যাসের ন্যায় বটে। এ বিশাল জমিদারী লাভের বিষয় চিন্তা করিলে, ইহাই মনে হয় যে;—ভগবান্ রাণী ভবানীর ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী দেবীর দানধ্যানের জন্যই ইহা গঠন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রাণীভবানী যে সকল পুণ্যময়ী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বঙ্গের পাল ও সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিরাজি হইতে বরং অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত ছিল।

সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের মাতা রাণী সত্যবতী করতোয়া তীর হইতে ভবানীমাতার দর্শনের সুবিধার নিমিত্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করেন, তাহা রাণী "সত্যবতীর জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। রাণীভবানী এই প্রদেশে সুবিস্তীর্ণ জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাহা অদ্যাপি 'রাণীর জাঙ্গাল' নামে পরিচিত হইতেছে।

সাতৈলের রাজগণ ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া অভিহিত হইতেন। রাজা রামজীবন ঐ জমিদারী লাভ করিয়া ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া পরিচিত হয়েন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে নাটর-সহরে জেলা সংস্থাপিত হয়। তৎকালে উক্ত জেলা "রাজসাহী ভাতৌরিয়া" নামে কথিত হইত। কোম্পানীর কাগজপত্রে "রাজসাহী ভাতৌরিয়া" লিখিত হইত। উদিতনারায়ণ রায়ের রাজসাহী নামক পরগণা ও রাণী-সর্ব্বাণীর (১) ভাতুরিয়া পরগণা হইতেই রাজা রামজীবনের রাজধানীর উপরে স্থাপিত জেলার নাম রাজসাহী ভাতৌরিয়া হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে এই শেষোক্ত ভাতুরিয়া বিশেষণ লোপ পাইয়া কেবল মাত্র রাজসাহী নামে প্রচলিত আছে।

সাতৈল রাজবংশের রাজা রামকৃষ্ণ সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে "ভবানী থান" লিখিত আছে, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। পরগণে ভাতুরিয়া ও মেহমনসাহীর মধ্যস্থ স্থান

(১) সন ১২০০ সালের খাজনা তলবী ও পুণ্যাহের চিঠি লেখকের নিকট আছে। তাহাতে ঐরূপ লিখিত আছে।

সাতৈলের অধিকারভুক্ত ছিল। রাণী সর্ব্বাণীর সময় সাতৈলের জমিদারী ক্ষুদ্রায়তন হইলেও রাণী সর্ব্বাণী পুণ্যকর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দেবালয়ত্রয়ে তান্ত্রিকমতেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ থালন্তেশ্বরীর ভবনে একটী কেলিকদম্ব মূলে সাধনা করিয়াছিলেন। তথায় একটা সিদ্ধবেদী অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। নাটরের রাজা রামকৃষ্ণ ভবানীপুরে জপতপ করিয়াছিলেন।

রাজা রামজীবনের ন্যায় বিপুল জমিদারী কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থই লাভ করিতে পারেন নাই। রাজা রামকৃষ্ণের উদাসীনতায় জমিদারী বিনাশ হইয়াছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, রাণী ভবাণীর দান ধ্যানের জন্যই বাঙ্গালার বিবিধ জমিদারী একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। রাণী ভবানী কেবল বঙ্গদেশে নহেন, পবিত্রতীর্থ কাশীধাম প্রভৃতিতেও অন্নপূর্ণারূপে পূজিত আছেন।

রাণী ভবানীর কীর্ত্তিরাজি ইতিহাসে অক্ষয়।—অমর মসিলেখনী কিছুরই আবশ্যক নাই, কালের ভ্রূকুটিকে বিদ্রূপ করিয়া সহস্র বর্ষ পরেও রাণীর কীর্ত্তি, ভবানীর নাম—নাটর-রাজবংশের ঐশ্বর্য্যের কথা বিদ্যমান থাকিবে।

মোগলকেশরী আকবর শাহের শাসন সময়ে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা অনেকটা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আগমন করেন। রাজমহল, বর্দ্ধমান, মুরচা, শেরপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি পরিভ্রমণ করিতেন। মানসিংহ রাজকার্য্যব্যপদেশে বর্দ্ধমানে ছিলেন। সেই সময় তিনি মাতৃবিয়োগ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বর্দ্ধমানে মহাসমারোহের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তিনি আকবর শাহের সহিত সম্বন্ধ জন্য পতিত হইয়াছেন, একথা মোগলপ্রতিদ্বন্দ্বী রাণা ভিন্ন কেহই বলিতে সাহসী হয়েন নাই। তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধে রাঢ় প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ কেবল বিদায়লালসায় একত্র হইয়াছিলেন এমত নহে। বর্দ্ধমানবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানীর নিকট বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ এইক্ষণে যেরূপ উপেক্ষিত হইয়াছেন; মানসিংহের সময় তদ্রূপ হয় নাই। দিল্লীর রাজধানীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

কায়স্থের সংঘর্ষণকেই মূল বলিতে হইবে। গৌড়ের সিংহাসন যত দিন স্বাধীন ছিল। ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীগণ হিন্দুস্থানীর লোকের সহিত ভালরূপ ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন নাই। গৌড়ের সিংহাসন স্থায়িরূপে দিল্লীর সম্রাটের করতলগত হইলে পর বাঙ্গালীগণের এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

পুরোহিত মহাশয় কিঞ্চিৎ নগদ অর্থে সন্তুষ্ট না হইয়া দক্ষিণাস্বরূপ একটী জমিদারী লাভের প্রার্থনা করেন। মানসিংহ পুরোহিতের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য একটী পরগণা জমিদারী প্রদানের অনুমতি করেন। কিন্তু সুবাদারের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের নিকট শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্যে একটা পরগণা দানের কথা ভাল বোধ হয় নাই। তাঁহারা উপযুক্ত জমিদারীর অভাব বলিয়া সময় নষ্ট করিতে থাকেন। পরিশেষে বর্ত্তমান রঙ্গপুরজেলাস্থ কুন্তী নামক পরগণা জমিদারী প্রদত্ত হয়। কুন্তীর জমিদারগণ বংশবৃদ্ধি হেতু ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারা মানসিংহের সময় হইতেই এ জমিদারী উপভোগ করিতেছেন। প্রবাদ আছে যে, এই ব্যপদেশে ইদ্রকপুরের জমিদারের হস্ত হইতে কুন্তীপরগণা পরিগৃহীত হইয়াছিল। কুন্তীপরগণা সরকার রাজুহার অন্তর্গত ছিল।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশের মধ্য হইতে রঙ্গপুরপ্রদেশ অধিকৃত ও বঙ্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেবের সেনাপতি ইবাদদ খাঁ মোগলাধিকার বিস্তীর্ণ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই কোচবিহারের রাজার অধীনে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইতেছিল। কাকিনা ও তুষভাণ্ডার এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। কোচবিহার হইতে মনোহর ভট্টাচার্য্য ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তুষভাণ্ডার মৌজায় উপঞ্চাকি তালুক (১) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইবাদদ খাঁ ঐ সকল স্থান ঘোড়াঘাট কাছারীর অধীনস্থ [illegible] হইয়াছিল।

(I) "Toosvandar Zemindary [illegible] M[illegible]charje who had migrated into Cooch Behar from Joynager [illegible] south of Calcutta in 1634, fifty year before the conquest and obtained a upon-Chaki Taluk and his son, on the conquest got the Zemindary from Mahamodan." *A Report on the district of Rangpur by E. G. Glazier, p. 15*

সম্রাট্ আকবরের সময় হইতেই কাকিনা জমিদারের পূর্ব্বপুরুষগণ কোচ-বিহারের রাজ্যভুক্ত চাকলা ফতেপুর, কাজিরহাট ও কাকিনার সরবরাহ-কার ছিলেন। ইবাদদ খাঁ যে সময়ে ঐ সকল চাকলা অধিকার করিয়া ঘোড়াঘাট কাছারীর অন্তর্গত করেন, তৎপূর্ব্বে রঘুরাম নামক একব্যক্তি বর্ত্তমান কাকিনা রাজবাটীর ৫ ক্রোশ উত্তরে "কায়েতের বাটী" নামক স্থানে বাস করিতেন। এই প্রদেশে কায়স্থের বসতি এই প্রথম হওয়ায়, স্থানের নাম "কায়েতের বাটী" হইয়াছিল। রঘুরামের ৪র্থ পুত্র, রামনারায়ণ চৌধুরীর সহিত ঐ তিন চাকলার জমিদারী বন্দবস্ত হয়। এই বংশের রামরুদ্র চৌধুরী বুকাননের সময় জীবিত ছিলেন। রামরুদ্রের (১) যশঃ-সৌরভ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। (২)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সময়ে রঙ্গপুর জেলার প্রায় সমস্তই হস্তবুদ মহাল ছিল। এজন্য জমিদারগণের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল

(1)"In the Bengal year 1094 or 1667 A.D. in the reign of Aurangzeb, the Moghuls, under the Edabad khan, advanced from Ghoraghat occupied the three centre Chaklas of Fathipur, Kazirhat and Lakina * * * * The Mogal conquerors seem to have pursued the same policies of living in possession as Choudhurian the person who had previously been in charge of the collection." Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol VIII p. 316.

(2) "Two Zemindars both Sudras, reside and give some encouragement to learning. In their premises they have some brick buildings, and Ram Rudra of Kangkinaya is very respectable old man who is among the few Zeminders of this district that show any real politenes to strangers. His residence although plain is neat and this valuable quality extends a considerable distance round not only in roads, gardens and avenues but even to the neighbouring villages" Buchana'ns Eastern India, Vol III. p 426

"The Kangkinaya choudhuri who is by for the most respectable has one apartment of brick and lavishes a great part of his means on the pernicious custom of feeding idle vagrants who call themselves dedicated to God by whom his silliness called hospitality." p 487.

বা। ইহার পর কালেক্টর সরকারী রাজস্ব আদায়ে যারপর নাই কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতেন। পুরুষ জমিদারগণের ভাগ্যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্যান্য কঠোর শারীরিক শাস্তিরও নিয়ম ছিল। অনেক দেবীসিংহের দেওয়ান প্রতি শারীরিক শাস্তি প্রদানের দোষা-রোপ করিয়া থাকেন। পুরুষ জমিদার যেরূপে সহজে ধৃত হইতে পারিতেন। পর্দ্দানিশিন জমিদারমহিলাগণ তদ্রূপ ভাবে ধৃত হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারীর ভাগ্যেই কারাগারের যন্ত্রণা ছিল। কাকিনার জমিদার অলকনন্দা চৌধুরাণী, তদানীন্তন কালেক্টরের অত্যাচারভয়ে, জমিদারীর অবস্থাদি জ্ঞাপন জন্য কলিকাতায় গমন করেন। কোম্পানীর প্রথম সময়ের কাগজ পত্র পাঠ করিলে এইরূপ বিবিধ রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। (১)

কাকিনা জমিদারবংশের বর্ত্তমান রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর চাকলে কাকিনা প্রভৃতি চাকলার জমিদারী উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

(1) The female Zeminders gave the collectors most trouble. He could not confine them nor could be catch the, for when he sent for them te live at Rangpur, they ran away at Calcutta. In 1781 the Zeminder of Kakina thus took her flight: the collector wrote to the Committee in calcutta to send her back they tried to apprehend her and failed. The final upshot, however, was the sale of some of her lands two years latter. Glazurs Report p 32

বঙ্গজকায়স্থের সংস্কার-পদ্ধতি।

বীর্য্যহীন ও আচারভ্রষ্ট বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল বসবাসের ফল অতি গুরুতর। বৌদ্ধবিপ্লবান্তে হিন্দু আচার ব্যবহার পুনঃ সংস্থাপনার্থ ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতিগণের চেষ্টায় ভিন্নদেশ হইতে যতবার নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিবর্গ এদেশে সমাগত হইয়াছেন, ততবার কিছুকাল মধ্যে তাঁহারাই এতদ্দেশবাসিগণের ভ্রষ্টভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজাধিরাজ আদিশূর যে দশজন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আনাইয়াছিলেন, তিন চারি পুরুষের মধ্যেই তাঁহারা হীনতা প্রাপ্ত হন এবং তৎপরে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য যে দুইশ্রেণী বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তাঁহাদেরও পূর্ব্বাবস্থা আর নাই। কান্যকুব্জাগত কায়স্থপঞ্চকের উত্তর পুরুষগণ ক্রমে সাবিত্রীচ্যুত [illegible] হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে দ্বিজোচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। [illegible] এক শাখার ক্রিয়াকলাপ দৃষ্টে আজিও অনায়াসে ধারণা করা যায় যে ইহাঁরা ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য জাতিভুক্ত নহেন।

কায়স্থপঞ্চকের সন্তানগণ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পরে এই দেশ যবনাধিকৃত। সুতরাং অচিরকাল মধ্যে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বসবাসনিবন্ধন আদান প্রদান ভোজন বিবর্জ্জিত স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় শাখা এই দেশের যে অংশে মূলতঃ বাসস্থাপন করেন, তাহা শীঘ্রই যবনকবলিত এবং হিন্দুনৃপতির শাসনচ্যুত হওয়ায় অল্পবিস্তর আচারভ্রষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গে যবনশাসনপ্রবলতা লাভ করিবার পরও বহুকাল পর্য্যন্ত সেনদেবরাজবংশাবতংস বঙ্গজ শাখাভুক্ত চন্দ্রদ্বীপাধিপতিগণের বাহুবলে ও প্রতাপে পূর্ব্ববঙ্গে যবন-প্রসার নিবারিত হইয়াছিল এবং স্বাধীন হিন্দুনৃপতিকুলের শাসনগুণে ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার বঙ্গজসমাজে সমধিক অক্ষুণ্ণ ছিল।

হিন্দুর পালনীয় দশবিধ সংস্কার বঙ্গজসমাজে যে প্রণালীতে প্রতিপালিত হইতেছে; তাহার আলোচনা দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে যে, বঙ্গজগণ আজিও ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ নহেন। অর্ঘ্য ও হোম বৈদিক ক্রিয়ার অঙ্গ। বঙ্গজের ক্রিয়াকলাপে উভয়ই অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

গর্ভাধান। এই সংস্কার সধবার আদ্য ঋতু উপলক্ষে সম্পাদিত হয়। ইহার নামান্তর "পুষ্পোৎসব" "দ্বিতীয় বিবাহ" বা "পুনর্বিবাহ"। এই অবস্থায় চারিদিন অশুচি কাল। সেই সময়ে একটী শয্যার উপযোগী স্থান চারিটী [illegible]পত্রযুক্ত তীরকাটী দ্বারা সীমাবদ্ধ ও সূত্র পরিবেষ্টিত করা হয় এবং গৃহের সেই অংশকে "তীরঘর" বলে। তথায় চারি দিবারাত্রি রুদ্ধভাবে অবস্থিতি এবং খর্জ্জুরগুড় ও তিন্তিড়ী সাহায্যে অলবণ আতপান্ন ভোজন করা নিয়ম। পঞ্চমাহে ক্ষৌর ও "কাদামাটি" অন্তে স্নানের পর শুদ্ধিলাভ। অশুচি কালান্তে দম্পতি দিবসব্যাপী উপবাসান্তে শুভদিনে সায়ংকালে শুভ-লগ্নে পুরোহিত সাহায্যে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক শাস্ত্রসম্মত ষষ্ঠীদেবীর পূজা সমাপন করিয়া থাকেন। ভাবী সন্তানের কল্যাণোদ্দেশে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। এতদুপলক্ষে সহর অঞ্চলে যে সকল দেশাচার সম্মত প্রথার প্রচলন আছে, বঙ্গজসমাজে তাহা প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। যাঁহাদের সন্তান জীবিত আছে সেই সকল মহিলা অথবা "জ্যাঁতপোয়াতি" ব্যতীত অন্য সধবার এই ক্রিয়ায় সাহায্য করিবার অধিকার নাই।

পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন। এই দুই সংস্কার গর্ভাবস্থায় আচরণীয়। গর্ভাবস্থার মধ্যভাগে পুংসবন ও শেষভাগে সীমন্তোন্নয়ন সম্পাদিত হয়। পুংসবন ক্রিয়া কোন কোন বংশে গর্ভাবস্থায় পঞ্চমমাসে, কোন কোন বংশে পঞ্চম মাসের শেষ দিনে আচরিত হইয়া থাকে। পঞ্চম মাসে অবলম্বিত ক্রিয়ার নাম "পঞ্চামৃত"। যাঁহারা এই ক্রিয়া সপ্তম ও অষ্টম মাসের সন্ধি-সময়ে সম্পাদন করেন, তাঁহারা ইহা "আটবাড়া পূজা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই দুই ক্রিয়াই গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণোদ্দেশে ষষ্ঠীদেবীর পূজার রূপান্তর। উভয় স্থলেই দেশাচারের প্রবল প্রাধান্য। উভয় ক্রিয়াতেই গর্ভবতী নারী স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পুরন্ধ্রীগণের আদেশমত পুষ্প, [illegible], চন্দন, বেণারমূল, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার সহকারে স্বহস্তে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে। ভাবী সন্তান পুত্র কি কন্যা হইবে, আটবাড়া পূজাকালে তাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। এই দিনে গৃহমধ্যে প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে একটি প্রদীপ ও একটি নোড়া গর্ভিণীর অজ্ঞাতসারে এক একটি ধামাদ্বারা [illegible] অবস্থায় রক্ষিত হয়। স্নানান্তে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা গর্ভিণী অঙ্গন মধ্যে

বস্ত্রাচ্ছাদনের নিম্নে চিত্রিত ভূমিতে যথাবিধি পূজা সমাপনপূর্ব্বক গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র তৎপ্রতি একটি ধামা উদ্ঘাটনের আদেশ হয়। নোড়া উদ্ঘাটিত হইলে পুত্র এবং প্রদীপ উন্মোচনে কন্যা জন্মে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই ক্রিয়ার পরে গর্ভিণীকে অষ্টমাসের মধ্যে একদিন নানাবিধ ভর্জ্জিত, কটু, অম্ল ও লবণাক্ত সামগ্রী এবং মিষ্টান্ন ভোজনার্থ অর্থাৎ "কাঁচাসাধ" দেওয়া হয়। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার উপলক্ষে গর্ভাবস্থায় নবম মাসে শুভদিনে শুভ-লগ্নে গর্ভিণী কৃতস্নাতা ও নববস্ত্রপরিহিতা হইয়া বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহার স্বামী চিরুণীর সাহায্যে তাঁহার সীমন্তের উভয় পার্শ্বস্থ অলক-দাম উন্নয়ন করিয়া দেন এবং তদন্তে গর্ভিণী নানাবিধ উপকরণযোগে অন্ন-ভোজন করেন। সীমন্তোন্নয়ন শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভদ্রগৃহস্থ মধ্যে ইহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে। এই ক্রিয়ার অন্তর্গত ভোজন ব্যাপারটী এইক্ষণ "সাধভক্ষণ" নামে আচরিত হইয়া থাকে। ক্ষীর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "চুষি" নামক পদার্থ সংযুক্ত পায়সান্ন এই ভোজন ব্যাপারের প্রধান উপকরণ। এতদ্ভিন্ন, যে যে আহার্য্যের প্রতি গর্ভিণীর ইচ্ছা বা "সাধ", ব্রীড়াবতী সীমন্তিনীর পক্ষে তাহা প্রকাশ করা কষ্টকর হইলেও, এই উপলক্ষে তাঁহাকে তাহা প্রকাশ করিতে হয়, কারণ বিশ্বাস এই যে, যদি এই সময়ে গর্ভিণী অভীপ্সিত আহার্য্যের নামোল্লেখ না করেন, তবে ভূমিষ্ঠ শিশুর অনবরত লালানির্গমন হইতে থাকে। প্রসবকালে গর্ভিণীর জীবন সংশয়াপন্ন হয়। বোধ হয় এই আশঙ্কা হেতু তাঁহার গুরুজন স্নেহবশতঃ এইরূপ নানা উপচারে "সাধভক্ষণ" ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে যে স্বতন্ত্র সূতিকা গৃহ (আঁতুর ঘর) নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এই দিনে তাহার ঈশান-কোণের খুঁটা বসান হয় এবং সূতিকাগৃহে নিত্য ধূম দিবার জন্য নানাবিধ উদ্ভিজ্জ এবং তৈল ও গন্ধকযোগে একটী স্থূলপলিতা এবং উদ্ভিজ্জ ও মসনা মিশ্রিত শিশুর সেব্য "আলুই" নামক বড়ী ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

জাতকরণ। এই সংস্কার শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ষষ্ঠীকৃত্য। ইহার নামান্তর "ষেটেরা পূজা" বা "ছয়রাত"। সাধারণ বিশ্বাস এই যে এই রাত্রে "বিধাতাপুরুষ" সূতিকাগৃহে আগমন পূর্ব্বক শিশুর ললাট ফলকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্যলিপি লিখিয়া দেন। এজন্য অতি প্রত্যূষকাল হইতে

উহার আয়োজন হইতে থাকে। সর্ব্বাগ্রে "কুমীরকা" নামক একটী লতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সূতিকাগৃহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনীর উপরিভাগে লম্বমান করিয়া দেওয়া হয়। সূতিকা গৃহমধ্যে বেষ্টনীর গাত্রে স্থানে স্থানে ষষ্ঠীদেবী, রাক্ষসী, গোয়ালা গোয়ালিনীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি, একপার্শ্বে একটী অস্থিময় সিন্দুরলিপ্ত গাভীমুণ্ড এবং অপরপার্শ্বে একটি সমূল সিন্দুরচর্চ্চিত বেণাঝাড় স্থাপিত করা হয়। প্রসূতি ত্রিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই সকলের পূজা করেন। এতদ্ভিন্ন গৃহমধ্যে বিষ্ণুর ষোড়শ নামাঙ্কিত একখানি ক্ষুদ্র চেলী, একখানি তৈজসে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের পদধূলি, একখানি পঞ্জিকা এবং দোয়াত ও কলম রক্ষিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জল ও তৈলযোগে শিশুর গাত্র ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে নববস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া ক্রোড়স্থিত নূতন শয্যায় শয়িত করাইয়া প্রসূতি ও তাঁহার পরিচারিকাগণ পর্য্যায়ক্রমে জাগরণে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন। নিশামুখে পুরোহিত সূতিকাগৃহের সম্মুখভাগে ষোড়শোপচারে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিয়া বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অষ্টোত্তর বকুলপত্রের হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তদবধি ত্রিংশদ্দিনের সূতিকা ষষ্ঠী পূজান্তে সূতিকাগৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক শিশু ও প্রসূতির গৃহপ্রবেশ অবধি প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে প্রসূতি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া অব্য-বহিতচিত্তে "অপরাজিতা" "বটুকভৈরব" এবং "ষষ্ঠী" ইহাদের স্তব শ্রবণ করেন। শিশু ও প্রসূতির গৃহ প্রবেশের পর একদিন শুভলগ্নে সকলে সম-বেত হইয়া আশীর্ব্বাদ সহকারে শিশুর মুখদর্শন করেন এবং শিশুর পিতা পুত্রের হস্তে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, প্রবাল, ধান্য, দূর্ব্বা প্রভৃতি অর্পণ করিয়া স্নানান্তে বস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

নিষ্ক্রামণ, নামকরণ ও অন্নপ্রাশন। প্রাচীনকালে এই তিন সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইত, বহুদিন হইতে ইহাদিগের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ সংস্কারত্রয় একত্রে একদিনেই সমাপিত হইয়া থাকে। পর্য্যায়েরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান পর্য্যায় নামকরণ, অন্নপ্রাশন, নিষ্ক্রামণ। শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠচন্দ্রে অর্থাৎ ষষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে শুভদিনে শুভলগ্নে সংস্কারগুলি নির্ব্বাহিত হয়। এতদুপলক্ষে ক্রিয়ার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে শুভলগ্নযোগে তিন হইতে সাত পর্য্যন্ত সধবা কর্ত্তৃক আয়োজন

আরব্ধ হয়। ইহাকে শাস্ত্রার্থে "জীরা মুক্তার লাড়ু বাঁধা" বলে। ক্রিয়ার পূর্ব্বাহ্নে নান্দীমুখকর্ত্তা সংযত হইয়া হবিষ্যান্নগ্রহণ এবং পুরস্ত্রীগণ নিশাকালে অধিবাস উপলক্ষে "জলসওয়া" প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ক্রিয়ার দিনে প্রথমে নান্দীমুখকর্ত্তা বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে শালগ্রাম-শিলা-সমক্ষে পুরোহিত সাহায্যে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, ষষ্ঠী এবং মার্কণ্ডেয়ের পূজা সমাপন করেন। সেই সময়ে সধবাগণ শুদ্ধান্তস্থিত প্রাঙ্গণে রম্ভাতরুচতুষ্টয় মধ্যস্থিত সুবিচিত্র পীঠে শিশুকে উপবিষ্ট করাইয়া তৈল হরিদ্রা যোগে তাহার স্নানকার্য্য সমাপন করেন। পূজান্তে নান্দীমুখকর্ত্তা "বসুধারা" দিবার পর নানালঙ্কারভূষিত কৃতনেপথ্য শিশু তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি ষোড়শ উপকরণে তাহার অধিবাস কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরে পূর্ব্বোক্ত সধবাগণ শিশুর হাত ধরিয়া হরিদ্রা, ধান্য, যব, শ্বেতসর্ষপ ও শ্বেত-মুদ্গ পেষণ করে এবং শিশুসহ তাঁহাদিগকে সাতক্ষেয়া সূত্রদ্বারা বেষ্টন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম "ভারওলান"। পরে সেই সাতক্ষেয়া সূত্র-দ্বারা একটু বস্ত্রখণ্ডযোগে দূর্ব্বাসহ পিষ্ট হরিদ্রাদি শিশুর হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে নান্দীমুখকর্ত্তা আভ্যুদয়িক পার্ব্বণশ্রাদ্ধসূত্রে নয়টি পিণ্ডদান করেন এবং পুরোহিত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃত সংযোগে অষ্টোত্তরশত সমিধ্ সহকারে হোমকার্য্য সমাপন করিয়া বালকের রাশি নক্ষত্রসম্মত "রাশি-নাম" ও বালকের মাতার অভিপ্রেত "ডাকনাম" শিলাপৃষ্ঠে লিখিয়া বালকের জননী ও অন্যান্যের গোচরার্থ পাঠ করেন এবং পিতা ব্যতীত বালকের সগোত্র যে কেহ বালকের মুখে পায়সান্ন প্রদান করেন। তদন্তে বালকের সম্মুখে স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা, ধান্য, পুস্তক, দোয়াত ও কলম রক্ষিত করা হয়। তন্মধ্যে বালক যে দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করে তদনুসারে তাহার ভাবী জীবনের ফলাফল, বিদ্যাবত্তা ও ধনবত্তা প্রভৃতির পরীক্ষা ও আলোচনা করিতে হয়। তৎপরে সধবাগণ বালককে উপলক্ষ করিয়া ক্রীড়া করেন এবং উপস্থিত অনুপস্থিত মহিলাগণ বালককে কিছু কিছু অর্থ দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই আশীর্ব্বাদ করার নাম "যৌতুক দেওয়া"। মুখদর্শনী ও যৌতুক সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ জননীর প্রাপ্য। গৃহস্থ এই যৌতুকের পরিবর্ত্তে মহিলাদিগকে এক একখানি বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। এইরূপে নামকরণ ও অন্নপ্রাশন একত্রে নির্ব্বাহিত

হইবার পরে অনেক কর্ত্তৃপক্ষ বালকের সমভিব্যাহারে খৈ ও কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে বালককে লইয়া যানারোহণে অথবা পদব্রজে কিয়দ্দূর যাইয়া কোন দেবালয়ে প্রণামানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ক্রিয়ার এই অংশটুকুর নাম নিষ্ক্রামণ। তদন্তে ব্রাহ্মণাদি ও আত্মীয় স্বজন ও অবশেষে কাঙ্গালী-দিগের আদর অভ্যর্থনা ও ভোজনাদি ঘটিত আনন্দোৎসবে ক্রিয়া সমাপিত হয়।

বালক পঞ্চবর্ষ বয়স্ক হইলে, বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে শুভদিনে ও শুভলগ্নে তাহার "হাতেখড়ি" দেওয়া হয়। এই সময়ে পুরোহিত ফুলখড়ি নির্ম্মিত লেখনীযোগে বালকের হস্তধারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে বৃহদায়তন "ক" "খ" প্রভৃতি বর্ণ লেখিত করেন এবং তদবধি বালক প্রতিদিন পাঠশালায় যাইয়া গুরু-মহাশয়ের নিকট বর্ণ ও অঙ্কশিক্ষা এবং তালপত্র হইতে ক্রমশঃ কদলীপত্র ও কাগজে হস্তলিপি অভ্যাস করিতে থাকে। ইদানীং পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে পুরাতন পাঠশালা অন্তর্হিত এবং তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গবিদ্যালয়ে পুস্তক ও শ্লেটপেন্সিল যোগে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। সুতরাং গুরুমহাশয় ও "পড়ুয়া" ঘটিত সেই পুরাতন স্নেহভক্তি ও আত্মীয়তা উপকথায় পরিণত হইয়াছে। এই বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালে ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং সেইসূত্রে পরবর্ত্তী কৌমারকালের সংস্কারগুলির অব-তারণা হইত।

চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ। বালকের জন্ম হইতে অযুগ্ম বর্ষে শুভদিনে শুভলগ্নে এই সংস্কারদ্বয় একযোগে আচরিত হইতে থাকে। এতৎ সহযোগী "উপনয়ন" সংস্কার বহুদিন হইতে কায়স্থসমাজে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই প্রধান সংস্কার বিবর্জ্জিত যে কিছু পদ্ধতি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাও বঙ্গ সমাজে যেরূপ বিশিষ্টভাবে আচরিত হইয়া থাকে, অন্যান্য সমাজে তদ্রূপ নাই। এই সংস্কারত্রয় কায়স্থের দ্বিজাতিত্বের বিশেষ পরিচায়ক এবং এইগুলি যথারীতি প্রতিপালিত না হইলে কায়স্থবালক সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে অধিকার লাভ করিতে পারে না। অধিক কি, অকৃতচূড় ও অবিদ্ধকর্ণ বালক দেবার্চ্চনার জন্য পুষ্পদূর্ব্বাদি সংগ্রহে ও পূজার পরিচর্য্যায় পর্য্যন্ত অধিকারী হয় না। অন্নপ্রাশনাদি উপলক্ষে দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে সধবাগণ কর্ত্তৃক যেরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এতদ্রূপ-

DOUBLE COLOUR

লক্ষেও তদ্রূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ক্রিয়ার ন্যায় এই ক্রিয়াতেও নান্দীমুখকর্ত্তা সংযত থাকিয়া পূজা, বসুধারা প্রদান, অধিবাস, পিতৃদার প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠান, পুরোহিত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতসংযুক্ত অষ্টোত্তরশত সমিধ্ সহকারে প্রজ্বলিত হুতাশনে হোমকার্য্য এবং সধবাগণ বালকের স্নান, ভারওলান, বালকের হস্তে রক্ষাবন্ধন প্রভৃতি সমস্ত দেশাচার-সঙ্গত আচার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সংস্কারদ্বয়ের অঙ্গীভূত দুইটি বিশেষ নিয়ম অধিকন্তু প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বালকের স্নানের অব্যবহিত পূর্ব্বে নান্দামুখকর্ত্তা পুরোহিতের আদেশ মত তাহার মস্তকের চুল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সশারুকণ্টক দ্বারা সাতভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে, নরসুন্দর মুণ্ডন কার্য্য সমাধা করে। ক্রিয়ার এই অংশের নাম "চূড়াকরণ"। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাপিত হইলে, পুনরায় নরসুন্দর রম্ভাতরুচতুষ্টয় মধ্যস্থিত চিত্রিত পীঠোপরি দণ্ডায়মান পূর্ব্বাস্য বালকের দুই কর্ণমূল দুইটি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্ম্মিত কাঁটা বা "গুজি" দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিয়া পলায়নের চেষ্টা করে এবং বালক দুই হস্তস্থিত দুইটী ভর্জ্জিত তণ্ডুল ও গুড়সংযুক্ত লাড়ু নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করে। তৎপরে খৈ ও লাড়ুপূর্ণ কতিপয় মৃন্ময় ভাণ্ড উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মধ্যে বিতরিত হয় এবং অবশেষে সধবাগণ অন্নপ্রাশন ক্রিয়াকালের ন্যায় বালকের সহিত ক্রীড়া করেন ও যৌতুক প্রদত্ত হয়। কর্ণবেধের তৃতীয়াহে গুঁজিদ্বয় উন্মোচিত ও নরসুন্দরের হস্তগত এবং ক্ষত-স্থানে কচুর ডাঁটা মার্জ্জিত করা হয়।

বিবাহ। এই সংস্কার পুত্র সম্বন্ধে পিতার শেষ কর্ত্তব্য। বিবাহান্তে কায়স্থযুবক একটি স্বতন্ত্র গৃহস্থে পরিণত হন। কায়স্থযুবক দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলে, তদুপলক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠান তাঁহাকে স্বয়ং স্বাধীনভাবে করিতে হয়, তাঁহার পিতা আর তজ্জন্য আভ্যুদয়িক ক্রিয়া করেন না। বিবাহ উপলক্ষে বর ও কন্যাপক্ষ হইতে উভয়ের পরীক্ষা গ্রহণ এবং উভয়কে আশীর্ব্বাদ করণের প্রথা বঙ্গজসমাজে নাই। বঙ্গজের মধ্যে বর প্রায়ই অদৃষ্টপূর্ব্ব হন না, কিন্তু বরপক্ষীয়গণ কন্যার রূপগুণ সম্বন্ধে পরম্পরায় ও ঘটনাক্রমে যাহা অবগত হইতে পারেন, তদতিরিক্ত বিশিষ্টরূপ আর কিছু জানিবার নিয়ম নাই। কন্যা-পক্ষীয়দিগকে কন্যা দেখাইতে হয় না। বরপক্ষকর্ত্তৃক কন্যা দেখিবার প্রস্তাব করা কন্যাপক্ষীয়দিগের পক্ষে অপমানসূচক। সহরঅঞ্চলে ও ধনীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণে স্বয়ং বরকর্ত্তৃক কন্যাদর্শন সম্বন্ধীয় যে কোর্টসিপের অনুকল্পের প্রচলন হইয়াছে, বঙ্গজসমাজে তাহা আজিও প্রবেশ করে নাই। পুত্রের বিবাহসূত্রে কন্যার পিতার সর্ব্বস্বগ্রহণ করিবার চেষ্টা অন্য সমাজে যেরূপ বহুলভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বঙ্গজসমাজে তাহার চিহ্ন-মাত্রও নাই। এই সমাজে কন্যার পিতার নিকট বরের পিতার কিছু গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহার প্রস্তাবমাত্রও করিবার নিয়ম নাই। কন্যার পিতা স্বপ্রণোদিত হইয়া যে কিছু শয্যা, তৈজস, বস্ত্র ও অলঙ্কার কন্যার সহিত দান করেন, তাহাই গ্রহণীয়। তৎ সম্বন্ধে কোন চুক্তি নাই। তবে এইটুকু স্থির আছে যে, জামাতার সম্মানার্থ শ্বশুরকে সাধ্যমত দ্রব্যসামগ্রী দিতে হইবে। কন্যার অলঙ্কার সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই।* বরকে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী দান করা হয়, প্রকারভেদে বৃহৎকল্পে তাহার নাম "বরসজ্জ" ও ন্যূনকল্পে "ভোজনপাত্র"। এই প্রণালীতে মধ্যস্থের মধ্যবর্ত্তিতায় "লক্ষকথা"র পরে সম্বন্ধ স্থিরতর হইলে, একদিন সায়ংকালে অবস্থাভেদে বর অথবা কন্যাকর্ত্তার গৃহে কিম্বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে উভয়পক্ষীয় গুরুপুরোহিত এবং আত্মীয় স্বজন সম্মিলিত হইয়া বর ও কন্যার পিতাকে প্রশ্ন করিয়া এই ক্রিয়া সম্বন্ধে উভয়ের সম্মতিগ্রহণ করেন। তদন্তে উভয়পক্ষ হইতে পরস্পরের গুরু, পুরোহিত ও উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের প্রণামী প্রদত্ত এবং বরের বা কন্যার পিতা অথবা পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ব্যয়ে মিষ্টান্ন বিতরিত হয়।

বিবাহের নিমিত্ত ধার্য্য দিনের সপ্তাহকাল পূর্ব্বে শুভদিনে গাত্রহরিদ্রা ও অধিবাসের প্রদত্ত হয়। তদুপলক্ষে রম্ভাতরুচতুষ্টয়-মধ্যবর্ত্তী অঙ্গনাংশে চিত্রিত পীঠোপরি তৈলহরিদ্রাযোগে সধবাগণকর্ত্তৃক বরের স্নানকার্য্য সম্পাদনের পর সেই হরিদ্রার অবশিষ্টাংশ কন্যার ব্যবহারার্থ প্রেরিত এবং বরের ন্যায় কন্যার স্নানকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। পরে বর ও কন্যা নিজ নিজ বাটীতে নূতন চেলী পরিধান ও নূতন অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে বিচিত্র পীঠে পূর্ব্বাস্যে উপবিষ্ট হইয়া দীপালোকে আত্মীয় স্বজন-সমভিব্যাহারে সর্ব্বাগ্রে পায়স ও তৎপরে

* বঙ্গজগণ এই নিয়ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেন। ইদানীং কিন্তু ইহার ব্যভিচার ঘটিতেছে।

নানাবিধ উপচারে অন্ন ভোজন করেন। তদবধি বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বর ও কন্যা যানযোগে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয়ের আলয়ে অন্ন অথবা জলযোগ-স্বরূপ মিষ্টান্ন ভোজন এবং বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অব্যূঢ়ান্নগ্রহণব্যাপার সমাধা করেন। অব্যূঢ়ান্নঘটিত লৌকিকতাপ্রদানকল্পে সাধারণ্যে বস্ত্র ও মিষ্টান্ন প্রেরণের নিয়ম বঙ্গজসমাজে প্রচলিত নাই। বিবাহ উপলক্ষে বর বা কন্যা-পক্ষে যে যে বাটীর স্ত্রীগণ নিমন্ত্রিত হন, বর ও কন্যা অব্যূঢ়ান্নের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কেবলমাত্র সেই সেই বাটীতে গমন করেন।

অন্নপ্রাশন ও কর্ণবেধ উপলক্ষে যদ্রূপ মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনের প্রণালী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষেও সধবাগণ "জীরামুক্তার নাড়ু বাঁধা" "জলসওয়া" "ভারওলান" প্রভৃতি কার্য্য এবং নান্দীমুখকর্ত্তা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, অধিবাস, বসুধারাপ্রদান ও পূজাঘটিত সমস্ত কার্য্য তদ্রূপ সম্পাদন করেন। বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রির শেষভাগে বর ও কন্যাকে দধিমিশ্রিত অন্নভোজন করিতে হয়। সেই অনুষ্ঠানের নাম "দধিমঙ্গল"। বিবাহের দিন বর ও কন্যা উপবাসী থাকেন এবং মধ্যাহ্নে বরপক্ষকর্তৃক আভ্যুদয়িক ক্রিয়া আরব্ধ হইলে তৎসংবাদ অবিলম্বে কন্যাকর্ত্তার নিকট প্রেরিত হয় এবং তৎপ্রাপ্তে তিনি নিজ কর্ত্তব্য আভ্যুদয়িক ক্রিয়া সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। অপরাহ্নে বরের ক্ষৌর এবং বর কন্যার স্নান পূর্ব্ববৎ যথাবিধি সম্পাদিত হইলে, উভয়ে ভূমির উপরি বিপর্য্যয়ভাবে রক্ষিত দুইখানি মৃৎপাত্র দুই পদাঘাতে ভগ্ন করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম "আইবড়মুচি ভাঙ্গা"। পরে বর পূর্ণকুম্ভ ও প্রজ্বলিত দীপ সমক্ষে পুরোহিত ও গুরুজনের নিকট বিদায়গ্রহণ করেন। যাত্রাকালে জননী জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, কোথায় যাইতেছ?" পুত্র উত্তর দেন, "মা আপনার দাসী আনিতে যাইতেছি" এবং ভগ্নী বামহস্তের অঙ্গুলী ক্ষত করিয়া রক্তদ্বারা ভ্রাতার ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে মাল্য, দর্পণ, খড়্গের পরিবর্ত্তে ছুরিকা ও বেণার মূল প্রভৃতি কতিপয় দেশাচারসম্মত সামগ্রী প্রদান করেন। বর এইরূপে শুদ্ধান্ত হইতে যাত্রা করিয়া বহির্বাটীতে আগমন ও বেশভূষা গ্রহণপূর্ব্বক বরযাত্র, বাদ্যভাণ্ড ও আলোকমালা সমভিব্যাহারে কন্যা-গৃহে গমন করেন। গমনকালে পথিমধ্যে অপর বর উপস্থিত হইলে পরস্পরের মুখাবলোকন নিবারিত হয়। কন্যাগৃহে উপস্থিত মাত্রে কন্যাপক্ষীয় নরসুন্দর

সর্ব্বাগ্রে একটি দীপ প্রদর্শিত করাইয়া বরকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক সভামণ্ডপে লইয়া যায় এবং কন্যাকর্ত্তা সকলকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন।

লগ্ন উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের এবং বরকর্ত্তার অনুমতি লইয়া কন্যাসম্প্রদানের উদ্যোগ করেন। সর্ব্বাগ্রে বরের "বরণ" সমাপিত হয়। তদন্তে "স্ত্রী-আচার"। তৎপরে "পীঠের পীঁড়ি"তে অবগুণ্ঠনবতী কন্যাকে অর্দ্ধশয়িত ও অর্দ্ধোপবিষ্টভাবে স্থাপিত করিয়া কন্যার খুল্লতাত, মাতুল ও ভ্রাতৃগণকর্তৃক বরের চতুর্দ্দিকে "সাতপাক" পরিভ্রমণের পর "শুভদৃষ্টি" সম্পাদিত হইলে কন্যাকর্ত্তা কন্যাসম্প্রদান করেন। সম্প্রদান-কালে বরের বৈদিক পুরোহিত বরকর্ত্তার বাটী হইতে আনীত উপকরণযোগে ঘৃতসংযুক্ত অষ্টোত্তরশত সমিধ্ সহকারে প্রজ্বলিত হুতাশনে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোমকার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপরে "লাজাহোম" "ধ্রুবতারাদর্শন" সমাপ্ত হইলে বর ও কন্যা অন্তঃপুরে নীত হন। তথায় কন্যার মাতা জামাতা সমক্ষে বিবিধ ব্যঞ্জনসহ অন্ন উপস্থিত করিলে বর তৎসমস্ত একত্র করিয়া পঞ্চগ্রাসে বিভক্ত করণানন্তর এক একটির ঘ্রাণ লইয়া একটি হাঁড়িতে রাখিয়া দেন, এবং বরের ভৃত্য ঘরের মেঝে খনন করিয়া সেই হাঁড়ি প্রোথিত করে। এই অনুষ্ঠানের নাম "পঞ্চগ্রাসী"। তৎপরে বর নিজ বাটী হইতে আনীত আহার্য্য, ভৃত্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আহারান্তে "বাসরে" প্রবেশ করেন। বিবাহের রাত্রে বর, কন্যার গৃহের খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করেন না।

বিবাহান্তে অথবা লগ্নের বিলম্ব থাকিলে তৎপূর্ব্বে বরযাত্রীগণের ভোজন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তৎপরে তাঁহারা অবস্থিতি জন্য নির্দ্দিষ্ট আলয়ে গমন করেন এবং পরদিন তথায় তাঁহাদিগের ভোজনার্থ দ্রব্যসম্ভার প্রেরিত হইলে, তাঁহারা আপন ইচ্ছামত আহার্য্য প্রস্তুত করাইয়া ভোজনান্তে বর-কন্যা সমভি-ব্যাহারে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে যে অনুষ্ঠান আচরিত হয়, তাহার নাম "বাসিবিবাহ"। বিবাহের রাত্রের হোমকার্য্য এবং বাসিবিবাহ "কুশণ্ডিকা"র অনুকল্প। বাসিবিবাহান্তে সধবাগণ বর ও কন্যাকে উপলক্ষ করিয়া বহুবিধ ক্রীড়া কৌতুক করেন এবং অন্যান্য ক্রিয়াকালে যেরূপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ

আশীর্ব্বাদী যৌতুকাদি প্রদত্ত হয়। আহারান্তে অপরাহ্নে বর ও কন্যা বরের বাটীতে আগমন করেন এবং তথায় বরপক্ষীয়া স্ত্রীগণ তাঁহাদিগকে "বরণ" করিয়া সমাদরে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম "বৌপরিচয়"। সেইরাত্রি "কালরাত্রি" বিধায়, বর ও কন্যা স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিতি করে। তৎপরদিন "ফুলশয্যা"। এই দিনে কন্যাকর্ত্তাকে কন্যা-জামাতার ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র, মাল্য, চন্দন, আহার্য্য এবং জামাতার আত্মীয়গণের সম্বর্দ্ধনার্থ "নমস্কারী" বস্ত্র এবং যতগুলি বরযাত্র গমন করেন, তাঁহাদিগের আহারোপযোগী দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ করিতে হয়। বিবাহের পর দশমাহ পর্য্যন্ত উৎসব চলে এবং কন্যার এক বা একাধিক আত্মীয়ের নামোল্লেখে প্রতিদিন কন্যার বাটী হইতে আহার্য্য প্রেরিত হয়। এই আহার্য্য প্রেরণের নাম "জলপানি দেওয়া"। দশমাহে যে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়, তাহার নাম "দশবর্দ্ধন"। দশবর্দ্ধনান্তে কন্যা পিতৃগৃহে গমন করেন। বিবাহের বর্ষমধ্যে দ্বিরাগমন সম্পাদিত হইলে, শুভদিনের প্রয়োজন হয় না। এজন্য ইদানীং বিবাহের অব্যবহিত পরেই দ্বিরাগমন সম্পাদিত হইতেছে। নচেৎ দ্বিরাগমনার্থ উক্ত বিশুদ্ধ দিন দুষ্প্রাপ্য হেতু, দ্বিরাগমন সম্পাদনে বিলম্ব ঘটে। বিবাহের অব্যবহিত পরে দ্বিরাগমনের নাম "ধূলাপায় ঘরবসত"। বিবাহের পর "জোড়ে" গমনাগমনের নিয়ম বঙ্গজসমাজে প্রচলিত নাই। বর শ্বশুরালয়ে একাকীই গমন করেন। "ফুলশয্যার" দিনে কন্যার যে যে আত্মীয় বস্ত্র দেন, বর শ্বশুরালয়ে প্রথমাগমনকালে তাঁহাদিগকে "নমস্কারী" বস্ত্র দিয়া থাকেন এবং বিবাহান্তে কন্যা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলে পূজনীয়াদিগকে দিবার নিমিত্ত শ্বশুরালয় হইতে "নমস্কারী" বস্ত্র আনয়ন করেন।

এই দশবিধ সংস্কার ব্যতীত বঙ্গজসমাজে আরও কতকগুলি আচার প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে "জন্মতিথি পূজা" ও "নবান্ন" উল্লেখযোগ্য।

জন্মতিথিপূজা। এই ক্রিয়ায় বর্ষে বর্ষে জন্মতিথি উপলক্ষে সপ্তচিরজীবী, ষষ্ঠীদেবী ও মার্কণ্ডেয় পূজা, পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন এবং হোম ও ষট্তিনারায়ণের পূজা নিয়ম আছে। এই উপলক্ষে বিবাহ ও কর্ণবেধাদির ন্যায় তৈলহরিদ্রাযোগে স্নান, নববস্ত্র পরিধান, রক্ষাবন্ধন ও পরমান্নগ্রহণ এবং তদতিরিক্ত মৎস্যযোগে ও নিরামিষ ভোজন আচরিত হইয়া থাকে।

...ন্নার। নূতন ধান্য সংগৃহীত হইলে বর্ষে বর্ষে নব আতপ তণ্ডুল যোগে ...গণের পার্ব্বণশ্রাদ্ধ সম্পাদিত হয় এবং দুগ্ধ, নারিকেল ও নূতনগুড় সংযুক্ত ...তণ্ডুল জলযোগার্থ এবং বহুবিধ উপকরণ সহকারে নূতন তণ্ডুলের অন্ন ...হইয়া থাকে।

...লিখিত অবস্থাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোনটিতে অর্ঘ্য-...র্ম, কোনটিতে অস্ত্রের ও কোনটিতে মসীলেখনী ব্যবহারের নিয়ম আছে ...সকলগুলিতেই বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোমকার্য্যের ব্যবস্থা আছে। ...দেশবাসী শূদ্রপদবাচ্য কোন জাতির কোন ক্রিয়াতে এতদ্রূপ বৈদিক আচ-...রের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। অতএব আভ্যন্তরীণ প্রমাণস্বরূপে নিঃসংশয়ে ...করিতে হয় যে, বঙ্গবাসী কায়স্থগণ আচারভ্রষ্ট দ্বিজ ব্যতীত কোনক্রমেই ...নহেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।